লালমতি সয়ফল-মুলুক।

পণ্ডিত মুন্‌শী আব্দল হাকিম মরহুম-প্রণীত।

নব-পর্য্যায় প্রথম সংস্করণ।

ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী-সম্পাদিত।

কলিকাতা
৬৭,৬৭।১ নং মেছুওয়া বাজার ষ্ট্রীট, হইতে
ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী
দ্বারা প্রকাশিত।

হবিবি প্রেস
৬৪।৩, মেছুওয়া বাজার ষ্ট্রীট হইতে
মুন্‌শী রহিম বখ্‌শ দ্বারা মুদ্রিত
সন ১৩২৫ সাল।

 মূল্য এক টাকা মাত্র।

লালমতি সয়ফল-মুলুক।

পণ্ডিত মুন্‌শী আব্দল হাকিম মরহুম-প্রণীত।

নব-পর্য্যায় প্রথম সংস্করণ।

ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী-সম্পাদিত।

কলিকাতা
৬৭,৬৭।১ নং মেছুওয়া বাজার ষ্ট্রীট, হইতে
ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী।
দ্বারা প্রকাশিত।

হবিবি প্রেস
৬৪।৩, মেছুওয়া বাজার ষ্ট্রীট হইতে
মুন্‌শী রহিম বখ্‌শ দ্বারা মুদ্রিত
সন ১৩২৫ সাল।

 মুল্য এক টাকা মাত্র।

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

কহে হীন গোলাম মওলা গোম-নাম। লালমতি প্রকাশ যে কেতাবের নাম ॥ সাবেক যতেক ভুল দোরস্ত করিয়া। খুব সহী মতে পুথি দিনু ছাপাইয়া ॥ আব্দুল হাকিম যে রচিল কবিতা। কি খুবির পুথি ইহা যেমন মুকুতা ॥ লালমতি দিয়া কবি গাথিল এ হার। হীরা জমরদ যিনি দিপ্তি হয় জার ॥ জহুরী হইলে লালমতি যে চিনিবে। নহে শিশু পুতলিয়া ঠকিয়া যাইবে ॥ এই লালমতি সাচ্চা লইও চিনিয়া। শিশমালা নাহি লিবে দাগাতে পড়িয়া ॥ হবিবি প্রেসেতে ভাই সাচ্চা হার পাবে। শিবাদহ হাজী পাড়া ঠিকানা জানিবে ॥ মোর ছাপাখানা এই হবিবি নামেতে। লইবেন পুথি সবে আসি এখানেতে ॥ সাবেক নাম ছিল "খলিলি" 'মোর্ত্তজবী'। পরেতে রাখিনু ইহার নাম যে হবিবি ॥ এই ছাপাখানা বিচে আসিয়া লইবে। আর যে যে কেতাবের আবশ্যক হবে ॥ ইতি সন ১৩০০ সাল ১৫ ই পৌষ।

দিনহীন

গোলাম মওলা।

চতুর্থ বারের বিজ্ঞাপন।

কবিতামোদি শওকিন মোসলমান ভাই দিগের মেহেরবানীতে চতুর্থবার লালমতি-সয়ফল মুলুক ছাপা হইল। ইহা আমার জন্য বড়ই আনন্দের কথা। ইতি সন ১৩০২ সাল ১৪ই ফাল্গুন।

দিনহীন

গোলাম মওলা।

দ্বাদশ বারের বিজ্ঞাপন।

খোদাওয়ান্দ তায়ালার মেহেরে ও শওকিন মোসলমান ভাই সাহেব দিগের যত্নে, "লাল-মতি-সয়ফল মুলুক" পুস্তক দ্বাদশ বার ছাপা হইল। খোদা হাফেজ। ইতি ১৩১৫ সাল

দিনহীন

গোলাম মওলা।

নব-পর্য্যয় প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

ত্রিপুরা জেলার "মোকাম সুধারামের থানা আমীরের গাঁয়ের এলাকা মৌজা কাঙ্গাপুর" নিবাসী পণ্ডিত আবদুল হাকিম সাহেব মরহুম, ১২৭০ বাঙ্গালা সালের ২৭শে ফালগুণ তারিখে, এই "লালমতি-সয়ফল মুলুক" ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করেন। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় এই পুস্তক কখনও মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা, তাহা জানা যায় না। গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর, তাঁহার ওয়ারেশ মৌলবী আলিনকি সাহেব মরহুম, কলিকাতার ৯ নং ফিনিক বাজারস্থিত মৌলবী মোহাম্মদ দায়েমউল্লা সাহেব মরহুমের 'বশিরী ছাপাখানায়' ১২৭৪ বঙ্গাব্দে প্রথমবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া, রেজেষ্টারী আইন অনুসারে আপন নামে কপি রাইট রেজেষ্টারী করেন। তাহার পর উক্ত মৌলবী আলিনকী সাহেব ১২৭৭ বাঙ্গালা সালের ২৬শে ভাদ্র তারিখে ২৫ নং নর্থ শিয়ালদহ রোডস্থিত, মুনশী কালু খানসামা মরহুমের 'সাত্তারিয়া প্রেসে' আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব যনাব মুনশী গোলাম মওলা সিদ্দিকী মরহুম মগফুর সাহেবের তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয়বার ছাপাইয়া প্রকাশিত করেন। এই সময় কলিকাতার ৮৫ নং ওয়েলসলী ষ্ট্রীটে মৌলবী আলিনকী সাহেব মরহুমের পুস্তকের দোকান ছিল।

১২৮০ বঙ্গাব্দে মৌলবী আলিনকী সাহেবের মৃত্যু হয়, এবং তাঁহার ওয়ারেশগণ, কারবার পরিচালন করিতে অক্ষমতা বিধায় ১২৯৫ বঙ্গাব্দে লালমতি সয়ফলমুলুক ও অপরাপর কয়েক খানা পুস্তকের কপীরাইট, আমার পিতা মরহুম ও পিতৃবন্ধু মৌলবী সৈয়েদ হামিদুল্লাহ সাহেব মরহুমের নিকট বিক্রয় করিয়া নিঃসত্ত্ব হয়েন। উক্ত ১২৯৫ সালে আমার পিতা মরহুম ও মৌলবী হামিদুল্লা মরহুম খরিদ সূত্রে দখলিকার হইয়া, এক যোগে খরিদা পুস্তক গুলি প্রথমবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। তাহার পর আমার পিতা মরহুম ও মৌলবী হামিদুল্লাহ মরহুম, আপোষে পুস্তকের কপিগুলি বিভাগ করিয়া লয়েন। 'লালমতি সয়ফল মুলুক' পুস্তকের সম্পূর্ণ কপিরাইট আমার পিতা গ্রহণ করেন, এবং তিনি নিজ খরচ পত্রের দ্বারা, আপন হবিবি প্রেসে, বিগত ১৩১৫ সাল পর্য্যন্ত দ্বাদশ বার মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া বিগত ১৩২৪ বাঙ্গালা সালের ২৮শে কার্ত্তিক তারিখে, স্বর্গবাসী হইয়াছেন।

আমি গত কয়েক বৎসর হইতে মুসলমানী বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করিতেছি। আমার এই কার্য্যের সহায়তা ও সুবিধার জন্য, বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে, মুসলমানী-বাঙ্গালা-সাহিত্যের খ্যাত নামা লেখক দিগের, হস্ত লিখিত পুথিরও সন্ধান করিতেছি। আমার এই সন্ধানের ফলে, পণ্ডিত আব্দল হাকিম মরহুমের 'লালমতি সয়ফল মুলুক' পুস্তকেরও একখানি হস্ত লিখিত পুথি সংগৃহীত হইয়াছে।

লালমতি সয়ফল মুলুকের বর্ত্তমান সংস্করণ, সেই হস্ত লিখিত পুথি দৃষ্টে সম্পাদন করিলাম। পুস্তকের ভাব ভাষা, এবং বর্ণনা অনেক স্থলে আমূল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইল। কিন্তু তথাপি এই সংস্করণে পুস্তকখানি নিভুর্ল করিতে পারিলাম না। দুইটি কারণে ইহার অনেক স্থলে বানানে

ও শব্দে দোষ রহিয়া গেল। প্রথম কারণ, এই শ্রেণীর পুস্তক ইতিপূর্ব্বে কখনও বর্ণাশুদ্ধি করা হইত না, সে কারণ কোনও একটি শব্দেরও ঠিক ছিল না। তাহার উপর প্রত্যেক ফর্ম্মা প্রেসম্যান দিগকে এক প্রুফে ছাপিবার আদেশ দিতে হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পণ্ডিত আফজল হাকিম মরহুমের হস্ত লিখিত পুথির অনেক স্থলে পাঠোদ্ধার করিতে পারি নাই। বিজ্ঞ পাঠক পাঠিকা এবং মুসলমান ভ্রাতা দিগের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে, দ্বিতীয় সংস্করণে এই পুস্তকখানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে পাঠক পাঠিকার সম্মুখে উপস্থিত করিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি ১৫ই পৌষ ১৩২৫ সাল।

অনুগ্রহ ভিখারী

আবদুল গফুর সিদ্দিকী

কলিকাতায় ছাপা উর্দ্দু কেতাব।

হেদায়েৎ ইসলাম
খোতবা রসুল মোহাম্মদ
খোতবা পকেট
পাঞ্জ সুরাহ
গোলেস্তা মতন
মৌলুদ, আহইয়াল কুলুব
মেপ্তাহল জান্নাত
৬০ খোতবা
পান্দে নামাহ

বোস্তা মতন
ফার্সী নামা
দরুদ আকবর
গাঞ্জাল আরশ
ওজিফা
শরাহ দিওয়ান আলী
তফ্‌সির মোরাদিয়া
খোতবা দোয়াজদা মাহী
রাহে নাজাত

বাঙ্গালা কেতাব।

উমর উম্মিয়ার নকল
খোতবা বাঙ্গালা
নব-চিকিৎসা বোধ
ষড় থাব নামা
সোলতান জমজমা
শাহা দৌলা
ছুল হাউশ শাহজাদা
বাঙ্গালা মেফতাহল জান্নাত
ইমাম যাত্রা
মৌলুদ বাহারিয়া
মউত নামা
হাসেন মকসুদ
সোলতান বলখী
দলিলুল আহকাম
লালমতি সয়ফল মুলুক
গাঞ্জাল আরশ বাঙ্গালা
জেলেসমাত সোলেমানী
জিন ছত্র রাজার জঙ্গ।

ষাঁড়ের মক্কর নামা ১ম ভাগ
ষাঁড়ের মক্কর নামা ২য় ভাগ
ভানুমতীর লড়াই
চৌত্রিশ হরফের ফজিলত
দেল-রোবা চার-চমন
শাফাতোল-বালা
নও খরিদ পাহালওয়ান
গুলে বকাওলি
চোর চক্রবর্ত্তী
কালুগাজী চম্পাবতী
আশরাফ মুনশী ও গোলবাহুর বাঁর মাল
জোবেদা খাতুন
সোনাপরি
শাহা বীরবল ও চন্দ্রভানু
খানে নেয়ামত
মালকা জোহরা
মফিদল ইসলাম
গোলজারে আতশ

হায়রজা নামা

বার মাস

মল্লিকার হাজার সওয়াল

দারা সেকান্দর নামা

মোনাই যাত্রা

কেয়ামত নামা

রঙ্গ বাহার

বে-নমাজি নারী

বাগ বাহার মাহিগীর

আন্দর রহিম আসমা পরি

তালে মামা

কটুর মিয়া

আলাওদ্দিন

মধু মালা

আজায়েব সোলেমানী আম্বল

ফেসানা আজায়েব

সাহা কলন্দর

পদ্মাবতী

সয়ফল মুলুক

শামারোথ

তমিম গোলাল

নসিহতে করিমী

ফজিলাতে হজ

জমিলা খাতুন

ফজায়েলে হরমায়েন

চমন বাহার

লাল মিঞা শিবতারা

দেল রওশন মুসল্লি

খুণি নামা

অভয় দুর্লভ

দাকায়েকল হেকায়েক

শামসামল মওয়াহেদিন

ব-কারবালা মাতম হোসেন

মৌলুদ গোলজারে বাহারিয়া

কাঞ্চন মালা

ফাতেমা-জহুরা নামা

হয়রাতল ফেকা

নুরল-বসর

আলামাতল ফোকরা

গোলশানে নওবাহার

শামসোল ওয়ায়েজিন্

রমুজল আরেফিন্

শাহকামান সূর্য্যভানু

শারক্-নামা

ফেছানায়ে বেনার বথ্ত

তকবিরেতুল ঈমান

নীয়েত নামা আসল

কারামতে কাদেরী

কাসাসোল আম্বিয়া

আমীর হামজা বড়

ঐ ছোট

আবু-শামা

এমাম চুরী

সূর্য্য উজাল

সোণা ভান্

মসাল শিক্ষা

আমসেপারা বাঙ্গালা

আমীর হামজা গাজারী

বেদারুল গাফেলিন

জঙ্গ নামা

অপরাপর ছাপাখানার ছাপা কেতাব।

আন্‌ওয়ারুল ইস্‌লাম
ইসলাম বিজয়
নবরত্ন বা বাঙ্গালা গজল
মেহেরুল ইসলাম
নূরনবী
জাতীয় মঙ্গল
লাইলী মজনু
মোস্‌লেম সভ্যতার ইতিহাস
জোহরা
শ্রীহট্ট বিজয় কাব্য
হারুণ-অর-রশিদের গল্প
চিন্তার চাষ
মীর পরিবার
গাথা
ধর্ম্মের কাহিনী
পরিত্রাণ-কাব্য
কোর-আনের উপাখ্যান
জোলেখা
গজলে গওহার
গোলশানে কাদেরী
আস্‌রারস্‌সালাত আসল
ঐ নকল
আদেল্লা কিল হাদিস
মৌলুদ আহইয়াল কুলুব বাঙ্গালা
আখ্‌বার সালাত
আহকামল মোস্‌লেমিন্‌
পুণ্য কাহিনী
ছেলেদের হজরত মোহাম্মদ
শিশুর মজলেস
হীরার ফুল
আকর্ষণ
দেবী রাবেয়া
মঙ্গার প্রদীপ
মোস্‌লেম বীরত্ব
আউলিয়া কাহিনী
টাকার কল
জমজ ভগিনী কাব্য
স্বর্গারোহণ কাব্য
জীবন্ত পুতুল কাব্য
দেব কাহিনী
হামিদা
আফগান আমীর চরিত
মহাবীর হজরত আমীরের জীবনী
আন্‌ওয়ারা
প্রেমের সমাধি
রায়-নন্দিনী
তারা বাই
সৈয়েদ সাহেব
হাসন গঙ্গা বাহমণী
বিষাদ-সিন্ধু
সাধনার জয়
হাতেম
আমীর হামজার দাস
আলেফ লায়লা
আখবারল ওজুদ
আহকাম জবে

※ শ্রীশ্রী হকনাম ※

সহী

লালমতি ও সয়ফলমুলুক।

—※—

শ্রীশ্রী যুক্ত প্রভু সৃজন সংসার।
দানব মানব আদি পালক সবার॥
কোরানের শির সেই মহিমা অসিম।
বিস্মিল্ল প্রভুর নাম রহমান রহিম॥

প্রথমে প্রভুর নাম স্মরি কায়মনে॥ দ্বিতীয় প্রণাম করি নবীর চরণে ※ প্রণামিয়া রসুলের আস্হাবগণ॥ প্রণামিয়া নিজ পীর সাহার চরণ ※ সাহাবদ্দিন মোহাম্মদ পীর গুন-ধাম॥ পুরুক তাঁহার পদে মোর মনস্কাম ※ দানে রত্নাকর পদে সহস্র প্রনাম॥ সর্ব্ব সাস্ত্রে বিসারদ পীর গুনধাম ※ পৃথিবীর গুনিগণে বন্দনা করিয়া॥ জনক জননী পদে শেষে প্রণামিয়া ※ গুরুর চরণ বন্দি করি মনে সার॥ পদে পদে উক্তি দিবে হৃদয় আমার ※ জ্ঞানহীন প্রতি হোক ভক্ত নিরাঞ্জন॥ আবদুল হাকিম সাহা রজ্জক নন্দন ※ সয়ফল-মুলুক রোকিবানু লালমতি॥ তিন মধ্যে তিন প্রেম রস রঙ্গ অতি ※ ভেদ ভঙ্গ এ সকল বাক্য অনুচিত॥ গুণি আগে গুপ্ত নহে ভেদের ইঙ্গিত ※ তেকারনে অন্য হেন কহি প্রেমবানি॥ মোর সাবধানে শুন হিত অনুমানি ※ সাধু

সেকান্দর নবী ক্ষিতী অধিপতী॥জগমধ্যে নবি নাহি তাঁহান সম্প্রতি ❋ বিজয় করিল সাহা দিগ দিগন্তর ॥ বাহু বলে লইলেক সংসারের কর ❋ সেকান্দর নামা জান কেতাব প্রধান ॥ সে কেতাবে মহিমার বৃত্তান্ত তাঁহান ❋ এক দিন বসিছেন্ত সিংহাসন মাঝ ॥ গদ গদ নউদিত যেন দ্বিজরাজ আশ্চর্যিতে চন্দ্র হৈল মেঘের অধীন ॥ চিন্তায় নৃপতি মুখ হইল মলিন ❋ তাদেখিয়া পাত্র মিত্র যত সভাজন ॥ জোড় করে নৃপ আগে করে নিবেদন❋ভুবনে নাহিকে যাহা তোমা সমতুল ॥ ভুবন বিজয়ী তুমি আল্লার রসুল ❋ কিবা নাহি সাধিয়াছ সংসারের কাজ ॥ কিকরিতে আর তুমি সংসারের মাঝ॥ কিহেতু পাইলে সাহা মনে ক্লেশ অতি ॥ কেনমেঘে আবরিল পূর্ণ নিসাপতি ❋ প্রভু করতার মিত্র তুমি মহাশয় তোমা প্রতি নিরঞ্জন প্রকাশ সদায় ❋ খোওাজ খিজির ইলিয়াস নবীবর ॥ ভুবনে এহেন তোমা দুই সহোদর ❋ পৃথিবীতে অসাধ্য কি তোমার বাঞ্ছিত॥ না বুঝি তোমার মন কিহেতু চিন্তিত❋পাত্র মুখে শুনি রাজা এসব বচন গদ গদ কহে নৃপ সজল নয়ন ❋ কৃপা বান মোর প্রতি জিগাত নাথ ॥ সপ্তদ্বীপ পৃথিবী শুপিল মোর হাত❋পৃথিবী মণ্ডলে বৈসে যত নৃপবর ॥ আমাকে ভেটয় কর অবধি অন্তর ❋ পরম আশ্চর্য্য যত এমহি মণ্ডলে ॥ আমা হ'তে ক্লেশ পাইয়াছে ক্ষিতী তলে ❋ পৃথিবীতে সম্পদের নাহিক আবেশ ॥ প্রবেসিল মনে মোর এই দুখ ক্লেশ ❋ পৃথিবীতে নাহি মোর পুত্র হেন ধন ॥ এ শুখ সম্পদ রাজ পাট অকারণ ❋ যৌবন সময় পুত্র দেখি আন-

দিতে ॥ বৃদ্ধ কালে পুত্র মহা ধন পৃথিবীতে ❋ সমন সমূহ পুত্র দেখিলে নয়নে ॥ কদাচিত মৃত্যু ব্যথা না রহেন্ত মনে সমর্পি আপনা কর্ম্ম নিজ পুত্র স্থান ॥ মনি রঙ্গে প্রভু আগে সমর্পয় প্রাণ ❋ পৃথিবীতে জন্মে জার পুত্র হেন ধন ॥ পিতৃ মৃত্যু কর্ম্ম করে করি প্রাণপন ❋ ভুবনেদুর্ল্লভ পুত্রধন অনুপম ॥ মৃত্যু হ'লে মা বাপের জীবন্ত নাম ❋ পৃথিবীতে পুত্র কন্যা না জন্মে জাহার ॥ বিফল জীবন তার ভুবন মাঝার ❋ নৃপতি কহিল যদি এসব বচন ॥ জোড় হস্তে মহা পাত্র করে নিবেদন ❋ পাত্র বলে নিবেদন শুন গুনধাম ॥ দান ধর্ম্মে অবশ্য পুরয় মনস্কাম ❋ ভাণ্ডারে সঞ্চিত যত আছে তোমা ধন। সে সকল দান নৃপ কর রঙ্গ মন ❋ আপে কি না জান তুমি আল্লার রসুল ॥ দান পুন্যে জান প্রভু সন্তোস বহুল ❋ বহু ধন দান সাহা করি পৃথিবীত ॥ পুত্র হেতু প্রভু আগে মাঙ্গহ বাঞ্ছিত ❋ করতার বন্ধু তুমি শুদ্ধ কলেবর ॥ মাগিলে পাইবা বর প্রভুর গোচর ❋ তোমা আগে চতুর্দ্দশ শাস্ত্র চারি বেদ ॥ গোপতে আছয় যত ইতি ভেদাভেদ ❋ আপে কি না জান সাহা ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষ ॥ কি কহিব তোমা আগে হিত উপদেশ ❋ পাত্র মুখে শুনি হেন মধুর ভারতি ॥ দান ধর্ম্ম করে সাহা মন রঙ্গে অতি ❋ দান দরশনে মুড় জন ছাড়ে প্রাণ ॥ দান পুন্যে পুলকিত শাধু গুণবান ❋ দান কর্ম্মে মতি ভ্রমে কষ্টেতে কৃপন ॥ দানের মহিমা জানে মোহন্ত মমিন ❋ এত শুনি আদেশিলা নৃপ গুণবান ॥ ভাণ্ডার খুলিয়া আরম্ভিতে মহা দান ❋ নৃপতি আদেশ শুনি মহা পাত্রবর ॥

ভাণ্ডার খুলিয়া ধন নিকালে সত্যর ❋ ভিক্ষুক ভ্রমিক যত রাজ্যের ভিখারি ॥ মাতাপিতা হীন শিশু পতি হীন নারী পুত্র হীন বিধবা যতেক নারীগণ ॥ দরিদ্র দুখিত ইষ্ট মিত্র হীন জন ❋ আলেম ওলমা যত দর্বেশ বৈরাগী। পুত্র পরিজন জেবা পালে ভিক্ষা মাগি ❋ অন্ন বস্ত্রে হীন জেবা দেসান্তরি ॥ সেসব বোলাই নৃপ আনে যত্ন করি ❋ সে সকলেরে নৃপতি যে দিল বহু ধন ॥ মহা দানে তুষ্ট হৈল ভিক্ষুকের মন ❋ রাজ্যেতে আছিল যত গরীব ভিখারি ॥ দানে সন্তোসিল নৃপ যত দেসান্তরি ❋ [illegible] রহিল কোন জন ॥ আশীর্বাদ করি এক প্রতি জনে [illegible] ❋ সেকান্দর নৃপতির জন্মিতে নন্দন ॥ সে সবের আসির্বাদে ভক্ত নিরঞ্জান ❋ দান পুন্য প্রভাবে অতি শীঘ্রগতি ॥ নৃপতির মহা দেবি হৈল গর্ভবতী ❋ মহা দেবী গর্ভ শুনি নৃপতি উল্লাস ॥ এহিমতে বহি ভদি গেল দশ মাস ❋ শুভ ক্ষনে মহা দেবি পুত্র প্রশবিল॥ শুবর্ণ প্রতিমা হস্তে মানিক শ্রবিল❋ প্রচণ্ড কুমার প্রশবিল কুলজসি ॥ অন্ধকার নাসে শিশুযেন পুর্ণশশি ❋ বসিছে জোলকর্ণ সাহা দিব্য সিংহাসনে ॥ পাত্র মিত্র চৌদিগে লইয়া রঙ্গ মনে ❋ হেন কালে এক দুত আসি তুরমান ॥ মন রঙ্গে শুসংবাদ কহে নৃপস্থান অন্তঃপুর শুভ বার্ত্তা শুন মহারাজ ॥ জনমিল মহা দেবি গর্ভে যুবরাজ ❋ দুত মুখে শুভ বার্ত্তা শুনি নরপতি ॥ আনন্দে পুর্ণিত হইল মন রঙ্গে ভতি ❋ অঙ্গেতে আছিল যত বস্ত্র আভরণ ॥ প্রসাদ করিল নৃপ প্রতি জনে জন ❋ আনন্দিত পাত্র মিত্র যত প্রজাগণ ॥ তাসবাকে [illegible]

করিল রঙ্গমন ❁ কুমার জন্মিল সাহা মহা হরষিত॥ আন-
শিল আনিবারে নজ্জুম পণ্ডিত ❁ নৃপতি আদেশ পাই
মহা পাত্রগণ ॥ বিদ্যাগত পণ্ডিত জসি আনিল তখন ❁
আসিয়া নজ্জুম গণ নৃপতি অগ্রেতে॥ নৃপতিকে প্রনামিল
স্তুতি দণ্ডবতে ❁ নৃপতি বলিল বহু সে সবে সম্ভাসি ॥
জন্মিল কুমার মোর দেখ কোন রাশি ❁ পরম জতনে দেখ
সাস্ত্র অকি তাতে ❁ কোন রাশি হয় দেখ নক্ষত্র কাহাতে
রাশিকাম গনি যেই বানে ফলাফল ॥ ভাল মন্দ আয়ু জস
সঙ্কট কুসল❁ বংশের প্রদিপ কিবা কুলের ধিকার ॥ কহিবা
রাশির মর্ম্ম যেই ব্যাবহার ❁ কুলেতে জন্মিতে পুত্র জুক্ত
অপণ্ডিত ॥ কুলের ধিক্কার না হইতে অহচিত ❁ নৃপতি
আদেশ পাই নজ্জুম সকলে ॥ সাস্ত্রেতে বিচারে রাশি মন
কুতুহলে ❁ মাহেন্দ্রক্ষণেতে রাশি-জন্মিল কুমার ॥ পুর্ণ
রাশি কর্ম্ম পাবে সর্ব্বত্রে সুসার ❁ দীর্ঘ জীবি নাম রাশি
পুন্ন স্থলে অতি॥ ধৈর্য্য বন্ত বির্জ্জশালী জ্ঞানে বৃহস্পতি❁
বিদ্যাস্থলে বিদ্যা গত প্রচণ্ড বিদ্যান ॥ ভুবন বিক্ষ্যাত
বীর দেবেন্দ্র সমান ❁ দানে দাতা ধর্ম্ম শিল ভিক্ষুক
পালক ॥ কৃপা শিল জগপতি ভাবের ভাবুক ❁ প্রভুর
সেবাতে ভক্ত এক কায়া চিত্ত ॥ ক্ষমা বন্ত গুরু ভক্ত ধর্ম্ম
অখণ্ডিত ❁ রসের নাগর অতি গুণের সাগর ॥ ভুবন
মোহন রূপ জিণী পুরন্দর ❁ নব রূপ কল্পতরু কামিণীর
প্রাণ ॥ জ্ঞানেতে পণ্ডিত অতি শাস্ত্রেতে বিদ্যান ❁ মিত্র
আগে কৃপা বান শত্রু আগে যম ॥ পরাক্রমেতে সিংহ জিণী
সংগ্রামে বিসম ❁ পাত্রি স্থানে অপরূপ ত্রিলক্ষ্য মহিণী ॥

কান্দিতে মুকুতা শ্রবে হাঁসিতে যে মনি ❋ রাশি ক্রমে দুই কন্যা পরম শুন্দরি ॥ বিবাহ করিবে রঙ্গে হই দেসান্তরী ❋ ভাগ্য স্থলে মহা ভাগ্য সম্পদ অপার ॥ জন্মিল কুলের দিপ প্রচণ্ড কুমার ❋ শুভ লগ্নে আসি তবে পড়িল ভুমিতে ॥ পাপ বিমোচন অতি শুকৃতি চরিতে ❋ বিক্রমে কেশরি যিণী ভুবন বিজয় ॥ সর্ব্ব সাস্ত্রে বিসারদ নৃপতি তনয় ❋ কিন্তু মাত্র রাশি জোগে আছয় বিকট ॥ বিদেশে ভ্রমিবে পন্থে পাইবে সঙ্কট ❋ মন রঙ্গে কত দিন ভ্রমিবে বিদেশে ॥ মনের বাঞ্ছিত পুরী আসিবেক শেষে ❋ দেসান্তরী হইবেক পুত্রের গমন ॥ শুনিয়া নৃপতি অতি বিরস বদন ❋ পাত্র বলে শুন নৃপ না ভাব জঞ্জাল ॥ সপ্ত দীপ পৃথিবীতে তুমি মহীপাল ❋ রূম সাম ইরান মেছের হিন্দুস্থান ॥ সম্পু তোমার রাজ্য শুন গুনবান ❋ এরাকে খোরসান তাজী তুরুক লাহোর ॥ ছমরকন্দ বাগ্দাদ যে তোমা কর জুর ❋ মোশরেক মগরিব জুনুব শেমাল ॥ সম্বালেতে এক বণ্ডে তুমি মহিপাল ❋ রবি শশি ভুবনে প্রকাশ যত দুর ॥ তোমার অধিক রাজ্য কৃপায় প্রভুর ❋ এতেক তোমার সৈন্য সয়ল সংসার ॥ ব্যাক্ত হবে যথা তথা তোমার কুমার ❋ মগরিব মশরিকে ভ্রময় তপন ॥ নিরুদ্দেশ না হইবে তোমার নন্দন ❋ এহেন তোমার পুত্র প্রদিপ ভুবনে ॥ যথা তথা ব্যাক্ত হয় সন্দ কিবা মনে ❋ দেশে দেশে পাঠাইবে দুত লৈস্কান্তর ॥ না হইবে তোমা পুত্র দৃষ্টী অগোচর ❋ তিমীরে না ছাপে চন্দ্র গগণ মণ্ডলে ॥ তোমা পুত্র নিরুদ্দেস নহে ক্ষিতী

তলে ❋ ছাপাই রাখিলে কভু কস্তুরি না ছাপে ॥ আপনা শুগন্ধ ব্যক্ত হয় আপে আপে ❋ সঙ্কট মা ভাব মনে ক্ষিতী অধিকারী ॥ যথা জায় যুবরাজ আনিব বিচারি ❋ পাত্রের মুখেতে শুনি এসব বচন ॥ চিন্তা পরিহরি স্যাহা সান্ত কৈল মন ❋ বিমসি কুমার নাম রাখি তেকারণ ॥ বসিলেন্ত মহারাজ হরষিত মন ❋ নানা দ্রব্য উপহার যে হয় উচিত ॥ লইয়া বসিল রাজা সভার বিদিত ❋ উপস্থিত নৃপ মনে হৈল অনুপাম ॥ ছয়ফল-মুলুক রাখে কুমারের নাম ❋ তবে অন্তঃপুরে চলিলেক মহিপাল ॥ দেখিয়া পুত্রের মুখ হরিষ বিসাল ❋ পরম আনন্দে অতি নৃপ গুনমনি ॥ বহু ধন দান কৈল কুমার নিছনী ❋ কুমারের অঙ্গে ঘসে কস্তুরি চন্দন ॥ অষ্ঠ অঙ্গ পরিস্কার ঝলকে রতন ❋ কুমারের অঙ্গের বদলে রত্ন ধন ॥ অষ্ঠ গুন দান কৈল অতি রঙ্গ মন ❋ রতন কাঞ্চন মুক্তা কোটি ভারে ভার ॥ সপ্ত দিবা রাত্র দান কৈল অনিবার ❋ প্রভু আগে পুরিলেক মানস কল্যান ॥ অশ্ব গজ ভুমি দান কৈল গুনবার ❋ নৃপতি করয় দান মন কুতুহল ॥ নরলোক লুটে জেন সমুদ্রের জল ❋ অন্ন বস্ত্র রত্ন দান কৈল বহুতর ॥ জোলকর্ণ প্রভুর মিত্র দানের লহর ❋ মনের উল্লাস পুরে পুত্রের উৎসব ॥ পুস্তক বিসাল হয় লিখিতে সে সব ❋ মনের আনন্দে অতি হরষিত মতি ॥ নিজ পুত্র পাল্য করে মহা দেবি সতী ❋ রজনিতে উপহার ভুঞ্জয় নানান ॥ দিনে দিনে বাড়য় কুমার মতিমান ❋ দ্বিতীয়াতে চন্দ্র যেন বাড়য়

গগণে ॥ কুমার বাড়য় তেন নৃপতি ভবনে ❋ পঠয় নানান শাস্ত্র নৃপতি সন্ততি ॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে বিসারদ যেন বৃহস্পতি ❋ মৃগয়া করিতে জায় মন রঙ্গে অতি ॥ অরন্য বিহার নিত্য সৈন্যের সংহতি ❋ প্রবেশে অরন্য মধ্যে সৈন্য সঙ্গে করি ॥ মহামহা জন্তু বধে জেহেন কেশরী অরন্যে প্রবেশ করে সিংহনাদ করি ॥ ব্যাঘ্র মহিষ গণ্ডার হস্তি আনে ধরি ❋ বিপক্ষিয়েরা দেখি জোলকর্ণ তনয় ॥ জমের অধিক ভাবে কুমারের ভয় ❋ মহা বলবন্ত বীর বিখ্যাত ভুবন ॥ পরম শুন্দর রূপ কামিণী মোহণ ❋ রূপে গুণে নৃপ শুত অতি বিলক্ষন ॥ জনক জননী দোহ জীবের জীবন ❋ সাহা বদ্দিন মোহাম্মদ করুণা সাগর ॥ তান জুগপদ ধরি শিরের উপর ❋ শিরেতে বন্দিয়া সাহা রঞ্জক চরণ ॥ আবদুল হাকিম কহে মধুর বচন ❋ কুমার বিদেশে গতি পুরিতে নির্ব্বন্ধ ॥ চলিবেক মধু কর স্মরি মকরন্দ ❋

———❋———
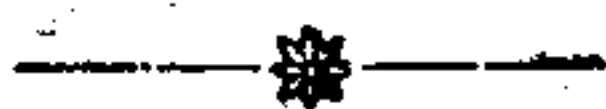
সয়ফলমুলুক ভ্রমিকের মুখে লালমতির বার্ত্তা শুনিয়া একান্ত ব্যাস্ত হইয়া, প্রেমানলে দহিয়া, কন্যা উদ্দেসে অতিক্লেশে মগরিবে গমণ করিবার বয়ান ।

❋ রাগ দীর্ঘ ছন্দ ❋ রত্নময় টুঙ্গি মাঝ, বসিছেন্ত যুবরাজ, একাশ্বর মনরঙ্গে অতি ॥ হেন কালে অশ্চম্বিত, আসি ভেল উপস্থিত, দেশান্তরি ভ্রমিক শুমতি ❋ কুমারের

রূপ হেরি, স্তব্দ রঙ্গে দেশান্তরি, পরি হরি জ্ঞান আপনার মনে ভাবে নিরন্তর, দৈত্য এহি নহে নর, কিবা হয় গন্ধর্ব্ব কুমার॥নতুকাম পঞ্চবান, যুবরাজ সম আন, ভুবনে নাহিক রূপবন্তি॥পুরুষের জ্ঞান হরে,নারীপ্রাণে কত্তধরে,দেখিরূপ মোহিত যুবতী॥ স্বর্গ অপশরা এহি, রূপেদিপ্তী করে মহি নতু হরে অশ্বিণী কুমার ॥ রূপ দেখি প্রাণ কাড়ে, কুলজসি ধৈর্য্য ছাড়ে, রূপের প্রসংশা অনিবার॥নিজজ্ঞান পরিহরি বসি ঝুরে দেশান্তরি,কতক্ষণে স্থির কৈল চিত্ত ॥ কহিলেক দেশান্তরি, দুই হস্ত জোড় করি, দাড়াইয়া কুমার বিদিত ॥ যুগল করিয়া কর, আশির্ব্বাদী বহুতর, কুমারকে কহিতে লাগিল॥কুমারসেদেশান্তরে, বহুত মান্যতা করে,ভ্রমিককে সম্ভাষাকরিল॥তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,সত্য কহদেশান্তরি ভ্রমিয়াছকোনকোনদেশ ॥ কোন২ রাজ্যে গিয়া, আসিয়াছ কি দেখিয়া, অপরূপকৌতুক বিশেষ॥ ভাল মন্দ ব্যবহার যথাভে দেখিলে জার, কহমোকে তথ্য বাক সার ॥ কোথা কেবা মহারাজ, কিবা ব্যবহার কাজ, পুত্র কন্যা কি রূপ কাহার ॥ ভ্রমিকে কহেন্ত পুনি, শুন কহি গুনমণি, ভ্রমিয়াছি দিগ দিগান্তর ॥ শয়াল সংসার মাঝ, যে যে রাজ্য মহারাজ, নাহি আছেমোর অগোচর॥মসরিক আদি করি, শৌমাল জনুব ফিরি, মগরিবদেশে কৈনু গতি ॥ মগরিবের নৃপবর, যেন সিংহ সম আর, মহারাজ এমরান নৃপতি ॥ ভুবন বিখ্যাত অতি, হয় সেই নরপতি, পৃথিবিতে সম্পদ অপার॥বিক্রমে কেশরী সম, সত্রু আগে কাল যম, নাহিনৃপ সদৃস তাহার ॥ পুরি অতি মনোহর, হেম রজতের ঘর, লালমতি ॥

যেন হয় ইন্দ্রের স্বর্গ পুরী॥পুরি মধ্যে শোভে অতি, নৃপমহা-দেবি সতী,স্বর্গ মধ্যে যেন সুরেশ্বরী॥ তাঁহার রূপের ধনি পুরিলেক এমেদেনি,সেরূপে উজ্জল অন্তঃপুরি॥মহাদেবি গর্ভে এক, কন্যা জন্ম হইলেক,অপরূপ পরম সুন্দরী॥প্র-চুরমহিমা অতি,শৃজেহেনরূপবতী,স্বর্গেতেলজ্জিতহয়পরী দেবগণযদিদেখে,অজ্ঞানহইয়াথাকে,কষ্টেতেযেমনকরেচুরি শুনকহি গুনবান,ভ্রমিয়াছি নানা স্থান,সপ্তদ্বিপ এমহিমণ্ডলে রূপেহেন বিলক্ষণ,নাদেখিনু কদাচন,হেনকন্যা নাহি ক্ষিতী তলে॥হেনরূপ বিলক্ষণ,স্বপনেকেহ কদাচন,নাদেখিনুহেন রাজসুতা॥পরস্তাবেনাশুনিল,পৃথিবিতেনাজন্মিল,রূপেগুনে হেন শুচরিতা॥জেবাগুণরাজসুতা,শুন অপরূপকথা,তোমা কে কহিবে গুণধাম॥যদি হাঁসে লালমতি,ছটকেপরমজ্যোতি উপর্জে মানিক অনুপম॥সে কন্যাকান্দয় যবে,নয়নে মুকুতা স্রবে,উপর্জয় অমুল্য রতন॥তেকারনে নৃপবর, স্বহরিশ নির-ন্তর,নিজ কন্যা মহিমা কারণ ॥মন হরষিত অতি,নামরাখে লালমতি,কন্যা দেখি মন কতুহল ॥ শুনি রূপ অদ্ভূত,মহা রহা রাজ সুত, রাজ্য পাট ত্যাজিয়া সকল ॥ কন্যা প্রেম মনে ধরি, জীব আশা পরিহরি, কন্যা হেতু করয় গমন॥ সে রাজ্যে করিতে গতি, পন্থেতে সঙ্কট অতি,হাঁটী জাইতে নারে কদাচন ॥ অরন্যে নাহিক বাট, সমুদ্রে নাহিক ঘাট নৌকা হীন সমুদ্র অপার॥ সপ্তম সাগর পার, হইতে সকতি কার, অরন্যেতে গতি অথান্তর॥রূপ শুনি হরে জ্ঞান,কর্ণ করে সুধাপান, মদমত্তে আঁখি মাতয়ালা ॥ অদর্শনে প্রাণ

লালবানু উদ্দেসিয়া, বহু নৃপ শুত গিয়া, অধান্তরে ত্যা[illegible]
জীবন॥ যদিবা সঙ্কট ভাঙ্গি, এসপ্ত সমুদ্র লজ্ঘি, সে রাজ্যেতে
করয় গমন ❀ নৃপতির অঙ্গিকার, শপ্তম পরীক্ষা তার,
জিনীতে পারয় যেই জন॥ সত্যসেই বরপ্রতি, বিভাদিতে
লালমতি, নৃপতির প্রতিজ্ঞা বচন ❀ শুন কহি যেই সব,
ভ্রমিয়াছি নানা স্তব, যে যে রাজ্যে বাসে নরগণ॥ জতেক
রমনি মেলে, না দেখিনু ক্ষিতী তলে, লালমতি সম কদাচন
রুপে জিনি রূপবতি, জ্ঞানে জিনি বৃহস্পতি, জনম প্রকৃতি
অতিশয়॥ যগধন্যা শুচরিতা, সেইত এম্রান স্থতা, প্রখলা
শরীর জ্যোতির্ম্ময় ❀ পুরুষ মণ্ডল মাঝ, তোমা শম যুবরাজ
পৃথিবীতে নাহি কদাচিত॥ তুমি বর সেই বালা, শোভয়
উত্তম মালা, লালবানু তোমার উচিত ❀ তুমি প্রভাতের
ভানু, তোমা যোগ্য লালবানু, সৃজে প্রভু চাহিতে কৌতুক ❀
হেন অনুমান পাই, হবে দুই এক ঠাঁই, লালবানু ছয়ফল
মুলুক ❀ যেন দিবাকর প্রতি, অবংস শোভয় অতি,
তোমাকে শোভয় লালবানু॥ এম্রান নন্দিনী ধনি, তেনতুমি
গুনমণি, সমজুক্ত দোহ রাধা কানু ❀ লালমতি রূপ রেক
সহস্র অংসের এক, কহিতে না পারি কদাচন॥ যদি দেখ
রাজ স্থতা, প্রত্যয় করিবে কথা, সত্য মিথ্যা জানিবে
তখন ❀ সে কন্যা দর্শন পাই, পৃথিবীতে হেন নাই, স্থিরহই
রহিতে ডাওাই॥ নর আদি পশু পক্ষি, লালবানু রূপ দেখি
জ্ঞান ছাড়ি পড়ে মোহ খাই ❀ অপরূপ রূপ রঙ্গ, দেখি
মুনি মন ভঙ্গ, ব্রহ্মা আদি মোহ দেবগণ॥ প্রভুর মহিমাবলে
সৃজিয়াছে ক্ষিতি তলে, হেন কন্যা রূপ বিলক্ষণ ❀ নারী

মধ্যে লালমতি, প্রকৃতি উত্তম অতি, সাস্ত্রে বিদ্যাগন জ্ঞ গুতা ❋ সেই বালা তুমি বর, রূপে গুণে সমস্বর, দোহ যেন মানিক মুকুতা ❋ এমান নন্দিণী ধনি, জাতে কন্যা পদ্মিণী, যোগ্য তুমি সে কন্যা কুমার॥ যেন তুমি দুইজন হেনরূপ বিলক্ষণ, সংসার মধ্যেতে নাহি আর ❋ ভ্রমিয়াছি নানাস্থানে, তুমি বিনে নাহি অন, সেই কন্যা প্রতিযোগ্য বর ॥ যেন কন্যা লালমতি, ভুবনে প্রসংশা অতি, তেন তুমি রসের নাগর ❋ শুন কহি গুণবান, সেই কন্যা বিনে অন, ভবে নাই তোমা যোগ্য নারী ॥ তুমি সম পৃথিবীতে না দেখেছি কদাচিতে, আসিয়াছি সংসার বিচারি ❋ না জানিও কোন হেতু, প্রভুর মহিমা সেতু, দুর দেশে সৃজে বর বালা ॥ সেই দেশে জাইবার, প্রকার নাহিক তার, কি রূপে পাইবা কণ্ঠমালা ❋ সাহাবদ্দিন মোহাম্মদ, শিরে বন্দি তান পদ, আবদুল হাকিম হীন ভনে ॥ প্রভুর নিবন্ধ কথা, সন্দ কি জাইতে তথা, সঙ্কটেতে নাহি প্রভু বিনে ❋

❋ রাগ পয়ার ছন্দ ❋

ভ্রমিকের মুখে শুনি অপরূপ কথা ॥ বহু সম্ভাসিল তাকে করিয়া মান্নতা ❋ বহু ধন রত্ন কৈল ভ্রমিকেরে দান ॥ সন্তোষ হইয়া অতি গেল নিজ স্থান ❋ লালমতি প্রেমভাবে নৃপতি নন্দন ॥ সদয় চিন্তিত অতি নিজ মনেমন ❋ কিরূপে দর্শন করি কন্যার সহিত ॥ কন্যা বিনা জীবন সংসার প্রতিনিত ❋ লালবানু সঙ্গে জদি না হয় দর্শন ॥ জীবন হইবে মোর মৃত্যুর লক্ষণ ❋ জীবনে নাহিক কাজ হরিষ বিসাল ॥ সংসারে জীবন হতে মৃত্যু তার ভাল ❋

পিয়া বিনা সদায় আকুল যে সকল॥ সে সব অগ্রেতে [illegible] জীবন বিফল॥ শয়নে না আইসে নিদ্রা বসি ভাবে ক্লেশ॥ বিরহ বিচ্ছেদে ভাবে, উন্মত্তের ভেস॥ প্রেম সুরাপানে মন হইল বিভোল॥ বিরহ তরঙ্গ যেন সমুদ্র হিল্লোল॥ ভ্রম্রিকের মুখে শুনি কন্যার বৃত্তান্ত॥ মিলনের জন্য মন হইল অশান্ত॥ মগ্রিব উদ্দেসে উড়ে মন পক্ষি রাজ॥ নিরন্তর দহে অঙ্গ প্রেম অগ্নি মাঝ॥ আকুল হইল চিত্ত ভ্রম্রিক বচনে॥ মজিয়া রহিল মন প্রেম হুতাসনে॥ কন্যা বিনে রাজ্য পাট গরল সদৃশ॥ ধন জন অশ্ব গজ সব লাগে বিষ॥ ইষ্ট মিত্র বন্ধু যত বান্ধব সকল॥ প্রাণ প্রিয়া বিনা সব হইল গরল॥ ত্যাগিলেক অন্ন জল যতেক সকল॥ নয়নে নাহিক নিদ্রা সদাই বিকল॥ লালমতি বিনা তিক্ত জীবন যৌবন॥ প্রিয়া বিনা যত ইস্তি সব অকারণ॥ নাকরে মনের ভেদ অন্যেতে প্রচার॥ মগ্রিব রাজ্যেতে জাইতে চিন্তয়ে প্রকার॥ তবে এক দিন জাই নৃপতি সাক্ষাত॥ করজোড়ে নিবেদয় শুন নর নাথ॥ কুমারের করজোড় দেখি নরপতি পুছয় কুমার তরে মধুর ভারতি॥ শুন বাপু যুবরাজ জীবের জীবন॥ মনের বাসনা কিবা কহ প্রাণ ধন॥ মনের মানস জেবা কহ মোর ঠাম॥ অবিলম্বে পুরাইব তব মনস্কাম॥ যদিবা মাঙ্গহ বাপু রাজ্য সিংহাসন॥ সমর্পি তোমাকে রাজ্যপাট এইক্ষণ॥ তোমা মুলে রাজপাট মনে শোভাকর॥ তুমি বিনা রাজ পাট মনেতে অসার॥ আদেশহ মোকে বাপু বিবাহ কারণে॥ ভুবনে জাহার কন্যা লয় তোমা মনে॥ প্রভুর আজ্ঞায় আমি জগ অধিকারী॥

অবিলম্বে শত বিস্তা করাইতে পারি ✽ বল বাপু মনে কিবা বাসনা আছয় ॥ আদেশ আমাকে বাপু জেবা চিত্তে লয় ✽ কুমার নিবেদে তবে নৃপতি সম্পাস ॥ তোমার প্রস্যাদে কিবা না পুরিল আশ✽সহস্রসহস্র নৃপসরাল মাঝার তোমার প্রভাবে সব সেবক আমার✽ মোর সম ভাগ্যবন্ত কেবা ক্ষিতীমাঝ॥তোমার ঔরসে জন্মি হৈনুযুবরাজ✽ক্ষিতী অধিপতি তুমি রসুল আল্লার ॥ মহা ভাগ্য, জন্ম মোর ঔরসেতোমার✽সর্ব্ব অর্থে মোর প্রতি প্রসাদতোমার॥ ইহ লোকে পরলোকে প্রতিষ্টা আমার✽ এহতে সম্পদ কিবা ভুবন মাঝার॥ তোমার যতেক হয় সকল আমার ✽মাঙ্গি যে প্রভুর স্থানে নিজ প্রাণ পানে ॥ জনম অবধিতোমায়দেখি সিংহাসনে✽পরম ভরসা মোরতোমার চরণে ॥কোনপ্রয়োজনমোর রাজ্য সিংহাসনে✽বিবাহ নির্ব্বন্ধ জবে পুরয় আমার করিবে আপন কর্ম্ম প্রভু করতার ✽ তবে কি বাঞ্ছিতজেবা নিবেদি চরণে ॥ একাস্বর মৃগয়া করিতে ইচ্ছা মনে✽সৈন্য লই জাই যদি অরন্য মাঝার ॥ না জানি কাহার ভাগ্যে ঘটয় সিকার ✽ তেকাজে তোমার পদে অধিক মানস ॥ পরীক্ষা লইতে চাহি ভাগ্য ফলজস✽আমা প্রতি আদেশ করহ নৃপবর ॥ মৃগয়া করিতে আজ্ঞা কর একাস্বর ✽ সেকান্দর বলে বাপু কহ বিপরিত॥ আরন্যে জাইতে একা না হয় উচিত✽ একাস্বর প্রবেসিবা বনের মাঝার॥কিরূপে রহিবে প্রাণ ধড়েতে আমার ✽ কুমার বলিল সাহা শুন নিবেদন ॥ জাহার নির্ব্বন্ধে জেবা আছয় লিখন ✽ ললাট লিখন ঘটে পুরিলে সমন॥ ঘরে কিবা বাহিরে হয় অবশ্য

মরণ ❀ পৃথিবীতে আয়ু জসরৈত্তে কদাচন ॥ যদি সে সমুদ্রে পড়ে না হয় মরণ ❀ জাহার হস্তেতে মৃত্যু আছয় জাহার॥ রাখিতে নাপারে তারে গড়ের মাঝার❀ সমন সময় লক্ষলক্ষ সৈন্যগণ ॥ সহায় হইয়া নারে রাখিত্তে জীবন ❀ জাহাকে রাখয় আপে প্রভু নিরঞ্জন॥ জাহার সকতি আছে করিতে নিধন ❀ জাহারে সংসারে প্রভু দয়া পরিহরি॥ রাখিতে না পারে তারে মা ও বাপ ধরি ❀ অতএব মিবেদিছি তোমা পদ তলে॥ একাস্বরপরীক্ষিতে নিজ জসবলে❀নিশেধ না কর পিতঃ মাঙ্গি পরিহার॥ আদেস আমাকেজাই করিতেশিকার কুমারের শুনি হেন বিনয়বচন॥ আজ্ঞা দিল নৃপতিযে বিসাদিত মন❀কহিল প্রভুকে তোমা কৈনু সমর্পন॥ মৃগয়া করহ জাই জথা লয় মন❀সহস্র প্রণাম করি বাপের চরণে॥কুমারি চলিয়া গেল মায়ের ভবনে ❀ জননি প্রণাম করি সহরিস মন ॥ সঙ্গতি লইল রত্ন বহু মুল্য ধন ❀ নানা অস্ত্র পরিপুর্ণ লইল সঙ্গতি ॥ হস্তেতে বিচিত্র ধনু যেন সুরপতি ❀ সুদ্ধ কনকের মুঠ কোমরে কৃপান ॥ বহু মুল্য নানা বস্ত্র অঙ্গে পরিধান ❀ পৃষ্টেত্তে শোভয় তুন দিব্য দিব্য শর ॥ সাজিল জুলকর্ণ সুত যেন পুরন্দর ❀ প্রভাত সময় পাই মহা শুভক্ষণ ॥ অশ্ব পরে আরহিল সাহার নন্দন❀ সেবক লইয়া এক সঙ্গে আপনার ॥ স্মরিয়া প্রভুর নাম চলিল কুমার ❀ বিজলী চমকে জেন অশ্বের গমন ॥ চলিলেক নিজ প্রিয়া করি অন্যেসন❀এহি মতে অশ্ব ক্ষেপি জায়েস্ত কুমার॥ প্রবেশিল মহা এক অরন্য মাঝার❀তবেসেবকেরে ডাকি কহিল কুমার॥ অশ্ব লই চলি জাও ঘরে আপনার❀

রত্ন এক দিল বীর সেবকেরে দান ॥ কহিল এ রত্ন লই জাও নিজস্থান ❋ ভ্রমিব কতেক দিন মন রঙ্গে অতি ॥ অশ্বের বিসয় কিবা হই পদ গতি ❋ কুমার মুখেতে শুনি এহেন বচন ॥ দণ্ডবতে সেবক করয় নিবেদন ❋ বাপ পিত্তামহো সমে সেবক তোমার ॥ না জাবতোমাকে ছাড়ি অরন্য মাঝার❋খাইলে আমাকে ব্যাঘ্র ধরিখাউক আগে॥ একাস্বর তোমা ছাড়ি জাইতে স্নেহ লাগে ❋ এহাতে অধিক পাপ নাহি পৃথিবীত ॥ ঈশ্বরে সঙ্কটে ফেলি চিন্তে নিজ হিত ❋ তোমা কাজে প্রাণ দিব ভ্রমি দেসান্তর ॥ তোমার চরন ছাড়ি না হৈব অন্তর ❋ কুমারে বলিলজেবা কৈলা যুক্তি হয় ॥ জ্ঞাতি জন প্রতি অন্ন লবনের ভয় ❋ তবে কিতোমাকে সঙ্গে নিতে নাজুয়ায়॥ তেকাজে বিদায় দিনু মোর স্বইচ্ছায় ❋ সত্যতা কহিনু পরিহরি ধর্ম্ম ভয় ॥ বিদেশে সঙ্গতিতোকে না লিব নিশ্চয়❋ আমার বচন তোর অযুক্ত লঙ্ঘন॥নিঃসন্ধে আপনা ঘরেজাও রঙ্গমন❋ পুনি যদি লঙ্ঘতুমি বচন আমার॥ অবিলম্বে আমা হস্তে হইবা সংহার কুমার নিষ্ঠুর বাক্য শুনি অঙ্গীকার ॥ নিবেদয় জোড়হস্তে কুমার গোচর❋যদিবা দেশেতেজাই সাহারগোচর॥তোমা না দেখিলেমোকেবধিবেসত্যর❋কিবা এথা কিবাসেথা আমার নিপাত॥কেমনে দাড়াব বল নৃপতির সাত❋কুমারে বলিলা তথা জাইবা সন্ধ্যাকালে ॥ তোমাতে পুছিলে আমা বার্ত্তা মহি পালে❋ কহিবা সন্ধ্যাতে অশ্বমোকে সমর্পিয়া॥অন্তঃ-স্পুরেযুবরাজগ্র বসিলগিরা❋ অন্তস্পুরেগেলহেন জানিয়া নিশ্চয় ॥ স্রান্ত হইবেক সাহা নাগুনি সংশয় ❋ তাশুনিয়া

সেবক কান্দে মিনতি বিস্তর॥কুমারে প্রণামি অশ্বে আরহে সত্তর ❁ সন্ধ্যাকালে আসি ভেল আপনা পুরিতে॥দাণ্ডায় সেবক জাই নৃপতি বিদিতে ❁ সেবকেদেখিয়া ব্যাগ্র হ'ন ভুবমান॥কুমারের বার্ত্তা পুছে নৃপগুণবান❁সেবক বলিলমোর হস্তে অশ্ব দিয়া॥অন্তঃস্পুরে যুবরাজ প্রবেশিলগিয়া❁কুমার আইলশুনিসেবকের স্থান॥ নিজপুরিপ্রবেশিলসাহাগুণবান এইমতে ত্রিতীয় দিবস বহিজায় ॥ নৃপতিযে কুমারের বার্ত্তা নাহি পায় ❁ কুমারের অনুচর যত সবগণ ॥ ডাকাইয়া সে সবে নৃপ পুছিল বচন ❁ সেবকানে বলে আজি তিন দিন হয় ॥ কুমারের সঙ্গে দেখা নাহিক নিশ্চয়❁ শুনিয়া এহেন বাক্য অনুচর স্থান ॥ অকস্মাৎ নৃপতির যেন ছাড়ে প্রাণ ❁

পুত্র শোকে রাজা ও রাণী খেদ করিবার বয়ান ।

❁ বিলাপ ❁ পয়ার ছন্দ ॥

পুত্র শোকে মহা নৃপ করয় কান্দন ॥ আহা পুত্র মোকে ছাড়ি বিদেশে গমণ ❁ অরন্যে ভ্রমহ কিবা সমুদ্র তরঙ্গে॥ একাকি ভ্রমহ পুত্র কেহ নাহি সঙ্গে ❁ কিবা ব্যথা মনে তোমা হৈল উপস্থিত ॥ মোকে না কহিলে কেন মনের বাঞ্ছিত ❁ প্রভুর কৃপায় আমি ক্ষিতী অধিকারী ॥ সিংহাসনে বসি কিবা করি দিতে নারি ❁ পৃথিবী মাঝারে যত নরেন্দ্র মণ্ডল ॥ প্রভুর কৃপায় মোর অধীন সকল ❁ জাকে জেবা আদেসহ ভুবন মাঝার ॥ ঘরে বসি কোন কর্ম্ম না হয় তোমার ❁ পৃথিবীতে ধন রত্ন কটক অপার ॥ মোর সম নৃপ নাই ভুবনেতে আর ❁ ভুবনেতে আমা সম সম্পদ কাহার ॥ কোন দুখে বিদেশেতে ভ্রমণ তোমার ❁

ত্রিজগ ঈশ্বর প্রভু অনাথের নাথ ॥ প্রভুর কৃপায় কিবা না ঘটে এথাত ॥ যদিসে বিভার ইচ্ছা মনেতেতোমার॥বিবাহ করাতেনারি ছুহিতাকাহার ॥ গগণেতে কার্য্য মাত্র সাধিতে নাপারি॥ পৃথিবীতে নৃপ সব মোর আজ্ঞাকারী॥সপ্তদ্বিপ ক্ষিতী পরে মেদিনি উপর॥আমার অধীন নহেকোননৃপবর॥ মোর পুত্র সনে কন্যা বিভা হয় জার ॥ ভুবনে না বাড়ে কিবা প্রতিষ্ঠা তাহার ॥ এহি সে সন্তাপ মোর মনে অতুলিত॥জীবাবধি সজিবে রহিতে পৃথিবীত॥পিতা হিনে শিশু যেন হইয়া দুর্গতি॥ অনাথ হইয়া ভ্রমে সন্তাপিতমতি॥তেমন আমারপুত্রহইয়া অনাথ॥বিদেশেতে একা শ্বর ভ্রময় কোথাত অ.য় প্রভু নিরঞ্জন নির্দ্ধনের ধন ॥ তোমা পদে পুত্র মোর কৈনু সমর্পন ॥ অনাথের নাথ প্রভু ত্রিজগৎ পতি ॥ তুমি বিনা ত্রিলোক্য জনের নাহিগতি॥আমার ঔরসে মাত্র সৃজন তাহার॥বিদেশে সঙ্কটে তাকে করিবা উদ্ধার॥সমর্পি তু পদে তোমা পুত্র প্রাণ ধন॥ স্বজিবে পাঠাও পুত্র মোকে নিরঞ্জন স্বদেশে বিদেশে তারে করিবা উদ্ধার॥ সর্ব্বস্থানে তুমি বিনা লৈক্ষ্য নাহি আর॥ কব কি ভবের মায়া পুত্র স্নেহ অতি॥ পুত্রের বিচ্ছেদ শোকে স্থির নহে মতি ॥ আহা পুত্র যুবরাজ দিলা মনে দুখ ॥ রহিতে নাপারি আমি না দেখি তব মুখ ॥ বহু দান ধ্যানে পুত্র পাইনু তোমারে ॥ কি বা দোষ দিয়া পুত্রে ছাড়িলা আমারে ॥ বুঝিতে না পারি বাপু তোর মায়া ছল ॥ প্রবোধি আমারে ভাণ্ডি করিলা বহল॥ একেশ্বর হই পুত্র মৃগয়ার ছলে ॥ মোকে দহি গেলা পুত্র বিচ্ছেদ অনলে ॥ তুমি বিনা হৈল মোর কঠিন জীবন ॥

অকারন ধন রত্ন রাজ সিংহাসন ❋ এহি মতে শোকাকুল হই নৃপবর ॥ পুত্রের বিচ্ছেদ শোকে কান্দিল বিস্তর❋তবে মহা পাত্রবর আসি ততেক্ষণ॥ নৃপতিকে সম্বোধিয়া কহিল বচন॥সঙ্কটে কাতর নহেজেবা মহাজন॥ধৈর্য্য মন্তে না ছাড়য় ধৈর্য্য কদাচন❋যেইমতেবিপরীত হইব সুসার॥পণ্ডিতসবের যুক্তি চিন্তিতেপ্রকার❋অযুক্ত কান্দন সাহা বিফল আদেশ নিয়োজহ সৈন্য বহু প্রতিদেশেদেশ❋ দেশে২ গ্রামে২ প্রতি রাজ্যে রাজ্য॥পাঠাইলে সৈন্য সব সিদ্ধ হয় কার্য্য❋অরন্যে২ কিবা সাগরে২ ॥ বিচার করুক জাই কোটি২ নরে ❋ যতেক আছয় নৃপ এসপ্ত ভুবনে ॥ কোটী২পত্র লিখ প্রতি জনে২❋ কদাচিত নিরুদ্দেশ নাহিবে কুমার॥ অবিলম্বে বিপরীত হইবে সুসার ❋ শুনিয়া পাত্রের বাক্য সান্ত নৃপবর ॥ পত্র লিখি দেশে দেশে নিয়োজিল চর ❋ সহস্র২ কোটী২ লিখে লিখন এক জন পিছে ধায় সহস্রেক জন❋ উদ্দেশ করিতে সিতা জনক নন্দিনি ॥ রামচন্দ্র কৈল যেন কটক পাচনি❋উদ্দেশিতে নৃপ সুত বীর যুবরায় ॥ তাহাতে অধিক সৈন্য চারি দিগে ধায় ❋ সাহাবদ্দিন মোহম্মদ চরণ বন্দিয়া ॥ অবদুল হাকিম কহে পাঁচালি রচিয়া ❋ যথা দিব্য বৃন্দা মাঝে পুষ্প মনোহর ॥ তথা চলি গেলা রসময় মধুকর ❋ চিন্তা পরিহরি সাহা ধর্ম্ম কলেবর ॥ অবিলম্বে যুবরাজ আসিবে সত্তর ❋ চিন্তা পরিহর সাহা বাক্য ধর মোর ॥ জুগ বন্ধু লই বীর আসিবে গোচর ❋

পুনর্ব্বার মহাদেবী পুত্র-শোকে খেদ করিবার বয়ান।

❀ রিউ পদি ❀ ❀ রাগ পরিতাল ছন্দ ❀

বার্ত্তা যে সকল, শুনিয়া বিকল, কান্দে মহারাণী সতী ॥ আহা পুত্রবর, কিশের অন্তর, ভিন্ন দেশে কৈলা গতি ❀ আমি অভাগিনী, তোমার জননী, তোমা ধরিনু উদরে ॥ তোমা না দেখিয়া, এদুখ সহিয়া, কি রূপে রহিব ঘরে ❀ তোমা চন্দ্র মুখ, না দেখিলে দুখ, মর্ম্ম বিদরয় মোর ॥ মোর মর্ম্মে ব্যথা, দিয়া গেলে কোথা, কি দোষ করিনু তোর ❀ বহু বর ধ্যানে, মাঙ্গি প্রভু স্থানে, পুত্র পাইনু ক্ষিতী মাঝ ॥ বিধাতা বিমনা, হৈল বিড়ম্বনা, ছাড়ি গেল যুবরাজ ❀ প্রচণ্ড কুমার প্রদিপ আমার, চলি গেল কার ঘরে ॥ অন্তঃস্পুর মোর, অন্ধকার ঘোর, মোর প্রাণে কত ধরে ❀ সয়ফল মুলুক, হইল বিমুখ, ছাড়িনু জীবন আশ ॥ দিয়া পুত্র নিধী, হরি নিলা বিধী, হইনু অতি নৈরাস ❀ মোর ভাগ্য অতি, ভবে পুত্রবতি, হৈনু অতি আনন্দিত ❀ কর্ম্ম দোষ ফলে, পুত্র শোকানলে, চিত্য দহে মোর চিত ❀ বদন শুন্দর, জিনি শশধর, প্রভাতের দিন মণি ॥ হেন পুত্র বর, গেল দেশান্তর, বিফলে জিয়ে জননি, ❀ অন্তঃস্পুর মাঝ, নাহি মোর কাজ, ধরিব জোগিণী ভেস ॥ লজ্জা পরিহরি, হৈব দেশান্তরি, ভ্রমিব নানান দেশ ❀ কহে মনস্তাপে, মৃত্যু ইচ্ছি আপে, গরল ভক্ষিব আনি ॥ কুমার সন্তাপে, সঘন বিলাপে, অন্তঃস্পুরে মহারাণী ❀ যত সখিগণ, কান্দে সর্ব্বজন, অন্তঃস্পুরের যুবতি ॥ পাত্র মিত্রগণ, কান্দে সর্ব্বজন, কান্দে সৈন্য সেনা পতি ❀ সাহাবদ্দিন পীর, পদে মন স্থির, আবদুল হাকিম

হীন কহে॥ কহে মনে ভাবি, সোন মহাদেবী, মনদুখ কত দিন
তুমি মহা সতী; ভবে পুত্র বতি, কিবা সংশয় তোমার ॥
মহা মনরঙ্গে, বধু লই সঙ্গে, আসি মিলিবে কুমার ❈
অথ্য কুমারের অন্যেসনে নৃপতি দুত পাঠাইবার বয়ান।
❈ পয়ার, মালসি রাগ ❈ কুমারের অন্যেসনে জাই
দুত গণ ॥ দেশে দেশে বিচারেন্ত সাহার নন্দন ❈ লক্ষ
লক্ষ কোটি কোটী ধায় দুত গণ ॥ প্রতি দেশে বিচারিল
গিয়া জনে জন ❈ গ্রামে গ্রামে বিচারিল প্রতি ঘরে ঘর ॥
পৃথিবী জুড়িয়া চলে নৃপতির চর ❈ হাটেতে বাজারে
আর সহর নগরে ॥ বিচারে নৃপতি সুতে অবধি অন্তরে ❈
চাহিয়ে সমুদ্র গিরি পর্ব্বত শিখর ॥ নারহিল স্থান এক দৃষ্টি
অগোচর ❈ সমুদ্র বিচারে নৌকা লাখি সতে সতে॥ সহস্রে
সহস্রে দুত আরহী পর্ব্বতে ❈ একত্রনদুইকরি বিচারে কাননে
উদ্দেস না পায় কেহ সাহার নন্দনে ❈ সেকান্দর চর ফিরে
কোটি লৈক্ষান্তর ॥ পৃথিবী মণ্ডল যত নৃপতির চর ❈
একত্র হইয়া সৈন্য অন্তর অপার ॥ বিচারি চাহিল সবে
সয়াল সংসার ❈ জদ্যপি পাইত কেহ নয়ান নিকটে ॥
প্রভু না ঘটায় জাকে কভু নাহি ঘটে ❈ না ঘটীল নৃপ সুত
কাহর নয়নে॥ অনুতাপ রৈল বহু সে সবের মনে ❈ তবে
যত দুতগণ হইয়া নিরাশা ॥ বার্ত্তা জানাইল আসি সাহার
সম্পাস ❈ দুতমুখে শুনি সাহা বার্ত্তা অকুশল ॥ পুত্র শোকে
মহা নৃপ কান্দিয়া বিকল ❈ তবে মহা পাত্র আসি কহে
ভুপস্থান ॥ মন দুক্ষ পরিহর সাহা গুণবান ❈ কুমার কারনে
সন্দ নারাখিও মনে। সিংহের ঔরসে সিংহ জন্মিল ভুবনে

না রাখে তোমার গর্ব্ব মনে কদাচন ॥ আপনা গর্ব্বেতে চলে
ভাবি নিরঞ্জন ❁ আপনার কর্ম্মে কারো না চাহে সাহায্য॥
আপনা শক্তিতে চাহে সাধিবারে কার্য্য ❁ মহা বির্য শালি
বীর তনয় তোমার ॥ স্বদেশ বিদেশ সম ভাবেন কুমার ❁
তেকারণে সৈন্য পরিহর একেস্বর॥ গগন মণ্ডলে যেন ভ্রমে
দিবাকর ❁ পৃথিবী ভিতরে তেন তোমার নন্দন॥ একেস্বর
ভ্রমিতে আছয় রঙ্গ মন❁মহা অরন্যেতে যেন ভ্রময় কেশরী
তেহেন ভ্রময় বীর মনে গর্ব্ব ধরি ❁ বিবাহ করিতে ইচ্ছা
উপজিল মনে॥তেকারণে চলিগেল কন্যা অন্যেসনে❁মনো
বাঞ্ছা অনুরূপ পায় যেই স্থান ॥ মন সুখে তথা চলিগেল
গুণবান ❁ মহা পাত্রবর কহে জ্ঞান গুনিগণ ॥ দুখদসা শেষ
ভিন্ন নহে শু-গঠন❁মনের বাঞ্ছিত জেবা বীর যুবরাজ॥ না
কহিল তোমা আগে ভাবি মহা লাজ ❁ যথাতে হটয় সিদ্ধ
যোগ্য রাজসুতা॥বিবাহ করিয়া শীঘ্র আসিবেক হেথা❁মহা
জস রাসি নৃপ তোমার কুমার॥ অবিলম্বে কর্ম্ম সিদ্ধি হইবে
তাহার ❁ জেহেন জোলকর্ণ তুমি রসুল আল্লার ॥ জন্মিল
আল্লার ওলি ঔরসে তোমার❁অরনেরে প্রতি মনে না গুণ
সংশয় ॥ অরন্যে খোওাজ তোমা ভ্রাতা মহাশয় ❁ সমুদ্র
তরিতে কিছু মনে সন্ধ নাই ॥ সমুদ্রেতে ইলিয়াছ নবি
তোমা ভাই ❁ জথা তথা ভ্রমে তোমা পুত্র বীর বর ॥
সঙ্গেতে আছেন তোমা দুই সহদর❁ না ভাব কুমার হেতু
নৃপ কদাচিত ॥ বিঘটিত না হইল খোওাজ বিদিত ❁
বিদেশেতে নির্ব্বান্ধব তোমার তনয়॥ এহেন না ভাব মনে
নৃপ মহাশয় ❁ তোমা মনে সন্ধ যেন কুমার কারণে ॥

ততধিক সন্দ জানখোওাজের মনে❋যেকর্ম্ম করিতে নারো॥ আপেমহারাজ॥কুমারেরসেইকর্ম্ম করিবে খোওাজ❋অবিলম্বে পুরিবে তাহার মনস্কাম॥ কার্য্য সিদ্ধি যথা তোমাপুত্র গুণধাম❋ অরন্যে জথাতে রাম অযোধ্যা তথাত॥তাহাতে তোমার পুত্র ভুবনবিখ্যাত❋আসিতে বিলম্ব নাহিতোমার নন্দন ॥ শোকপরিহর সাহা সান্তকর মন❋মনে চিন্তাপরিহর না গুন প্রমাদ ॥ প্রভুর নিকটে কর তুমি আশির্ব্বাদ ❋ আল্লার রসুল তুমি জ্ঞানেতে পণ্ডিত॥ ক্ষুদ্র বুদ্ধি হই আমি তোমার বিদিত❋ আমি হেন সহস্রেক কটিনরগণে ॥ হিত উপদেশ প্রায় তোমর চরণে ❋ তেকাজে কহিতে লজ্জা তোমার গোচর॥আপেকিনা জান তুমিজগৎঈশ্বর❋পাত্রের বচনে সাহা সান্তকৈল মন ॥ নিজ অন্তঃস্পূরে নৃপ করিল গমন ❋ মহারাণী প্রতি তবে বহু আস্বাসিয়া ॥ সান্তাইল নিতী শাস্ত্র বচন কহিয়া❋ পাত্রেতে শুনিল জেবা কহিল বচন ॥ শুনি মহারাণী সতী সান্ত কৈল মন ❋ কিন্তু দেবি পুছে কহ নৃপ গুণমনি ॥ কোন দেশে কার আসে গেল জাদুমনি❋হাকিম কহেন আমি সার বার্ত্তা জানি॥ আনিবে তোমার সুতে রসের কামিণী❋ দুখ দসা অবশেষ পরিনয় করি ॥ নিজ রাজ্যে আসি পুনি হৈবে অধিকারী ❋

রাজ কুমার সর্প লক্ষে সমুদ্র পার হইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করিবার বয়ান।

❋ পয়ার জমক ছন্দ ❋

এথা পন্থে ক্রমে চলি জায়েন্ত কুমার ॥ সমুখে মিলিল মহা সমুদ্র অপার ❋ পার হ'তে নাহি নৌকা নাহি ঘাট-

গাল ॥ গগণ সদৃশ উঠে তরঙ্গ বিশাল❀বিসম তরঙ্গ অতি সমুদ্র চঞ্চল ॥ দেখিয়া কুমার মন চিন্তায় বিকল❀ সমুদ্রের কূলে বসি কান্দে যুবরায়॥ কি রূপে হইবে, পার না দেখি উপায় ❀ প্রভুর নিকট কহে সাহার সন্ততি ॥ অয় প্রভু নিরঞ্জন ত্রিজগৎ পতি ❀ কৃপার সাগর প্রভু সৃজন আহার এতিন ভুবন প্রভু সকলি তোমার❀ নিলক্ষ্যের লক্ষ্য তুমি নিরাশের আশা॥দুর্ভাগ্য জনের মাত্র তুমি যে ভরসা❀মাতা পিতা ইষ্ট মিত্র ভাই বন্ধুগণ ॥ সঙ্কটেতে কেহ কার নহে কদাচন॥নির্ব্বলি জনের বল তুমি করতার॥ ধিনের ধনতুমি সম্পদ অপার ❀ দুর্গতি জনের গতি তুমি দয়াময় ॥ তব কৃপা ব্যতিরেখে কর্ম্ম নাহিহয়❀আবদুল হাকিম কহেপ্রভু দয়াময় ॥ আমাকে নৈরাস কৈলে সবারে সদয় ❀ বিস্তারি লিখিলেসেই বিচ্ছেদ ভারতি॥ সদয় শুনিলে নির হইবেক ক্ষিতী ❀ বিদেশ নৈরাস বার্ত্তা লিখে নাহি ফল॥এবে শুন কুমার বিনয়ে যে সকল❀মোর আগে যেই সব কর্ম্ম বহুতর তোমার নিকট অতি দয়ার ঠাকুর ❀ অনাথের নাথ তুমি কৃপার সাগর॥তুমি বিনাকেহনাহিতোমা সমশ্বর❀ মনোরথ না পুরিলে তোমার বিদিত ॥ দ্বিতীয় নাহিক প্রভুপুরাতে বাঞ্ছিত❀ সঙ্কটে তরাওমোরে জানি নিজ দাস॥তুমি বিনা কেহ নাহি পুরাইতে আশ ❀ যেমন হানিলা মনেপ্রেমশ্বর বান ॥ মিলাও আমারে প্রেম-বন্ধু তুরমান ❀ প্রেম রোগ দিলা মর্ম্মে প্রভু করতার ॥ কৃপা করি দিতে যুক্ত ঔষধ তাহার ❀ এহি মতে কান্দি কান্দি সাহার নন্দন॥ যদিসে প্রভুর পদে কৈল নিবেদন ❀ ভক্ত হৈল দয়াময় ত্রিজগৎ

পতি ॥ ফেরেস্তার তরে আজ্ঞা দিল শীঘ্র গতি ❋ সমুদ্র তীরেতে কান্দে সাহার সন্ততি ॥ অবিলম্বে কর পার জাই শীঘ্রগতি❋ ফেরেস্তায় পাইল যদি প্রভুর আদেশ ॥ চলিল ফেরেস্তা এক ধরি সর্প ভেস ❋ জথাতে বসিয়া কান্দে জোলকর্ণ নন্দন॥ তথা জাই সর্প রূপে দিল দরশন ❋ সর্প দেখি যুবরাজ উঠি ততক্ষণ ॥ যুদ্ধ শয্যা কৈল হস্তে লই শরাসন ❋ ক্রোধ মুখ দেখি সর্প কহিল বচন ॥ শুন কহি সেকান্দর নবীর নন্দন ❋ বিপক্ষ সহিতে যুক্ত আরম্ভিতে রণ ॥ মোকে দেখি যুদ্ধ সাজ কৈলা কি কারণ ❋ সয়ফল মুলুক তুমি জোলকর্ণ নন্দন ॥ চলিয়াছ লাল মতি বিবাহ কারণ ❋ কদাচিত সত্রু আমি না হই তোমার ॥ আইনু সমুদ্র তোমা করি দিতে পার❋সমুদ্র করিব পারতোমাকে নিশ্চয়॥আমারনিকটে আইসনাগুণসংশয়❋মগ্রিবদেশেতে জাই মন রঙ্গে অতি॥ অবিলম্বে কর বিভা কন্যা লালমতি এবলিয়া শরীর বাড়ায় অজাগর॥নিজ অঙ্গে বান্ধিদিল গহন সাগর❋সমুদ্র জুড়িয়াসর্প সাঁকর লক্ষণ॥কুমারকেডাকে পার হ'বার কারণ❋তাদেখিয়া যুবরাজ আশ্চর্য্য ভাবয়॥জানিল রাক্ষস মায়াভুজঙ্গ নাহয়❋পশ্চাতেভাবয় মনে সাহারনন্দন যে হয় হউক মোর জীবন মরণ❋ জীবন রহিতে মৃত্যু নাহি কদাচন ॥ তিলেক রহিতে নারি পুরিলে সমন ❋ যদিমোর মৃত্যু লিখীয়াছে যাটে বাটে॥ খণ্ডাইতে নারি জেবা নির্বন্ধ ললাটে ❋ সর্প পৃষ্ঠে যদি সে না হই নদী পার ॥ তরিতে সমুদ্র আর না দেখি প্রকার ❋ সর্পের নিকট জাই কহিল বচন॥ যদিবা ভক্ষিতে ইচ্ছা ভক্ষহ এখন❋ যদি সে নাকরি

লালমতি ॥ [৪]

প্রেম-বন্ধুর উদ্দেশ ॥ জীবন রাখিতেমোর নাহিক আবেশ দর্শন না হৈল প্রেম-বন্ধুর সহিত॥ কঠিন জীবন হ'তে মরণ উচিত ❋ খাইলে আমাকে খাও হই আগুয়ান ॥ বীর দর্প ছাড়িনু ফেলিনু ধনুর্বান❋ নহে যদি প্রেম ভাবে কর উপকার মগ্রিব দেশেতেমোকে করিদেও পার❋ সর্প বলে শুনকহি তোমাকে বিশেষ॥আসিতে আমাকে আনি কি দিবাসন্দেস যুবরাজ বলেজেবা আদেশ বচন॥সেই দ্রব্য আনি দিব করি প্রাণপন❋হাঁসিয়াকহিল সর্প শুন বীরবর ॥ ঠেকিবেতোমার হস্তে রত্ন বহুতর❋গৃহেউপার্জ্জিবতোমামণি মুক্তাধন॥ মোর হেতু পঞ্চ গোটা আনিবা রতন❋ইঙ্গিতে কুমার তবে কৈল অঙ্গীকার ॥ আসিতে দর্শন হৈলে মানিক্য দিবার ❋ সর্পের পৃষ্ঠেতে হাঁটী সাহার নন্দন ॥ সমুদ্র হইল পার অতি রঙ্গ মন ❋ সমুদ্র হইয়া পার বীর গুণবান ॥ সম্মুখে পাইল এক অরণ্য প্রধান❋হাটর অরণ্য পন্থেনৃপতি কুমার মহা এক বৃক্ষ দেখে অরণ্য মাঝার ❋ বৃক্ষ তলে বৃন্দাবনে পরম সুন্দর ॥ নানা পুষ্প পরিপুর্ণ দিব্য সরোবর ❋ দেখি লেকমনোহর অতি দিব্য স্থান॥তথা গিয়া বিশ্রাম করিলগুণ বান ❋ পন্থের গমনে তথা বিশ্রাম কারণ ॥ নিদ্রাগত হই তথা করিল শয়ন ❋ শয়নে রহিল তবে কুমার সুমতি ॥ মৃগয়া করিতে আইল সেদেশের পতি❋তৃষ্ণাকুল নৃপতির বহু সৈন্যগণ॥ জলপান হেতু তথা আইল তখন❋দেখিলেক বৃন্দাবনে প্রচণ্ড কুমার ॥ ভুবনমোহন রূপ অতি শোভাকর কুমারে দেখিয়া সবে আশ্চর্য্য ভাবয় ॥ কেহ বলে সত্য এহি মনুষ্য না হয় ❋ কেহ বলে গন্ধর্ব স্বর্গের বিদ্যাধর ॥

ভুবন মোহন জিনি পরম সুন্দর * কেহ বলে পরম [illegible] অবতার॥ লভিল মানব জন্ম ভুবন মাঝার * নৃপতি মনের সাহা জেবা ক্ষিতী মাঝ ॥ মনে লয় হেন নৃপ-পুত্র যুবরাজ এই মতে কোলাহল করে সর্ব্ব জন ॥ নিদ্রা পরিহরি উঠে নৃপতি নন্দন * কুমার নিকটে জাই পুছে সর্ব্বজন ॥ সত্য কহ কেবা তুমি কাহার নন্দন * দেবেন্দ্র কুমার কিবা নরেন্দ্র কুমার ॥ স্বরূপ বচন কহ কি নাম তোমার * কুমার বলিল আমি সাধুর কুমার ॥ মজিল বহিত্র মোর সমুদ্র মাঝার * সে সবে বলিলা তুমি আইস মোর সঙ্গে ॥ নৃপতি সহিতে দেখা কর মন রঙ্গে * নৃপতি দেখিলে তোমা রূপ কদাচন হইবে পরম তুষ্ট নৃপতির মন * দেখিয়া বিচীত্র রূপ অতি মনোহর ॥ মহা যত্নে গৌরব করিবে বহুতর * উদ্দেশি বহিত্র তোমা সমুদ্র মাঝার॥ ধন সমে ডিঙ্গা তুলি দিবেক তোমার কুমার বলিল আমি মনের বাঞ্ছিত ॥ প্রভু বিনা অন্যেতে না মাগি কদাচিত * নৃপতির মনোরথ যে প্রভু সম্পাদ ॥ পুরাইবে সেই প্রভু মোর মন আশ * কদাচিত না যাইব নৃপতি নিকট ॥ মাঙ্গিব প্রভুর পদে খণ্ডিতে সঙ্কট * এতেক কহিল যদি সাহার নন্দন ॥ ফারেস নৃপতি আগে গেল সৈন্যগণ * সে সব কহিলে জাই নৃপতি সম্মুখ॥ অরণ্যেতে অপরূপ দেখিনু কৌতুক * বন মদ্ধে বৃন্দা মাঝে দেখিনু কুমার॥ সমুদ্রে হইল তল বহিত্র তাহার * উদ্দেশি বহিত্র নিজ ফিরে বনে বন॥ ভুবনমোহন রূপ সাধুর নন্দন * সাধুপুত্র হেন মাত্র কহিল বচন॥ ভুবনে নাহিক রূপ নৃপতি নন্দন * পুরুষের প্রাণ হরে আছুক কামিণী॥ দর্শনে মহিত হয় ইন্দ্রের [illegible]

মানব কুলেতে হেন রূপ না জন্ময় ॥ দেব কুলে হেন রূপ মনেতে না লয়❋চিত্রপটেহেনরূপ লিখন না জায়॥হেনরূপ সপ্নেকেহ দর্শন নাপায়❋এমনপরমরূপ ভুবনমোহন॥প্রস্তাবেতে নাহি শুনিয়াছি বিবরণ❋শুনিয়া এসব বাক্য নৃপমহামতি কুমারে দেখিতে কৈল অরন্যেতে গতি❋তথা যাই কুমার পাইল দরশন ॥ দেখিল অপুর্ব্বরূপ ভুবনমোহন❋নৃপতি ভাবয় নিজ মনে আপনার॥ এরূপ প্রসংশে হেন যোগ্যতা কাহার❋কুমারকে পুছে নৃপ মহিত অন্তর॥কাহার তনয় তুমি কোন রাজ্যেশ্বর❋জথাতে বঞ্চহ রাজ্য অধীন কাহার॥কি কাজে ভ্রমিতে আছ বনের মাঝার❋নৃপতি কুমার তুমি কিবা দেবরাজ॥তোমা সম রূপ নাহি ভুবনের মাঝ❋আইলা আকাশ হৈতে কিবা পৃথিবীত কৌতুকে ভ্রমহ কিবা কার্য্য উপস্থিত❋কোন দুক্ষ উপজিয়া আছে তোমা মনে॥কিহেতু ভ্রমিতেছ গহন কাননে❋কুমার বলিল কহি শুন নৃপবর ॥ মসরিক দেশেতে সত্য জান মোর ঘর সয়াল সংসার হয় জার অধিকার॥ সাহা সেকান্দর নবীরসুল আল্লার❋ তাহান রাজ্যেতে হয় আমার বসতি॥পিতা মোর সাধুবর মহাধনপতি ❋ সমুদ্রে মজিল মোর নৌকা দৈবগতি॥ তেকারণে দেশান্তরে ভ্রমি প্রতিনিতী❋ নৃপতি বলিল শুন সাধুর নন্দন॥ আমার সঙ্গতী আইস স্বহরি সমন❋সঙ্গতী সাহায্য দিব সৈন্য বহুতর ॥ আনিব তোমার নৌকা বিচারী সাগর❋ নিজ দেশে পাঠাইয়া দিব শীঘ্রগতি॥ আমার সহিত আইস সাধুর সন্তুতী ❋ কুমার বলিল নৃপ শুনহ বচন ॥ চারিদিগে নিয়োজিনু নিজ সৈন্য গণ ❋ হেথায় বিশ্রাম মোর জানে সর্ব্বজন ॥ সন্ধানে আসিবে পুনি আমার কারণ ❋

এথাতে আসিয়া মোকে যদি না দেখয় ॥ নিরাশহইয়া সবে গণিবে সংশয়❋প্রধান জনের যুক্ত একর্ম্ম নাহয়॥নিজসেনা পরিহরে সঙ্কট সময়❋একারণেতোমাস্থানে মাগি পরিহার স্থান ছাড়িবার যুক্ত নাহয় আমার❋যদিবা সমুদ্রে ডিঙ্গাহই গেল তল॥ধন প্রাণ প্রভুহস্তে জানহ সকল❋হারাইলযেই ধনপ্রভুর আজ্ঞায়॥পুনিপ্রভু না দিলে নাপাই সর্ব্বথায়❋দশা দোষে দুক্ষ আমা প্রতি উপস্থিত॥ তোমা প্রতি দুক্ষ দিতে না হয় উচিত ❋এতেক কহিল যদি আচরিয়া বাম ॥নৃপতি চলিয়া গেল আপনার ঠাম ❋ আবদুল হাকিম কহে শুন সর্ব্বজন ॥ প্রভুর মহিমা কিছু না জায় বুঝন ❋

❋ পয়ার ছন্দ ❋

এহিমতে বৃন্দাবনে সয়ফল মুলুক॥বিধীর নির্ব্বন্ধ শুনপন্থের কৌতুক❋সেইনৃপতির ছিল এক পুত্রবর ॥ আছিল কুচ্ছিত রূপ দেখিতে দুষ্কর ❋ কৃষ্ণ বর্ণ কুব্‌জ পৃষ্ঠ কানা এক আঁখি নৃপ সুতহেনকেহ না বলয়দেখি❋সেকুমার বিভাহেতু নৃপ গুণমণি॥মহা এক নৃপসুতাকরেছেজোড়নি❋পরমসুন্দরি রমা পদ্মমণি নারী॥ উত্তম প্রকৃতি বালা নৃপতি কুমারী❋ পরম সুন্দরি রমা ত্রৈলক্ষ মহিণী ॥ মহা নরপতি সাহা আমির নন্দিণী❋পরিনামগুণিবালা শাস্ত্রেতপণ্ডিত॥কুমারেদেখিতে চরপাঠায়ত্বরিত❋নির্জ্জনে কহিল রমা চরগণপ্রতি॥ অজ্ঞাত জাইবাতথাঅতি শীঘ্রগতি❋ মায়া রুপে জাইতথা ভ্রমিক লক্ষন ॥ দেখিবা কিরূপ বর নৃপতি নন্দন❋পরমসুন্দরকিবা কুচ্ছিতদুস্কর॥সাস্ত্রেতেপণ্ডিতকিবামুর্খওবর্ব্বর❋শাস্ত্র অনুরূপ গন্যকর্ম্মসদাচার॥নহেকিপাপেতেমগ্নকুচ্ছিতআকার❋স্বরূপ

বিরুপমোরেকৈব ভালমন্দ॥ বুঝিয়া করিব কর্ম্ম ললাট নির্ব্বন্ধ
হৃদের নয়নযেবা পরিনাম হিত ॥ না দেখে যে সব মুড়ধিক
কুপণ্ডিত❀অবিচারকর্ম্মজেবাকরে আপনার॥পরিণামে অনু-
শোচ অবশ্যতাহার❀বুদ্ধিমন্তেহেনকর্ম্মকরিতে উচিত॥পরি
নামে যে কর্ম্মে না জন্মে বিড়ম্বিত❀ একেত আমাকে যুক্তচর
পাঠাইতে ॥ গোপনে এসব বার্ত্তা উচিত লইতে❀ কন্যার
আদেশ পাই অনুচরগণ॥ দেখিতে চলিল যথা নৃপতিনন্দন
তথা জাই দুত সবে নৃপসুতেদেখে॥ পুরুষের মাঝে তাকে
পুরুষ না লেখে❀ অতিসেবিকটমুর্ত্তি দেখিতেদুষ্কর॥নাজানে
আলেফ আঞ্জি মুর্খ ও বর্ব্বর❀মান্যতা না করে লোকেনৃপ
সুত জানি॥ সবিন্ধীতে কহে তাকেউপহাস বাণী❀দেখিয়া
নৃপতিসুতঅতিসে কুচ্ছিত॥দুতগণ চলি আইলমনবিসাদিত
কন্যারঅগ্রেতেআসিকহেদুতগণ॥দেখিনুনৃপতি সুত অতি
কুলক্ষণ❀ নৃপকুলেহেনকেবাকুরুপলক্ষণ ॥ চণ্ডাল কুলেতে
হেন না জন্মে নন্দন ❀ কৃষ্ণ বর্ণ কব্জ পৃষ্ঠ এক চক্ষুকানা
ভুবনেকুরুপ তার সমানদেখিনা❀ মুখভাঙ্গি জলবহেনয়নে
কেতর ॥ চক্ষু নাসিকা বক্র দেখিতে দুষ্কর ❀ হস্তপদ সবি
বক্র মুণ্ড গুরুতর॥ দশন চীরন অতি লম্বিত অধর❀করপার
গ্রিবা খর্ব্ব দীর্ঘল শরীর ॥ ঘুর্ণিত নয়ন অঙ্গ কম্পিত অস্থির
আছুক নৃপতি সুতা যোগ্য হেনবর॥ দাসী মনে ঘৃণা লাগে
দেখিতে দুষ্কর❀দুত সব মুখে শুনি কন্যা এ বচন॥ প্রতিজ্ঞা
করিল রমা তেজিতেজীবন❀কুমারে সংহারী পুনিহৈব আত্ম
ঘাতী॥মনদুক্ষেপৃথিবীতেরাখিব অখ্যাতি❀ মাতা সত্রু পিতা
বৈরী হইল আমার॥ বিভা দিতে চাহে বর না করি বিচার

লিখীতেছিসঙ্কেতেতসময়েরবানি॥ এবেশুনকুমারিরআক্ষেপ
কাহিনী✽জনক জননি প্রতি অযুক্ত গোহরি ॥ ললাট নির্ব্বন্ধ
বন্দ খণ্ডাইতে নারি✽কি বলিব প্রভুকে বলিতে নারী মন্দ
লিখিলবিবাহ লগ্ন দারুণনির্ব্বন্ধ✽নাশোভেপ্রভুর সঙ্গে বাদ
কদাচন✽প্রতিজ্ঞাকরিনু আমিতেজিবজীবন✽সুপতিসঙ্গতি
জার না হয় বশতি॥ জীবহেতু শতগুণেমৃত্যুভালঅতি✽প্র-
তিজ্ঞা করিয়া রমা আপনা ভবনে॥ অপমান ভাবিয়া রহিল
ক্রোধমনে✽এথাতেনৃপতিসেইকুমারেরপিতা॥ শুনিলপ্রতিজ্ঞা
কৈলরাজারদুহিতা✽যদিসেশুনিলহেনবার্ত্তা কুসম্বাদ॥ অধিক
চিন্তয়নৃপভাবিয়াপ্রমাদ✽বিবাহ করাইতেপুত্র না কৈলপ্রকার
আপনেচিন্তিনু আজিপুত্রেরসংহার✽কেহবলেপরিহরিবিবাহ
উৎসব ॥ বিবাহের রঙ্গে অনুযুক্ত পরাভব✽কেহবলে উৎসব
মঙ্গলনাজুয়ায়॥ বিবাহেররঙ্গনহেমরনউপায়✽কেহবলেসর্ব্বথা
একর্ম্মনহে ভাল॥ বিবাহ আনন্দনহেকুমারেরকাল✽কেহবলে
বিবাহের কর্ম্ম নহে তার॥ রাখিবারে যুক্তনিজপ্রাণআপনার
রহিলে আপনপ্রান আনন্দ বহুল॥ বিবাহ মঙ্গল জ্ঞানে নাহৌক
নির্ম্মূল✽রোক বানু যোগ্যবর নহে কদাচিত॥ গোময়শোভয়
কোথাব্রহ্মের সহিত ✽ মধুসঙ্গে নিম তিক্ত মিসীলে অন্যায়
অনুচিত কর্ম্ম করিবারে না যুয়ায়✽ বুদ্ধিমন্ত জন কর্ম্ম যুক্ত
অনুচিত॥ জানিশুনিইচ্ছেকেবা নিজবিপরীত✽জদ্যাপিনাহিক
চিন্তা কুমারের কাজ॥ বিষ জ্ঞান হইলনৃপতি মুখে লাজ✽
প্রধানেরক্ষুদ্র দোষেদোষবহুতর॥ বরেরকলঙ্ক জায়দিগদিগা-
ন্তর✽বধুহস্তেমৃত্যু হৈলে পুত্র দকাচিত॥ রাজসভামাঝেহৈব
নৃপতি লজ্জিত✽এইমতে কহে সবে যুক্ত নহে সার ॥ কি

বুদ্ধি করিব কিবা চিন্তয় প্রকার❋করিতে বিবাহ সয্যা মনে ভাবেডর॥ক্ষমিতে বিবাহ মনে লজ্জা বহুতর❋এহিমতেনৃপ মহা চিন্তিত অন্তরে॥নিবেদয় পাত্রবর নৃপতিগোচর❋কহিতে প্রমর্শ এক মনে অতিভয় ॥ নৃপতিমনেতে বাক্যলয়কিনাজয় নৃপতি বলিলা কহ করিকি প্রকার॥তুমিবিনা উপদেশকেবাদিবে আর ❋ কহিবা আমাকেবাক্য হিতেরকারণ॥মনেতে নারাখ সন্দ কহিতে বচন❋অভয়েতে কহ তুমিহিতউপদেশ॥প্রমর্শেরমতকর্ম্মকরিববিশেষ❋পাত্রবলে নিবেদন শুনমহারাজ করিলেপ্রসংশা অতি না করিলে লাজ❋তেকারণে যুক্তহয় চিন্তিতেপ্রকার॥যেমতেনির্ব্বাহ নিজকর্ম্মআপনার❋তোমার দেশেতেজেবা প্রচণ্ডকুমার॥কামিণীমোহনরূপঅতিশোভাকর❋এমনকুমারএকচেষ্ট মহামতি ॥ জেমনবর্গনপ্রায় আন শীব্রগতি❋সত্যকরাইবাতাকেধর্ম্মেরনামেতে॥স্পর্শনাহিকরে যেন কন্যার অঙ্গেতে॥তোমারতনয়হেন করিয়াপ্রচার॥পুত্র পরিবর্ত্তেতাকেসাজাহকুমার❋নৃপতিরঅন্তস্পুরেসাজাইলেজাই॥কৌতুকেআনহশুভবিবাহকরাই❋নিজদেশেআনিঅন্ন করিসেকুমার॥বিবাহকরাওপুনিপুত্রআপনার❋কুমারেরপরিবর্ত্তেচেষ্টহকুমার॥ এইপরামর্শ বিনা না দেখিপ্রকার❋ নতু হেন অন্টবর্ণে কুঞ্চিত আকার॥সেকন্যারঅগ্রেতেযুক্তনাহয় নিবার❋যদিসেআমিরনৃপেদেখয় কুমার॥কদাচিত নাদিবেক কন্যা আপনার❋করিবেক নৃপগণে বহু উপহাস॥ সভামাঝে লজ্জা পাবেমান্য হবেনাশ❋নৃপতিবলিলউপদেশ অতিভাল এহিরূপেকর্ম্মকৈলেনাহিকজঞ্জাল❋নৃপতিভাবয় নিজ মনে আপনার॥কামিণীমোহনকোথাপাইবকুমার❋ভাবিতেহ মনে

হইলস্মরন॥কামিনীমোহনরূপসাধুরনন্দন॥দেখিলবনেরমাঝে
প্রচণ্ডকুমার॥ভুবনেনাহিকরূপসদৃশ তাহার॥মৃগয়াকরিতে
যেবা আছিল সঙ্গতি॥ আদেশ করিল নৃপ সে সবের প্রতি
অরণ্যমাঝেতেযেবাসাধুরকুমার॥তাহাকে কহিবা বহু বিনয়
আমার॥কহিবাতাহাকেঅতিবচনপ্রনতি॥আনজাই তাকে
এথাকরিশীঘ্রগতি॥নৃপতিআদেশপাইয়াসেসৈন্যগণশীঘ্রজাই
কুমারকে কহিল বচন॥তোমাকে স্মরিল ভাই মহানরপতি
দর্শনকরিতেচল তাঁহার সঙ্গতি॥বহু কহিয়াছেনৃপ মিনতি
বচন ॥ শীঘ্রজাই তাঁর সঙ্গেদিতেদরশন॥কুমারসেসকলেরে
দিলেন উত্তর॥তোমানৃপতির রাজ্যেনহেমোর ঘর॥নাথাই
তাঁহারধনবসে নহি তাঁর ॥ তাঁহার নিকট বল কিকর্ম্ম আমার
কুমারের বাক্যশুনি যত দুতগণ॥নৃপতি নিকটে গিয়া কহিল
বচন॥আমাসবা বাক্য শুনি সাধুরকুমার॥না আসিল কদা-
চিত গোচরেতোমার ॥ তবে নৃপ মহা পাত্রপাঠাইলতথা
চতুর্দ্দোলেতুলিয়াকুমারেআনহেথা॥তবেমহাপাত্র চলিগেল
ততক্ষণ ॥ কুমারগোচরে কহে মিনতিবচন॥ করপুটে মহা
পাত্র করে নিবেদন ॥ নৃপতির শ্রধ্যা তোমাদেখিতে চরণ
আকাঙ্খা করয়যেবাদেখিবাকারণ॥বড়ের উচিতত্তাকেদিতে
দরশন॥নৃপতি না মাগয় ধনরত্নতোমা স্থান॥ কাতর হইয়া
মাগে দরশনদান॥যেসকল সুদ্ধমতি বড়ের নন্দন॥কদাচিত্ত
দানপুন্যে নাহয় বিমন॥বিত্ত জন অগ্রেকেহ না হয়নৈরাশ
প্রতি আস জন প্রতিপুরায়েন্তআস॥তোমার চরণে মাগি
পরম আরতি॥দরশন দানেতোস করেসনৃপতি॥চতুর্দ্দোল
নিয়োজিলতোমারকারণ॥নৃপতিকে কৃপা বাসিকর আগমন
লালমতি ॥

এবলিকুমারহাতে ধরি পাত্রবর॥হরিষে তুলিল চতুর্দোলের উপর❋এহিমতে চলিগেল নৃপতিগোচর ॥ কুমারকে মান্য বহু কৈল নৃপবর❋কুমারে বসিতেদিল শুবর্ণ আসন॥কুমার অগ্রেতে নৃপ করেনিবেদন❋সত্য যদি করসাধুআমারসহিত তোমার চরণে মোর পরম বাঞ্ছিত ❋ সয়ফল মুলুক বলে শুন মহারাজ॥আমা হতেপুরে যদিতোমা মনকাজ❋গুরুর আদেশহেন আছয়আমার॥পর উপকারেপ্রাণপন করিবার যদি মহা বলবন্ততোমার পুঙ্গল॥ একারণেতোমা সক্র করিব নির্ম্মল❋যদি করে করতারকৈনু অঙ্গিকার॥ নারাখিব তোমা সক্র ভুবন মাঝার❋ যদিতোমা রাজ্যকেহ নিয়া থাকেবলে লই দিব তার রাজ্য শাস কুতুহলে❋ যদি যুদ্ধে বধি থাকে তোমার কিঙ্কর॥বধিবতাহারপুত্রেতোমারগোচর❋যদিক্ষতি করিথাকেতোমা এককেশ॥কাটীবতাহারমুণ্ড সবংশেবিশেষ নতু কিবা কর্ম্ম বল সঙ্কটতোমার॥অবিলম্বে করিদিবকৃপায় আল্লার❋কহিনুতোমারঅগ্রে প্রতিজ্ঞা বচন॥করিবতোমার কার্য্যশান্তকরমন❋মনেকিবাঅপমানপাইয়াছঅতি॥আমার অগ্রেতেশীঘ্র কহ নরপতি❋আদেশিয়া রঙ্গ চাহ মনকৌতু-হল ॥ যদি সে পাশান হয় করি দিবজল❋নৃপতিবলিলশুন সাধুর কুমার॥ রূপে হিন হয় অতি তনয় আমার❋কুমারের হেতু মহান্ পতিনন্দিনী॥বহু যত্নেকৈনুআমি বিবাহজোড়নি মহা রূপগুণ কন্যা জগৎবাখান॥ আমার পুত্রেররূপনহেসে সমান ❋গুপ্তরূপেসেইকন্যা পাঠাইল চর ॥ কুমার কুচ্ছিত দেখিক্রোধবহুতর❋তেকারণেবিঘটীতএকর্ম্মআমার॥তোমা হেতু হয়মোরএকর্ম্মসুসার❋আমারতনয়হেতুতোমানামধরি

আমার পুত্রকে কন্যাদেও বিভা করি॥সত্য কর মোরসঙ্গে করি অঙ্গিকার॥ কামভাবে নাছাড়িবে ধৈর্য্যআপনার॥শয়ন সময় মাঝেরাখিবা কাটারী॥ সঙ্কচ রাখিবা মনে জানি ভিন্ন নারী॥মহা ধর্ম্মশিল তুমিহেন মনে লয়॥ সামান্য কুমার নহ বড়েরতনয়॥মুখেতেনুরেরজ্যোতিচটকে তোমার॥দেখিতে পরম শুচি ধর্ম্ম ব্যবহার॥যদিও সামান্য তুমি সাধুর কুমার বড়েরনন্দনহেন সদৃশ তোমার॥পৃথিবীতেরূপেগুণেপ্রসংশা যাহার॥সেহযে জানহ সত্য বড়েরকুমার॥বড়েরনন্দনসন্ধে নহে বড়জন॥ভুবনপ্রধান ভালপ্রকৃতিকারণ॥চরিত্রদেখিয়া তোমা হেন মনে লয়॥তোমা হৈতে অপকর্ম্ম কভু নাহি হয় তোমাহৈতে সর্ব্বত্রেতকর্ম্মেরসুসার॥হইবেএমনমনেপ্রকাশে আমার॥সুজনেনাহরেকভুপরস্থাপ্যধন॥তোমাহেননাদেখিযে ভুবনেসুজন॥তেকাজেতোমাতেআমিমাঙ্গিপরিহার॥ধর্ম্মের উদ্দেশে কর একর্ম্ম আমার॥কুমার বলিল কহ অযুক্ত বচন বস্ত্রঅলঙ্কারযুক্তেনিবারেবর্গন॥যুক্তেকভুনহে হিতে বর অবি-রত্ত॥কেবাকরিয়াছেবিভাগিয়াপরিবত॥কোথাশুনিয়াছহেন বাক্যপৃথিবীতে॥বরপরিবর্ত্তেজায়বিভাকরিদিতে॥তবেধর্ম্ম মাঝে আনিকহিলা বচন ॥ অকর্ত্তব্য একর্ম্ম করিবতেকারণ সধৈর্য্যে করিব কর্ম্ম কৈনু অঙ্গীকার॥ তবে কিগোপত ভেদ প্রভুকেপ্রচার॥গজেরআম্বারিপরেহই আরোহণ.তথাজাই প্রবেশিল নৃপতি ভবন॥আসিবার কালে অশ্বদিবেন পবর অলক্ষিতেকন্যা হস্তেহইতেঅন্তর॥তোমারনগরেযদিকন্যা দিব আনি॥ অলক্ষিতে জাইবারে মাগিবমেলানি॥যুবরাজ যদি বাক্যকৈলএসকল॥আদেশিল নৃপতি যে উৎসব মঙ্গল

বাজায় নানাম্ববাদ্য পুরম উৎসব॥ঢাকঢোল কাড়া দামা পঞ্চ সব্দে রব॥সানাই রিগুল ধনিকাস করতাল॥বিগুল কর্ণাল-বা.জ উৎসব বিশাল ॥ মৃদঙ্গ মাদল আর কবিলাস চঙ্গ ॥ ঝাঞ্জনেররুনুঝুনু শুনিমনরঙ্গ॥রাজদ্বারে বাদ্য বাজেবাজনা অনেক ॥ পুস্তক বিশাল হয়কৈলে একেএক॥বাড়িলে এসব বাক্যকোনমনহিত॥ধর্ম্ম উপদেশমাত্র বাড়িতেউচিত॥সাহা বদ্দিনমোহাম্মদ চরণ বন্দিয়া॥আবদুল হাকিমকহে পাঁচালি রচিয়া॥বুঝিতে সঙ্কট অতি গুপ্তভেদধন্দ ॥ কাহার পুত্রের বিভা কে করে আনন্দ॥প্রভুর নির্ব্বন্ধজেবা পুরিতেকারণে করয় পরের কর্ম্ম আপ্ত গুণি মনে ॥ লিখন অক্ষর দানে সম্মতি মতি ভোলা ॥ দীর্ঘ ছন্দে পদ বন্দ কৌতুক সহলা

ত্রিপদী ॥

অধিক হরিষ মন,সাজেসৈন্যসেনাগণ,স্বসৈন্য সহিতেসেনা-পতি॥ প.ত্রমিত্র ইষ্টগণ,সাজেঅতিরঙ্গমন,মনশুখে সহরিষ অতি॥লক্ষ২সাজে গজ,অনন্ত পটকা ধ্বজ,কোটি২ অশ্ববার গণ॥সাজায় পদাতিগণ, সঙ্খানাই কদাচন,সৈনচলে জুড়িয়া ভুবন ॥ চলিলেক সারি২,যত রাজ বেশ্যা নারী,ন ত্যগীত অতি মনোহর॥নানাবাদ্য বাজেযণ, নাচয় নর্ত্তকীগণ,সৈন্য চলে হরিষ অন্তর ॥ যেমন নক্ষত্র সঙ্গে,চন্দ্রমা চলিল রঙ্গে নিশীথে চলিল যুবরাজ॥কুমারের মুখদেখি, হৈল অতি মন শুখি, পরম আ.নন্দ মহারাজ ॥ পুত্র প.রিবর্ত্ত জানি, পুত্র হেন অনুমাণী,কুমারেহেরয়কৌতুহলে॥গজের আম্বারীমাঝ চলিজায় যুবরাজ,ন.পতিচলিল চতুর্দ্দোলে॥সৈন্যলইনানা ভেসে,আমির সাহার দেশে,চলিগেল মন রঙ্গে অতি॥দুত

জাই তুরমান,আমির সাহার স্থান.বার্ত্তা জানাইল শীঘ্রগতি সয্যা হই বিবাহের, আসিয়াছে রাজ দ্বার, স্বসৈন্য সহিতে যুবরাজ ॥ শুনি দুত মুখে বানি,হরষিতনৃপমনি,পাত্রেডাকি আনে মহারাজ❀পাত্রতরে আদেশয়,জারজেবাযোগ্যহয়, বাসাদেও সৈন্যথরেথর॥যত্নকরিমান্য অতি,ফারেসের সৈন্য প্রতি,সম্ভাসা করিবা বহুতর ❀ নৃপতির আজ্ঞাপাই, পাত্র গেল শীঘ্র ধাই,রাজদ্বারেদেখেসৈন্যগণ❀ জারজেবাযোগ্য স্থান,বসাইল তুরমান,সম্ভাসা করিয়া জনেজন❀পাত্রদেখে যুবরাজ,নাহি হেন ক্ষিতী মাঝ, ভুবন মোহিত পৃথিবীত ॥ দেখিয়া কন্যার বর, পাত্রে চাহে নিরন্তর, রূপ দেখি পাত্র মহশ্চিত❀পাত্রমনেস্থিরকরি,প্রবেশিল অন্তঃপুরি,কহিতে লাগিল নৃপ স্থান ॥ শুন কহি মহারাজ,নাহিকভুবনমাঝ, রূপে তোমা জামতা সমান ❀ মনুষ্য কি জ্ঞান ধরে, রূপ দেখি জ্ঞান হরে, ভুবন মোহন যুবরাজ ॥ পাত্রের বচন শুনি, মনেতে আনন্দ গুণি, পরম হরিষ মহারাজ ❀

রাগ পয়ার ছন্দ ॥

রাজদ্বারেদুইসৈন্য হুলস্থূল অতি ॥ শুনি কন্যা পুছে নিজ সখিগণপ্রতি❀পুরিরবাহিরে কিবা শুনিকোলাহল ॥ কিহেতু করয় শব্দকেবা এসকল❀তবেএক ধাত্রি আসি কহিলসত্তর ফারেসনৃপতিসুতআইলতোমাবর❀তেকারণেসৈন্যসবের সব্দ এথান্তর ॥ তোমা যুক্ত স্নান করি পর অলকার❀ধাত্রি মুখেরোকবানুহেন বাক্য শুনি॥ যেন অঙ্গে ছিটিদিল জলন্ত আগুনি❀ক্রোধেপ্রজ্বলিতবালাযেনহুতাশন॥ নাকরয়স্নান নাহি পরে আভরণ ❀ মহারানী শুনি যত রাজ রানীগণ ॥

সয্যা কল্প নানাবিধ অগুরুচন্দন॥কস্তুরিকুঙ্কুমআদিশুগন্ধি
সকল॥সাক্ষাতেরাখিল দিব্য ভিঙ্গারেরজল॥অঙ্গলেফুলেল
তৈল লইয়া জননী ॥ স্নান করাইতে চাহে আপনা নন্দিণী
মাতাকে অন্তরে বালা ক্ষেপে বহুছাটে॥হানয় আপন কর
আপনা ললাটে ॥ মহারাণী বলে মোর অভাগ্যের ফল ॥
বিবাহের লগ্নে হৈল দুহিতা পাগল॥জ্ঞানের প্রদিপ বালা
রোকবাহু মোর॥বিবাহ হরিষ লগ্নেকেনে মতিভোর॥অমৃত
লহরি রমা বচন মধুর ॥ আজিকেন চন্দ্রমুখে বচন কঠোর
পরমউত্তমযতপ্রকৃতিসকল॥মোর কর্ম্মদোষে আজি কিহেতু
চঞ্চল ॥ আহা বিধী কেন মোর মুখে দিলা কালি॥ফারেস
দেশেতেদিলাকলঙ্কেরডালি॥আবদুলহাকিম কহে শুনমহা
রাণী ॥ নাবুঝদুহিতামর্ম্ম কিসেরজননী॥এমত নাবুঝিমোর
প্রিয়সিরমাতা॥মোকেছাড়িসমর্পিলেদুষ্টেতেদুহিতা॥বিভা
দিল এমতপ্রিয়াসব আচরিল॥তথাপি নির্ব্বোধ মাতা মর্ম্ম না
বুঝিল॥ যে সকল মাতা পিতার শুদ্ধ জন্মহয়॥ সুতাশুভা
মর্ম্মতারাঅবশ্যবুঝয়॥ন বুঝয়শোকদুখযেইমাতাপিতা॥তার
ঘরেবৃথা জন্ম তনয়দুহিতা॥জননীআস্বাসে বাক্য নাশুনে
সুন্দরি ॥ হইল উম্মত্ত ভেস লজ্যা পরিহরি॥ক্রোধহইনৃপ
সুতা ভাবে নিরন্তর ॥মৃতেরনিকটকিবামরনেরডর॥এমত
ভাবিয়া মনে লজ্জাপরিহরী॥পুরিরদ্বারেতেগেলহস্তেকাতি
করি॥দ্বারেতেদাণ্ডাইয়াবালাভাবেমনেমন॥কুমারেসংহারি
পাছেতেজিব জীবণ॥হেনকালে সয়ফলমুলুক কুমার॥ সভা
মাঝে দেখে বালা দৃষ্টে আপনার॥কুমারি দেখিল যুবরাজ
আচম্বিত ॥ আকাশের চন্দ্র যেন উদয় ভুমিত॥সভামাঝে

যেমন কনক তরুবর ॥ কামিনী মোহন রূপ নব পঞ্চশ্বর ॥
আপনা সদৃস রমা দেখি বীর মণি ॥ নিজ জ্ঞান পরিহরে
ত্রিলোক মোহিণী॥মরমেকুটীলতিক্ষ্ণ কামপঞ্চস্বর॥জ্ঞানপরি
হরি বালা পড়িল সত্তর॥ফেলায় হাতেরকাতিক্ষেপি দুরন্তর
মোহশ্চিত হই রহেমেদিণী উপর॥জ্ঞানলম্ভি নৃপসুতাস্থির
কৈল মন ॥ চকরে পাইল যেন চন্দ্রদরশন॥ পরম হরিসে
রমা মন পুলকিত॥ চন্দ্র মুখে হৈল যেন পুষ্প বিকশিত ॥
ভাবিতে লাগিল রমা নিজমনেমন॥বৃথা বাক্যেমনেদুঃখদিল
দুতগণ॥দুষ্ট অনুচর সবে আমারবিদিত॥কহিলেককুসম্বাদ
বচন কুষ্ছিত॥তেকাজে হইলক্রোধ পশু সমতুল ॥ জননী
অগ্রেতেলজ্জাপাইনু বহুল॥জুগে২তপজপ করিপ্রতিনিত
হেনপতিকেবাপাইয়াছেপৃথিবীত॥জাউকসহস্রপ্রাণ জনক
নিছুণী॥মোরহেতুআনিদিলহেনগুণমণি॥তবেজাননৃপসুতা
লজ্জিতঅন্তর॥হেটমুণ্ডে চলিগেল জননীগোচর॥তবে মহা
দেবি সতীকন্যা হাতেধরি॥স্নান করাইলবালাবহু যত্ন করি
তবে সাধু নারীরাজবালারঙ্গমন॥একত্রহইয়াদিব্য২নারীগণ
কুমারিকেস্নান করাইল রঙ্গমন॥ পরাইলঅপরূপবস্ত্রআভরণ
পিন্ধীয়ানানানভেসঅপরূপসাজ॥পড়িলেকনৃপসুতাদোগানা
নমাজ॥হেনকালেরাজদ্বারেসাহারসন্ততি॥বিবাহেরখোত বা
পড়িল রঙ্গমতি॥তবেজানেকুমারপ্রবেশেঅন্তঃস্পুর॥একত্র
হইলগণের শশীশুর॥অন্তঃস্পুরেআছিল যতেকরাজরাণী
সে সবে প্রসংশে বহু কুমারকুমারি॥ধন্য২রোকবানু সফল
জনম ॥ যেনবালাতেনবররূপসম২॥যেমননাগরি রমাতেমন
নাগর॥ ভাগ্য বলে পুন্যফলে মিলেহেনবর॥মহাভাগ্যবতি

রমা নৃপতিনন্দিনী ॥ বসিল চন্দ্রের কোলেযেমনরোহিণী ॥ এহিমতে প্রসংশা করিয়া বহুতর॥নারীসব চলিগেলজারযে বাসর ॥ কুমারিররূপদেখি অতি বিলক্ষণ॥ মনেং করে চিন্তা সাহার নন্দন ॥ স্বধর্ম্মে বিচারে রমা হয় ভিন্ন নারী॥ আমার অধীন নহেরাজারকুমারি॥পিতামোরসেকান্দররসুলআল্লার সত্য ভঙ্গ ধর্ম্ম নাশ অযুক্তআমার ॥ কামলোভে বলবন্তযেন মত্ত গজ॥তেমন অঙ্কুশ ক্ষমা সত্যেরধৈরজ ॥ মহাজন অদি-কার গজের দর্শন॥যেমন কুর্ম্মেরমুণ্ডদুর্জ্জন বচন ॥ অঙ্গীকার কৈনু অ ঙ্গিকারেস সহিত॥নারীলোভেসত্যভঙ্গ ন হয়উচিত নিশীর স্বপনযেন ভব ধন্দকার ॥ পরিণামে প্রভু হয় যুক্ত রাখিবার ॥ সত্য অনুরূপেমোর নহে এহি নারী॥ ভিন্ন নারী মুখ দৃষ্টে চাহিতে না পারি ॥ কাম ভাবে হরেজেবাপরের যুবতি॥ইহলোকেপরলোকেনাহিতারগতি ॥ এতেক ভাবিয়া মনে সাহার সন্ততি॥পরপৃষ্ঠেহেরিরহে কুমার সুমতি ॥ নিজ পাদদৃষ্টিবিনাসাহারনন্দন॥ নাকরয় অন্যদিগে দৃষ্টি কদাচন ॥ তাদেখিয়ারাজবালা মনেতে ভাবয়॥কুমারসমানরূপআমার নাহয় ॥ এনিমিত্তযুবরাজমনেভাবেদুখ॥ ঘৃনায় সদৃষ্টে নাহি চাহেমোরমুখ ॥ নহেচয়মুখেআমিরথা বাক্যশুনি॥কুমারকে ঘৃনাকৈনুসত্যনাহিজানি ॥ এক্ষণেআমাকে ঘৃনাবাসেগুণমণি আমাকেআপনাযোগ্য নাদেখে রমণী ॥ এহেন ভাবিয়া মনে পরম সুন্দরী ॥ নিশ্বাস ছাড়য় রমা প্রভু নাম স্মরি ॥ বাম পার্শ্বে খড়্গ রাখি সাহার নন্দন॥ একই পালঙ্ক মাঝে করিল শয়ন ॥ পরনারী পরসনেশ সেপাপ অতি॥আয়ু জস বিনাশয়

হরয় আয় নরকেতেগতি❀যেসকল সতীমায়েরউদরে সৃজন সপ্নেতে না চাহে ভিন্ননারীকদাচন❀অঘোরনরকভয়সাহার কুমার॥ বামপাসেলাঙ্গা করি রাখে অশিধার❀পাপ ভয় শঙ্কা চিত্ত হয় অতিশয় ॥ কন্যাহতে সন্ত্রমে রহিল পাপভয়❀তা দেখিয়ালোকবালা আমিরনন্দিনী॥ সদয় তাপিতমনে ত্রিলক্ষ মোহিনি❀পতি ভক্ত সতী রমাপদ্মিনী যুবতী॥ স্বামীর বিরস দেখি মনে দুখ অতি❀সঘন চিন্তয় রমা পালঙ্কের মাঝ॥ কি দোষে মোহকে হেন ক্রোধ যুবরাজ ❀ অধিক দুক্ষিত রমা বিরহে অনল॥ শয়নে না আইসে নিদ্রা সদয় বিকল❀সঘন চিন্তয় বালা চিত্তে উৎপাত॥ বিনা অপরাধে মোকেরোশে প্রাণ নাথ ❀ এহি মাত্র এক দোষকৈনু হেন জানি ॥ পুন্নির বাহের হৈনু আমি অভাগিণী❀বাহেরথাকিয়া কিবাদেখিয়া কারণে॥ লজ্জা হিন নারী মোকেভাবিনিজমনে❀তেকারণে কিবাক্রোধ আমার উপরে ॥ আমি অভাগিনীরপ্রতিপ্রেম পাস্নিহরে❀আমার প্রকৃতিজেবা নাবুঝি রতান্ত॥ বিনা অপ-রাধেমোরেরোশেপ্রাণকান্ত❀বিরহতাপিতবালা ভাবেমনে ক্লেশ॥ এহিমতেহইগেল নিশি অবশেষ❀প্রভাত সময় নিদ্রা ছাড়ি যুবরাজ॥ ওজু করি পড়িনিল দোগানা নমাজ❀চলি বারে আদেশিলসাহারসন্ততি ॥ চর্দোলে তুলি কন্যাদেশে কৈল গতি❀চতুর্দোলা প্রতিবালা কহিল দাঁড়াই॥ একাএক না হাঁটীবাকুমারেএড়াই❀বুঝিতেনাপারিকিছু কুমারচরিত নাজানি আমাকে ছাড়ি যায়কোনভিত❀ যদিচ কুমার সঙ্গ ছাড়কদাচন॥ তোমাসবানেরেআমি করিব নিধন❀ যদিসে না রাখ আজি আমারবচন॥ সত্যজানসবংশেতে হইবা নিধন লালমতি ॥

আঙ্গিকা পালিতে যুক্ত আমার রচন॥ তোমাসবেথা ওমোর জন্মকেরখন ✻ চতুর্দোলিগণতরেন পতিনন্দিনী॥ উরাই এসব বাক্যেকহেপুনি২ ✻ চলিলেকযুবরাজ কপটের ছলে॥ গজ পদ পদে চতুর্দোলি সব চলে ✻ এহিমতে প্রবেশিল ফারেস নগর কুমারের মনে হৈল হইতে অন্তর ✻ গজপৃষ্টহতেনামেসাহার নন্দন ॥ অশ্ব ক্ষেপি যুবরাজ করিল গমন ✻ কন্যায় দেখয় জায় ন পতি নন্দন॥ কহিতে লাগিল বালা বিনয় বচন ✻ কর জোড়েনিবেদয় আমিরনন্দিনী ॥ নিবেদন শুন মোর প্রভু গুণ মণি ✻ রাজার নন্দন তুমি জ্ঞানেতে পণ্ডিত॥ শাস্ত্রনিতকর্ম্ম জানিকেন বিপরিত ✻ কোন সাস্ত্রেহেনদেখিয়াছ প্রাণনাথ॥ পরিণয় করি বধে নারী অকস্মাত ✻ দর্শন অবধিমোরচিত্তে উৎপাত॥ তোমারেবিস্মৃতেমোরমর্ম্মেবজ্রাঘাত ✻ কোন অপ-রাধকৈনু তোমার চরণে ॥ নিজদাসী হেন মোকেকেন নাই মনে ✻ কোথাগেএহেনবিভাআনন্দেরদিন॥ নবনারীপ্রতিনব পুরুষকঠিন ✻ যদিতোমাযোগ্যনারীনাহিকদাচিত॥ সম্ভাসিতে নিজদাসীঈশ্বরেউচিত ✻ নাছাড় আমাকেপ্রভু বিকীনু চরণে আনন্দসময়দুখনাহি দাওমনে ✻ পুরিতে বাঞ্ছিত মোরতোমা পদে আশ ॥ এমন জানিয়ামোকে না কর নৈরাশ ✻ আবদুল হাকিমকহে প্রভু নিরঞ্জন ॥ আশকালে কর্ম্ম দোষে নাপুরে কামন ✻ কন্যার বিনয় শুনি ন পতি নন্দন॥ কহিলেকজাই আমি মৃগয়া কারণ ✻ মৃগয়া নাকৈলেআমি ন করি ভোজন তেকাজেমৃগয়াহেতুকরিনু গমন ✻ নিজ অন্তঃপুরেতুমি জাও রঙ্গমন ॥ কুমারি বলিল প্রভু শুন নিবেদন ✻ একদিন বিরহ অনলে ঢালি জল॥ মৃগয়া করহ জাই মন কুতুহল ✻ দর্শন

অবধিমৰ্ম্মদহেপ্রতিনিত॥ নাকহিলাপ্রেমবানিআমার সহিত দর্শন নাদিয়া কভু নয়নে২॥রজণীগোঙাইলানাথকপটশয়নে কোথাশুনিয়াছহেননাশোভেবচন॥বিশৰ্জ্জিবিবাহরঙ্গপ্রবে-শে কানন❀পৃথিবীর নীতি কর্ম্ম যে হয় উচিত॥ নীতি কৰ্ম্ম পরিহরকেনবিপরীত❀বুঝিতেনাপারিআমিকাপট্যতোমার কেহেতু আমায় প্রতিহেন অ-ব্যেভার❀কান্যারএসববাক্যে করুণা নাহয়॥অশ্বক্ষেপি চলিজায় সাহারতনয়❀চতুর্দ্দোলি প্রীতিবালাকরিলআদেশ॥যদিসেকুমার জায় হয়েনিরুদ্দেশ সবংশেবিনাশহৈবাতুমি সর্ব্বজন॥ ঘোটকেরপদে২করহগমণ বেগবন্ত অশ্বে চড়িযুবরাজজায়॥প্রাণভয়েচতুর্দ্দোলিপিছে২ ধায়❀ কন্যায় কহয় বহু প্রনতি বিণয়॥ না চাহে কন্যাকে ফিরী সাহার তনয়❀ পাক সাটে ফারেসেরসৈন্য করেবল তর্জ্জিয়া ডাকয় ফিরাইতে চতুর্দ্দোল❀স্থকিলসৈন্যের পদ আজ্ঞায় আল্লার॥ধাইজায়চতুর্দ্দোলিনারেধরিবার❀হেরিতে কন্যার দিকেসেসৈন্য সকল॥ফারেসনৃপতিসনেঅন্ধযেহইল নয়নে নাদেখে পন্থ গুনয় সঙ্কট॥অশ্বে২ডাক ছাড়ে না হয় নিকট❀চতুর্দ্দোলিসবেশুনিসৈন্যেরগর্জ্জন॥জানিল ফারেস হাতেহইবনিধণ❀নিজপ্রাণভয়গুণিচতুর্দ্দোলিগণ॥চতুর্দ্দোল ফেলাই ধাইল সর্ব্বজন❀তাদেখিয়া নৃপসুতা পরমসুন্দরি॥ বাহিরে নিকলে বালা লজ্জা পরিহরি❀ চলিলেকনৃপসুতা বস্ত্রমুণ্ডে ধরি॥ কুমারের পিছে২ ধায়ন্ত সুন্দরি❀ ফারেস বোলয়দেখকন্যারচরিত॥মোরপুত্রজোগ্যকন্যানহেকদাচিত গর্দ্ধিণী সহিতেকোথা রাজহংসজোড়া॥ গন্ধর্ব্ব সহিতেজোড়া [illegible]য় ঘোড়া❀অযুক্তকর্ম্মেতেহয় বিধির বিপাক॥ হরিণ

নাশে।

কৌতর সনে না শোভয় কাক❋সত্যইজানিনু এইকন্যারূপ বতি॥পাইলেক পুর্ব্ব জন্মে জ্যোতিশ্বরপতি❋ জারজেবা অনু রূপপ্রভুরসৃজন॥তাম্রেরসহিতেকোথামিশয়কাঞ্চন❋ যেমন কুমারতেননৃপতিনন্দিনী॥কনকসহিতেযেনশোভেমুক্তামণি জারজেবাজোগ্যসৃজিয়াছে নিরঞ্জন॥মিলিলকন্যারবরবিধীর ঘটন❋প্রভুরনির্ব্বন্ধ জেবা পুরিতে কারনে॥ পর্য্যন্ত জন্যের কর্ম্ম কৈল অন্যজনে❋ এহিকন্যা সৃজিয়া আছয়নিরঞ্জনে॥স্বরূপে জানিল এই কুমারকারণে ❋ জদ্যপি পর্য্যন্ত ক্রমে কন্যা লই জাই॥ এহিকন্যামুলেমোর নাহিক ভালাই❋এতেকভাবিয়া নৃপ ধর্ম্মকলেবর॥লওটাইনিজসৈন্যফিরেগেলঘর❋কুমারের পিছে২ধায়কন্যা সতী॥কোকিলেকুহরেযেনকরিয়াকাগুতি ধাইতে সঘনখায়চরনেহুছট॥ক্ষণে২ উঠে পড়ে পরম সঙ্কট প্রভুর নির্ব্বন্ধ জেবা না জায় খণ্ডণ॥ এহেন নৃপতিসুতা হয় বিড়ম্বন❋ ক্ষনেউঠে ক্ষনেবৈসে ঘড়ি পড়িজায় ॥ প্রাণপতি বলি কন্যা পিছে২ধায়❋ন দেখে জাহার রূপসুর নিসাপতি সামান্যমনুষ্যদেখেকন্যারদুর্গতি ❋যেইকন্যাবাহিরহইতে ঘর এড়ি॥ হস্তপদ ধরি শত সখি চলেবেড়ী❋সেইবালাঅশ্ব পিছেএকাস্বর ধায়॥চরণে কণ্টক ফুটীরক্তধারাবয় ❋ কুমা-রের পিছে২ধায় সহাসাত ॥ বিনয় করিয়াকহেশুনপ্রাণনাথ একবার ফিরপ্রভুদেখি চন্দ্রমুখ॥তোমারদর্শনেখণ্ডেজনমের দুখ❋চলিতে নাহিক শক্তি প্রেমের সাহসে॥প্রাণীক্ষেপীয়া ধায়ঘোটক পরশে ❋ কুমারি বলিল প্রভু দোহাই আল্লার পালটি দর্শনেপ্রাণরাখ একবার❋বল্‌শক্তি-হীন মুই বিরহে তাপিত॥ধাইতেনাপারি আমিঅশ্বেরসহিত❋টুকেকদেখিলে

তোমা দুখ যায় দুর ॥ শক্তি হীন অঙ্গে বল বাড়ে বহুতর ❋
আবদুল হাকিমকহে সত্য এবচন॥পাপিষ্ট দুর্জ্জনলোকেনা
জানেবেদন❋তেকাজে চরণে প্রভু মাগি পরিহার॥পালটী
চাহিয়া প্রাণ রাখ অধীনির ❋ সহিতে নাপারিতোমাবিরহ
বেদন॥অবিলম্বেতোমাআগেতেজিব জীবন❋স্ত্রীবধ নাকরি
প্রভু হও দয়াময় ॥ অঘোর নরক প্রতি কেন নাই ভয় ❋
আমাকেস্বরূপকরিকহপ্রাণপতি॥কোন অপরাধেমোকেএমন
বিমতি❋যদিসে অধম প্রতিদোষ হয় অতি॥সেদোষ ক্ষমিতে
যুক্তপণ্ডিতসুমতি❋ভালমন্দ যত নর ভুবনমাঝার ॥ বিবাহ
আনন্দ রঙ্গ মনে নাহি কার❋কর্ম্মান্তের ফলমোরদৈব পরি
পাক ॥ হরিষ লগ্নেতেহেন প্রমাদ আমাক❋আহা বিধী কি
লিখিলানসিবে আমার॥আমিহেন অভাগিনিভবেনাইআর
পৃথিবীতে হীন জাতি সে সব যুবতী॥বিবাহ উৎসবেকেবা
এমনদুর্গতি❋ খঞ্জনগমনিরমা ধায় খরতর ॥নিবেদি পতির
আগে জুড়ি দুই কর ❋ ত্রিলোক্ষমোহিণীধনিনৃপতিনন্দিনী
গদ২ভাসেকহেঝাড়িমুক্তামনি❋ছাড়িতেনারিয়া প্রভুবান্দি
প্রেমডোরে॥যদিছাড় খড়্গা হানিকাটীপাড়মোরে❋জাইতে
নারিবেপ্রভুমোকে পরিহরি ॥ মনরঙ্গে জাওমোরেদুই খণ্ড
করি❋তোমাপ্রতিবাদিআমি হইনুবিশেষ॥ খণ্ডাই জাইতে
বাদি কৈল্প উপদেশ❋ তুমিহেন প্রদিপে দহিলেমোর অঙ্গ
সাফল্য ভুবনে আমিজন্মিনুপতঙ্গ ❋ আবদুল হাকিম কহে
বলেনারীগণ ॥ আদ্যে কহিভুলেজায়হৈলে অদর্শন❋এতা-
ধিক নানা বিধআমার সপথ॥কহেমোর প্রিয়া পরে করিলে
অনাথ❋এহিমতে ধায় বালা করিয়া মিনতি॥শুনিয়াকরুনা

হৈলসাহারসন্তুতি❀হেনকালেঅন্তরিক্ষেশুনিলবচন॥প্রভুর আদেশেকহেনফেরেস্তাগণ ❀সাধু২জোলকর্ণনন্দনগুণধাম॥ সত্যধর্ম্ম প্রচণ্ড ঈমানঅনুপম❀তোমাজাতিস্বরা এহিনৃপতি-কুমারী॥গ্রহণকরহরমাজানিনিজনারী❀ফারেছকুমারজোগ্য নাহয়কামিনী॥তোমাজোগ্যনারীএহিআমিরনন্দিনী❀প্রভুর আদেশপাইযেমনইউসফ॥জুলেখারপ্রতিভক্তআজ্ঞাঅনুরূপ তেমন শুনিয়া বীর অন্তরিক্ষবানী॥ কন্যা প্রতি ভক্ত হৈল জাতিস্বরাজানি❀ফিরাইঅশ্বেরবাগ চাহে মহামতি ॥ কন্যা পরিহরি গেল ফারেস নৃপতি❀কুমারভাবয়নিজমনে আপ-নার ॥দৈবেরনির্ব্বন্ধ এইবনিতাআমার❀ অঙ্গীকাররৈলমোর ফারেস সঙ্গতি॥স্বইচ্ছায় কন্যাছাড়িগেলনরপতি❀নাছাড়ে আমার সঙ্গ ইচ্ছিল মরণ ॥ স্ত্রী বধেতে হয়মোরনরকেগমণ ফারেসসহিত সত্যভঙ্গ নাকরিনু॥সত্য অনুরূপ কন্যাদেশে আনিদিনু ❀ বুঝিয়া বর্জ্জিল কন্যা প্রভুর আজ্ঞায়॥ একনে ছাড়িতেকন্যামোকেনাজুয়ায়❀দৈবেরনির্ব্বন্ধজেবাছাড়াইতে নারি॥লিখিল ললাটেপ্রভুএহিমোর নারী❀ বিশেষ শুনিনু আমি অন্তরিক্ষ বানী॥ ছাড়িবারে যুক্তনহে ভিন্ন নারীজানি এবেসে জানিনু সত্য প্রিয়ারোকবানা॥সত্যইস্বরূপেবালা মোরকণ্ঠমালা❀এহিচিন্তি গুণ নিধী সাহার তনয়॥ কুমারি বিনয় শুনি হইল সদয়❀অশ্বপৃষ্ঠেকন্যা তুলিদিল আলিঙ্গন যেমস পরিলগলেপুষ্প সুলক্ষণ❀ গ্রহণ করিল রাধা রসময় কানু ॥নিজকোলেবসাইলপ্রিয়ারোকবানু ❀ সম্ভাসিল নিজ প্রিয়াহরিষ অন্তর ॥ সহপ্রেকচুম্বদিলঅধরউপর❀ এহিমতে অশ্বে আরহিয়াদোহজন॥অরন্যের পন্থে জায় সানন্দতিমন

সম্মুখেদেখিলবৃক্ষউজ্জলবিশাল॥রুদ্রমূর্ত্তি আকাশেলাগিছে তারডাল ✽ পাতাল ভেদিয়া আছেসে বৃক্ষের মুল॥ভুবনে নাহিক সেইবৃক্ষ সমতুল✽সেইমহা বৃক্ষদেখি সাহারসন্তুতি অশ্বক্ষেপিবৃক্ষতলেগেলশীঘ্রগতি✽সেবৃক্ষতলেদোহেকরিল প্রবেশ॥রজনী হইল তথা দিবা অবশেষ✽বৃক্ষতলেবিশ্রাম করিল গুণবান ॥ কুমার পুছয় বার্ত্তা কুমারির স্থান✽কোন হিত মনেতেভাবিয়ারুপবতী॥অরন্যেতেপ্রবেশিলাআমার সঙ্গতি ✽ অরন্যে নাহিক এথা সখি সহচরি॥ এথায়সেবিবে কেবামহাযত্নকরি✽অরন্যেনাহিকএথাকরিতেভোজন॥শয়ন করিতেসয্যা নাহিকদাচন✽এসুখসম্পদছাড়িনৃপতিনন্দিনী॥ কেমনে বনের মাঝেগোঙাবারজনি ✽ কুমারী বলিল কহি শুনপ্রাণেশ্বর॥সংসারে সম্পদনাইপতিসম আর✽ক্ষুধাপ্রতি অন্ন পতি তৃষ্ণাকুলেজল॥ আপদেসম্পদেপতি সঙ্কটেকুশল শয়নের সয্যাপতি জাড়ারওড়ন॥পতিসেনারীরঅঙ্গেপুষ্প আভরণ✽পতিবিনাবিসর্য্যেঅঙ্গেরঅলঙ্কার॥পতিবিনাসংসারেতেসম্পদঅসার✽চন্দ্রবিনানক্ষত্রযেমনঅশোভিত॥ পতি বিনানারীপ্রতিজীবনকুচ্ছিত✽নৃপবিনানাশোভয়রাজ্যসিঙ্গাসন॥পতিবিনানারীপ্রতিবিফলজীবন✽দীপবিনাঅশোভিত গৃহ অন্ধকার॥পতি বিনা পত্নিরুপনাহিপ্রতীকার✽ নির্ব্বলি নারীর অঙ্গে পতি মহাবল॥অন্ধনারীরপ্রাণপতিনয়নউজ্জল ইহলোকেপরলোকেমনেরআরতি॥সতীনারীরপ্রতিমনোরথ নিজপতি✽পতিহেন সম্পদ নাহিকত্রিভুবনে॥ সহস্র আপদ খণ্ডে পতির দর্শনে✽পতিসঙ্গে উপবাস পরমকৌতুক॥ সত দুঃক্ষ পাসরেদেখিপতি মুখ ✽ স্বামিসঙ্গে ভুমি সয্যা পরম

হরিষ॥পতিবিনাপুষ্পসয্যাগরলসদৃশ❀অরন্যেতেপতিসঙ্গে তরুতলেবাস॥ জিনিয়া কনকপুরি পরমউল্লাস❀পৃথিবীতে যতইতিসম্পদসকল॥পতিবিনা নারী প্রতিযেমনগরল❀ দুতে মুখেবার্ত্তা মাত্রশুনিনু কুচ্ছিত ॥ নয়নেদেখিনু রূপ কামিনী মোহিত ❀ চরিত্রদেখিয়া তোমা হইনু আশ্চর্য্য॥তেকাজে চলিনু সঙ্গে ধরিমনেধৈর্য্য❀জীবনমরণ মনে করেএকাকার প্রাণ পনে নাছাড়িনুচরণতোমার❀আবদুলহাকিম কহে যে নারীশুজন॥কদাচিতপতিপান্নিনাহয়বিমন❀কন্যামুখে শুনি হেন মধুর বচন ॥ মনরঙ্গে যুবরাজ দিল আলিঙ্গন ❀ পরম আনন্দে অতিরসেরনাগর॥শতচুম্বদিলপ্রিয়াঅধরউপর❀মহা প্রেমঅনুভবেনৃপতিকুমার॥প্রেমরসেসন্তোসিলপ্রিয়াআপ-নার❀জোড়হস্তে রোকবানু স্বহাস্য বদনে ॥ কুমারতেপুছে রমা মধুর বচনে❀মোকপ্রতিকপটআছিলকিবামনে॥ রাজ্য পরিহরিকিবাপ্রবেশিলা বনে❀পরম অনন্দ মনেকেনবিপ-রিত॥ মনেতেআশ্চর্য্যবহুনাবুঝিচরিত❀ঈশৎহাসিয়াবাক্য কহেবীরমণি॥সেসবরৃতান্তশুনপ্রিয়াপ্রাণধনি❀ একে২কহে বীরেসেসব বচন॥যেইমতে লালমতি উদ্দেসেগমণ ❀ যেই মতেপন্থেহেন বিধিরঘটন॥ ফারেস নৃপতি সনেহৈলদরশন যেনমতেরূপ হিন তনয় তাহার ॥ শুনিয়া বিসাদ মন হইল তোমার❀যেনমতেকরিলাতুমিপ্রতীজ্ঞা নিশ্চয়॥বধিতে ফা-রেস পুতবিবাহসময়❀যেনমতেকহিবহুবিনয়প্রনতি॥ আ-মাকেবর্গনপ্র.য়অ.নিলনৃপতি❀যেনমতেসত্যকরাইলনরপ-তি॥প্রেমভাবআচারতেতোমারসঙ্গতি❀বরপরিবর্ত্তেজাইবিভা করিদিতে॥ভিন্যনারীজানিমনেসঙ্কোচরাখিতে❀ দেশেতে

আনিয়া তোমা দিবার কারণ॥ বিবাহ করাই ফিরি আপনা নন্দন॥ সাহা সেকান্দর নবী রসুল আল্লার ॥ সয়ফলমুলুক আমি তাঁহান কুমার॥সত্য ভঙ্গ অপকর্ম্ম মোকে না শোভির তেকাজে তোমাতে ছিনু কঠিন হৃদয়॥ সত্য করিনু বাক্য শুন প্রাণ ধনি॥তখনি বুঝিনু তুমি পরের রমণী॥তোমা দরশনে হৈলপ্রাণ আকুলিত॥কাম ভাবে হৈল মন উন্মত্তের রিত তোমারূপ লাগে মনে ধৈর্য্য পরিহরি॥ সধৈর্য্য আপনা মন রাখিনু সম্বরি॥স্বদৃষ্টে দেখিনু প্রিয়া তুমি হেন ধন ॥ লোভিত হইনু যেন তস্কর লক্ষণ॥সত্যধর্ম্ম মোর প্রতি হইল দোসাধু হরিতে নারিনু ধন গনিয়া প্রমাদ॥তেকারণে কঠিন পাষানে বান্ধি হিয়া॥ ধাইতে চাহিনু প্রিয়া তোমা বিমুখিয়া॥ফারেস নৃপতি গেল তোমা পরিহরি ॥ না ছাড় আমার সঙ্গ দেখিনু সুন্দরি॥বিশেষ শুনিনু আমি অন্তরিক্ষবাণী॥ আচরি লইতে তোমা নিজ প্রিয়া জানি॥তবে তভাবিনু প্রিয়া নিজ মনে মন তোমাকে প্রসাদ দিল মোকে নিরঞ্জন॥তেকারণে অশ্বে তুলি লৈনু প্রাণধনি॥ সত্যতা জানিনু আমি তুমি কণ্ঠমণি॥বিভা পরিবর্ত্তবর শুনি রাজসুতা॥ বহুল হাঁসিল বালা আশ্চর্য্য বারতা বলিলেক মোর মগ ভাগ্যের কারণ॥প্রভুর এচক্রে মোর রহিতে জীবন ॥ প্রভাতে নৃপতি সুতা হরিষ অন্তর॥প্রভুর মহিমা কহে জুড়িয়ু দুই কর॥ওহে প্রভু কৃপাময় ঈশ নিরঞ্জন ॥ সকল করিতে পার মহিমা কারণ॥তোমার কৃপায় মনোরথ পুরে বসি বামন হস্তেত ঘটে গগনের শশী॥তোমার কৃপায় পুরিলেক মনস্কাম ॥ পতি মোর জোলকর্ণ নন্দন গুণধাম॥ জোলকর্ণ নন্দন জোগ্য না হইয়া নবি॥তোমার কৃপায় পাইনু অধমে পদবি

লালমতি ॥

পাইনুফারেরেসসুতহেতু অপমান॥ আত্মঘাতিপাপহতেকৈলা পরিত্রাণ৷৷ প্রস্তুস্তুতিবাক্যহেনকন্যামুখেশুনি॥ হইলপরমভক্তি বীরগুণমনি৷৷ অধরেঅধরদিয়ানয়নেনয়ন॥ হৃদেহৃদে আলি- ঙ্গন দিল রঙ্গমন৷৷ পরম আনন্দে মাতি কুমারী কুমার॥ সেই নিশাকাটাইল বনের মাঝা রঞ্জন নানারসেকেলিকৈলাঅরণ্যে সৃঙ্গার॥ মন শুখেক্রিয়াকরেজোলকর্ণকুমার৷৷ কুমারী নাগরি আর কুমার নাগর॥ সারদ কৃতিকা রমাদোহ সমস্বর৷৷ নানা মতেকেলিকৈলা অতিমনরঙ্গে॥ মদনেজেহেন রসপুরে রতি সঙ্গে৷৷ রূপবতি সঙ্গে রূপ চন্দ্র গুনধাম॥ ভুঞ্জিলেক রসবতি রঙ্গ অনুপম৷৷ তেনমতে রস রঙ্গ সয়ফল মুলুক ॥ রোকবানু সঙ্গেপুরেমনেরকৌতুক৷৷ রাধিকা সহিতেরঙ্গকরেযেন কানু কুমার করয় রঙ্গ লই রোকবানু৷৷ অনিরূদ্র সনে যেন উসার বিহার॥ মধুমতি সঙ্গেযেন মাধ সৃঙ্গার৷৷ চন্দ্রানি সঙ্গেতেযেন লোরেন্দ্রকুমার॥ মনশুখেকেলিকৈলা সৃঙ্গার বিহার৷৷ রোক- বানুসঙ্গেতেন বীরগুনধাম॥ কামকেলিকৈল মন রঙ্গ অনুপম এইমতেকেলি রসেগোঙাইল রজনী॥ পুর্ব দিকে উদয়হইল দিনমনি৷৷ নিদ্রাভঙ্গেকুমারকুমারিদুইজন॥ সমুদ্রেরকুলেতবে করিল গমন৷৷ স্নান করিবস্ত্র ছাড়ে সাহার নন্দন॥ কন্যাজাই পাখালিলপতির বসন৷৷ দিব্য একস্থানে জাইকুমার কুমারী তথায় বসিয়াদোহ নামাজগুজারি৷৷ সমুদ্রেরকুলেবসি সঘন হেরয়॥ কোথায় জাইব নাহি দিক পরিচয়৷৷ চৌদিগেসমুদ্র দেখে মহা ঘোরতর ॥ সদয় চিন্তিত অতি বীর গুণধর ৷৷ হেনকালে দেখিলেন্ত সাহার সন্ততি ॥ সমুদ্রে ধীবরে নৌকা বায় রঙ্গ মতি ৷৷ মৎস্য হেতু সমুদ্রে ভ্রময় নির-

ন্তর॥ কুমার ডাকিয়া তাকে আনিলগোচর❋ধিবরেদেখিল নদীতীরে একজন॥কিকাজেডাকয়তথাকরিলগমন❋দেখিল কুমার কন্যা পরম সুন্দর॥ মোহস্থিতত্ত হই পড়ে নৌকার উপর❋ জ্ঞান লভিধিবর উঠিয়া বৈসেপুনি॥কহিতে নাপারে সখা নিজ মনেগুনি❋ক্ষেনে বলেজক্ষ সঙ্গে আইল পুরন্দর ক্ষনে বলেরতি সঙ্গেআইলপঞ্চশর❋ ক্ষনেবলে ভুবনেতে কৌতুক অন্তর॥ কৃত্তিকাসহিতে বুঝি আইলশশধর❋কুমার গোচরে পুছে জুড়িজুগকর॥ দেব কি গন্ধর্ব্ব তুমিকিবা বিদ্যা ধর❋ইন্দ্রেরনর্ত্তকিকিবা তুমিদুইজন॥নক্কেকিবানরেশ্বরকহিবা বচন❋কুমার বলিল আমি নহি পুরন্দর॥নাহই গন্ধর্ব্ব আমি নহি বিদ্যাধর❋ নৃপতি নাহই আমি শুনহ বচন॥নিজভার্য্যা সঙ্গে আমি সাধুর নন্দন❋বিবাহ করিতে গিয়া ছিনু দুরা-ন্তরে॥আসিবারকালেনৌকা মজিল সাগরে❋মনুষ্যজানিয়া সেই ধিবর দুর্জ্জনে॥ ভাবিতে লাগিল দুষ্ট নিজ মনে২❋ কুমারকেকেরিএথা কপট-ভাগুন॥ মনরঙ্গে নিবকন্যা আপন ভবন❋ধিবরে বলিলসাধুশুনহবিশেষ॥কিকর্ম্ম আমারপ্রতি করহ আদেশ❋কুমার বলিল যদিধর্ম্মপ্রতিমন॥ সমুদ্র করহ পার আমা দুইজন❋ধিবর বলিল শুন সাধুর কুমার॥ এনৌ-কাতে তিনজন হৈতে নারেপার❋বড়ের তনয় তুমিহেনলর মন॥তোমাউপকার যদি করি কদাচন❋ইহলোকেপরলোকে প্রভুর নিকট॥পাইব বহুল পুন্ন তরিব সঙ্কট❋সামান্যজনের হতে কভুপৃথিবীতে॥নাহয় বড়ের উপকার কদাচিত❋বড়ের তনয় কেবা সংজোগে পায়॥ মোরপুন্য ফলেপ্রভু তোমাকে মিলায়❋ এবে দুইজন করি দিলে পার॥ সার্থক জনম তবে

জানিব আমার❀ ললাট নির্ব্বন্ধ জেবা নাজায়খণ্ডন॥ কুমার জানিল হিত ধিবর বচন❀ধিবরের বাক্য শুনি হরিষ কুমার আদেশিলপ্রথমেকুমারী হৈতেপার❀কুমারীবলিলাকহি শুন প্রাণেশ্বর॥আগেতুমি পার হও অনন্তসাগর❀কুমারেবলিল শুন প্রিয়া প্রাণধণী॥অরন্যেতোমাকে যুক্ত নহে একাকিনী অরন্যে সঙ্কটমাঝে নারী পরিহরি॥ পুরুষ তরিতেযুক্তনহে প্রাণেশ্বরি❀পারহইরহজাইমনুষ্য আলয়॥পশ্চাত্তেহইবপার নাভাব সংশয়❀কুমারের বাক্য শুনি রাজার নন্দিনী॥গদ২ ভাসে জলে বিরহতাপিনী❀নৌকা আরহিলকন্যা লৈজায় ধিবর॥কুমার রহিল বসিসমুদ্রেরতীর❀ধিবরে বাহয়নৌকা যেহেন বিজলী॥এড়াইয়াগেলকুমারের তীরগুলি❀সমুদ্রের মাঝেগিয়াধিবর দুর্ম্মতি॥ভাটী মারি বাহে নৌকা অতিশীঘ্র গতি❀কন্যায়বুঝিলসেইধিবর চরিত॥কুমারকে স্মরিকান্দে মন সন্তাপিত❀ ধিবরে বলয় কন্যা না কর কান্দন॥সৃজীল তোমাকেপ্রভু আমারকারণ❀আমাকে অশ্রধ্যামনেনাকরসুন্দরী তোমাকেপালিব নিত্যপ্রাণপনকরি❀ভাল২মৎস্য সব দিব প্রতিনিতি ॥ আনন্দে ভক্ষিবা নিতী আমার সঙ্গতি❀ ধিব রের মুখে রমা শুনিহেনবানী॥ বহুলকান্দিল বালা অপমান শুণি❀কান্দন করিল বালা পাই মনেতাপ॥ লিখিলেপুস্তক বাড়ে সে সব বিলাপ❀প্রনতি করিয়া মাগে প্রভুরগোচর॥ অসতীনাকরমোরেত্রিজগঈশ্বর❀স্থাপিলামতোমাকরেমোর এই অঙ্গ॥ নাহোক লঘুর হস্তেসত্য মোরভঙ্গ❀রক্ষকহইলে তুমি ত্রিজগৎ পাল॥সিংহেরেলজ্জিতেকিবাজোগ্যতাসৃগাল রক্ষক হইলেআপেপ্রভুকরতার॥ একব্যাঘ্রেবধে মৃগ সহস্র

হাজার❀আপনেনারাখযদিদৃষ্টীআপনার॥ নিমেসেকে দহে অগ্নি সয়াল সংসার❀ আপেধৈর্য্য নারাখিলে ধরনী অটল মুহূর্ত্তেকেভাঙ্গিমহীহইজায়তল❀যদিসে নারাখ নিজমারুত সম্ভরি॥তিলেকেভাঙ্গয়মহিচুর্ণবৎকরী ❀ স্তম্ভন নাকর যদি মহিমার বলে ॥ উথলে বরুন মহী মজিজায়জলে❀ বলবন্ত জনের হরিতে পার বল॥নির্ভয় করিতে পার নির্ব্বলি সকল নির্ব্বলির বলি তুমিদুর্গতিরগতি॥ নির্লক্ষেরলক্ষতুমিত্রিজগৎ পতি❀ এহেন সঙ্কটে মোর রক্ষা নাহি আর॥স্তাব্য সমর্পিল অঙ্গ চরণে তোমার❀ নৌকা বাহি কন্যা লই ধিব্বরদুর্জ্জন দিন অবশেষেবেগেলআপনাভুবন❀ঘাটেতেআইলনৌকাশুনিয়া বচন॥মৎস্য নিতেআইল যত মাছুনিয়াগণ❀ ঘাটেতেআইনু হাতে মৎস্যের টুকরি ॥ নৌকার উপরেদেখে পরম সুন্দরী দেখিল নৌকাতেমৎস্য নাহি কদাচন ॥ ত্রিলক্ষ মহিণী কন্যা অতিসুলক্ষণ❀দেখিয়াকন্যার রূপমোহ সর্ব্বজন ॥ জ্ঞানপারি হরি সবেহৈল অচেতন❀কতক্ষনে জ্ঞান লভি নিকটে গমন কন্যাদেখি আশ্চর্য্য হইল সর্ব্বজন❀কন্যাদেখি ভাবা যুক্তি করে নিরন্তর ॥ কি কর্ম্ম করিল এই চণ্ডাল বর্ব্বর❀পরিণাম ভয়কিছুমনেতে নাগুনি॥হরিল কাহার নারী হইতেউচ্ছনি নাহিক এহেনকন্যানৃপতীভুবনে॥ধিব্বরেরজোগ্যহেনবলিবেক কোনে❀এইকন্যাহইলধিব্বরেরকুলকাল॥আনিলকাহারনারী ঠেকিলজঞ্জাল❀কোথাতেনিজুয়ম্বতকুক্কুরউদরে॥নাশোভে এহেনরমা চণ্ডালেরঘরে❀চণ্ডালেরপুত্র গৌত্র মৎস্য বেচি খায় ॥ অসম্ভব কর্ম্মকৈল মরণ উপায়❀এহিমতে নারীগণে ভাবেমনেত্রাশ॥এহি কন্যা মুলে হবে স্বমুলে বিনাস❀ তবে

জান ধিবরেকহেন্ত কন্যা তরে॥ নৌকাছাড়িচলকন্যাআমার বাসরে❀তাশুনিয়ারাজবালাবিস্মিতঅন্তরে॥ অকর্ত্তব্য চলি জায়ধিবরেরঘরে❀মৎস্যেরচাচরিএক আনিয়া সত্বরে॥ বসি-বারেদিল তবে কন্যারগোচরে❀এরুপদেখিয়া কান্দে রাজ বালা সতী॥ মৎস্যেরদুর্গন্ধে মুণ্ডহেট কৈল অতি❀হেটমুণ্ডে কহে বালা ধিবরগোচর ॥ পরিস্কার করিদেও আর একঘর ধিবরশুনিয়াহেনকন্যার উত্তর॥ অতিশীঘ্র গৃহএককৈলপরি-স্কার❀সেগৃহেপ্রবেশি বালা কহেমধুবানী॥ কহিল আমাকে দেও কাতি এক আনি ❀ বহু দিন অনাহার অন্ন নাহিখাই করিতেরন্ধন সজ্জাহস্তেকাতিনাই❀বাড়িয়াছেহস্তপদে নখ বহুতর॥ কাটিবসে সব নোখ দেখিতে দুস্কর ❀ ধিবর হরিষ শুনি কন্যা মুখেবানি॥ কন্যার হস্তেতেকাতিশীঘ্রদিলআনি কাতি পাইমনে ভর্সা রাজকন্যা সতী॥ ধিবরে সংহারি কিবা হই আপ্তঘাতী❀সেইকাতিরাজকন্যানিজহস্তে ধরি॥ অধিক কুপিত মনে বসিল সুন্দরী❀ দিবস বহিয়ে অস্তগেল দিবা কর॥ অন্নের উদ্দেশ নাই ধিবরের ঘর❀নগরেতে জাইসেই ধিবর দুর্ম্মতি ॥ ভোজনের দ্রব্য কিছু আনিল সঙ্গতি❀রন্ধন করিয়া অন্ন ধিবরদুর্জ্জনে॥ শীঘ্রলই অন্ন জায় কন্যার সদনে কাষ্ঠেরভাণ্ডেতেঅন্নভরিদুরাচার॥ কন্যায় গাড়িলঅন্নমাটীর মাঝার ❀ বান্ধিল গৃহের দ্বার অতি শীঘ্রগতি॥ হস্তেকাতি লই বৈসেরোকবালাসতী❀এইমতেনিশিগত্রি দ্বিতীয়প্রহর কন্যার নিকটে গেল চণ্ডাল বর্ব্বর❀ দ্বার মেলিবারে চাহে চণ্ডাল দুর্ম্মতি॥ তর্জ্জিয়া কহেন্ত কথারোকবালা সতী❀ দ্বার মেলিবারে চাহ কেন দুরাচার ॥ মরণ নির্ব্বন্ধ বুঝি পুরিল

তোমার❀ধিবরেকহিলমোকে নাচিনসুন্দরি॥কুমারবিদিতে
তোমা আনিয়াছি হরি❀ কুমারীবলিলপাপ ছাড়হ কু-আশ
কেনে চাহ অবিলম্বেহইতেবিনাশ॥জদ্যপি চাহিসপাপদ্বার
মেলিবার॥ এইকাতি হানি মুণ্ড কাটীবতোমার❀কামভাবে
উন্মত্তধিবর দুর্ম্মতি॥দ্বার মেলিবারে চাহে মত্ত হই অতি ❀
তাদেখিয়ানৃপসুতাঅতিক্রোধমন॥লঘুহস্তেদ্বারেকাতিহানে
ঘন২❀ধিবর কন্যারগতিবুঝি নিজমন ॥ প্রাণ ভয়ে স্থগিত
রহিল কতক্ষণ❀কন্যায় বলিল শুন ধিবর বর্ব্বর॥ নাদেখিলা
পতিমোরদেবপুরন্দর❀বধিতেতোহাকে পাপদেব সুরপতি
মোরেপাঠাইল পাপতোহার সঙ্গতি❀ইহাতেনাবুঝতুহিমুঢ়
পাপাশয়॥ভিন্নপুরুষেতেকেব. নারীসমর্পয়❀ যদিসে মুর্খের
হয় ধিককুপণ্ডিত॥নিজ নারীনাদেভিন্নপুরুষ সহিত❀অবশ্য
জানহমোরপতিদেববর॥ অন্তর্ধ্যানেআছেমোরসঙ্গেনিরন্তর
কামভাবে চাহ যদিমোকে লঙ্গিবার॥আশ্চর্ষিতে আসিমুণ্ড
খাইবে তোমার❀কামদৃষ্টেহরি সিতালঙ্কার রাবন॥স্ববংশে
বিনাসহৈলপাপের কারণ❀নিজদশমুণ্ড গর্ব্বেপাপ আরম্ভিল
দশমুণ্ডে একমুণ্ড রাখিতে নারিল❀একমুণ্ডলইচুষ্টকোনগর্ব্ব
ধরি ॥ আরম্ভয় হেন পাপ ধর্ম্মপরিহরি❀জানহ দেবেরদেব
সত্যমোরপতি॥লঙ্গিতে আমাকে চাহধিবরদুর্ম্মতি❀রাবনের
পুত্র শতপৌত্র সহস্রেক ॥ সবংসে বিনাসহৈল নারহিল এক
পুরুষবধেরভয়ভাবি নিজমনে॥ভাঙ্গিয়া মনেরভেদকহিতে-
কারণে❀নহেতোকে বধিতে আমার পতিরাজ॥ বধি.লক
যেনবধেপতঙ্গ অব্যাজ❀ইন্দ্রেররমনিআমিজোগ্যনহিতোর
অকালে মরিতেচাহ হইমতিভোর❀সর্ব্বথা অসারপাপমনের

কু-আস ॥ নহেসেদেবের হাতে সবংসে বিনাস❀যদিসেন্ম হয় মোর পতিদেবরাজ॥ কোথায় মনুষ্য হেন আছে ক্ষিতী মাঝ❀জাররূপদেখিপাপহৈলামোহশ্চিত॥নাশোভয়যেবিদ্রূপ তাহার সহিত❀ তৃণ হই ব্রহ্মার সহিতে কর বাদ॥ আপনি ইচ্ছিতেচাহ আপনাপ্রমাদ❀কন্যারবচনসত্য জানিয়াধিবর প্রাণভয়ে কম্পবানহৈল কলেবর❀ইন্দ্রদেবহেন জানিহৈল চমকিত॥মহাভয়েদেহপ্রাণ ছাড়ে আশঙ্কিত❀মৃত্যুভয়শুনি মনেক মদিলভঙ্গ॥কেশরী দর্শনেযেনপলায়কুরঙ্গ❀ ব্যাধিয়ে হরিল যেন মনের হরিষ॥মৃত্যুভয় কামক্রধ মনে লাগেবিষ দেব নাম শুনি বহুউপজ্জিলডর॥কন্যাপরিহরিহৈলপ্রাণের কাতর❀ধিবর শরীরে নারহিল বীর্জ্জবল॥দেবভয়হেতুবুদ্ধি হরিলসকল❀ধিবরে ভাবয় মনে সত্য এবচন॥মনুষ্যের রূপ হেননহেকদাচন❀লোভেঘরে আনিদিনু কালের আশ্রম॥জানি শুনি গৃহে আনি সঞ্চারিনু যম ❀ বিপাক হইলমোরঘটিল মরণ ॥ হরিনু দেবের ভার্জ্জা মরিতে কারণ❀এইমতেধিবর ত্রাসিত কলেবর॥নিজ স্থানে চলিগেল বিস্মিতঅন্তর❀হেন কালে নিশিশেষ হইলপ্রভাত॥কন্যায় ধিবর ডাকি আনিল সাক্ষাত❀ধিবরকে কহে ছাড় মোনের কু-আস॥আজহতে তোকে আমিদিনুপুত্রবাস❀রহিবকতেকদিন তোমারআলয় তুমিপুত্র আমি মাতা জানিও নিশ্চয়❀ভ্রমিতে নানানদেশ তির্থতির্থান্তর ॥ চলিগেলপতিমোর রাখিতোর ঘর❀নারী সঙ্গে যদি সে ভ্রময় নানা দেশ ॥দেবমণ্ডলেতেলজ্জাগুণিয়া বিশেষ❀তেকাজেপাঠাইলমোকেতোমার সহিতে॥সত্যজান চাহেদেবেতোকেপরীক্ষিতে❀গুরুপত্নিভাবেমোরমান্যকরি

অতি॥সম্পদ বাড়িবেতোর হবি ধন পতি❀অবিলম্বে সম্পদ বাড়িবে সহসাৎ॥ ধন জন সঙ্গে তুমি হইবা কৃতৎ❀সুন্দর কামিনী লাগি শ্রধা যদি অতি॥ করাইব পঞ্চ বিভা সুন্দর যুবতী❀নহেযদি আমাহেতুমনেতেকু-আশ॥ এইপাপমুলে হবে সবংসে বিনাস❀নিজপ্রাণ ভয়গুণি ধিবরকাতর॥জননী ডাকিয়া পড়ে পায়ের উপর ❀ জখনে মা বাপ ঘরে কন্যা অবস্থার॥ ছয় গোট লাল জান আছিল কন্যার❀ সেই ছয় গোটলালমনকৌতুহলে॥বিবাহেরদিনেবান্ধিছিলেন অঞ্চলে সেই মণি হতে এক অমুল্য রতন॥ধিবরের হস্তে বালা দিল তৎক্ষণ❀কহিলতোমাকে দিনু অমুল্য রতন॥এইরত্ন জান সপ্ত নৃপতির ধন ❀ ধিবরে দেখিয়া রত্ন বহু মুল্য ধন॥থর২ কাঁপে অঙ্গ চমকিত মন❀ ধিবর কহিল মাতা শুন নিবেদন কদাচিতজোগ্যমোরনহেএহিধন❀মোরহস্তেকেহযদিদেখে এ রতন॥ চোরশব্দে প্রাণে মারিকাড়ি নিবে ধন❀ধিবরের বাক্যশুনিমহারাজ সুতা॥ছিড়িয়া গলার হার দিলেক মুকুতা বলিল মুকুতা লই করহ গমন॥ মহাজন প্রতি কৈবে এসব বচন❀ মোর এথা আসিয়াছে সাধু একজন॥পথশ্রমে কাতর অতি কিঙ্করগণ ❀তেকারণেসাধুবরহস্তেতেআমার॥ মুক্তা একদিলবিকিকিনি করিবার❀এরূপকহিলযদিমহারাজসুতা চলিল ধিবর হাতেলইয়ামুকুতা❀কন্যারপ্রমর্ণপ্রার কহিয়া রতন॥ বিকি করি মুকুতা আনিল বহুধন❀ধিবরের স্ত্রীপুত্র ছিল দিগম্বর॥সেসবেরে পরাইলপাটপাটশ্বর❀নানাঅলঙ্কার দিলদেখিতে শোভিত॥অষ্ট অঙ্গেকৈলহেন রজতে জড়িত ধিবরেরভরেবালাআদেশেবচন॥সমুদ্রের তীরেগৃহবান্ধিতে

লালমতি ॥

কারন❁ভালমতেবান্ধ একপাষানের ঘর॥ তথায় রহিবগিয়া
হইএকাস্বর❁সেগৃহসমীপে বান্ধ অতিথী মণ্ডব॥নগরবাজার
কর বান্ধি গৃহ সব❁আর একমুক্তা নেও বহু মুল্যধন।নগ-
রেতে গৃহ সব বান্ধ শুলক্ষণ❁নগরেতে বান্ধগৃহদিব্য২ অতি
অবিলম্বে এই কর্ম্মকর শীঘ্রগতি❁গৃহ সব বান্ধযেন ইন্দ্রের
ভুবন ॥ সং কর্ম্মে যত লাগে দিব তত ধন❁অন্নশ।লাপাক-
শালা রচহ মণ্ডব ॥ আসিয়া রহিবে যত দেশান্তরি সব ❁
জতেক বিদেশী দেশান্তরি নরগণ॥ আসিয়া বঞ্চয়যেনঅতি
রঙ্গমন❁একশত মুদি খানা কর সারি২॥ একসত কুম্ভ আর
একসতঝারি❁অন্নভুঞ্জিবারে জল করিবারেপান॥ বিদেশী
ভ্রমিকসবে আসিএইস্থান❁কুমারির আজ্ঞা অনুরূপে এসকল
ধিবরে করিল কর্ম্ম মন কৌতুহল❁সাধিয়া এসব কর্ম্ম আজ্ঞা
অনুমান॥বার্ত্তা জানাইল জাই কুমারির স্থান❁সেইগৃহমাঝে
বালা হই একাকিনী ॥ সমুদ্রের তীরে জাই রহে বিরহিনী
বিরহে বিকল্য রমা মনে অতিক্লেশ॥ আরম্ভিল তপজপতপ
স্বিনীভেস❁তবেবালাকুমারেরকল্যানমানস ॥ নিশা ভাগে
ভরে জল শতেক কলস❁নিজ হস্তে ভরি কুম্ভ রাখেসারী২
শতেক কলসি মুখে রাখে সতঝারি❁তৃষ্ণাকুলগণেজলকরি
বারে পান ॥ এইপুন্যে পুরিবারে মানসকল্যান❁সেইস্থানে
শীঘ্র আসিমিলিবারেপতি॥প্রভুপদেমাঙ্গেএইমনেরআরতি
পুনিঘরেপ্রবেশিয়াদুয়ারবান্ধিয়া॥কুমারসন্তাপেনিশিগোঙায়
কান্দিয়া ❁ দিবস হইলে গৃহে রহেন্ত বসিয়া॥কুমারেরপন্থ
অন্ত গবাক্ষে হেরিয়া ❁ এই নিতী ক্রমে এথা রহে কন্যা
সতী ॥ তথা বৃক্ষ তলে কান্দে সাহার সন্তুতি❁সাহাবদ্দিন

মোহাম্মদ চরণে প্রনতি॥আবদুল হাকিম প্রতি সেই পদগতি॥

রাগ পরিতাল ছন্দ ॥

এথা বসি বীরে, সমুদ্রের তীরে, কান্দে নৃপতিনন্দন॥কন্যার উদ্দেশ, না পাই বিশেষ, নিত্য দগধয় মন॥অধিক সন্তাপে সঘন বিলাপে, প্রাণ দগধয় শোকে ॥ বিধাতা বিমতি, মোর দৈব গতি, খিবরে ভাণ্ডিল মোকে ॥ আমার যুবতি, হরিল দুর্ম্মতি, দৃষ্টির উপরে মোর ॥ পুরিতে নির্ব্বন্ধ, আমি হৈনু ধন্দ আঁখি মোর হইল ঘোর ॥ সত্যের কারণে, পরিমাণ মনে, নাগুনি হইনু বর্ব্বর ॥ এহেন সন্তাপ, মোর প্রাণপাপ, কেন ধড়ের অন্তর॥দর্শন অবধি, নাহি দেহ যদি, ডণ্ড মোর দরশন প্রিয়া রোকবালা, হই প্রেম জ্বালা, চাহে ত্যাজিতে জীবন বিবাহের রঙ্গ, সব কৈল ভঙ্গ, মনে ভাবি ভিন্ন নারী॥পন্থের গমনে, বহু শোক মনে, দিনু ছাড়িয়া কুমারী॥ প্রিয়া চন্দ্র মুখি, হই মন দুখি, পরিহরি মান্য লাজ ॥ হইয়া দুর্গতি, আমার সঙ্গতি, প্রবেশে বনের মাঝ॥এতেক আপদ, গুনিয়া সম্পদ, মোর প্রেমে রঙ্গ মতি॥ হেন প্রাণ প্রিয়া, মোকে না দেখিয়া, হইয়াছে কোন গতি ॥ অরুণ বরণ, সুন্দর বদন, শোকে হইয়াছে মলিন॥সাহারনন্দিনী, মোর প্রাণধনি, হৈল কাহার অধীন॥খিবর বদনে, কুরঙ্গ নয়নে, চাহ কোন ছার মুখ ॥ সজিবে রহিতে, রহিব কিমতে, অপমানে ফাটে বুক সাহা সেকান্দর, জগৎ ঈশ্বর, তুমি পুত্র বধূ তান ॥ সয়াল সংসার, তোমা অধিকার, তোমা এত অপমান॥প্রধান উত্তম কেব তুমিসম, সাহা আমির নন্দিনী॥ ললাটে লিখন, নাজায় খণ্ডন, হৈলে দুখের দুখিনী॥তোমার উদ্দেশে, ভ্রমি দেশে২

যদি তোমা না হি পাই॥ সত্য এবচণ, তেজিব জীবন, মরিব গরল খাই ❀ হাকিম রচনি, সুন বীর মনি, পরিহরমোনক্লেশ তোমা মন হিন্ত, পুরিতে বাঞ্ছিত, হৈল প্রভুর আদ্দেশ ❀ অধিক জতনে, প্রভু নিরঞ্জনে, কন্যা রাখিল লুকাই॥ মন রঙ্গে অতি, কন্যা লালমতি, বিভা কর তথা জাই ❀

রাগ পয়ার ছন্দ॥

এইমতেকতক্ষণসাহারনন্দন॥কন্যার বিচ্ছেদে কান্দে শোক ভাবিমন ❀ হেন কালে মহাশব্দ সমুদ্রে উঠয়॥গিরীসৃঙ্গভাঙ্গি যেন সমুদ্রেপড়য় ❀ শব্দ শুনি যুবরাজ নিরিখে সাগর॥সমুদ্র কুলেতেদেখে সর্প অজাগর ❀ তড়েতে উঠিল আসি সর্পভয়ঙ্কর॥ চুর্ণবত করি আসি পর্ব্বত শিখর ❀ দেখি সেই মহাসপ ত্রাসিত কুমার॥অলকিতেরহেজাই বনের মাঝার ❀ কুমারে দেখি সর্প আসিয়াসত্ব্যর॥উঠিতে লাগিল তবে বৃক্ষেরউপর বৃক্ষের উপরে বীর যদি দৃষ্টিকৈল॥ সিমরোগের বাসাতথা কুমারদেখিল ❀ দেখিল কুমার সেই বাসারউপর॥ বসিয়াছে দুই ছাঁও পরম সুন্দর ❀ সিমরগের সেই দুই ছাঁও খাইবার উঠিতে লাগিল বৃক্ষে সর্পদুরাচার ❀ ছাঁএর নিকটে যদিগেল অজাগর ❀ সর্পদেখিদুইছাঁওহইল কাতর ❀ তাদেখিয়াক্রোধ মনে সাহার কুমার॥ হস্তেতে লইয়া ধনু করে হাহাকার ❀ তর্জ্জিয়া কহেন্ত বাক্য নৃপতিকুমার॥শুনরেপাপিষ্টসর্পদুষ্ট দুরাচার ❀ ছাঁয়ের নিকটেপাপ না করগমন॥ যদিবা জাওরে পাপকরিবনিধন ❀ কুমারেরঅহঙ্কারশুনিঅজাগর॥ বৃক্ষতলে দেখেএককুমার সুন্দর ❀ সর্প রাজ বলে সুন নৃপতি নন্দন অকারণেদর্প কর মরিবা কারণ ❀ তোমাকে দেখিয়া মোর

দয়া লাগে অতি॥ তেকারণে ছাড়ি দিনু জাও শীঘ্রগতি॥ ভক্ষিতে আইনু আমিআপনাআহার॥ ভক্ষনেতে বাধাকেন ধর্ম্মতাতোমার॥দেখিতেসুন্দরশিশু দয়াতেকারণ॥খাইতে বন্ধকমোর না হও কদাচন॥কুমারেবলিল শুনসর্পদুরাচার॥ ছাঁওপরিহরিপ্রাণরাখআপনার॥আহারআনিতেগিয়াআছে মাও বাপ॥ তেকাজে খাইতে ছাঁও আসিয়াছপাপ॥জনক জননী নাই ছাঁয়ের বিদিত॥ তেকাজে সাহায্যআমিহইতে উচিত॥আমার বিদিতপাপ নাকর অধর্ম্ম॥অন্যস্থানেজাই পাপ কর চুরি কর্ম্ম ॥ তবে জানি বলবন্ত মহা বীর্জশালি॥ ছাঁয়ের জনক আগে কর্‌গা খুরালি॥ছাঁওহতে অন্ত হইরহ কতক্ষণ॥জনকজননীআগেকরিও ভক্ষণ॥জনকঅগ্রেতেছাঁও খাইলে দুর্মতি॥বিসম্বাদ নহে মোরতোমার সঙ্গতি॥ জখন ক্ষেপিবেমুখছাঁওখাইবার॥তিক্ষ্ণবানেমুণ্ডতোর করিববিদার মুহর্ত্তের কর্ম্ম নহেতোকেসংহারিতে॥কুক্ষণেতামার আগে আইলেমরিতে॥নাকরঅন্যায়কর্ম্মনাহওনিধন॥ প্রাণলইয়া নিজস্থানে করহ গমন॥শুনিয়া কুমার বাক্যক্রোধঅজাগর সোসয়েজেহেন মহামারুতপ্রখর॥ মুখহতে খসি পড়েঅগ্নি রাসি২ ॥ সহস্রেক বৃক্ষ বেড়িলেজে ধরে গ্রাসি ॥ কোটি২ বৃক্ষ ভাঙ্গে নিজ পুচ্ছে বেড়ি॥ ঠনাঠনি মহা সব্দউঠেদড়মড়ি ভাঙ্গয় সালের তরু গজালিরগণ॥ ক্রোধে নাসিকার শাষে অগ্নিবরিষন॥দন্তেকাটিপাড়ে বৃক্ষ সর্প মহাবল ॥ খসিপড়ে রাসি রাসি মুখের গরল॥কুমার কে উপহাস্য করে সর্পবর অকাজেমরিতেআইলেআমারগোচর॥শুনরে মনুষ্য শিশু তোকে কিবা ডর ॥ ভক্ষিব পক্ষির ছাঁওতোমারগোচর॥

পশ্চাতে নামিয়া বৃক্ষহতে অবিশ্রামে॥ খাইবতোমাকে আজি অস্থি মাংস সমে॥ আপ্ত রক্ষা করিতে নারিবে আপে আপ কোনগর্ব্বে মোর আগে কর বাক্যালাপ॥ এবলিধরিতেছাঁও মুখখেপে আগে॥ কুমার হানিল শ্বর সর্প কণ্ঠ ভাগে॥ ক্রোধ হৈলত্র জাগরখাইতিঘ্নশ্বর॥ কুমারেধরিতেলেজ বাড়ায় সত্তর তাদেখিয়া যুবরাজ অতিতুরমান॥ সর্প মদ্ধদেশে জুড়ি হানে তিক্ষ্নবান॥ বৃক্ষসমে হানি সর্প কুমারে রাখিলা॥ হস্তে খড়্গ লই সর্প কাটীতে লাগিলা॥ খণ্ড২করি সর্প কুমারে কাটীলা বসনে বান্ধিয়া মাংস বৃক্ষেত চড়িলা॥ ছাঁয়ের নিকটেজাই সাহারনন্দন॥ দুইছাঁও প্রতিকহেগৌরববচণ॥ তুমাদোহেভক্ষি বারেঅতিমনরঙ্গ॥ আরহিল আসিবৃক্ষে এপাপভুজঙ্গ॥ পরম সন্তোস মনে তুমি দুইজন॥ সেদুষ্টসর্পেরমাংস করহ ভক্ষণ জনক জননীতোমানাহিকনিকটে॥ তেকাজে সাহায্য হৈনু পরমসঙ্কটে॥ যেসকলবলহিনঅনাথ ভুবন॥ তাহার অন্যায় যদি করে দুষ্ট জন॥ সাহায্য না হয় যদি দেখি বিদ্যমান মহাপাপ হয় তারশাস্ত্রেরবিধান॥ তেকারণে সংহারিনুসেই দুষ্টমতি॥ নিজ সত্রু মাংস খাও মনরঙ্গে অতি॥ এবলিসর্পের মাংস দিল ছাঁও মুখে॥ দুই ছাঁও মাংস খায় অতিমনশুখে সর্প মাংসখাই ছাঁওসন্তোসহইল॥ সেইবৃক্ষতলে নামি কুমার রহিল॥ দিন অবশেষে দুই পক্ষি মহাবল॥ আহার লইয়া আইল মন কুতুহল॥ দুইপদপক্ষে গজ মুখে এক আর॥ দুই পক্ষিদশগজ আনিলআহার॥ আরদিনআহারআনিতেসেই ক্ষণ॥ যনরায়সব্দ করে ছাঁওদুইজন॥ আজিকা ছাঁয়েরসব্দ নাশুনিশ্রবনে॥ বাসরেপড়িল্পপক্ষিহুতাসিতমনে॥ দেখিলেক

দুইছাও নিশব্দে আছয়॥সঙ্কচিত হই পাখী ছাঁওকেপুছয়
কিলাগি চিন্তীতঅতিবিষ্মিতঅন্তর॥মাতা পিতাতয়ে ছাঁও
না দেয় উত্তর ❀ বিনয় করিয়া দুই পাখী বহুতর॥জিজ্ঞাসা
করিলক্রোধ কিসের অন্তর❀বাপমাওপ্রতিকহে ছাঁওদুই
জন॥পশ্চাতে কহিবজেবামনেরবেদন❀জনকজননীকহসত্য
বিবরণ ॥ এথাকতদিন হয় বঞ্চ দুইজনে❀জ্যেষ্টসহোদরভগ্নী
জম্মিল ক্ষিতীতে॥ নহে কিবা বাঁজা রূপে ছিলাপৃথিবীতে
ছাঁওতরে কহেপক্ষিশুনহ সতত॥ এই বৃক্ষে বঞ্চিমোরা অব্দ
সাতশত❀জতেক জম্মিল তোমা ভগ্নী ভ্রাতাগণ॥ কহিবার
অন্ত নাই নাজায়কহন❀সেইসকলছাঁওপাল্য করিনিরন্তর
বয়সহইলেতুমি দুইসমস্বর❀আহার আনিয়াচাহি বাসরেত
নাই॥নাজানি কিহয়কিছু নির্ণয় নাপাই❀তুমিদুইছাওপ্রতি
ভর্ণা কি আমার॥রাত্র দিনেএইচিন্তাচিন্তীঅনিবার❀ছাঁও
বলে বাপ মাও হই জন্ম দাতা॥কৃপাছাড়িজাওকেনেনাহও
রক্ষিতা ❀ কার হেতু পরিশ্রম করে।পাল্য করি॥ উড়িবার
সময় কেবা লইজায় ধরি❀ত বিচারেসে সকল হইল বিনাস
আমিদুইছাঁওপ্রতিকেনেকরআশ❀জনকজননীদোহেকহে
বিবরণ॥কিলাগিআহারআজিনাকরভক্ষণ❀কাহাকেদেখিলা
কিবাশুনেছ বচন ॥ আমিদোহনকেকহসত্যবিবরণ❀ছাঁও
বলেশুন কহি শঙ্কট আমার॥ জিউদান হিল আমা বিদেশী
কুমার❀ওই দেখ বসিয়াছে মহা বৃক্ষতলে॥প্রাণরক্ষা কৈল
মোর এইমহাবলে❀সমুদ্র হইতেউঠি সর্প অজাগর ॥ আমি
দুইভক্ষিবারেআইলসত্তর❀বাসারনিকটেআইলসর্প ভয়ঙ্কর
সক্রদেখি প্রাণভয়ে হইনু কাতর❀বৃক্ষতলে বসি এহিকুমার

দেখিল॥মাতাপিতানাহিহেননিকটেজানিল৺অনাথদেখিয়া
আমা কৃপা বাসি অতি॥ আমাদোহেসাহায্য হইল মহামতি
বহু বকাবকিকৈল সর্পের সঙ্গতি॥অবশেষেসর্পে সংহারিল
মহামতি৺ কুমার সহিতে সর্পে কৈল মহারণ॥ সাস সঙ্গে
কৈল সর্প অগ্নি বরিশন৺ এহি বৃক্ষ তলেদেখসর্প দুরাচার
ভাঙ্গিলসালের তরু হাজারে হাজার৺ মহা বির্য্যসালি এই
দুর্জ্জয় কুমার॥ অবিলম্বে মহা সর্প করিল সংহার৺তোমার
ঔরসে জন্ম আমি দুই অঙ্গ॥বিনাসিতেসেজনমআইলভুজঙ্গ
আমাদুইপ্রাণ রক্ষা করিল কুমার॥ তেকাজেহেন জন্ম হৈল
পুনর্ব্বার৺তেকারণে ধর্ম্মপিতা মনুষ্য কুমার॥ সংহারিল পুর্ব্ব
বৈরি সর্প দুরাচার৺ সত্রু মাংশ আমাদোহানেরেভক্ষাইল
অতি সেগৌরব মনে আশ্বাস করিল৺ বহুদিন হৈতেভ্রমে
বনেরমাঝার॥নাজানি একতেকদিনেরঅনাহার৺কিকারণে
অরণ্যে ভ্রময়প্রতিনীত॥ কাহার তনয় কিবা মনের বাঞ্ছিত
এসকল বিবরণ কহ তত্তসার॥ তবে মোরা দুই জনে করিব
আহার৺ছায়েরবচনশুনিকরুনাসাগর॥নিজছাঁওপ্রতিবার্ত্তা
কহে পক্ষীবর৺এসব আশ্চর্য্যকথাঅপুর্ব্বভারতী॥সাহাসেকা
ন্দর সপ্ত আকলিমেরপতি৺সহফসমুলুকসেইসাহারসন্ততী
চলিলেন্তবিবাহকরিতেলালমতি৺এগ্রানভুবনেবালামগ্রেব
দেশেতে॥মসরিকহইতেবরজাইবেকিমতে৺অকারণে চলি
য়াছেনাবুঝিসত্তত॥বিবাহেরঅধ্যানহেমরিবারপথ৺লালমতি
তুল্য ভবে নাহিযে কামিনী॥ জিনিলস্বর্গে রহুর এগ্রাননন্দিনী
লালবানুবার্ত্তা শুনিনৃপসুতগণ॥ সহস্রে২ জাই ত্যাগয় জীবন
অঘোর বনের পন্থ এসপ্ত সাগর ॥ মশরিকেরগতি নাইপন্থ

দুরান্তর॥পঞ্চ শত অব্দ যদি চলে কদাচন॥ তবে জাই পায়
লালমতির ভবন॥মসরিক,মগ্রিব হৈতে করিতে পয়ান ॥ পঞ্চ
শত বৎসরের পন্থ পরিমাণ॥ না জানি কি গর্ব্বে করি-আছয়
গমন ॥ কু-বুদ্ধি পাইল কিবা মরিতে কারণ॥ সেসব সঙ্কট
বার্ত্তা পুছ কি কারণ ॥ মগ্রিবেতে জাইতে নারিবে কদাচন
অনিবর্ত্তে চলিয়াছে মরিতে কারণ॥সে বাক্য পুছিলে তোমা
কোন প্রয়োজন॥ অনাহারে দুখ পাও করহ ভক্ষণ॥কি হেতু
চিন্তিত তুমি হও দুই জন॥ছায়ে বলে প্রতিজ্ঞা করিনু তোমা
আগে ॥ যদি সে আহার করি প্রভু দিব্য লাগে ॥ জদ্যপি
না করে এহি কুমার ভোজন॥না করিব ভক্ষণ জানহ কদাচন
ছাঁয়ের প্রতিজ্ঞা হেন শুনি বিপরিত॥দুই পাখী হইলেক অধিক
চিন্তিত॥ মনুষ্য না হইজাব নগর বাজারে ॥মনুষ্যের ভোক্ষ
আনি দিব কি প্রকারে॥ছাঁয়ের জননী বলে শুন প্রাণপতি॥
নানা ফলে বৃন্দা রচিয়াছে লালমতি॥সে উদ্যান হতে আনি
দেও নানা ফল॥সেই ফলে কুমার হইবে কৌতুহল॥আমা দোহা
নের পুর্ব্ব বৈরি দুরাচার॥খাইল জতেক ছাঁও হৈল বারেবার॥
যেই শত্রু বংশ নাশ কৈল বারেবার॥মারিল সে মহাশত্রু এই বীরবর
বংশ রক্ষা কৈল তোমা সংসারের মাঝ॥ প্রাণপনে যুক্ত তার
সাধিবারে কাজ॥শুনিয়া নারীর বাক্য পাখী তত্তেক্ষণ॥ লাল
বাগু উদ্যানেতে করিল গমন॥সেই বৃন্দা মাঝে নানা ফল অনু-
পম ॥ আঞ্জির আঙ্গুর সেব কিস্মিশ বাদাম ॥ অমৃত খোরমা
ইক্ষু পেপিতা কমলা॥আনার আখরোট ফিরণী চাম্পা-কলা
গোলাব-জামুন আর আনারশ ফল॥ শ্রীফল ও খরবুজা আতা
নারিকেল॥সেই বৃন্দা হতে নানা ফল রাশি রাশি ॥ আনি

লেকপক্ষিরাজ চুঙ্গলেতেগ্রাসী❀বৃক্ষতলে বসিয়াছে সাহার
সন্ততি ॥ করজোড়েভক্তিভাবে মান্যকৈলঅতি❀কুমারকে
পক্ষিরাজ সম্ভাসি বিশেষ॥ভক্ষিতেসকলফল করিল আদেশ
পাখীর মান্যতা দেখি মনকুতু হল ॥ মন শুখে যুবরাজ খায়
নানাফল❀কন্যার বৃন্দারফলপাই আনন্দিত॥ মধুহতেমিষ্ট
লাগেগন্ধেআমোদিত❀পরমআনন্দেঙতিবিরগুণবান॥লাল
বানুহস্তেযেনমধুকরেপান❀ পরমহরিষে বসি সাহার কুমার
কন্যা হস্তে ভুঞ্জেযেন নানা উপহার❀ তবে মহা পক্ষিরাজ
বাসরেতে গিয়া॥ ছায়েরসমুখেদিল আহার আনিয়া❀মনের
সন্তোষেছাওকরিল আহার॥জনকেরে করজোড়েমাগেপরি-
হার❀আঁখিরপলকে জাই হরিষ অন্তরে॥কাহার বৃন্দার ফল
আনিলাসত্তরে❀ছাঁওপ্রতিপক্ষীরাজকহেন্তভারতি॥ জানহ
এস্রান সাহা মগ্রেবের পতি ❀ লালমতি নামে হয় তাঁহার
নন্দিণী ॥ পরম সুন্দরীবালা ত্রিলোক্ষমোহিণী ❀ ভাল এক
বৃন্দা রচিয়াছে রাজসুতা ॥ আ নিনু এসব ফলশীঘ্রজাইতথা
মহা নৃপসেকান্দর সয়ালেরপতি॥তাঁহানতনয় এই বীর মহা
মতি❀তারযোগ্যফলঅন্য বৃন্দাবনেনাই॥তেকাজে আনিনু
ফল শীঘ্র তথা জাই❀ছাওবলে জনকশুনঙনিবেদন॥এহেন
নিকটে লালমতিরভুবন❀তবেকেন যুবরাজতথা নাহিজায়
অরন্নেত্রেবৃক্ষতলে মহা দুখপায়❀ ছায়ের বচণ শুনি কহে
খগ পতি ॥ তথাতেজাইতেনাহি মনুষ্য শকতি❀এসপ্তসমুদ্র
হয় অতি ঘোরতর ॥ নৌকা মাঝি নাইতথা নির্লক্ষ্য সাগর
সেসব সমুদ্রে নাহিমনুষ্যেরগতি॥কেমনে হইবেপার সাহার
সন্ততি❀শুন্যেউড়িজাই আমি বলে আপনার॥মনুষ্য শকতি

কিবা হইবারে পার॥ছাওবলে দয়া যদি আমা দোহপ্রতি অবিলম্বে এইকর্ম্মকর শীঘ্রগতি॥আমাদোহ ছায়ের সন্তোষ করমন॥কন্যার স্কন্ধাতে লওসাহারনন্দন॥উপকারিজনেরনা কৈলেউপকার॥ভুবনেবিফল ছার জীবনতাহার॥ বংশরক্ষা কৈল তব এই গুণবান ॥ অপার সঙ্কট হতে কর পরিত্রাণ এফলভক্ষনেনহেসন্তোষকুমার॥একর্ম্মনাহয়তোমাযোগ্যউপ কার॥ভক্ষহতেঅনুগ্রহনাহিকতাহার॥প্রিয়াবিনে বিষলাগে রাজ্য উপহার॥বিষ২ জানিনিজ রাজ্য সিংহাসন ॥ বর্জিল সম্পদ যত কন্যার কারণ॥হাস্যরস আনন্দ মঙ্গল যত ইতি সকল বিফল তার বিনালালমতি॥সপ্তভুবনেরপতিজনেকে ছাড়িয়া ॥ চলিয়াছে প্রিয়ালালবানু উদ্দেশিয়া॥কন্যা বিনা প্রাণ শান্ত নাহয় তাহার॥এসপ্ত সমুদ্র তাকে করিদেওপার কন্যারনিকটেনিয়াদেওশীঘ্রকরি॥তবেই জানিবতুমিযোগ্য উপকারী ॥ নহে বৃন্দাবনে নিয়া দেও স্নেহ গুণি ॥ কারবা তোমাতেজেবা কার্য্যহয়পুনি॥পুরিলে কুমার প্রতি বিবাহ বাঞ্ছিত॥দেশে গানিদিতেপুনিতোমাকেউচিত॥জনকজননী পদে মাগি পরিগার ॥ করিতে এমন কর্ম্ম উচিত তোমার কুমারের একর্ম্মনা কৈলেকদাচন॥সত্যমোরা দুইছাওতেজিব জীবন॥পাখীবলেশুনছাওবচনআমার॥কেমতেকরিব পার মনুষ্য কুমার॥ছাওবলে ভাণ্ডিমোকে নাকহ এমন্ত ॥ এক বারে আন তুমিদশঐরাবত॥করিতেসমুদ্রপারনৃপতিকুমার তেকাজে চিন্তহ কেন মনুষ্য কিভার ॥ পাখীবলে নাবুঝহ বালক চরিত ॥ মনুষ্যের ভারহেতু না হই চিন্তিত॥মনুষ্য পতঙ্গহেনানাগুনি নয়নে॥ কেমনে সম্ভরি নিবএহিভাবিমনে

নখেযদিগ্রহি অঙ্গ হইবে বিদার॥যদি সেগ্রহিয়ে চঞ্চু সমুলে সংহার❀ছায় বলে শুনকহিউপদেশতার॥ পৃষ্টেতুলি নেও তথানৃপতিকুমার❀প্রবেশিপৃষ্টেরপখে ধরি পঙ্খমুল॥রহিব পৃষ্টের পঙ্খ হই সমতুল❀কুমারকে পক্ষিরাজ পুছয় বচন॥ পারিবাকি মোর পৃষ্টেহৈতে আরোহণ❀কুমারবলিলকহি শুন খগপতি॥ নৌকায় সমুদ্র ভ্রমিয়াছিপ্রতিনিতী❀ দিবা রাত্রদেখিয়াছিসমুদ্রঅপার॥ সমুদ্রের প্রতিভয়নাহিকআমার পবন সদৃশ অশ্বে হই আরোহণ॥মৃগয়া করেছি বহু প্রবেশি কানন❀ বেগবন্ত অশ্বে চড়ি দিনে শতবার॥অশ্ব লম্ফেনদী নালা হইয়াছি পার ❀ দিবা রাত্র অশ্ব যদি বেগ গম্যেধায় কদাচিত আসন না টলে সর্ব্বথায়❀সমুদ্র দেখিতেভয়নাহি কদাচন॥আরোহণেস্থির মোর অটলআসন❀যদি সেআমাকে কৃপাকরখগপতি॥নিশ্চিন্তে বসিবপৃষ্টেহরষিতমতি❀ পাখী বলে চিন্তা পরিহরনিজমনে॥কল্য নিয়া দিব লালমতিবৃন্দাবণে❀আনন্দিতযুবরাজ পাখীর বচণে॥সেইনিশিগোঙাইল সহরিষ মনে ❀ প্রভাত সময় উঠি সাহার নন্দন ॥ওজুকরি বারেকৈল সমুদ্রেগমণ❀সমুদ্র কুলেতেজাই দেখিল কুমার পিপিলিকা পতি ভাশে জলেরউপর❀ কুমারভাবিল মনে সমুদ্র মাঝার ॥ মরিবেকপিপিলিকানাহিকনিস্তার❀আপনা বসনজলেভিজাইসুমতি॥জলহতেতুলিলেকপিপিলিকা পতি কুমারউঠিল যদিতটেরউপরে॥কুমারকেপুছে পিপিলিকার ঈশ্বরে ❀ তুমিত মানব আমি পশু ব্যবহার॥কিকারণেপস্থ ভঙ্গ করিলা আমার ❀ কুমার বলিল দেখি দুর্গতীতোমার সমুদ্রহইতেতোমাকরিনুউদ্ধার❀পিপিলিকাবলেতুমি শিশু

ব্যবহার ॥ সে কারণে নাহি জান বিক্রম আমার ❁ তোমার জনক সেকান্দর মহাশয় ॥ তাঁহান সহিত মোর আছে পরিচয় না চেন আমাকে তুমি শিশু যুবরাজ ॥ মরি হেন বল, তুমি সমুদ্রের মাঝ ❁ ক্ষিতী অধিকারি নৃপ সাহা সেকান্দর ॥ দেখিল বিক্রম মোর পন্থের মাঝার ❁ অরণ্যে হইল দেখা তাহান সহিত গৌরব করিল মোর জতেক উচিত ❁ কভু নাহি শুনিয়াছ পিতা মুখে বাণী ॥ সসৈন্য সহিত ভুঞ্জাইনু মেহমানি ❁ সঙ্গতি আছিল সৈন্য অনন্ত অপার ॥ আনিল আমার সৈন্য নানা উপহার ❁ অবিলম্বে মোর সৈন্য মন কৌতুহলে ॥ রাজযোগ্য উপহার অনিল সকলে ❁ আনিল আমার সৈন্য দ্রব্য যত ইতি সেসব করিতে সংখ্যা কাহার শকতি ❁ যত সৈন্য ছিল তোমা জনক সহিতে ॥ আনিল যতেক দ্রব্য নারিল ভক্ষিতে ❁ সে সকল দ্রব্য যত সপ্ত ভাগ কৈল ॥ সপ্তাংশের এক অংশ ভক্ষিতে নারিল ❁ মোর সৈন্যে প্রসংশিল সাহা গুণবান ॥ শিশু কলেবর তুমি বালক তাহান ❁ শক্তি হীন জন মোকে না চিন কারণ জলে ডুবি মরি হেন বল তে কারণ ❁ মোর যত দোষ গুণ আছয় বিদিত ॥ তুমি কি বুঝিবা বাপু বালক চরিত ❁ মগ্রিবেতে চলিয়াছ সাহার সন্তুতি ॥ বিবাহ করিতে তুমি কন্যা লালমতি ❁ এত্রাণ সহরে সত্য জাইবা নিশ্চিত ॥ তোমা আগ্রে হইবে শঙ্কট উপস্থিত ভাল হৈল পন্থে মোর পাইলা দর্শন ॥ সঙ্কট সময় মোকে করিবা স্মরন ❁ এবলি অঙ্গের পঙ্খ দিল তুরমান ॥ কহিলেক পঙ্খ রাখ তোমা বিদ্যমান ❁ জখন শঙ্কট ঘটে উপরে তোমার ॥ অগ্নির উত্তাপ দিও পঙ্খেতে আমার ❁ যখন হইবে পঙ্খ অনলে তাপিত ॥ নাম লই যদি মোকে ডাক কদাচিত ❁ স্বসৈন্যে

যাইয়া আমি মিলিবতুরিত ॥ করিবতোমারকর্ম যহয়উচিত
তোমারজনকসাহা রসুলআল্লার॥করিলে তোমারকর্মসাফল্য
আমার❁কুমারকে পঙ্খদিয়া মনকৌতুহলে॥কহিল ভাশাও
মোরেসমুদ্রেরজলে❁কুমারওমান্যভাবে প্রিতি করি অতি
সাগরেতেভাসাইলপিপিলিকাপতি❁পিপিলিকাপ্রতিপুছে
সাহার কুমার॥কিরুপে জানিলা হবে সঙ্কট আমার❁পিপি
লিকাপতিবলেশুনহবচন॥ যেরূপে সম্ভরীডিম্ব জানিঋরিশন
সেইমতে জানি তোমা সঙ্কট যতেক॥ঘটিবেতোমারআগে
দেখিবাপ্রত্যেক❁আমিতারপক্ষিরাজরহিতেনিকট॥শঙ্কানাহি
গুণ তুমিদেখিয়া সঙ্কট❁কুমারের মনে ভর্ণা দিয়া বহুভাতি
সমুদ্রে ভাসিয়া গেল পিপিলিকাপতি❁সাগরেতেওজুকরি
সাহার নন্দন॥ সেই বৃক্ষ তলেপুনি করিলগমণ❁হেনকালে
পাখী আসি কুমারগোচর॥ কহিলেক আরোহণহওপৃষ্টপর
এতশুনি যুবরাজ স্মরি নিরঞ্জন॥সেইক্ষণে পক্ষী পৃষ্টেহৈল
আরোহন❁পঙ্খের শিখর ধরি বসিলকুমার ॥ সমুদ্রেউড়িল
পাখী পবণ আকার❁ নিজ পত্নী তরে কহে পাখীমহারাজ
কুমারপড়িতেপারেসমুদ্রেরমাঝ❁মোরসন্নিকটেতুমিরহিবা
উড়িতে॥যদিপড়েরহিবাযেসংযোগেলইতে❁তরিতেভরসা
মাত্র সাহার আমার ॥ নিঃশব্দে চলিয়া আছেসাহারকুমার
এহাতেসমুদ্রেপড়িহইলেনিধন॥কুমারবধের দায়ি আমিদুই
জন ❁ পক্ষিণী উড়য় মন শক্তিদান করি॥যদিসে পড়য় বীর
লইব সম্বরি ❁ একে২এসপ্ত সমুদ্র করিপার॥লালমতিবন্দা
মাঝে রাখিল কুমার ❁ কুমারকে কৃপা বাশি পাখী দুইজন
কহিলতাহাকে বহুসম্ভাসাবচণ❁অতিস-গৌরবেদোহঙ্গরিষ

অন্তর॥ অঙ্গহতেদুইপাখী দিলদুইপর ❀ কহিল জনকতোম্মা আল্লার রসুল॥ মোরপ্রতি করিয়াছ ধর্ম্মতাবহুল ❀ পূর্ব্ব বৈরী আছিলেকভুজঙ্গ আমার॥ খাইলজতেক ছাওহৈলবারেবার অবশেষে বংশ রক্ষা করিলা যেমোর॥ মারিলা যে দুষ্টসক্র ভুজঙ্গমচোর ❀ অবিদিতে যতনষ্টকৈলমোরপাপ॥ সাক্ষাতে পাইলা হেন বড়কোটীসাপ ❀ তোমা মুলে রহিলেক মোর বংশ আস ॥ রাখিবা এদুইপঙ্খ আপনা সম্পাস ❀ জখনেপড়য় তোমা সঙ্কটের ভার ॥ অনলের তাপদিবা পঙ্খেতেআমার তখনে আমার নাম করিও স্মরন ॥ তোমা আগে আসিয়া মিলিবদুইজন ❀ যেকর্ম্মে আদেশমোকেসঙ্কটেরভার ॥ অবি- লম্বে করিদিব সে কর্ম্ম তোমার ❀ জবেনিজদেশে জাওলই লালমতি॥ তবেমন সান্ত আমাদোহানের প্রতি ❀ ধড় মাত্র লইজাই ছাওপালিবার॥ রহিলদোহারপ্রাণসঙ্গেতে তোমার টুকমাত্র এইকর্ম্মতোমারকরিনু॥ মসরিক হইতে আনি মগ্রি- বেতে দিনু ❀ এইকর্ম্ম কর্ম্মনহে মনেতেনালয়॥ বরবালাদেশে গেলে মন শান্ত হয় ❀ ক্ষমিবা আমারদোষ মাগিনু বিশেষ জবেজেবা কর্ম্মমোকে করিবাআদেশ ❀ কুমারকে প্রণামিয়া পাখী দুইজন ॥ দুইপাখী সম্ভাসিল সাহারনন্দন ❀ তবে দুই পাখীউড়িগেল নিজস্থান ॥ কৌতুকেকন্যারবন্দা ভ্রমে গুণ বান ❀ সাহাবদ্দিনমোহাম্মদচরণেপ্রণাম ॥ সেইপদে আবদুল হাকিম মনস্কাম ❀ পাঁচালি রচিল এই বাক্য মনহিত ॥ সঙ্কট ইচ্ছিলে পুরে মনের বাঞ্ছিত ❀

❀ রাগ গুঞ্জরি খর্ব্ব ছন্দ ❀

কুমার দেখিয়া বৃন্দাবন ॥ আনন্দিত নৃপতি নন্দন ❀ নানা

পুষ্প দেখিতে শুন্দর ॥ জুঁই জাঁতি চাম্পা নাগেশ্বর ❋ গোল তারা দাউদি সেঁওতি॥ শতবর্গ লবঙ্গ মালতি ❋ গোলেলালা নানা চাম্পা বেলি॥ গন্ধরাজ জুঁই সন্ধ্যা মালি ❋ গুড়দানা কস্তুরি গোলাব ॥ অপরূপ পুষ্প মাহাতাব ❋ নার্গেস কুসম্ব বয়কুল র এহানচিরীসচম্বুল ❋ পারিজাত কদম্ব কেতকি॥ সর্ব্বজ আকন্দ সুর্জ্জমুখি ❋ আব্যাচ ফেরঙ্গ পুষ্প লঙ্গ ॥ দেখি অতি পুলকিত অঙ্গ ❋ মালঞ্চ খরূচন কম্মল॥ দেখিতে পরম কুতুহল ❋ জাহাঙ্গি হাজারা বন্দুল ॥ গোলমিন্দী কদম্বরসুল ❋ অপ্রাজিতা জবা ও সিঙ্গাহার ॥ রঙ্গমালি মঞ্জিট কচনার ❋ নিল কণ্ঠ মাধুরি গোল ছরি ॥ কুরবি ডালিম্ব দোপহরি ❋ অপরূপ কনক মুঞ্জরি ॥ পরম শোভিত মুক্ত ছরি ❋ কলগামি সৃত মনোহরা॥ অপরূপ কুসম্ব জাফরা ❋ অমুক কিংসুক মনোহর॥ তরূলতা দেখিতে সুন্দর ❋ লক্ষ২ গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ বৃক্ষ সব অতি মনোহর ❋ ভুমি চাম্পা চন্দ্রকেতু আর ॥ পলাশ রঙ্গিমা শোভাকর ❋ দাদ রাজইস কুন্দি শোভিত॥ নানা পুষ্পে বৃন্দাবিরাজিত ❋ নানা ফল দেখিতে শোভিত॥ ভক্ষদ্রব্য অতি মনহিত ❋ আঞ্জির আঙ্গুর অনুপম॥ খরবুজ কিস্মিশ বাদাম ❋ নারিঙ্গী কমলা মনো-হরা ॥ খোরমা অমৃত স্যাম তারা ❋ সরিফা আনারস আতা ফল॥ সারী২ গুয়া নারিকেল ❋ বেল লটকো পনিআল আম অপরূপ বৃন্দা অনুপম ❋ গোলাব-জামুন শ্রীফল॥ কামরাঙ্গা পাবিয়া বড়ল ❋ কদলি কনক সকরকন্দ ॥ দেখি পুরে মনের আনন্দ ❋ ডালিম্ব তোরঞ্জ সারী২ ॥ বহুফল গনিতে না পারি পৃথিবীতে যত ইতি ফল ॥ বৃন্দা মাঝে শোভয় সকল ❋ ফলে ফলে বৃন্দা সম্পুর্ণিত॥ দেখিয়া কুমার আনন্দিত ❋ হরষিত

নৃপতিকুমার॥ ভ্রমেনিত্য বৃন্দার মাঝার❀হেনকালেজোল- কর্ণ সন্ততি ॥ কুঞ্জবনে দেখে পদ্মাবতী❀পদ্মানামে কন্যার মালিণী॥ বৃন্দাতে দেখিল বীরমণী ❀ বিচিত্র সুবর্ণ ডালা হাতে॥নানা পুস্পতোলেহেটমাথে❀অপরূপপুস্প যত ইতি ভেটীবারে কন্যা লালমতি❀ মালিণী দেখিয়া বীরবর॥চলি গেল কামিণী গোচর❀কুমারের শুনি মধুবাণী॥ মুণ্ড তোলে বিচিত্র মালিণী❀ যুবরাজে দেখি আশ্চর্য্যিত॥ মালিনী হইল মোহশ্চিত❀জ্ঞানপরিহরিততক্ষণ॥ ভুমিপরেহৈলঅচেতন সাহাবদ্দিনপদসত্যজানি॥ আবদুল হাকিমকহে বাণী❀যথা ধর্ম্ম তথা পুরেজয়॥আনন্দিতনৃপতিতনয়❀কুমারেরপুরিতে বাঞ্ছিত ॥ দরশন মালিনী সহিত ❀ রাগ পয়ার ॥

কতক্ষণে জ্ঞান লব্ধি বিচিত্র মালিণী ॥ স্থির হই কুমারকে পুছে মধুবাণী❀ কুমারকে পুছে বাক্য শুন বীরবর॥দেবকি গন্ধর্ব তুমি কিবা বিদ্যাধর❀ অশ্বিণী কুমার কিবা হও পুরা- ন্দর ॥ কিবা রতিপতিতুমি নবপঞ্চস্বর❀গগণ ভেদিয়া কিবা অইলা শশধর॥লালমতিপুস্পবৃন্দাভ্রমিবা অন্তর❀দেবেন্দ্র কুমার কিবা নরেন্দ্রকুমার॥ভুবনেনাহিক রূপ সদৃশতোমার জীবন্ত নারীর হরিতে পার প্রাণ ॥ মৃত নারী প্রতি পার দিতে প্রাণ দান ❀ তোমার দর্শনে হরে কামিণীর প্রাণ ॥ সত্য কহ কেবা তুমি হও গুণবান ❀ কুমার কহিল সত্য শুন পদ্মাবতী ॥ দেবের ঈশ্বর নহি নহি নরপতি❀ মনুষ্য শরিরী আমি সাধুর কুমার॥মজিলবহিত্র মার সমুদ্র মাঝার সমুলবিনাশনৌকা হৈল ধন জনে ॥ ভাসিতে ভাসিতে আইনু এহি বৃন্দাবনে❀সপ্তদিন হৈতে আজি হই অনাহার

লালমতি ॥

বাস। যদি পাই আমি আশ্রমে তোমার॥রন্ধন করিয়া অন্ন খাইবারে পারি ॥ পদ্মা বলে এদেশেতে বাসা দিতে নারি তোমাকেদিবারবাসা তপস্বা আমার॥কোথায়প ইবতোমা পদ সেবিবার॥ অতিথিরে দিতে শয্যা ত্যাজিয়াছি আশা নৃপতিনিসেধএথাবিদেশির বাসা॥ কুমার বলিলকেনহেন অ-বেভার ॥ বিদেশির বাসা কেন নিসেধ রাজার॥মালিণী বলিলা কহি শুন বিবরণ ॥ রাজকন্যালালমতিবিবাহ কারণ সহস্রং আইসে নৃপসুতগণ ॥ পরীক্ষা জিণীতে শক্তি নহে কোনজন॥বন্দিসালাগৃহেবন্দিরাখয়সেসব॥পরিণামনাগুনিয়া পায় পরাভব॥লালমতিজোগ্যনহেগুণনাহিধরে॥অজথাতে আসি নৃপসুত সবে মরে॥সুনিয়া কন্যার রূপ গুণ বিবরণ আছুকমনুষ্যরৈতেনারেদেবগণ ॥ দয়ামন্ত সয়ম্বরেদেবেন্দ্র মণ্ডলে॥ একেএকে আসি লজ্জা পাইল সকলে॥কোনরূপ দয়ামন্ত ছিল পৃথিবীত ॥ একন্যার সখিতুল্য নহে কদাচিত কান্দিতেমুকুতাস্রবেহাঁসিতেরতন্॥ভুবনেতেহেনকন্যানাহি কদাচন॥তেকারণে কন্যাহেতু নৃপসুতগণ॥ধনলোভেহেথা আসি তেজয় জীবন ॥ পুরুষের এক প্রাণ হয়কি বিশ্ময় ॥ ত্যাগিতে সহস্রপ্রাণকেনমনেলয় ॥ সতেং নৃপসুত আইসে প্রতিণীত॥ তেকাজে কলঙ্ক ভয় নৃপতিলজ্জিত॥সত্যকৈল একারণেনিসেধরাজার॥আসিতেনাপারেএথাবিদেশিকুমার লালমতিজোগ্যবর তেমা অনুমানি॥ধরকি নাধর গুণতাহা নহি জানি ॥ লালবানু সম নাই রমণী মণ্ডলে॥তোমা হেন পুরুষ নাহিকক্ষিতীতলে॥যেন লালবানুতেনতুমিসেভুবনে অধিক যতনে সৃজিয়াছে নিরঞ্জনে॥অনন্ত মহিমা ত্রিজগত

অধিকারী॥ কৌতুকে সৃজিলহেনকুমারকুমারী❁তোমাকে শোভয় অতি সেইরাজসুতা॥যেহেন অমূল্য হিরা তেহেন মুকুতা❁পরীক্ষা জিনিতে যদি পার মহাশয়॥লালবাহু যোগ্য তুমিহেনমনেলয়❁বিদেশির বাসাপ্রতিনৃপতিনিষেধ॥ বাসা দিতে নারী তোমা কৈনু তত্ত্বভেদ❁যুবরাজ বলে কহি শুন দিয়াচিত॥ কদাচিত নাহিমোরবিবাহবাঞ্ছিত❁সাধুর কুমার সত্যজানহ আমাকে॥সমুদ্রে মজিলনৌকা পড়িয়া বিপাকে তেকারণে আইনু আমি সমুদ্রে ভাসিয়া॥দর্শনপাইনু তোমা বৃন্দাপ্রবেশিয়া❁এরাজ্যেতেইষ্টমিত্রনাহিকদাচন॥তেকাজে লইনুপদ্মা তোমারস্মরন❁ধর্ম্মভাবি যদি বাসাদেও পদ্মাবতী প্রভুর নিকটে তুমি পুন্য পাবে অতি❁ কতদিন সান্ত হই তোমার আলয়॥ জাইব আপনদেশে তাতেকি সংশয়❁তা শুনি কুমারপ্রতি কহেপদ্মাবতী॥যেহয় হইবেআইসআমার সঙ্গতি❁আপনাআশ্রমেআনি নৃপতীকুমারে॥ সুবর্ণপালঙ্ক এক দিল বসিবারে ❁ ওজু করি পালঙ্কেতে বৈসেগুণবান সুবর্ণেরমুদ্রাদিল মালিণীর স্থান❁রাজভোগ্য দ্রব্যযতনানা উপহার॥নগরেতেগিয়াশীঘ্র কিনি আনিবার❁সুবর্ণেরমুদ্রা পাই হরিষ মালিণী ॥ রাজ উপহার দ্রব্য শীঘ্র আনে কিনি রাজভোগভুঞ্জে এথা নৃপতিনন্দন ॥ মালিণী আশ্রমে বঞ্চে সহরিষ মন❁ একদিন মালিনীকেপুছে বীরমনী॥কারপুষ্প গাঁথ তুমি কাহার মালিনী❁মালিনীকহিল রাজবালা লাল-মতি॥তাঁহারপুষ্পের হার গাঁথিপ্রতিনিতি❁তবেপদ্মাপ্রতি হেতুগাঁথে পুষ্পাহার॥ মালিনীর তরে কহে নৃপতিকুমার রন্ধন করহঅন্নগিয়াপাকশালা॥তোমা পরিবর্ত্তে আমি গুঁথি

পুষ্পমালা ❀ মালিনী বলিল শুন সাধুর কুমার ॥ গুঁথিতে নারিবা লালমতি যোগ্য হার ❀ এক কর্ম্ম সামান্য নহে জান তত্ত্বসার তিলমাত্র ছিদ্র হৈলে সঙ্কট আমার ❀ বাপের প্রাণের প্রাণ কন্যা লালমতি ॥ মায়ের জীবন ধন নয়নের জ্যোতি ❀ পরম পবিত্র কন্যা নির্ম্মল উজ্জ্বল ॥ কন্যার আগ্রাতে সুদ্ধ কাঞ্চনের মল ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সেব অধিক বিকল ॥ লালবাহাদর শান ত্যাগে অন্নজল ❀ প্রিতীসুল প্রভৃতি অঙ্গেতে যত সুল ॥ কন্যার দর্শনে হয় ব্যাধির নির্ম্মুল ❀ শোক দুঃখ যে সবের মরণ বিদার ॥ কন্যা দেখি জায় দুঃক্ষ সমুদ্রের পার ❀ দিলের সহিতে যেন আত্মার প্রকাশ ॥ সংসার অসারহ ভবন উদাস ❀ তেহেন এত্রান সুতা অতি সুলক্ষণ ॥ জনক জননী দোহ জীবের জীবন ❀ বাপ মাও আগে জেবা করয় কন্যায় ॥ সকলি শাভর্য যেন অন্নায় নেয়ায় জাকে জেবা করে বালা বুঝি নি জমন ॥ নিসেধে কন্যার আজ্ঞা নাহি হেন জন ❀ কন্যার চরিত্র তুমি না বুঝি কারণ ॥ পুষ্প গুঁথিবারে চাহ সাধুর নন্দন ❀ যদি এক পুষ্প ছিদ্র পায় রাজবালা শত খণ্ড করিয়া ছিড়ীবে পুষ্পমালা ❀ কুপিত হইলে বালা না জানি নির্ণয় ॥ মান্য নাস হয় কিবা মোর মুণ্ড ক্ষয় ❀ প্রাণ ভয়ে পুজী বালা জেহেন দেবত ॥ নারিবা এ পুষ্প তুমি গাঁথিতে সর্ব্বথা ❀ পুষ্প গাঁথিবারে জ্ঞান সাধুর কুমার ॥ গুঁথিবারে না জানিবে এসব প্রকার ❀ কুমার বলিলা পদ্মা শুন কহিবানী ॥ এ কন্যার ফুলমালী যোগ্য নহে যে নি ❀ এহেন অযোগ্য যদি লয় মোকে মনে কন্যা যোগ্য রূপ মোকে বল কি কারণে ❀ জার প্রতি হেন রূপ প্রসাদ আল্লার ॥ অবশ্য কিঞ্চিৎ গুণ আছয় তাহার ❀ পারি বা না পারি আমি গাঁথিবারে হার ॥ পরীক্ষিতে জ্ঞান মোর কি জায়

তোমার॥ গাঁথি কন্যার পুষ্প না গুণ প্রমাদ॥ কন্য। আগে ভেটি বহু পাইবে প্রসাদ॥ ভাল মতে পুষ্প যদি নারি গুঁথিবার। ভেটিবে আপনা হস্তে গুঁথি পুনর্ব্বার॥ কুমারের হেন বাক্য শুনিয়া মালিনী॥ কুমার অগ্রেতে পুষ্প দিল শীঘ্র আনি॥ কুমারে গোঁথয় পুষ্প অদ্ভুত লক্ষণ॥ বিনা ডোরে গাঁথে হার নৃপতি নন্দন॥ মালিনী গাঁথয় পুষ্প একই প্রকার॥ সহস্রেক বর্ণে পুষ্প গুঁথয় কুমার॥ মালিনী রন্ধয় অন্ন পাকশালা মাঝ॥ পুষ্পের পাথরে পত্র লেখে যুবরাজ॥ আবদুল হাকিম কহে ভাবি নিজমনে॥ মনের সন্তোষে শুন রসিক সুজনে॥ ধুয়া॥ রাজ নন্দিনী, শুন বানী লিখি তব ঠাঁই॥ আমি তোমার পিরীতির অধীন কানাই॥ শুন কন্যা চন্দ্রমুখি নৃপতি কুমারী সাহা সেকান্দর সপ্তদ্বীপ অধিকারী॥ ভুবন বিজয়ী সাহা রসুল আল্লার॥ সয়ফুল মুলুক আমি তাঁহার কুমার॥ ভ্রমিকের মুখে শুনি প্রসংশা বহুল॥ তোমা প্রেম ভাবে চিত্ত হইল ব্যাকুল॥ তোমা বার্ত্তা কর্ণ মূলে মধু করি শন॥ মধু পানে মত্ত হৈল আমার শ্রবন॥ শ্রবণের সুরা পানে শুন রাজ বালা॥ নয়ন হইল মদমত্ত মাতওয়ালা॥ চন্দ্র অদর্শন বিনা যেহেন চকরা অধিক বিকল দেখি নিশী আন্ধিয়ারা॥ কমল বিচ্ছেদ মন যেহেন ভ্রমর॥ তেহেন বিকল তোমা বিরহে অন্তর॥ দিবসে কুমুদ যেন নিশীথে কমল॥ সুরশশী বিনা দোহ অধিক বিকল বসন্ত সময় বিনা কোকিল তাপিত॥ তোমা বিনা তেহেন উদাশ মোর চিত॥ নিদাঘ গগ্রীষ্মেতে কোড়া যেন মনস্তাপ॥ তোমা বিনা মর্ম্মে মোর তেহেন সন্তাপ॥ শরৎ সময় বিনা যেন হংস পক্ষী তোমা অদর্শনে আমি তেন মনদুক্ষি॥ শিশিরের রিত বিনা

যেহেনডাহুক॥তোমাবিনাতেহেনবিদরেমোর বুক ❀ হেমন্ত সময় বিনাযেহেনতিত্তর॥তোমা বিনাতেন মর্ম্ম দহে নিরন্তর তোমাবিনাষড়রিতুবিষ লাগেমোর॥প্রেমবন্ধু বিনা মোরদশ দিক ঘোর❀বিষ২ লাগে মোর রাজ্য সিংহাশন॥গরল সদৃস মোর যৌবন জীবন❀ ধড়েতে না রহে প্রাণ অস্থির হইয়া দর্শনে নাহিকদেখাধ্যানে নিরক্ষীয়া❀তোমার উদ্দেশে প্রাণ নিত্য উড়ে পড়ে॥স্থির হইদণ্ডেক রহিতেনারেধড়ে❀মাতা পিতা পরিহরিত্যাজিনিজদেশ॥প্রাণপনকরিআইনু তোমার উদ্দেশ ❀ তোমা অদর্শনে আমি সদয় বিকল ॥ রাজ্যপাট ধন রত্ন সকলি গরল❀ সদয় ত পিত তোমা বিরহে অন্তর দিবস গঞিতেমোর সহস্রবৎসর❀ এইমতে পত্রলিখিগুঁথি পুষ্প মালা ॥ যত্ন করি ভরি রাখে সুবর্ণেরডালা❀মালিনী দেখিয়াপুষ্প মহা হরষিত॥নাচিনে অক্ষরলেখাপুষ্পেরসহিত দেখির বিবিধপুষ্প আনন্দিতঅতি॥কন্যার অগ্রেতে পুষ্প দিলা শীঘ্রগতি❀সখিগণ সঙ্গে বসিয়াছেল লমতি॥যেহেন তারকামাঝে পুর্ণ নিশাপতি❀পরম আনন্দে বসিয়াছেরাজ বালা ॥ হেনকালে দেখিল বিচিত্র পুষ্পমালা ❀ মালিনীয় প্রণামিয়াচরনেকন্যার॥কন্যার হস্তেতে দিলদিব্য পুষ্প হার পুষ্প হস্তে লই বালা অতি মনরঙ্গ॥পুলকিত হইল কন্যার অষ্ট অঙ্গ ❀ প্রেমের সৌরভ পুষ্প গন্ধের সহিত॥ জন্মিল কন্যার অঙ্গেবিয়োগেররিত❀নিজহস্তেলইয়া মোহনপুষ্প মালা॥ আপনামন্দিরে জাই প্রবেশিলবালা❀পুষ্প লইসতী কন্যা ভাবে মনেমন ॥ এই পুষ্পহার গুঁথিয়াছে অন্যজন এইপুষ্পহারেজারলাগিয়াছেহাত॥মনেলয় সত্যমোর সেই

প্রাণনাথ ❋ নতুপুষ্পে হেন গন্ধ পাইয়াছি কবে॥ কবেবিচ-
লিত মন এহেনসৌরভে❋মালিনীর কর্ম্ম নহে এসবপ্রকার
বিনা শুতে গুঁথিতেমোহন পুষ্পহার❋ফিরাইং পুষ্পচাহে
নিরন্তর॥ পুষ্পের পাথরেদিব্যদেখিল অক্ষর❋সেঅক্ষরদৃষ্টি
করি রাজ কন্যা সতী॥ পড়িল কুমারে লিখিয়াছে যত ইতি
কুমারের পত্র নহেটোনা মন্ত্রবাণী॥ মায়া মধুমন্ত্রহরে কুমা
রির প্রাণি ❋ কুমারের বাক্য শ্বর রহে মর্ম্ম হানি ॥ কুমার
উপমা বাক্যে বিদরেপরাণি❋যড়রিতেযড়বানযেনপ্রেমস্বর
একে২ফুটীরহেমর্ম্মেরউপর❋কুমার অক্ষর নহে কাম সরা-
শন॥ কামিনীমোহনবানঅমৃতবচন❋কামিনীমোহন ষড়রিতু
তিষ স্বরে॥হানিলকুমারি মর্ম্ম রসেরনাগয়ে❋ পত্র দরশনে
বালা উন্মত্তেররিত॥পত্রপড়িনৃপশুতা অর্দ্ধমোহশ্চিত❋পত্রে
তে পাইলযেন অর্দ্ধ দরশন॥পরম আনন্দ রমা স্ব-কৌতুক
মন ❋ পত্রে পাই সয়ফল মুলুকের নাম ॥ দণ্ডবতে পুষ্প
মালা করিল প্রণাম ❋ সমুখেতে রাখিয়া বিচিত্র পুষ্পহার
প্রদক্ষিণকৈল পুষ্প সহস্রেক বার ❋ পরম আনন্দে বালা
হরিষ অন্তরে ॥ তুলিয়া ধরিলপুষ্প নয়ন উপরে❋শিরেতে
তুলিয়া পুষ্প মনকৌতুহলে॥ মনরঙ্গে পুষ্পমালা তুলিদিল
গলে❋সুসংবাদেপরম হরিষ মনরঙ্গ॥ বিশেষ সন্তাপে প্রেম
লহরে তরঙ্গ ❋ হরিষে বিস্ম তরমামন বিভোলিত॥ বিরহ
সজল আঁখি শর্ম্মা যেই সিত❋নেকলিয়া রাজ বালা টুঙ্গির
বাহিরে॥মালিনীকে মধুবানীপুছে ধিরে২❋কোনবৃন্দাহতে
পুষ্প আনিলা মালিনী ॥ তুমিগুঁথিয়াছহেননাহি অনুমানি
সুভায় গুঁথিয়া পুষ্প জোগাও আমারে॥বিনা তারেতোমা

শক্তি নাহি গুঁথিবারে❀ রসের নাগর কবা গুণের সাগর
বিনা সুতে গুঁথে পুষ্প মালা মনোহর❀জনম অবধিমোর
হেনপুষ্পহার॥ কবে আনিয়াছ পদ্মা নিনিত্তেআমার❀কবে
তোমা পুষ্প হেন গন্ধে আমোদিত॥ হেন বিলক্ষণ গাঁথি
কামিনী মোহিত❀সত্য এহিপুষ্পমালা নহেকদাচিত॥কামি
নির প্রাণ কাড়ে পুষ্প বিপরিত❀কন্যারবচনে পদ্মা মন চম-
কিত॥ জনিল সঙ্কটেএবেঠেকিনু নিশ্চিত❀মালিনী কহিল
মনে ভাবি আপনার॥ মোর পুত্র বধু গাঁথিয়াছে এহি হার
ললাটের ভাগ্য মোর প্রভুনিরঞ্জন॥ সৃজিলআমার বধু গুণে
বিচক্ষণ❀কৌতুকে গুঁথিল আজিএই পুষ্পহার॥ ভেটীতে
আইনু পুষ্প চরণে তোমার❀যেন মহা রত্নাবতীভুমি রাজ
বালা॥ তেমন গুঁথিল তোমা যোগ্য পুষ্পমালা❀মালিনীর
মুখেহেন শুনিয়া বচন॥ মালিনীর প্রতি দিল বহু রত্ন ধন
বহুধনবস্ত্রেতুসিমালিনীরমন॥মালিনীর প্রতি বালা কহিলা
বচন❀সোনকহিপদ্মাবতীমনেরবাঞ্ছিত॥মিলাইব বধুতোমা
আমারসহিত❀আছয়বিশেষ কার্য্যতোম বধুস্থান॥ অবশ্য
আনিবেবধু নাহিক এড়াম❀কিরূপেগুঁথয়পুষ্প বিলক্ষণহার
মনেতেবহুলশ্রদ্ধা শিখিতেপ্রকার❀কন্যামুখেবাক্যশুনিত্রাশিত
মালিনী॥করজুড়িকহেশুননৃপতিনন্দনী❀ দুষ্টএকপুত্রমোর
মুখ বাবহার॥কদাচিতবাক্যকভু নারাখে আমার❀ঘরহৈতে
বধুমোর নিকলিতে নারে॥ বাহিরেদেখিলে বধুদুষ্টপ্রাণে
মারে❀মালিনীরবাক্যশুনিকহেরাজসুতা॥ নাকহ আমারে
ভাণ্ডিপুন হেনকথা❀পুরুষনাহিকেহেনঅন্তঃপুরমাঝ॥ নারীর
সমাজেনারী আইলে কিবা লাজ❀ কি লাগি হইব ক্রোধ

তোমার নন্দন॥যদি চাহ নিজহিত না লঙ্ঘবচন✽ক্রোধমুখে কহে বাক্য কন্যা লালমতি॥প্রভাতে আনিবা বধু করিয়া সঙ্গতি✽যদিবা না আন বধু এথা মোর পাস॥হইবে আমার হাতেস্ববংশে বিনাস ✽ শুনিয়া তোমার বধু মহা গুণবতী॥ তেকাজেচাহিতেমোরশ্রদ্ধাহৈলঅতি✽এথাতেআসিলেকিছু নাহবেঅগুণ॥না অসিলে মুণ্ড মুড়িদিব কালিচুণ✽পালিলে আমারবাক্যহইবেকৃতার্থ॥বচনলঙ্ঘিলেমোরঠেকিবেনির্ঘাত কন্যার বচনেপদ্মাগুণি মহা ভয়॥কহিল আনিতেবধুপ্রভাত সময়✽মনেভাবেপদ্মাকেনআমিঅভাগিণী॥ বধু ছলে কন্যা আগে কৈহুমিথ্যাবানী✽কন্যারকুপিতবাক্যে ভাবি মহাডর মৃত্যুবৎ হই পদ্মা গেলনিজ ঘর✽গৃহে জাই কুমারকে কহয় বচন॥ পুষ্পাগুঁথিতুমিমোরচিন্তিলামরণ✽ কুক্ষণে তোমাকে আনিরাখিনু এথাতে॥সেইপাপ ফলআমি পাইনু হাতেহাতে আমার কর্ম্মান্তদোষে তোমা দিনু বাসা ॥ তেকাজে ছাড়িনু আজি জীবনের আশা✽তোমার কপটমায়া বুঝিতেনারিনু তোমার হস্তের পুষ্প কন্যা হস্তেদিনু✽নাজানিকি মন্ত্রতুমি পড়িদিলা ফুলে ॥ পুষ্পেরসৌরভে বালা বিরহে ব্যাকুল ✽ ডাকিণীযোগিণীজ্ঞান মনেতেতোমায় ॥ হেথা বসিয়ে বান হানিলাকন্যার✽তোমাপুষ্পলৈনু মোরঅভাগ্যকারণ॥ হইল নৃপতিশুতাউন্মত্তলক্ষণ✽তেকাজেঠেকিলমোরসঙ্কটেরভার আকস্মাৎ বজ্রযেন মুণ্ডেতেআমার✽আমাকে করিয়াদোষি আপে এড়াইলা॥নৃপতিরহাতেমোরমুণ্ড কাটাইলা ✽ কুমার বলিল পদ্মা কি হেতু বিসাধ ॥ গুঁথিনু কন্যার পুষ্প কিবা অপরাধ✽মালিনীবলিলশুনসাধুরকুমার॥ বিচলিতমনবালা লালমতি ॥

দেখি পুষ্প হার ❀ শিশু হৈতে কন্যাকে জোগাই পুষ্পহার
কভুনাহি দেখিছেন চরিত্র কনার❀ মন রঙ্গে নিয়া পুষ্প টুঙ্গির
মাঝার॥ প্রদক্ষিণ কৈল পুষ্প সহস্রেক বার ❀ পখড়ে২ পুষ্প
নিরখী চাহিল॥ পুনঃ২ দণ্ডবতে পুষ্পে প্রণামিল ❀ ক্ষনেক
শিরেতেধরেপুষ্পবিচক্ষণ॥ক্ষনেকহাতেতেতুলিরাখেরঙ্গমন
ক্ষনে২ধরিপুষ্পহরিষঅন্তর॥নিজহস্তেধরি রাখে নয়ন উপর
ক্ষনেমহামনরঙ্গক্ষনে বিসাদিত॥ আশ্চর্য্য হইনু দেখি কন্যার
চরিত্ত❀টুঙ্গির বাহিরে বালা নেকলিতখনে॥আমাকেপুছিল
বাক্যমধুরবচনে❀আজিকেনেবিচিত্রমোহনপুষ্পহার॥কেবা
গুঁথিয়াছে কর্ম্ম না হয়তোমার❀কন্যা সম জ্ঞান মন্তনাহিক
ভুবনে॥নাকহিতেবাক্যবুঝেকিকহিবকোনে❀কিরূপে ভা-
ণ্ডিব কন্যামনুষ্যেরকায়॥কন্যারেভাণ্ডিতে নারেদেবমন্ত্রণায়
তথাপি ভাণ্ডিয়া বাক্য কৈনু কন্যা স্থান॥ হয় বানাহয় গুণি
নিজপরিত্রাণ❀ভাণ্ডিয়া কহিনু কন্যা প্রতি এবচন॥আমার
পুত্রের বধু গুণেবিচক্ষণ❀মোরপুত্রবধু গুঁথিয়াছে পুষ্প মালা
তা শুনিয়া মোকে আজ্ঞা দিলরাজবালা❀প্রভাতসময় কাল
অতিশীঘ্রগতি॥মোরএথাবধু তুমি আনিবে সঙ্গতি❀ যদিবা
না আন বধু এথামোরপাশ॥আজিহতেছাড় তুমি জীবনের
আশ❀আজিপ্রাণরক্ষা কৈনুকহিস্বথাবানী॥কন্যার অগ্রেতে
কালি হারাইবপ্রানী❀একেততোমার হতে আমারনিপাত
পুত্রনাহি বধুনিতেপাইবকোথাত❀মালিনীবচণেঅতিহরিষ
কুমার॥কন্যারচরিত্রেবুঝেকার্য্যের সুসার❀ মালিনীর বাক্য
প্রায় বুঝে বীরমনী ॥ নিজ জাতি-স্বরা রমা আপনা রমনী
শুনিয়া সব বাক্য হরিষ কুমার॥ জনিল মিলিতেএই ঘটীল

প্রকার॥ এইমুলেপুরিবেকমনেরবাঞ্ছিত॥দর্শন করিতেজাই কন্যার সহিত ॥ কুমার বলিল পদ্ম সন্ধকি তাহার॥তোমা প্রাণ রক্ষা হেতু চিন্তিবপ্রকার॥কেনকর অনুশোচবধুনাহি জানি॥ বিলক্ষণ বধুদিবতোমা সঙ্গে আনি॥দাড়িমোচনাহি মোর লক্ষিতে কুমার॥ জাইব রমণী বেসে সঙ্গতিতোমার মন চিন্তা পরিহরি না কর আবেশ॥জাইবধরিয়াতোমাপুত্র বধু বেস ॥ মহাজন হতে আন নানা অলঙ্কার॥ পিন্ধিবারে যোগ্যযেবা মালিনীকন্যার॥রজকেরবাড়ীহতে আনি দিব্য বাস॥ রত্নএক দিল বীর মালিনীরপাস॥মালিনীসেধনদিয়া বস্ত্রআভরন॥অতিশীঘ্র জাইআনিদিলততৈক্ষণ॥তবে জান স্নান করি নৃপতিনন্দন॥পিন্ধিতেলাগিলঅঙ্গে অষ্টআভরণ কুমারেরশিরেতেআছিলদীর্ঘ কেশ।কবরিবান্ধিল শিরেঅপ-রূপবেশ॥নানাপুষ্পবিরাজিতঅতি মোনহর॥ নাসিকাতে গজমতিশোভয়বেসর॥কর্ণেশোভেদুলমনি করেতে কাঙ্গন বাহুজুগে বাজুবন্ধভুবনমোহন॥গলেতেশোভয়দিব্যনবলক্ষ হার॥কটীতেকিঙ্কিনিশোভেমদনঝঙ্কার॥চরণেনূপুরশোভে অতিমোনহর॥পরিধানে দিব্য বস্ত্র যেন পাটম্বর ॥ ললাটে সিন্দুরবিন্দু নয়নে অঞ্জন॥ পঙ্কজ নয়নে রমা অতি শুলক্ষণ নানা অলঙ্কার অঙ্গেশোভয় অধিক ॥ হৃদেতে বান্ধিল জুগ স্নুবর্ণ চামিক ॥ কাঁচলি তুলিয়া দিল হৃদেরউপর॥ জুগকুচ দেখি মোহ দেব মুনিবর॥বেঙ্কবস্ত্র দিব্য কুচ বেকত জুগল বসনভেদিয়ানিত্য করে ঝলমল॥হইলপরমকন্যা ত্রিলোক্ষ মোহিণী॥ জিনিলেক নববালা চন্দ্রেররোহিনী॥জিনিলেক গঙ্গা গৌরি হরের রমনী॥জিনিলা জনকি সীতাশ্রীরামঘরনী

জিনিলরূক্মিনী রম্মা গোবিন্দের নারী॥ জিনিল লিলায় রূপ দ্রুপদকুমারী✽জিনিল পরম রূপে ঊষ সুচরিতা ॥ জিনিল চন্দ্রানীময়না লোরেরবনিতা✽জিনিললিলায়রূপেশচীরম্ভা বতী॥জিনিলমোহনরূপেমদনেররতি✽জিনিলহোসেন বানু বাহরামের নারী॥ছক্কাবাগেপরীজাতনৃপতীকুমারী✽জিনি লেক দশানন নারীমন্দোদরি॥হইলপরমরূপেজিনি সাহাপরি রূপবতীপ্রভাবতী জিনিললিলায়॥দেখিব্রহ্মা আদি দেবগণ মোহজায়✽জিনিলেক দময়ন্তিপরম রূপাসি॥নৌসদেরপ্রাণ ধনি মুখপুর্ণ শশী✽ পরম সুন্দরী রম্মা অতি সুলক্ষণ॥জার সয়ম্বরে লজ্জা পাইল দেবগণ ✽ জিনিল শকুন্তলা কন্যা শুবদনি॥বিশ্বামিত্র মুনি সুতাদুরন্ত রমনী✽ জিনিলেক সপ্ন বতী পরম সুন্দরী ॥ রত্নাকর প্রাণ জার সপ্নে নিল হরি ✽ রাধিকা পার্ব্বতীজিনিগকুলগোপিনী॥জিনিলেক বিদ্যা-রম্মা শুন্দরেরধনি✽জিনিলেকপদ্মাবালাত্রিনয়নিসুতা॥জিনিলেক কুন্তীমাদ্রিপাণ্ডব বনিতা✽ লিলাবতীকলাবতীজিনিলরমনী ষোড়শ কদলি জিনি মোচন্দরধনি✽জিনিলেক মৎস্য গন্ধা অপরূপনারী॥জিনিলপরম রূপ বিপুলাসুন্দরী✽ জিনিলেক ভানুবতীত্রিলোক্ষমহিনী॥বিক্রমআদিত্যনৃপতির প্রাণ ধনী জিনিলেক অম্বাবতীপদ্মামনি বালা॥উদভানুকুমারেরপ্রিয়া কণ্ঠমালা✽জিনিলপরম রূপেস্বর্গ বিদ্যাধরী ॥ কুমার সদৃশ রূপ নহে হুরপরী ✽ জিনিলেক চিত্রাঙ্গদা চিত্র সেন নারী ইন্দ্রেরনৃত্যকি রম্মাপরমসুন্দরী✽জিনিল বিচিত্র রূপেস্বর্গ শুরেশ্বরী॥জিনিললিলায়রূপেঅম্বতলহরী✽জিনিলেকচিত্র লেখা কন্যা মধুমতী॥ বনমোহন রূপ জোলকর্ণ সন্তুতি

মায়া রূপে পৃথিবীর জিনিল কামিনী॥ কুমারের রূপদেখি মোহিত মালিনী❀ ধরিল কামিনীবেশ বীরগুণবান॥আছুক পুরুষ হরে কামিনীরপ্রাণ❀দেখিধরাইতেনারে রমনিরচিত দেখিয়া নারীর রূপ যায় মোহশ্চিত❀কতক্ষণে জ্ঞান লভি উঠিপদ্মাবতী ॥ বলিল দোসরা এইকন্যা লালমতি ❀ লাল বানু দরশনে স্থির নহে অঙ্গ ॥ আছুক মনুষ্য দেবমনহয়ভঙ্গ লালবানু সমরূপ নাহিক ভুবনে॥ এইমাত্র কন্যা সম দেখিনু নয়নে❀ নারীরূপে নারী মগ্ন নহেকদাচিত॥লালবানু রূপে মাত্র নরী মোহশ্চিত❀ এ দোহান সম রূপনাহিপৃথিবীতে দর্শনে হরয় নারী পুরুষেরচিতে❀মালিনী ভাবয় মনেযেহর পশ্চাতে॥ এহিরূপেনিব তাকে কন্যার সাক্ষাতে❀বধূ জ্ঞানে নিয়া তাকে যদি না ভেটই॥কদাচিত কন্যা আগেপ্রাণরক্ষা নাই❀জখনে বধুর নাম লিখু কন্যা ভাড়ি॥নাহেখাইবধু মোর নাহি এড়াএড়ি❀পাইনু অধিক ভয় বধূ নাহি জানি॥হেন,বধু বিধি মোকে মিলাইল আনি❀ বধূ ছলে কন্যা আগেনিয়া আশ্চম্বিত॥দেখেবা নাদেখেকেহ আনিব তুরিত❀চিনিতে নারিবেকেহপুরুষলক্ষণ॥জেবা দেখেমোহশ্চিতহবেতৈক্ষণ দেখি রমনীর বেশ অপরূপ সাজ ॥ বধূ লই চলে পদ্মা অন্তঃস্পুরমাঝ❀আগে২ চলি জায় বিচিত্রমালিনী॥ পিছে২ চলে বধু খঞ্জণ গামিনী ❀ পন্থেতেদেখয় যত পথিক সুজন জ্ঞান পরিহরি করে মৃত্তিকা স্মরন❀ আছুক মনুষ্য যত পশু পক্ষিগণ ॥ রূপদেখি ভাবে মগ্ন হয় অচেতন❀মালিনীর বধু রূপদেখে[illegible] সকল॥পতঙ্গদেখয়যেন প্রদীপউজ্জল❀এইমতে রাজদ্বারেকরিলগমন॥ দেখিলেক দ্বার পালে কন্যা শুলক্ষণ

মালিনীর পিছে হাঁটে মুণ্ডে বস্ত্র ধরি ॥ রাজ হংস গতি রমা
পরম শুন্দরী❀ক্ষনে২ অঙ্গের বসন উড়ে বায় ॥ মেঘ মাঝে
বিজলি ছটকে যেন গায়❀ পবন উড়ায় ক্ষণে মুণ্ডের অম্বর
ঘন মাঝে ঝলমল যেন শশধর ❀ দেখিয়া পরম রুপ দ্বারী
মোহশ্চিত॥ জ্ঞান পরিহরিসবপড়িলভুমিত❀কতক্ষণেজ্ঞান
লভ্ভি উঠে দ্বারিগনে ॥ মালিনী অগ্রেতে পুছে মধুর বচনে
দ্বারিগনে কহে পদ্মা কহ তত্তসার॥কোন কন্যা জায় আজি
সঙ্গতিতোমার❀হেনকন্যাকভুনাহিপ্রবেশেপুরিত॥অবিচারে
ছাড়িদিতে নারি কদাচিত❀দ্বারীমুখেশুনি পদ্মা এরুপ বচন
সঙ্কট ভাবয় অতি নিজ মনেমন❀মনে ভাবিশীঘ্র বুদ্ধিচতুর
মালিনী॥ক্রোধমুখিহইকহেপদুত্তরবানী❀মালিনীবলিলহেন
দুর্ব্বাক্যনাকহ ॥ দ্বারীহইরাজদ্বারেনিজমান্যেরহ❀নাশোভে
আমার সঙ্গে বিদ্রুপতোমার॥ বাঘমুণ্ডে হস্ত দেও হই মতি
ভোর❀কন্যারমালিনীমোকেহেননাহিজানি॥নিজমুণ্ড হারা-
ইতেকেন কহবানী❀অন্তঃস্পুরেজোগাইতে নিত্য পুষ্পহার
নৃপতি আদেশ কৈল একর্ম্ম আমার❀লালবানু কন্যা আগে
ভেটী পুষ্প মালা ॥ চাহিতে আমার বধু আদেশিল বালা
বহু অনুগ্রহ রমা করিনুতেকাজ॥ নিবারে আইনু বধু অন্তঃ
স্পুর মাঝ ❀ রাজঘরে নিতে বধু বাক্য না জুয়ায়॥ আনিনু
কন্যার সঙ্গে দিতেপরিচয়❀তুমিসবে নিশেধিলা কর্ম্ম হৈল
ভাল॥ন ইব রাজঘরেখণ্ডিল জঞ্জাল❀ না শোভে আমার
সঙ্গেতোমাপরিহাস॥যদিশুনেনৃপশুতাহইবাবিনাশ❀নাকর
বিদ্রুপ এহি মোকে কদাচিত॥ পরিহাস্য কর রাজ কন্যার
সহিত❀এবাক্যকহিব জাই কন্যার গোচর ॥ দ্বার হতে বধু

লই ফিরিগেনু ঘর॥সঙ্কট ভাবিয়া মোর প্রভুকরতার॥রাজ ঘরেনাজাইবশতনমস্কার॥তোমাসবেহেনবাক্য বলামোকে ভালে ॥ ঘটকের ব্যাধি কপি লইলা কপাল॥তোমাসবে উত্তরদিবা কন্যার গোচরে॥এবলিয়া বধু লইফিরেচলেঘরে মালিনীর দর্পে দ্বারী মনে ভাবিডর ॥ কর জোড়ে নিবেদয় মালিনী গোচর॥আমাসবপ্রতি অপরাধ পরিহরি॥প্রবেশহ অন্তঃস্পুরে বধুসঙ্গেকরি॥নাজানি করিনুদোষক্ষমিতেউচিত না কবে এসব বাক্য কন্যার বিদিত॥ নাজানিয়াদোষকেবা না করে সংসারে ॥ পরিহার মাগি যুক্ত দোষ ক্ষমিবারে উত্তমে ক্ষময় যদি অধমেরদোষ॥তাহাতে জানহপ্রভুঅধিক সন্তোষ॥বিনাদোষেশত নষ্টকরিবারেপারে॥সুসারকরিতে নারেঅনেকপ্রকারে॥সম্ভরিলইতেনষ্টবড়েরউচিত॥সামান্য জনেরকর্ম্মনহেকদাচিত॥যদিসেপ্রতিষ্টাতোমাঘোসিবভুবনে আমা সকলেরদোষ ক্ষম কৃপা মনে ॥ দ্বারী মুখে শুনিহেন প্রনতিবিনয় ॥ মালিনী ভাবয় মোর আর কিবা ভয়॥দ্বারী ভয়েধড়েমোরনাআছিলপ্রাণ॥মোরভয়েদ্বারী সব হৈল কম্প বান ॥ ভাণ্ডিয়া জিনিনু আহি এসব প্রহরী ॥ আর কিবা সন্দেহমোরপ্রবেসিতেপুরি॥হেনভাবেইস্মিতবদনেপদ্মাবতি বধু লইকন্যারঅন্তঃস্পুরে কৈলগতি॥সখিগণসঙ্গেবসিয়াছে লালমতি ॥ যগণে নক্ষত্র সনে যেন নিশাপতি॥স্বর্গ বিদ্যা ধরি মাঝে যেন সুরেশ্বরী ॥ সখিসব মদ্ধেতেন পরম সুন্দরী নানাপাঠে রাজবালা অতিব পণ্ডিত॥ধর্ম্মউপদেশবাক্যকহে প্রতিনীত॥সংস্কৃত ভাসে যত শাস্ত্রেরবিধান ॥ পাত্রসবে কহে বালা সখিগণ স্থান॥ স্বর্গ বাসি হয় পুন্যকৈলযেসকল

যে সকল পাপকর্ম্ম হয় রসাতল❀কুমারীকহেন্ত বাক্য শাস্ত্র বিবরণ॥মনসাবধানে বাক্য শুনে সখিগণ ❀ অন্তখাক্ষে শুনি বীর কন্যার বচন॥আনন্দে পুর্ণিতভেলকুমারের মন ❀ সখিগণপ্রতি রমা পুনি কহে বানী॥অদ্যপিলইয়া বধু না আইল মালিনী❀মালিনীর পুত্র বধূ দেখিতে নয়নে॥ সঘনে দগধে চিত্ত উঠেপড়ে মনে ❀ হেরয় পদ্মার পন্থ নৃপতি নন্দিনী ❀ হেন কালে বধু সঙ্গে মিলিল মালিনী❀কুমারিকেপদ্মাবতী প্রণাম করিয়া ॥ দণ্ডাইল নিজ বধু হস্তেত ধরিয়া ❀ কন্যা প্রতিকহেমোর এবধু অভাগি॥প্রণাম না করে কার চরণেত লাগি❀ পুত্রঘরে বঞ্চেমোর পুত্রেরঅধীন ॥ প্রণাম না কৈল মোকে কভু একদিন ❀ হতজ্ঞান ব ধু মোর হত বুদ্ধি বাম বিনাআশির্ব্বাদে কাকে নাকরেপ্রণাম ❀ প্রধান২লক্ষ২নারী গণে॥দণ্ডবতেপ্রণামযতোমার চরণে ❀ মহারাজ সুতা তুমি মহিমা অপার ॥ হীনের প্রাণামে কিবা প্রতিষ্টাতোমার❀ মনেতেভাবিওতোমা কিঙ্করেরনারী এহিঅপরাধক্ষম রাজার কুমারী❀গোপনে সিদ্ধান্তবহু কৈলআশির্ব্বাদ॥প্রণামনাকৈল জানিক্ষম অপরাধ ❀ কুমারী বলিল পদ্মা না গুণ প্রমাদ ॥ প্রণাম নাহিক গুণ হিভ আশির্ব্বাদ❀ পদ্মাপ্রতি কহে বানী আশ্বাসি বচন॥পন্থহেরিয়াছি তোমা বধুর কারণ❀ দেখিতে ইন্দ্রেরচন্দ্রবসিনুউল্লাসে ॥ আজিকেনমেঘখণ্ডহইলআকাশে দেখিতেতোমার বধু শ্রদ্ধা অতিমনে॥মোর আগে মুখ কেন ঢাকিল বসনে❀নিবেদয় পাদ্মবতীজুড়িদুইকর॥ হীন জাতি বধু তোমা অগ্রে লজ্জ্যা ডর❀ঘরহতে বধু মোরনাজায়বাহির চন্দ্রসুর্য্য না দেখয় বধু রশরীর❀ভিন্যজন সনে কভু নাদে-

দরশন॥অপরের সনে কভু না কহে বচন॥কভুনাহি আসিয়াছে অন্তঃপুর মাঝ ॥ কবে দেখিয়াছেনৃপনন্দিনীসমাজ॥ লজ্জায় লজ্জিত অতিভয়ে ভীতমান॥গোপনেতোমার আগে মর্ম্মেরসমান॥যেহেন মিলয়ঘৃত অগ্নীতাপপাই ॥তোমা ভয়ে বধু তেন রহিল মিলাই॥তোমাভয়মনে আমি গুনি বহুতর যেপক্ষে আনিনুবধুতোমারগোচর॥হেন বধু ঘরহতেকরিনু বাহির ॥ নাজানি কি হয় ধড়ে প্রাণ নহে স্থির॥ বধু প্রতি বিপরীত হৈলে কদাচন॥বিষ ভক্ষিমোরপুত্র ত্যাজিবেজীবন মালি বংশে জন্ম মাত্র বিধির বিধান ॥ রূপেগুণে হয় নৃপ নন্দিনীসমান॥ভুমিবিনাকোথা হেন নৃপতি নন্দিনী॥ তোমা রূপে সৃজে বিধিতোমায় মালিনী॥তবেপদ্মা নিজ হস্তেবস্ত্র করি দুর ॥ কন্যাকে দেখায় মুখ আপনা বধুর ॥ ইঙ্গিতে মুখের বস্ত্র করিলা অন্তর॥কুমারির মর্ম্মে হানে কাম পঞ্চশর মদন গরল বানকাম সরাশনে॥ সাম্ভিল ভঙ্গিমা আঁখি ঈসৎ বদনে॥কুমার ভঙ্গিমা ছলে আঁখি অনুসারি ॥ নয়ন কটাক্ষ বানেহানিলাকুমারী॥মালিনীরবধুমুখদেখিআশ্চর্য্যিত॥জ্ঞান পরিহরিবালা হৈলমোহিতচিত॥হানিলমদনবানে অনঙ্গনাগরি খাইল মরম ঘাও পড়িল সুন্দরী॥কামেরসমুদ্রেউঠে বিসম হিল্লোল ॥ সখি সব ঢলিপড়ি হইল বিভোল॥মালিনীরপুত্র বধু দেখি আশ্চর্য্যিত॥ সভা সহ রাজবালা হৈল মোহিতচিত্ত কতক্ষণে জ্ঞান লভি উঠিলা সুন্দরী॥ একে২জ্ঞানলভে যত সহচরী॥ সখিগণ সঙ্গে করি রাজবালা সতী॥পরম আনন্দে বৈসে সহরিসমতি॥ নিজসখিগণ প্রতিকহেরূপবতী॥ যুবতী মণ্ডলে নাহিএরূপযুবতী॥মালিবংশে জন্মিয়াছে এমনকামিনী লালমতি ॥

কদাচিতনাহি হেননৃপতি নন্দিনী❀দেবকুলেহেন কন্যা নাহি মনেলয় ॥ পাইলযেরূপ কন্যা মালিনীতনয়❀কহিল এসব বাক্যসখিগনস্থানে ॥ মালিনী হেরয় বালা পরম ধেয়ানে যেহেনজোগেরধ্যানসাক্ষাতেমানস॥ মালিনী দেখিতেতেন পুরে মনরস ❀ দেখিয়া মালিনীরূপবিভোলসুন্দরী॥ হেরয় নয়ন আড়েআপনাপাসরি❀ঈসৎবদনে রমা ত্রিভঙ্গ নয়নে হানিল মালিনী ভুরু ধনু পঞ্চবানে❀ কুমরির নয়ন কটাক্ষ কামশ্বর ॥ কুমারের মর্ম্মে হানি কৈল জর২ ❀নয়ন ভঙ্গিমা ছলে তিক্ষ্ণ২বান॥ হানিল কুমার মর্ম্ম হৈলখান২ ❀ দাণ্ডাই রহিলধৈর্য্য সাহসের বলে॥ অস্থির হইল অঙ্গপড়েঢোলে২ কুমারেরভুরু যুগধনুসমশ্বরে॥কুমারির মর্ম্মে হানি জর২করে কুমারে দেখিয়া নিজ প্রিয়া লালমতি॥ মোহশ্চিত্ত সম্বরিল ধৈর্য্য ধরি অতি❀লালবাহুরূপেমজি কুমারেরপ্রাণ॥সাহস প্রভাবে স্থির হৈল গুণবান❀ ঠাঠ বজ্রে মৃত অঙ্গ রহেন্ত দাণ্ডাই॥তেন মতেরৈল অঙ্গরূপেমোহপাই❀কুমারেরপ্রাণ হরি নিল লালমতি॥ শুন্যঅঙ্গে দাণ্ডাইল সাহার সন্ততি ❀ লালমতি প্রাণ হরি নিল যুবরাজ ॥শুন্য অঙ্গে রৈল বালা সখিগণ মাঝ❀কুমারেরপ্রাণ কন্যা রূপেআরোহিয়া॥রহিল কুমারপ্রাণবাহিরহইয়া❀কন্যাপ্রাণকুমারেররূপেআরহিলা নিজ ধড় ত্যাগি প্রাণ বাহিরে রহিলা❀কুমার কে চিনিতে নারিলা লালমতি ॥ নানা অলঙ্কার যেন শুন্দরী যুবতী ❀ ঘটেতনাচিনাদিলেজেহেনআত্মা॥কুমারকেচিনিবারেনারিলেক রমা ❀ মন ভাবে প্রভু আগে কিবা বেশকম॥ অধম বংশেতেপ্রভুসৃজিলউত্তম❀অনন্তমহিমাত্রিজগৎঅধিকারী॥

।লিনীর পুত্র হেতু সৃজে হেন নারী✽মালিনীর বধু দেখি সহরিষ মন ॥ মালিনীকে প্রসাদ করিল বহু ধন ✽ কুমারী কহিল বলি শুন পদ্মাবতি॥ তোমাপুত্র বধুদেখি দয়া লাগে অতি✽ বধুতোমারাখি জাও আমার নিকট॥কদাচিতমনে কিছু নাভাব সঙ্কট✽ কুমারির মুখে পদ্মা শুনি হেন বানি॥ মালিনীর ধড় মাঝে না রহিল প্রাণি✽ যেব্যাধি সহিতেপুরি করিনু প্রবেশ॥নিকালিতে ব্যাধিপুনিনারীমুবিশেষ✽বিলম্বে অবশ্য ব্যক্তহইবেকবানী॥ এপাপকপালে মোর কি আছে নাজানি✽পুস্পহার আনি ভয়গুনিনু অকাজ॥ এইসেপড়িল ভাঙ্গি মুণ্ডেমোর বাজ✽মনেতেভাবয় বহু ত্রাসিত অন্তর॥ কন্যা আগে কহে পদ্মা জুড়ি দুই কর✽মালিনীবলিল শুন নৃপতিকুমারী॥দণ্ডেক ছাড়িয়া বধু জাইতে নাপারি ✽ পুত্র যদি শুনেমোর এসববচন॥ছাড়িবেবসতীকিবাতেজিবেজীবন পুত্রঅজানিতবধুআনিনু এথাতে✽শুনিলেআমারমৃত্যুআজি পুত্র হাতে✽শীঘ্র ঘরে নিতে বধু নাহিদেও যদি॥ সত্যযে হইলা বালা মোর বধবধি✽সেবিলেবড়েরপদপুরেমনআশ তোমাপদসেবিকেন আমার বিনাশ✽বিনাশ নাকর মোকে ধর্ম্মেরকারণ॥রাখিলেদাসেরনারীকোনপ্রয়োজন✽পালিয়া বিনাশ মোকে তোমা নাজুয়ায়॥বলদেখি পক্ষি পালি পুনি কেবা খায়✽অজ্ঞাতেপুত্রের বধু আনিনুছাপাই ॥ দেখেবা নাদেখেকেহ ছাড়িদেও জাই✽শীঘ্রআজিছাড়িদেওমোকে কৃপাগুণি ॥ পুত্রকে কহিয়া বধু আনিদিবপুনি✽কন্যাবলে টিটতুমিবচনেচতুর॥হৃদেত কপট মুখে বচন মধুর ✽তোমা ব্যাবহার আমি ভালমতেজানি॥হৃদেতোমা অন্যভাবমুখে

মিষ্টবানী ✽ বৃক্ষেতে অমৃত ঝুলে মৎস্য চরে জলে॥ অম্বলরান্ধিতে তুমি পার কুতুহলে ✽ আমার সংগ্রেতে তুমি না কহ বচন॥ ছাড়িয়া না দিব বধু নিতে কদাচন ✽ প্রাণ কাড়ি বধু তুমি আনিলা এথাতে কেন প্রাণ কাড়ি নিতে চাহ অকস্মাতে ✽ কলঙ্ক, রহিলে নারী পুরুষ সমাজ॥ নারীর সমাজে নারী রৈলে কোন লাজ ✽ পিতৃ অন্তঃপুরে বঞ্চি লই সখিগণ॥ সপ্নেহ নাহিক হেথা পুরুষ দর্শন আবেশ না কর পুনি আমার গোচর॥ নিসন্দেহ চলি জাও আপনার ঘর ✽ ধন রত্ন লওবহু ছাড়হ কপট॥ আমা সঙ্গে যুক্ত নহে তোমা হঠাহট ✽ রাজকন্যা মুখে শুনি এরূপ বচন॥ ভাবিতে লাগিল পদ্মা নিজ মনেমন ✽ আছুক কুমার নিব ভাগিয়া কুমারী॥ বাপ পিতামহো স্বমে ভাগিতে না পারি না শোভে কন্যার সঙ্গে চাতুরি মোহর॥ আনিনু কুমারে হেথা হই মতিভোর ✽ এতেক ভাবিয়া পদ্মা নিজ মনান্তর॥ ত্যাজিয়া জীবন আশ চলি গেল ঘর ✽ নিজ ঘরে গিয়া পদ্মা ভাবে মহা ত্রাশ॥ কুমার হইলে ব্যক্ত আমার বিনাশ ✽ পরিণামে ভালমন্দ না গুণে যে সব॥ সে সকল হতে ভাল শুকর গর্দ্দভ ✽ পরিণাম না গুনিয়া এ কর্ম্ম করিনু॥ যেহেন আপন মুণ্ড আপনি খাইনু হেন অপকর্ম্ম কৈনু কি আছে কপালে॥ নৃপতি শুনিলে মোরে তুলি দিবে শুলে ✽ রাজ্যেতে দিবারে বাসা নিশেধ রাজার॥ নৃপ অন্তঃপুরে দিনু বিদেশী কুমার ✽ এ রাজ্যেতে ভোগত্যাগ জানিনু স্বরূপ॥ ভাঙ্গিনু আপন দোষে আপনার রূপ ✽ সেহ ভাল যদি সে বনের ব্যাঘ্র খায়॥ এ ত্রাণ যন্ত্রণা মোর না সহিবে গায় কুচক্রে অধিক প্রাণ এত্রাণ নৃপতি॥ স্বঙ্গে রাখিয়া মোকে করিবে দুর্গতী ✽ এতেক ভাবিয়া ত্রাশ নিজ মনে২॥ নিজ গৃহ

ছাড়ি পদ্মা প্রবেশিল বনে❋লালমতিপুরিমধ্যে গাহার নন্দন নারী বেশে রহিলেক সকৌতুক মন❋দিবা অবশান হৈল আসিল রজনী॥সখিসঙ্গেঅন্ন ভুঞ্জে নৃপতিনন্দিনী❋মালিনীর বধু প্রতি বহু জত্ন করি॥নানা উপহারে অন্ন ভুঞ্জয় সুন্দরী সহরিষে অন্নভুঞ্জি পাখলিলকর॥কর্পুর তাম্বুল দিল মালিণী গোচর❋ মালিণী সহিতে হাস্য রস রঙ্গ মনে॥হরয় কন্যার মন মালিনী বচনে❋কন্যার বচনে হরে মালিনীর প্রাণ॥ এই মতে হাস্যরস কৌতুক দোহান❋মন রঙ্গে হাসে বালা সহরিষ মন ॥ মুখ হতে শ্রবে বহু অমুল্য রতন❋তা দেখিয়া নৃপসুত অতি মনরঙ্গ॥আরম্ভে কন্যার সঙ্গে কৌতুকের চঙ্গ❋সমসম বয়েসের নারী একঠাম॥ বসিলে মানান রসরঙ্গ অনুপম ❋ কামিনী অগ্রেতে লজ্যা না গুণে কামিনী॥নানা ছলে কহে বাক্য পরিহাষ বানী❋মালিনীবচনে রমা হাসে খলখল॥ অবিরত শ্রবে মণী মুক্ত ঝলমল❋ নানান কৌতুকে রসরঙ্গে অনুপম জেহেন নাগরী তেন রসিক সুজন❋সম২ রূপ দোহ দোহে সু পণ্ডিত॥ বচনে চতুর দোহ বাক্য নরঙ্গিত❋ রস রঙ্গ বাক্য দোহ অমৃত লহর॥জয় পরাজয় নাই উত্তর পত্নুত্তর❋কহে অন্ত ইঙ্গিতে ভেদ রহস্যবচন॥সে বাক্য বুঝিতে কভু নারে সখিগণ এইমতে হাস্যরসে উত্তর পত্নুত্তর ॥ শয়ন সময় নিশা দ্বিতীয় প্রহর❋সখিগণ প্রতি বালা আদেশে বচন॥ আর জেবা স্থানে জাও করিতে শয়ন❋পরম হরিষে অতি নৃপতিনন্দিনী॥ আপনা নিকটে রাখে সুন্দর মালিনী ❋ সখিগণ হৈল যদি নিদ্রায় পিড়ীত॥মনরঙ্গে বৈসে বালা মালিনী সহিত❋মালিনীর পুত্র বধু হেন তথ্য জানি॥ পরিহাসে মালিনীকে কহে মধু বানী

বিনাসুতেগুঁথিলাবিচীত্রপুস্পহার॥কেমননাগরসঙ্গেপিরীত তোমার❋রসেরনাগর বীর কামিনীমোহন॥পুস্পেরপাখরে পত্রলেখশুলক্ষণ❋এমননাগর সঙ্গেতোমাপ্রেমঅতি॥ মালি বংশে নাহিতোমা সম ভাগ্যবতী❋কুমার নিকটে বসিয়াছ তেকারণে॥ঝলকেজ্যোতিরজ্যোত তোমারবদনে❋তোমা অঙ্গে অঙ্গ লাগি আছয় তাঁহান॥স্তেকাজেতোমার অঙ্গহেন দিপ্তমান❋ নভু তোমাহেন কন্যা কোথামালিঘরে॥তোমা রূপব্রহ্মাআদিদেবমনহরে❋কোথাতেমালিরযোগ্যতোমাহেন নারী॥ নাজন্মেনৃপতীকুলেএমনকুমারী❋ভালেরদর্শনেসত্ত্য হয় ভালজন॥চন্দনের গন্ধেযেন পলাশ চন্দন❋কুরূপলক্ষণ লোকেনাশোভেনয়নে॥পরম রঙ্গিমহয় হিঙ্গুলদর্শনে❋কুমা রেররূপতেনতোমারূপঅতি॥ভুবনে নাহিক তোমা সদৃশ যুবতি❋তাঁহান দর্শনেতোমা সাফল্য জনম॥প্রেম সখিঅন্য মোর নাহি তোমা সম ❋ সত্য জানিনু মোর প্রভুগুণবান তোমাসঙ্গেভেদাভেদনাহিকতাঁহান❋তোমাতেপরামর্শহেন জানিনুনিশ্চয়॥মোকেকৃপাপত্রলিখিয়াছে দয়াময়❋ তোমা পরামর্শতরেহেনলয়মনে॥ তোমাসমবন্ধুমোরনাহিকভুবনে অন্যভাব নাভাবিবামোকে কদাচন॥কহিবে আমাকেজেবা স্বরূপবচন❋ সঙ্গেতে নারহে জার সঙ্গের সারথি॥ একাকি চলিতেপন্থে মনদুখ অতি❋তোমাহেন সুসঙ্গি রহিলেমোর সঙ্গে॥কুমারেসেবিবদোহ অতি মন রঙ্গে❋রূপেগুণে তুমি আমি হই সমতুল॥ সঙ্কোচ না রাখি জানি হীনজাতিকুল শাস্ত্রেতেপণ্ডিতজেবা জাতি কুলহীন॥সভামধ্যে সে সবের প্রসংশা প্রবীন❋কুলশিলজাতিজেবামুর্খ মুড়জন॥সে সকল

নরহতে উত্তম গোধন❀গোধন উত্তমাকৃতি বনেতৃণখায়॥পর উপকার করি জনম গোঙায়❀পশুহতে মন্দ অতিজ্ঞানহীন জন॥ভাঙ্গয় লবনভাণ্ড খাইয়া লবন❀ প্রকৃতি উত্তম মুলে মহা জাতি কুল॥ জ্ঞান হীন কুলশিলপশুসমতুল❀জ্ঞানবন্ত জনহয়অমুল্যরতন॥বটকেনা কিনে জ্ঞানহীনতিনজন❀জ্ঞান বন্ত অবংশিলকুলশীল গতি॥জানহীনকুলশীল নিকৃষ্ঠদুর্ম্মতী জ্ঞানহীন নারী কুকুরের সমস্বর॥ নর অন্নে পরি পাল্য খর্ব্ব করেনর❀সত্যজ্ঞানতেহেনকুলটা নারীগণ॥ পতি মর্ম্ম খর্ব্ব করেকহি দুর্ব্বচন❀জাতিকুলবিবেচনানাহিকদাচিত॥প্রকৃতি উত্তমমাত্র নারীর চরিত❀রূপসহগুণ যদি হয়সমতুল॥তবে সেবাখানিরুপমর্য্যাদাবহুল ❀ গুণহীনরুপে যেন শীমুলের ফুল॥নাহয় চম্পক আগে বটকেরমুল❀রুপেগুণেতোমাসম নাহিকভুবনে॥রাজযোগ্য নারীতুমিহেনলয়মনে❀রাজঘরে কোথা আছে তোমাহেন নারী॥দেবকুলেনাহিতোমাসদৃশ কুমারী❀নিজকুলযোগ্যতুমিনাহওকদাচন॥তোমাসৃজিয়াছে যুবরাজের কারণ❀ যদি সে করয় প্রভু ত্রিজগৎপতি॥তুমি আমি একত্রেগোঙাব রঙ্গমতি❀ভিন্যভাব আমাতেনারাখ কদাচন॥ কোথায়কুমার কহস্বরূপবচন❀ কোথায় তাহার বাস কহকোনস্থান॥কেমনে দর্শন কর সঙ্গতি তাঁহান❀কুমারেরভেদ যদি পাইতোমাস্থান॥তোমাক্কেজানিবদীক্ষাগুরুর সমান❀শুনিলেতোমাতেএহিগৌরবন্তকথা॥ জেহেনপরম গুরু করিব মান্নতা❀সত্য করি কহ মোকে মালিনীসুন্দরী নানা অলঙ্কার দিব অষ্টঅঙ্গভরি❀রজতকাঞ্চনে অঙ্গজড়িব তোমার॥ মণিমুক্তা যত চাহ দিব ভারে ভার❀মোরআগে

লজ্যা পরিহরি চন্দ্রমুখী॥কোথা রহে যুবরাজকহপ্রাণ সখী
লালমতি মুখেশুনি এসব বচন॥ মন পুলোকিত বীর স্বহর্ষ
বদন ❀ কুমার ভাবয় মনে কন্যার সহিত ॥ শীঘ্র পরিচয়
দেওয়ানাহয়উচিত❀ভাণ্ডিয়াকহিবৰাক কন্যারসহিত॥কন্যার
মনের ভেদ বুঝিব চরিত❀স্বহর্ষ বদনে হাঁসে নৃপতিনন্দন
কহেশুমালিনীছলেমধুরবচন❀কুলবধূ হইআমিনাহিবেশ্যা
জাতি॥নাকহ আমাকেবাক্যজাতি কুল খ্যাতি❀মালি কুল
বধু আমি রহি অলক্ষিতে॥ কিরূপে দর্শন বলকুমারসহিতে
স্বরূপ জানিয়াহেনকহমোকেবানী॥নতু কিবা পরিবাদদেও
শত্রুজানি❀তোমাপতিশনেমোরভালাইজানিয়া॥ছলিবারে
চাহমোরেএথাতেতনিয়া❀যদিবামনেতেগর্ব্বরাজারকুমারী
বিড়ম্বিতেচাহমোরেজানিহীননারী❀প্রলয়েরকালেকোথা
রহিবেবড়াই॥ডাণ্ডাইবেপ্রভুআগেমোরসঙ্গেজাই❀ মনগর্ব্ব
না রহিবেপ্রভুরগোচর॥পরিণামেপ্রভুআগেকিদিবা উত্তর
জাতি কুল হীনআমিকুরূপলক্ষণ॥তেকারণেকহমোরে বি-
রূপবচন❀ত্রিলোক্যমহিণীতুমিমহারাজশুতা॥হাঁসিতেমানিক্ক
শ্রবেকান্দিতেমুকুতা❀মুখেতেমুকুতামণীনাশ্রবেআমার॥কেন
বলআমাপ্রতিলোভিতকুমার❀জারচিত্ত তোমাপ্রেমেহইল
আকুল ॥ তার আগে নহেমোর বটকেরমুল❀কুরূপলক্ষণ
আমি দুখিনী মালিনী॥কিহেতুকরিতে চাহমোকেকলঙ্কিণী
অভাগিসাশুড়িবাক্যেকেনআইনু এথা ॥ হারাইনু নিজপতি
অগ্রেতে মান্যতা❀পতিআজ্ঞাবিনা কেনআইনুতোমাপাশ
হেন বাক্যে পতিসঙ্গে নহে গৃহ বাস❀ এবাক্য শুনিলেপতি
রাখেকিবাকাটে॥নাজানিনির্ব্বন্ধমোর কি আছেললাটে❀নিজ

মন দুঃখে মরি কি মোর জঞ্জাল॥ ন বুঝি আমার মর্ম্ম বার্ত্তা পুছ ভাল॥ নিজকর্ম্মে হও কেন পাগল চরিত॥ অবিচারে কহ মোকে বাক্য বিপরিত॥ পুছিতে বাঞ্ছিত তোমা যেবা অভিলাষ॥ নাবুঝিয়ে বাক্য মোর জাতি হয় নাশ॥ যদিবা কুমার হেতু তুমি আকুলিত॥ তোমা হেতু যুবরাজ উন্মত্ত চরিত্ত কুমারের প্রাণ জাউক তোমার কারণ॥ নহে পতি হেতু ত্যাগ আপনা জীবন॥ এহাতে আমার কিছু নাহিক সংশয়॥ কুলেতে কলঙ্ক মাত্র মোর এহি ভয়॥ পাগল দেবেচ্ছা তোমা বুঝিনু চরিত্ত নাবুঝে অন্যের হিত চিন্ত নিজ হিত॥ যদিবা কুমার হেতু প্রাণ নহে স্থির॥ বাপ অন্তঃস্পুর ছাড়ি নিকল বাহির॥ কোথাতে কুমার রহে কর অন্বেসন॥ নাহক আমাকে কৈলা ধিক্কার বচন তোমা জন্য কুমার বর্জ্জিল সিংহশান॥ অন্তঃস্পুর ছাড় তুমি কুমার কারণ॥ পতি কাতর যদি হও রাজবালা॥ নিজ গলে পর তুমি কলঙ্কের মালা॥ মালিণী কহেন বাক্য হইয়া বিস্মিতে॥ কোন ছলে কহে রমানারয় বুঝিতে॥ কুমারী বলিল শুন বিচিত্র মালিনী॥ তোমার কটুক্তি আমি মধু হেন জানি যতেক কহিলা তুমি কটুর বচন॥ মোর আগে কহে হেন নাহি কোনজন॥ এহাতে অধিক যদি কহ দুর্ব্বচন॥ তোমা প্রতি বিস্মিত নাহয় মোর মন॥ মুণ্ডেতে লইনু সত্য কলঙ্কের ভার তথাপি ঘটুক মোরে সাহার কুমার॥ গলেতে পরিনু সত্য কলঙ্কের মালা॥ কোথা বস মোর নবলক্ষ স্বামি কালা॥ তোমাকে কহিনু সত্য বিরুপ বচন॥ মোর আগে হিংশাবাদ নাহি কদাচন॥ নাবুঝ আমার মর্ম্ম নাহও ব্যাথিত॥ কিহেতু আমাকে মনে এমন দুখিত॥ সর্ব্ব অংথ কহি তোমা হিতের কারণ

লালমতি ॥

মালিনীরপুত্রযোগ্যনহকদাচন॥নাহিশুনিয়াছ তুমিজুলেখা
বৃতান্ত॥কিরুপেভজিল্লবালানিজপ্রাণকান্ত॥ইউসুফরুপেতে
মজিজুলেখা যুবতি ॥ বৰ্জ্জিলআজিজমন্ত্রী বিবাহিতা পতি
মেসের সহর ত্যাগি কলঙ্কেরভিত॥আচরিলপ্রেমরস ইউ-
সুফ সহিত॥ আজিজেরযোগ্যনহেজুলেখাসুন্দরী॥আজিজে
রাখিলপ্রভুনপুংশককরি॥তেকারণেজুলেখায়পাইলযোগ্য
বর ॥ মনসুখেভজিলইউসুফপয়গাম্বর॥জুলেখার প্রতিযেন
ঘটিলইউসুফ॥ ঘটিলজোলকর্ণশুভতোমাঅনুরূপ॥সপ্নেতে
দেখিনু যেন সয়ফল মুলুক॥সেইঅনুরূপ দেখি তোমা চন্দ্র
মুখ॥ এতেক কহি যে বাক্যতোমাকেনিশ্চয়॥তোমাজাতি
স্বরপতি মোর মনে লয় ॥ যদিসে হইলপ্রেম কুমার সহিত
নাগুনকলঙ্কভয়মনেকদাচিত॥সামান্যেরযোগ্য তুমিনাহও
রমণী॥রাজযোগ্যনারীতুমিত্রিলোক্ষমোহিনী॥যদ্যপিকরিল্ল
বিভা মালিনী নন্দনে॥যেহেন চন্দ্রানি বিভা করিলব্রাহ্মণে
কাপুরুষ ছিল যেন দুর্জ্জয় ব্রাহ্মণ॥নপুংশ মালিনী পুত্র লয়
মোরমন॥ চন্দ্রানিলোভিলোযেনলোরেন্দ্রনৃপতি॥মনরঙ্গে
ভজ তুমিজোলকর্ণ সম্প্রতি॥তোমাকেকহিযে শুন সঙ্কেত
বচন॥যদিসে অযোগ্যহস্তে ঘটয়রতন॥অযোগ্য জনেররথা
রত্ন প্রতি আশ ॥ যাহারে শোভয় রত্ন জায়তার পাস ॥
ত্রিলোক্ষমোহিনী তুমিঅমুল্যরতন॥তোমাযোগ্যবরমাত্রসাহার
নন্দন॥রুপেগুণেতুমিহেনপণ্ডিতযুবতী॥ অদ্যাপিতোমাকে
মনে না লয় অসতী॥ যতেক চরিত্রতোমা পদ্মিনীকন্যার
পদ্মমনি কন্যা যোগ্য নৃপতি কুমার ॥ যদ্যপি পুর্ব্বের সুর্য্য
পশ্চিমে উদয়॥তথাপিপদ্মিনীকন্যাঅসতীন হয়॥যেনহস্তে

রাখিয়াছে আনস্থাপ্য ধন ॥ তেনতোমা রাখিয়াছেমালিনী
নন্দন॥ঘটাইলনিরঞ্জনেতোমাযোগ্যবর॥ এহাতে মনেতে
কিবা কলঙ্কের ডর ॥ মালিনীর পুত্র প্রতি যদি তোমা মন
যদিবাতাহাতেঘটিয়াছেকদাচন॥অসতী হইতে তোমা না
কহি নিশ্চয়॥ তোমার দেবের দেব মালিনী তনয়॥দেবের
ঈশ্বর কিবা হয় নরেশ্বর ॥ নালয় সতীরমনেপতি সমস্বর॥
অন্যবারোগিতকিবাভিক্ষুক ভিখারী॥ নাছাড়ে আপনপতি
যেবা সতীনারী ॥ যদিবা মালিনী পুত্র সত্য তোমাপতি ॥
রহিবা পতির সঙ্গেমনরঙ্গে অতি॥ তোমাকে কহিনু সত্য
প্রতিজ্ঞা বচন॥নাদিবকলঙ্ক হৈতে সত্যকদাচন ॥ সত্যযদি
হয়মোর জনক এত্রাণ।করিবতোমাকে এই রাজ্যের প্রধান
রাজ্যেতে আছয়তোমাযতজ্ঞাতীগণ॥ তোমা অধিকার করি
দিবসর্ব্বজন॥ যাকেশ্রদ্ধা জাতিকুলেরাখিবাআপনে॥বিনা-
সিবাজাতিকুল যাকেলয়মনে॥প্রেমেরইষ্টতামোরতোমার
সহিত॥ নারাখ মনেতেতুমি কলঙ্কের ভিত॥ মৃত্যুর ঔষধ
যেবাবান্ধেনিজগলে॥কলঙ্কবোসিতেতোমাপারেসেসকলে
সত্যভাবে রহ মাত্রপ্রভুরগোচর॥নিজমনে বৃথা ভাবকল-
ঙ্কের ডর ॥ তুমি যদি প্রেম সখি হইলা আমার ॥ আমার
বাপের রাজ্যসকলতোমার॥মনেরআরতিতোমাজেবাপৃথি
বীত॥ সর্ব্ব অর্থে পুরাইবতোমার বাঞ্ছিত॥যতেকমাগহদিব
অমুল্য রতন॥মানিকমুকুতাদিব আর যতধন॥ রাজ্য গ্রাম
করি দিবতোমার শাসন॥অশ্বগজ আদিদিব সৈন্য সেনাগণ
কাতর বচনেপুছি হই মনদুখী॥ কোথা মোর প্রানেশ্বর কহ
চন্দ্র মুখী॥ রাজপাট ছাড়িমোর প্রভু যুবরাজ ॥ কি রুপে

বঞ্চয় আমি অভাগিনীকাজ❀ ভুবন দুল্লভ সাহাজোলবর্ণ সন্ততি॥তার যোগ্য নহিআমি নারী অধগতী❀ইচ্ছিল অপার দুখমোর অন্যাসনে॥মশ্রিক মগ্রিব ভ্রমে আমার কারণে❀ মাতাপিতাপরিহরিইষ্টমিত্রগণ॥বৰ্জ্জিলআমারপ্রেমে রাজ্য সিংহাশন ❀ যাহার সঙ্গতি চলে চতু রঙ্গ দল॥ ঘটকেরপদ ভরে মহি টলমল ❀ কোটী২ অশ্ব চলে লক্ষ২গজ ॥ নবদণ্ড ছত্র শতে২উড়েধ্বজ❀ জার সঙ্গেবাদ্যবাজে সমুদ্রহিল্লোল হাজারে২ ডঙ্কা কাড়া ঢাক ঢোল❀ লক্ষ২ রণ শিঙ্গা ভেউর কর্ণাল॥ টেকরা রোবাব চুঙ্গ বিবিধবিশাল❀বাজয় সহস্র রাজা সঙ্গতি যাহার ॥ শতে২ উষ্ট্র যার সঙ্গতি বাজার ❀ নরেন্দ্র মণ্ডল মাঝে যে হয় প্রধান ॥ সহস্র২ নৃপ যাহার জোগান❀পৃথিবীমণ্ডলমাঝে যত ছত্রধারি॥যাহারচরণে সব হই আজ্ঞাকারী❀ভুবনে যাহার সম নাহি মান্য জন॥ মোর হেতু আসিয়াছে বৈরাগী লক্ষণ ❀পুষ্পেরশয্যাতেঅঙ্গরাখয় যাহার ॥ নারুচে যাহার মুখে শতউপহার ❀ শয়ন যাহার মণিমুকুতার ঘরে॥পরিচর্য্যা করে যার শত অনুচরে ❀ কি রূপেভোজন এথা কিরূপে শয়ন॥কেমনেবঞ্চয় প্রভু বৈরাগী লক্ষণ ❀ মন রঙ্গে বঞ্চি আমি নারী অধগতি ॥ আমাহেতু প্রাণনাথ দুখ পায় অতি❀ যার লাগি জনম অবধি নিরন্তর সহস্র বিনয় প্রভুপদে মাগিবর❀নিশিদিনপ্রভু পদে পরম আরতি ॥ হইতে আমার পতি সাহার সন্ততি❀ পুষ্পেতে লেখিলা কৃপা পত্র প্রাণ নাথ॥ পত্রপড়িমর্ম্মমোর হই গেল পাত ❀ কুমার গৌরব বাক্য প্রাণকতধরে॥ আছুক নারীর প্রাণ পাষাণ বিদরে ❀ কুমারের পত্র পাই পুষ্পের সহিত

জানিনু পুরিল মোর মনের বাঞ্ছিত ॥ কহ কহ প্রাণ সখি স্বরূপ বচন॥ কিরূপে কোথায় বঞ্চে মোর প্রাণধন ॥ ছাড়হ কপট মায়া না কর ভাণ্ডন ॥ অবশ্য কুমার সঙ্গে তোমার দর্শন ॥ তোমা শনে প্রমর্ষ নাহৈলে কদাচন॥ কিরূপে তোমার পুষ্পে লিখিল খিলন ॥ তেকারণে মর্ম্ম ভেদ পুছি যে তোমাতে॥ কোন রূপে আছে বল মোর প্রাণনাথে ॥ সপ্নেতে দেখিনু আমি সয়ফল মুলুক॥ সেই অনুরূপ দেখি তোমা চন্দ্রমুখ ॥ প্রভুর নির্ব্বন্ধ কিছু বুঝিতে নাপারি॥ মনে লয় তুমি তার জাতিস্বরা নারী॥ কুমার সহিত তুমি আমি তিন জন ॥ একই শরীর হেন লয় মোর মন ॥ তেকাযে তোমার রূপ মন সমর্পিয়া ॥ মিসাই রহিল মন উন্মত্ত হইয়া ॥ সহস্র বিনয়ে বার্ত্তা পুছি যে তোমাতে কোথায় রহিয়াছে বল মোর প্রাণ নাথে ॥ শুনিয়া কন্যার হেন বিনয় বচন॥ ঈঙ্গিতে হাঁসিয়া কহে সাহার নন্দন ॥ শুন কহি নৃপ সুতা সত্য এ বচন॥ কুমারকে এথা আনি দিলে এই ক্ষণ কিবা দিবা আমাকে তুমি কহ তত্ত্ব সার॥ কন্যা বলে তোমা আগে ভেটিব কুমার ॥ ধন রত্ন তোমা যদি মনে নাহি লয় পতি অর্দ্ধ অংশ দিব কহিনু নিশ্চয় ॥ কুমার বলিল প্রিয়া কহি তত্ত্ব সার॥ তোমার নিমিত্য এত অবস্থা আমার ॥ মালিনীর প্রাণ রক্ষা চিন্তিনু প্রকার॥ নারী বেশে অঙ্গেতে পরিনু অলঙ্কার বীর দর্প পরিহরি ক্ষেপি বীর্য্য বল॥ তোমার দর্শনে আইনু ধরি মায়া ছল ॥ মালিনীর প্রাণ রক্ষা হৈল তেকারণ॥ দেখিনু তোমার রূপ ভরিয়া নয়ন ॥ শুন প্রিয়া চন্দ্র মুখি বচন আমার পাইনু তোমার হেতু মহা দুখ ভার ॥ তোমার দর্শনে মন পুর্ণ কৌতুহল॥ পাসরিনু যত ইতি দুখ সে সকল ॥ তথাপি তোমাকে

দুখ কহিতে উচিত ॥ তুমি যে পরম বন্ধু দুখের ব্যাথিত ❋ বুঝিনু চরিত্র তোমা শুনিনু বচন ॥ আমা প্রতি ভক্ত তুমি প্রিয়া প্রাণধন ❋ মনের ভকতি ব্যক্ত বচনে তোমার ॥ তোমা প্রতি যুক্ত দুখ শুনিতে আমার ❋ একে২ বিবরণ কহেন্ত বিশেষ ॥ যে রূপে ভ্রমিকে কৈল কুমরী উদ্দেশ ❋ যেই রূপে বিরহে তাপিত কলেবর ॥ যেন মতে দেশ ত্যাগি চলিল কুমার ❋ যেন মতে মগ্রেব উদ্দেশে কৈল গতি ॥ যেন মতে পন্থ মাঝে দুখ পাইল অতি যেন মতে সর্পরাজে করিল সংহার ॥ সর্প হন্তে পক্ষি ছাও করিল উদ্ধার ❋ যেনমত পক্ষিপৃষ্ঠে হই আরোহণ ॥ সমুদ্র হইল পার সাহার নন্দন ❋ যেনমতে উড়ে পক্ষি লইয়া কুমার একে২ এ সপ্ত সমুদ্র হৈল পার ❋ যেনমতে ভ্রমিল কন্যার বৃন্দাবন ॥ যেনমতে মালিনীর আশ্রমে গমন ❋ যেন মতে গাঁথিল বিচিত্র পুষ্পহার ॥ যেন মতে পুষ্প পত্র লিখিল কুমার ❋ যেনমতে নারী বেশ ধরি যুবরাজ ॥ প্রবেশিল নৃপতির অন্তঃস্পুর মাঝ ❋ একে২ এসব বৃতান্ত সকল ॥ কহিল কুমার মণিমন কৌতুহল ❋ কুমার বলিল প্রিয়া শুন লাল মতি ॥ সয়ফল মুলুক আমি জোলকর্ণ সন্ততি ❋ রাজ হংস হই আমি তুমি সরোবর ॥ তিলেক রহিতে নারি তোমা হন্তে দুর ❋ জল বিনা রাজ হংস অসার জীবন ॥ তোমা বিনা বৃথা মোর জীবন যৌবন জল জন্তু ভয় কিছু না গুনিনু মনে ॥ সমুদ্রে মজিনু মণিমুক্তার কারণে ❋ পুষ্পে স্মরি মধুকরে ভয় না রাখিল ॥ মধুলোভে কণ্টকের বনে প্রবেশিল ❋ প্রেমে মজি মন লজ্জা ভয় করি দুর ॥ তোমা হেতু প্রবেশিনু নৃপ অন্তঃস্পুর ❋ সুধা রসে প্রেমে মন মজিল কারণ ❋ মধুকিট প্রতি ভয় না রাখিল মন ❋ প্রদীপ সহিতে প্রে

অনুভাব কায ॥ পতঙ্গকেপিলযেনআপে অগ্নীমাঝ❀প্রেম প্রতি মৃতঙ্গেতু না গুণি বেদন॥ মনলোভে আসিপ্রবেশিনু হুতাসন❀নৃপতির প্রতি ভয় না রাখিনু মনে॥ প্রাণপনকরি আইনু তোমা দরশনে❀যে অবধি তোমাবার্ত্তাশুনিনু শ্রবনে সেইধরি রাত্রদিন সান্তনাই মনে❀যে রূপে গঞ্জিতে আছে অবধি অন্তর ॥ পুষ্পে পত্রলিখি তোমাকরিনু গোচর❀কুমার মুখেতেশুনিপরিচয়কথা ॥ গলেতেবসনবান্ধিমহারাজসুতা দণ্ডবতেচন্দ্রমুখীকুমার চরণে॥ স্তম্ভপ্রণাম কৈল আনন্দিত মনে❀কুমারঅগ্রেতে রমাপরম ভকতে॥ প্রদক্ষিনকৈলসহ-স্রেকদণ্ডবতে❀কুমারকন্যাকেতুলিধরি রঙ্গমন॥ এক পাল-ঙ্কের মধ্যে বৈসে দুইজন ❀ দোহ রূপে দিপ্তীমান হইল মৃত্তিকা॥ গগনেছটকে যেনসারদকার্ত্তিকা❀দণ্ডবতকরি বালা কুমার অগ্রেতে॥ মায়ামধুমন্ত্রেরমালাগিলকহিতে❀শুনপ্রভু নৈরাকার ত্রিজগৎরাজ॥ বিশ্রাম করিল আমাএইস্থলমাঝ মায়াছলে লুকাইয়া আপনার মুখ॥ প্রচারিলনিজনাম সয়ফল মুলুক ❀ তুমি দেব তুমি ধর্ম তুমি জগপতি ॥ তোমা বিনা সত্য মোর আর নাহি গতি❀আমার ললাটে অতিপুন্যের কারণ॥ উদ্দেশিয়া নিজদাসিকরিলাগমন❀ মোর তরে কৃপা বাসি ত্রিজগৎনাথে॥ আকাশেরচন্দ্র আনিদিলমোর হাতে❀ নত তোমা যোগ্য নারীনহি কদাচিত॥ তোমার জনক তুল্য নাহি পৃথিবীত❀ যদি ঘৃনা পরিহরি কৃপাবাসি মনে॥ দাসি তুল্য রাখ মোরে বিকানু চরনে❀তোমার জনক সেকান্দর মহাশয়॥ আল্লার রসুল শাহাভুবন বীজয়❀ক্ষিতীমাঝে সপ্ত দ্বীপ শয়াল সংসার ॥ একাবর্ত্তে ভুবন জাহার অধিকার❀

পৃথিবীমণ্ডপেযত রাজা রাজেস্যশ্বর॥নরেন্দ্রমণ্ডলগণ যাহার
কিঙ্কর॥সয়ালে যতেকনৃপদিগ দিগান্তর॥দাস তুল্য যাহার
চরনেভেটে কর॥নিজ সিংহাশনে বসিতোমাস্নেহবাসি ॥
দিতেপারে আমাহেনসহস্রেকদাসী॥তাহারতনয়তুমিভুবন
দুর্লভ॥কেনমোরহেতু দুখপাইলা এহি সব॥বুঝিনুভাবিয়া
লজ্জা বাপের বিদিত॥প্রচার নাকৈলাপ্রভু মনের বাঞ্ছিত
গুরু আগে লজ্জামনেগুনিমহামতি॥ আমিঅধমারহেতু দুখ
পাইলা অতি॥পরিশ্রমকৈলা তুমি দয়ার কারণ॥উদ্দেসিয়া
নিজ দাসী করিলাগমন ॥ স্বদৃষ্টে দেখিনুপ্রভু চরন যুগল
নয়নের পাপমোর খণ্ডিল সকল॥সাফল্য হইলমোরজীবন
যৌবন॥ভাগ্যবলেপুন্নফলেপাইনু দর্শন॥পত্র লিখি নিয়ো-
জিলা মালিনীর হাত॥পড়িয়া অবধি চিত্তে হইল উৎপাত
দিবস নাজায়মোর নাটুটে জামিনী॥শয়নে নাআইসেনিদ্রা
বসি একাকিনী॥অন্তর্ঋক্ষ মর্ম্ম নাহিআছেপ্রেমশ্বরে ॥ স্ববন
দগধে চিত্যরৈতেনারি ঘরে॥ষড়রিতেসতবান মর্ম্মেআছে
হানি॥ ধড় মাত্র এথা মোর তোমা সঙ্গেপ্রাণি॥ মদন গরল
বান হানিয়াছেবুকে॥মর্ম্মেরবেদন কথা কৈতে নারিমুখে॥
তবে নিবেদনমোরতোমার চরনে॥বাপেমোকেবিভাদিতে
শ্রদ্ধানাইমনে॥তেকাজেপ্রতিজ্ঞা কৈল্যকঠিন এসব॥করিতে
নারিবাপ্রভু কর্ম্ম অসম্ভব॥তোমারচরণেপ্রভুভজমানহৈনু
সহরিযেপ্রাণ নাথ তোমাকেবরিনু॥নিজ নারীহেন মোকে
যদি লয়মন॥তোমা আগেঅঙ্গআমিকৈনু সমর্পন॥বরবালা
দোহ মোনকৈল একস্থান ॥ বিবাহ সম্মত এইশাস্ত্রেরবিধান
ত্যজিনুতোমার পদে একমনকায় ॥ভিন্নভাব আমাকে না

ভাব সর্ব্বথায়❋বিকিনুচরণে প্রভু সন্দেহ অনুচিত॥নিজপ্রেম ধনেমোকেকিনিতেউচিত❋নিজ দাসীহেনমোকে যদিলয় মনে॥ মোকে হরি লওতুমি আপনাভবনে❋লালবানুবাক্য শুনি অমৃতেরধার॥বচণেগুথয়বীরেমণিমুক্তাহার❋লালবানু মুখ চাহি নৃপতিনন্দন ॥ হাঁসিয়া কহিল শুন প্রিয়াপ্রাণধন তোমাপ্রেমে প্রাণপ্রিয়া হেন লয় মনে॥দরিদ্র পাইল যেন অমুল্যরতনে❋নয়ন অঞ্জন মোর তুমি প্রাণধনি ॥ নবলক্ষ হীরা হার তুমিকণ্ঠমণি❋তোমাকে কহিযে প্রিয়া বচনসত্ত সত্যজ্ঞানপ্রেমরস নহেদুইমত❋ আমা প্রতিপ্রেমযেনতোমা মনেলয় ॥ তেহেন আমারপ্রেমতোমাতেনিশ্চয়❋এহাকে অধিকপ্রেম তোমাতে আমার ॥ তোমা ভাবে এসপ্তসমূদ্র হৈনুপার❋বৃক্ষডালে আছেপুষ্প মন সহরিষ ॥ তোমা হেতু ভ্রমি আমি ভ্রমর সদৃশ❋ মনরঙ্গে আছুমা ও বাপের ভবনে তোমাহেতু ভ্রমি আমিসমূদ্রকাননে❋আমাভাবেপার তুমি স্বধৈর্য্যরহিতে॥তোমাভাবেনারিআমিধৈর্য্যধরাইতে❋ ত-বেতোমাকেপ্রিয়াকরিনিবেদন॥অপকর্ম্ম যুক্তমোকে নহে কদাচন❋পরীক্ষা সঙ্কটমোর আগেযে সকল॥ আমারপ্রভুর আগেঅধিককুশল❋যদিবাইচ্ছয়প্রভুনারেকিকরিতে॥সেই প্রভুরআগেযুক্তবাঞ্ছিত মাগিতে❋চুরি কর্ম্ম নহে জানমোর ব্যাবহার॥বাপমোরসেকান্দররসুলআল্লার❋জগতমাঝারমোর জনকপ্রধান॥সয়াল সংসারেঘোসেপ্রতিষ্টা তাঁহান❋তাঁহান তনয়আমিজগৎবিদিত॥ মাকেনাহিশোভেকর্ম্মআচার কুৎ-শিত❋নবীবংশেঅপচয়কর্ম্মঅনুচিত॥ সর্ব্বত্রপ্রচারমোর নাম পৃথিবীত❋গোপনেকরিলে কর্ম্ম ভুবন মাঝার॥প্রলয়পর্য্যন্ত

রহে অযশ তাহার॥ যদিবা প্রভুর আগে নহে চুরিকর্ম্ম॥ মনুষ্যে বলিবে মন্দ সেকর্ম্ম বিধর্ম্ম॥ যে সকল গুণহীন ভিতমান জন॥ পরিণামে না গুণয় লয্য কদাচন॥ যদি সে একর্ম্ম করি ক্ষেপিয়া সাহস॥ পৃথিবীতে কি হইবে মোর নাম যশ॥ লিখনে লিখিবে কিবা প্রসংশা আমার॥ শুজন শুনিবে সদা মোকে কুলাঙ্গার কথক কহিবে মোর কুচ্ছিতকাহিনী॥ জগতে ঘোসিবে মোর বিপরিত বাণী॥ নাকরে গোপত কর্ম্ম যেবা বীর্য্যশালী॥ অজ্ঞাতে জিনিতে শক্র কোন্ গাবুরালি॥ প্রসংশা নাকরে লোকে করিলে যে কর্ম্ম॥ সত্যজান হ প্রিয়া সেকর্ম্ম অধর্ম্ম॥ আরহিবে কর্ম্ম মোর আরহিবে কাল॥ যুগে২ রৈব যেই করি মন্দ ভাল॥ ব্যক্ত রূপে নিজ গুণ করিয়া প্রচার॥ তবে সে জানহ বিভা তোমার আমার॥ কুমারী বলিল শুন প্রভু প্রাণধন॥ আছয় পরীক্ষা ছয় অতি বিলক্ষণ॥ দ্বারে এক মহা কাষ্ঠ পর্ব্বত আকার॥ রাখিয়াছে সহস্রেক মনের কুঠার॥ প্রতিজ্ঞা যে করিয়াছে জনক আমার॥ এক কোপে সেই কাষ্ঠ ফাড়ে যে কুমার॥ রাখিয়াছে আর শষ্য সহস্রেক মন॥ ছিটাইবেক শষ্য সব জুড়িয়া ভুবন॥ একত্র করিবে যেই নৃপতি নন্দন॥ মাপাই দিবারে যদি পারে সেই জন॥ সহস্র মনের অন্ন করিবে রন্ধন॥ একাস্বর সেই অন্ন করিবে ভোজন॥ মহা এক অশ্ব আছে উন্মত্ত লক্ষণ॥ নিকটে মনুষ্য গেলে ভক্ষে ততক্ষণ॥ সে অশ্ব বান্ধিয়া নিজ হস্তে আপনার॥ আরহিতে পারে যেই নৃপতি কুমার॥ সঙ্কট না গুণি আরহিয়া তুরঙ্গমে দাপট করয় যেবা বিজলির সমে॥ গাভী এক রাখিয়াছে পর্ব্বত আকার॥ নিস্বরে যতেক দুগ্ধ সংখ্যা নাহি তার॥ আছুক দোহনে দুগ্ধ সে গাভী সাক্ষাত॥ হেন শক্তি নাহি কার উদরে দিতে হাত

যদিসেপ্রবর্ত্ত হয়গাভীদুহিবার॥ শুখননাজায়দুগ্ধ বহে তান্নি-
বার॥সুরভীদুহিয়াদুগ্ধ বিদিতে রাজার ॥ খাইবারে পারে
যেই নৃপতি কুমার ॥ আর এক বাক্য প্রভু অধিক বিরূপ
সহস্রগজের দীঘ আছে এককূপ॥অর্ঘাত সহস্রগজকূপবিচ-
ক্ষণ ॥ এহি কূপ ভরি যেবা দিতেপারেধন॥ এহি ছয় কর্ম্ম
যেবাকরিবারেপারে॥সেইবর স্থানেমোকে বিবাহ দিবারে
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছেন্নৃপগুণবান॥ কদাচিত সত্যভঙ্গ না
হয় তাহান ॥ এসব অসংক্ষ্য কর্ম্ম নৃপ অঙ্গীকার॥সাধিতে
এসব কর্ম্ম না দেখি প্রকার॥ক্ষমহ জঞ্জাল প্রভুবাক্য রাখ
মোর॥হরিলে আপনদ্রব্য আপে নহেচোর॥পরিবা আপনা
কোন পদেআপনার॥এহাতেকলঙ্ক কিবাঘোষিবেতোমার
করিতে এ সব কর্ম্ম সঙ্কট বিস্তর ॥ করহ গন্ধর্ব বিভা হরিষ
অন্তর॥গোপতপ্রকারেমোকেলও প্রানেশ্বর ॥ না শুনিবা
মোর হেতু কঠিন উত্তর॥আমার জনক হয় প্রকৃতি চঞ্চল
না বুঝয় ভাল মন্দ যেহেন অনল ॥ নাজানিকিবাক্যকহে
তোমার সাক্ষাত ॥ তোমার বিষাদে মোর মর্ম্মে বজ্রাঘাত
তেকারণেপুনি২নিবেদিচরণে॥নিঃসঙ্কা একর্ম্ম কর সকৌতুক
মনে॥কুমারে বলিল প্রিয়া শুনপ্রাণেশ্বরী॥ধড়েতেরহিতে
প্রাণ একর্ম্ম না করি ॥ গোপ্ত কর্ম্ম কুলক্ষণ অধৈর্য্য বিধর্ম্ম
বড়ের তনয় হতে নহে চুরি কর্ম্ম॥বুঝিয়া নাদিলেযেবানৃপ
তির দায় ॥ নৃপ অবিদিতে তোমা নিতে নাজুয়ায়॥পৃয়ার
জনকমহাগুরুগৌরবিত॥লঙ্ঘিতে তাহানবাক্য নাহয় উচিত
তোমা বিবাহের যোগ্য যেবা হয় পন ॥ নৃপতি নির্ব্বন্ধ কূপ
ভরি দিতে ধন ॥ যদ্যপি নৃপতি দায় দিবারে না পারি

তোমাকেবরিতেআমিকদাচনাপারি❋ এসবপরীক্ষা বল সঙ্কটের ভার॥বটকেরকর্ম্ম নহে নিকটে আল্লার॥ যেপ্রভূয়যত মবী অলীগণ প্রতি॥ দেখাইল সঙ্কট পরিত্রাণ কৈল অতি সঙ্কট ভাঙ্গিবেমোরপ্রভুদয়াময়॥ কদাচিত মনে পৃয়ানাগুণ সংশয় ❋ মশারিক মগ্রেব হয় পন্থ বহুদুর॥ আইনু হেথায় আমিকৃপায়প্রভুর❋ এহিকর্ম্ম নারহিবেকৃপায়আল্লার॥ অবিলম্বে হবে বিভা তোমার আমার ❋ যদিসে নির্ব্বন্ধ নাহি তোমার আমার॥ কিহেতু আনিল এথা প্রভু করতার ❋ এসব পরীক্ষা হৈল প্রতিজ্ঞা রাজার॥ মোরহেতুতোমাকে রাখিছে করতার ❋ করিবে আপন কর্ম্ম আপে নিরঞ্জনে॥ তোমা আমা প্রতি পৃয়া কিবা সন্দ মনে ❋ সঙ্কট না ভাব পৃয়ামনে সর্ব্বথায়॥ কৌতুক দেখিতে রহ কি করে আল্লায় কন্যার অগ্রেতেকহি এসব বচন॥পুছয়কন্যারস্থানে সাহার নন্দন❋ যদি জান পৃয়া এহিকার্য্যের সুসার॥উপদেশভেদ কহ প্রকার তাহার ❋ কুমারী বলিল শুন প্রভু দয়াময়॥ আমাহতেমাত্রতোমা এহিকর্ম্ম হয়❋ মোর এককেশ যদি রাখ নিজস্থান॥ স্থগিত রহিবে গাভীতোমাবিদ্যমান❋ অম্পদুগ্ধ দিবে গাভী হইয়া লজ্জিত॥ করিতে পারিবা পান নৃপতি বিদিত❋আরপঞ্চকর্ম্ম হেতু নাদেখিপ্রকার॥সর্ব্বত্রে নারিবা সেইকর্ম্ম করিবার❋শ্রতেককহিযে প্রভু বাক্যপুনি২॥করহ গন্ধর্ব বিভা সঙ্কট নাগুণি❋গোপতপ্রকারেপ্রভু হরিনিলে মোকে॥ সামান্যেরকর্ম্ম হেননাবলিবেলোকে❋মগ্রেবঈশ্বর হয় নৃপতি এমান॥ নৃপেন্দ্রকুমার হরে দুহিতা তাহার ❋

বিধর্ম্ম ❋ ধৈর্য্য পরিহরি কর্ম্ম কৈলে ধর্ম্ম নাস॥ করিবেক
নৃপগনেমোকে উপহাস❋ কহিবেক সেকান্দর নবীর তনয়
এ শষ্ঠ পরীকামনেগুনিমহাভয় ❋ অলক্ষিতেপ্রবেশিয়া নৃপ
অন্তঃস্পুরি ॥ লজ্জা পরিহরিসেহ নারী কৈলচুরি❋ছাড়িল
প্রভুরভর্সা হইভিতমান॥সত্যধর্ম্মছাড়ি কৈলগোপেতেসন্ধান
শাহসরুমিতেনহেবড়েরউচিত॥ নরলোকেঅপযশশুনিতে
কুস্থিত❋যেসকলশুদ্ধমতিজ্ঞানেতেপণ্ডিত॥ নিজ কর্ম্ম হেতু
নহেপাগলচরিত❋যদিসেনা করেপ্রভু ত্রিজগৎপতি॥ আপনা
শ্রদ্ধায়নারে পুরাতে আরতী❋আপনেপুরিলে নিজ আপ্ত
মনস্কাম॥জনেং নৃপকেনে নহে ঠামে ঠাম ❋ নিজ মুণ্ড ক্ষয়
যদি করে কদাচন ॥ মিটাতে নারয় যেবা ললাট লিখন ❋
একর্ম্মের সত্যজ্ঞান পণ্ডিতসকলে॥লিখিয়ারাখিতে মুক্তস্মুব-
র্ণের জলে❋প্রভুআজ্ঞা বিনা সত্যজ্ঞান এবচন॥নানড়েবৃক্ষের
এক পত্র কদাচন❋ কার্য্যভাবে বুঝিপ্রিয়া কৃপায় আল্লার ॥
কর্ম্মাস্তে নির্ব্বন্ধ আছে তোমার আমার❋নির্ব্বন্ধ প্রভাবে কর্ম্ম
নাহৈলে সুসার ॥ বিনানৌকা কিরূপেসমুদ্রে হৈ-হুপার❋সঙ্ক-
টের প্রতি প্রিয়া নাভাব সঙ্কট॥সঙ্কট নাহিকমোর আল্লার
নিকট❋অপকর্ম্ম ক্ষমাজ্ঞাতাজনেরউচিত॥ক্ষমা মূলে পুরে
সত্য মনের বাঞ্ছিত❋অবিলম্বে কর্ম্ম কৈলে নষ্টপরিণাম॥
বিলম্বেরকর্ম্মে পরিণামে অনুপম❋ভুবনে কোথাতেকন্যা
তোমাহেনজন॥ তেকাজেঅসংখ্যদায় বিবাহেরপন❋বর্ম্মসব
করি কুপভরি বিধনে॥তবেসেপ্রতিষ্ঠা তোমারহিবে ভুবনে
এইমতেদোহবাক্য আছিলবিশেষ॥কুমারীর শিরহতেনৈল
এককেশ ❋ রজনী প্রভাতে উঠে পুর্ব্বে দিবাকর॥ সখীসব

পাওাইলকুমারীগোচর❀মালিনীর পুত্রবধু কন্যার সহীতে
সখীসবনৃপসুতেনারিলচিনিতে❀সখীগণপ্রতিবালাআদেশে
বচন ॥ শীঘ্র করি অন্ন সজ্যা করিতে কারণ❀মালিনীর বধু
প্রতি করিয়া জতন ॥ নানা উপহারে অন্ন করাও ভোজন❀
শাশুড়ীরাখিয়াগেলপুরিতেআমার॥অবিলম্বেজাইবেযেতা-
হারগোচর❀তাশুনিয়াসখীগণঅতিশীঘ্রগতি॥নানা দ্রব্যে
ভুঞ্জাইলমালিনীরপ্রতি❀ স্বজীবেজেহেনমৃতনৃপতিনন্দিনী
অন্তঃস্পুরেরৈলহইবিরহেতাপিনী❀কুমারসহিতেপ্রাণউড়িল
কন্যার॥ধড়মাত্ররৈল অন্তঃস্পুরের মাঝার❀বিচ্ছেদ সন্তাপ
ভাবি বিরহে বিকল ॥ সজল হইল আঁখি মুক্তা ঝলমল❀
গিলা বর্ণ হইগেল মুখ শশধর॥শুখনা বান্দুলি পুষ্প যেহেন
অধর❀শরীর হইলছোটা পুষ্প সমতুল ॥ দেখিতে যেহেন
ভাসি জায় জবাফুল❀ অনলের ধুমে যেন মলিন কাঞ্চন ॥
প্রেমেরঅনলধুমেপলটেবরণ❀কুমুদেবর্জ্জিলরূপপুর্ব্বেদেখি
ভানু॥বিচ্ছেদ সন্তাপেরূপত্যাগেলাবানু❀কমলে বর্জ্জিল
হাস্যসন্ধ্যাদরশনে॥তেহেন বসিল রমা বিরস বদনে❀চকর
সন্তাপে যেন চন্দ্র হতে তল॥কুমারে জাইতেদেখিকুমারী
বিকল❀বিচ্ছেদসন্তাপেমর্ম্মে প্রেমেরহুতাশ॥নিশ্বাসউপরে
বালা ছাড়য় নিশ্বাস ❀তাদেখিকুমার মণি বিরহে বিকল ॥
সম্ভরি রাখিতেনারে নয়নেরজল❀স্বজলনয়নেবীরেমাগিল
মেলানি॥আদেশিতেনৃপ সুতা না নিস্বরে বাণী❀জাওবা না
জাও মুখে না কহে বচন॥হেট মুণ্ডে রহে বালা স্বজল নয়ন
পুনি২ আজ্ঞামাগে সাহারঞ্জিতি॥কুমারেজাইতেরমানাদে
অনুমতি ❀ কুমার বুঝিল আজ্ঞা নাদিবেক রমা ॥ কহিতে

স্বপনআগেনিকলেআত্মা ❀ চলিলকুমারমণিঝিম্বিতঅন্তর ॥ চলিতেনাচলেপাও মর্ম্মজর২ ❀ একবারহাঁটেমৃত্তিকায় পাও ধরি ॥ তিন বার কন্যা মুখ চাহে ফিরি২ ❀ এই মতে চলি জায়বীরগুণমনি॥মৃত্যুবৎহইরহেত্রিলোক্যমোহণী❀প্রেমের হুতাসেবালা বিরহেতাপিত॥বিচ্ছেদসন্তাপেঅতিহৈলমোহি শ্চত❀সখীগণে বেড়ে আসি কন্যা চারিপাশ॥শিরেতৈল দিয়া করে চামরে বাতাস❀কেহবলে কন্যা প্রতি কি হৈল নাজানি॥কিবা বিপরীত হেতু আইল মালিনী ❀ ধাত্রিপ্রতি মুক্ষ সখী আদেশিল বাণী ॥ পুরির বাহির করি দিবারে মালিনী ❀ একধাত্রি চলিগেলমালিনী সঙ্গতী॥ পুরির বাহির করি দিল শীঘ্রগতি❀ পুনি ধাত্রি প্রবেশীলঅন্তঃপুর মাঝ মালিনী আশ্রমে চলিগেল যুবরাজ❀মালিনী আশ্রমেজাই জোলকর্ণ কুমার॥ ধরিল পুরুষবেশ ছাড়ি অলঙ্কার❀দেখি লেক মালিনী নাহিক নিজঘরে॥গৃহছাড়িয়াছেপদ্মানৃপতির ডরে❀ গৃহ শূন্য দেখি তবে সাহার নন্দন॥ মালিনীবিচারে বীর গিয়া বৃন্দাবন ❀ বৃন্দাবনে পায় তবে মালিনী দর্শন ॥ মালিনীঅগ্রেতেপুছেনৃপতিনন্দন❀শুনকহি পদ্মাবতীকহ তত্ত্বসার ॥ ঘর ছাড়িবৈসেকেন বনের মাঝার ❀ মালিনী বলিল গৃহে নাহি মোর কাজ ॥ তুমিগিয়া রহ তথা সেইগৃহ মাঝ❀সেগৃহ বঞ্চিতমোকেকৈলবিধ তায়॥ ঘর ছাড়ি নাহি মোর জীয়ন উপায়❀পুনি আসি ভালমোকে জিজ্ঞাসবচন তোমা বাসা দিনু মুণ্ড ছেদন কারণ❀চাতুরী বুঝিনু তোমা টিট ব্যবহার ॥ নিদায় বেচিয়া পার করিতে উদ্ধার ❀ মিষ্ট মুখে পার তুমি হরিতে সর্ব্বস্ব॥ জানহ কপট মায়া জিনিয়া

রাক্ষস॥ মুখেতে চন্দ্রের জ্যোতী অরুণ আকার॥ হৃদেতে কপট কলি সম্পুর্ণ তোমার ॥ নির্বন্ধের ফলমোর পুরিতে কারণ বুঝিতে নারিনু তোম কপটবচন ॥ বুঝিনু সামান্য তুমি নহ অটেটন॥ কপটপ্রকারে ভাণ্ড আমা হেনজন॥ তোমা চতুরালি গুণ দিতে নাহি সিমা॥ পুরুষ হইয়া জান নারীর ভঙ্গীমা। তোমা তুল্য হেন নাহি ঠাম ঠমকিনী। পৃথিবীতে কদাচিত নাহি করমণী॥ মালিনী হইয়া কেবা হেন কর্ম্ম করে॥ নারী বেশে পুরুষ লইজায় রাজঘরে॥ না জানি তথায় কিবা কৈলা বিসন্ধান॥ নৃপতির ভয়ে মোর ধড়ে নাহি প্রাণ॥ পুর্ব্বে কহিয়াছু তোমা বিভা কার্য্য নাই॥ এবে কেন দেখি হেন বিক্রম গোসাই না বুঝি চরিত্র তোমা লৈনু অন্তঃস্পুর॥ মোকে বধি আইলে তুমি বাপের ঠাকুর॥ কি বুদ্ধি করিব বল কোন দেশে জাই॥ এত্রাণ সাহার ভয় কিরূপে এড়াই॥ নয়নে না দেখি পন্থ ধাইতে কারণ॥ না জানি ললাটে মোর কি আছে লিখন॥ পরিণামে ভাল মন্দ কিছু না গুনিনু॥ কুরঙ্গ গোঠেতে যেন ব্যাঘ্র আনিদিনু সখীগণ সমে বালা অপার সমাজ॥ পক্ষী ঝাঁক মধ্যে যেন ক্ষেপিদিনু বাজ॥ অনলের কুণ্ডে যেন ঘৃত দিনু ঢালি॥ দুগ্ধের রখিক দিনু ভুকিল বিলালি॥ পুরুষ শরীর হয় ঘৃতের কলস অগ্নীশিখা নারী আগেনা রহে শাহস॥ একত্র হইয়া হেন কুমার কুমারী॥ স্বধৈর্য্য রহিলা হেন কহিতে না পারি॥ এত্রাণ শুক্ল বস্ত্রে লাগাইলে কালি ॥ মুণ্ডেতে লইনু শত মরনের ডালি আগুন লাগাই গৃহে পালাইনু কোনে॥ ঘর ছাড়ি পালাইর হিনু আসি বনে॥ যে কর্ম্ম করিনু প্রাণ প্রতি নাহি আশ॥ হেন কর্ম্মে হয় জান স্ববংশে বিনাশ॥ তে কারণে বহির হইনু ত্যাগি ঘর

পথান্তর হইরৈনু বনের ভিতর॥ কুমার বলিল পদ্মা কেন ভাব ডর॥কোন অপরাধহেতু এহেন কাতর॥ কুবংশের মুক্ত জনপ্রতিউপকার॥সেকর্ম্মনাহিক ভাল নষ্ট ব্যবহার॥কুজন দুষ্টের হিত চিন্তয় যে সব। অবশ্য তাহার ফলপায়পরাভব অবংশের মুড় আমি নহি কদাচন॥ নাহইবেপরাভবআমার কারণ॥আমাহৈতে যদিবা নাদেখ নিজহিত॥ কদাচিং না হইব তোমা বিঘটিত ॥ সত্য যদি হই আমি বড়েরকুমার আমামূলে বাড়িবেকপ্রতিষ্ঠা তোমার॥মোরপ্রতিউপকার কৈলাযে সকল॥ অবশ্যতোমার আগে ঘটিব কুশল॥কদা-চিত তথাত্তে না কৈলে অপরাধ॥মনশান্ত কর পদ্মা না গুণ প্রমাদ॥অন্তঃস্পুরবিবরণশুনপদ্মাবতী॥যুবতিমণ্ডলেছিনুযে হেনযুবতি॥ সখীসবে জানিলেক মালিনীনিশ্চয়॥লালবানু প্রতি মাত্র দিনুপরিচয়॥মালিনীকহিল বাক্য কহ তত্ত্ব সার লালবানু সনে ছিলাকেমনবেভার॥ তোমাকেভঞ্জিল রমা মন কৌতুহল ॥ নহে মন মত্ত কৈলা কন্যা প্রতি বল ॥ যদি সে এমন দেখিয়াছে সখীগণ ॥ মহারাণী আগে ব্যক্ত করিবেতখন॥মহারাণী কহে যদি নৃপতিবিদিত॥তবেপ্রাণ রক্ষামোর নাহি কদাচিত॥কুমারবলিল শুন কহিপদ্মাবতী সাহা সেকান্দরনবীক্ষিতীঅধিপতি॥ সত্যতা জানহ আমি তাহান নন্দন॥মিষ্ট বৃক্ষে তিক্ত ফল নহে কদাচন॥অসাধু জনক যার মাওব্যভিচারিনী॥সেদুষ্টপুরুষে হরে পরের রমনী অসতীমায়েরগর্ভে যাহার জনম॥ভিন্যনারীসঙ্গেতারঅবশ্য সঙ্গম ॥ লোভ আগে ক্ষমা জার নহে উপস্থিত ॥ মনুষ্য জনমহয়পশুরচরিত॥পরধনভিন্যনারীনাকরেবিচার॥এহি লালমতি ॥

লোকেপরলোকেঅযশতাহার❀প্রভুরঅগ্রেতেনাহিপরি-
ণাম ভিত॥কলঙ্কনাগণেনরেলোকেরবিদিত❀সেসব উদরে
মাত্র ধরে অজধাত॥ তখনে না গেলকেন গর্ভ হই পাত❀
এথায় অকৃত্তি জারযোসে ক্ষিতীপরে॥তথাতেদহিবতাকে
নরক অন্তরে❀অনিত্য সংসারেযেবা জ্ঞানহীন ছার॥ জন
গুণহীন সেই সব কুলাঙ্গার❀ অঘোর নারকীসেসকল মূঢ়
মতি॥ এইলোকেপরলোকেনাপুরেআরতি❀যদিসে ললাটে
কিন্তু ভাগ্যের প্রকাশ ॥ পরদারে ভাগ্য হয়েআয়ু হয়নাশ
পর নারী হরয় যে সবে মত্তমনে॥ অবশ্য তাহার নারী হরে
অন্যজনে❀যেপুরুষ সৎহয় নারী তার সতী॥নষ্ট পুরুষের
ঘরেকুলটাযুবতী❀মোমিনেরসঙ্গেহয়প্রভুরআদেশ॥কাফের
সহিতে জইন পিশাচ বিশেষ❀সর্ব্বত্রপুরুষ নারী কৃতি সম
সম ॥ ফেরাউন মন্দ মাত্র আয়শা উত্তম❀প্রভুর সৃজন যত
অনন্তঅনেক॥সহস্রেকমাঝেপ্রভুসৃজেহেনএক❀পতি ব্যব-
হার নিজ পত্নী অনুরূপ॥ স্বরূপে স্বরূপজান কুরূপেকুরূপ
অধৈর্য্যপুরুষ হয়যে সবেরগণ ॥ স্বধৈর্য্য রহিতে নারে শ্রদ্ধা
অকারণ❀আপনার পরদার মনে অতি ভাল॥ নিজনারীপর
দারে মর্ম্মে ফুটেশাল❀ভিন্যনারীসনে যদি করে পরদার ॥
নিকটেবিবাহশীঘ্রনাঘটে তাহার❀ প্রভু ভয় পরদার ক্ষণে
যে সকলে॥ অবিলম্বেনিজনারী ঘটেকৌতুহলে❀ তেকারণে
ধৈর্য্যমন্তে ধৈর্য্য না ছাড়য়॥প্রভু আগেসে সবের প্রতিষ্টা
বাড়য়❀এসবপরী ক্ষাজবে জিনিবারেপারি॥তবে সত্য লাল
মতিহয়মোরনারী❀হয়কিনাহয়বিভাকন্যাতে আমার॥পরি
নামভয়গুণি ক্ষমিনু বিহার❀লালবানু কন্যা যবে করিপরি

ণয় ॥ তবে রস কেলিকলা মোকে যুক্তহয়॥ দুরাচার নহি আমিকন্যানষ্টনয়॥কেমনেহইবেবলকর্ম্মঅপচয় ॥ মালিনী ভাবয়মনেসন্ধ কিতাহার॥ ঘটীলএত্রাণভাগ্যে সাহারকুমার বিবাহ করিলে কন্যা জোলকর্ণ নন্দনে ॥ এনাম প্রতিষ্টা কিবাইহাতেভুবনে॥ভজিলেঈশ্বরসূতেদাসেরনন্দিনী॥ভুব নে দাসেরহয়প্রতিষ্টারধনি॥সাধুরকুমারহেনজানিমুকারণে অন্তঃস্পুরে নিয়া বহু ভয় পাইনু মনে॥জখনেআসিলএথা জোলকর্ণসন্তুতি॥অবশ্যকরিবেবিভাকন্যালালমতি॥এতেক ভাবিয়ামনে হরিষ অন্তর॥কুমারে লইয়াপদ্মাগেল নিজ ঘর মালিনী যে কুমারেরপাইপরিচয়॥ মহাযত্নেদেবতুল্যকুমারে সেবয়॥ আগু হতে শত গুণে করিয়া মান্যতা ॥ কুমারে সেবয়যেনদেবেরদেবতা॥ মালিনী জানিল সত্ত জোলকর্ণ নন্দনে॥জিনিবেপরীক্ষাসবআনন্দিতমনে॥সাহাবদ্দিনমোহা ম্মদ চরণবন্দিয়া॥আবদুল হকিমকহেপাঁচালি রচিয়া॥ সয়- ফলমুলুকলালমতিরবিবরণ॥শুনিতেকর্ণেতেযেনমধুবরিশন যেহেন বড়ের সুত বড়ের দুহিতা॥ কহিলেন মধু ভাগু মন হিত কথা ॥ কহিয়াছে মনহিতউপদেশ বানী॥ পতি পত্নী সম যুক্ত এহেন কামিনী ॥ ॥ রাগ দির্ঘ ছন্দ ॥

মালিনীঅগ্রেতেপুনি,কহেবাক্যবীরমনি,উপদেশ কহ পদ্মা বতী॥ কিরূপ প্রকার করি, কাহার আশ্রয় ধরি মিলি গিয়া রাজারসঙ্গতি॥তবে কহে পদ্মাবতী,শুনবীরমহামতি,বিভা হেতু করহ প্রচার ॥ এহি কন্যা বিভাকাজে,দ্বারেরাখেমহা রাজে, দমা এক পর্ব্বত আকার ॥ বিভা হেতু যে কুমার আইসেএহিরাজদ্বার,সেদমাউপরেমারেকাঠি।ঠুকিলেদমার

পর,শব্দউঠে ভয়ঙ্কর,টলমল এরাজ্যের মাটি ✻ শব্দ শুনি
নৃপবর, শীঘ্রনিয়া জয়চর,ধরিলেন্ত নৃপ বিদ্যমান॥ তুমি জাই
সে দমাত, শব্দ কর অকস্মাত,নিবেতোমা নৃপতির স্থান✻
ক্রোধ মুখে নরপতি,জিজ্ঞাসিবেতোমা প্রতি,মনে তুমি না
ভাবিও ভয় ॥ সাহাসেকান্দরনাম,কহিবেনৃপতি ঠাম,ভাল
মতে দিবে পরিচয়✻নৃপতিরক্রোধ মতি, দেখি না ডরিবা
অতি, না ছাড়িবা ধৈর্য্যআপনার॥মরুতের সমশ্বর, ইহবেক
নৃপবর,হইরবেপর্ব্বত আকার✻গিরীমেঘদোহ পরে, পবনে
আটোপকরে,উড়াইতে নারে গিরী মুড়॥ শক্তি অনু ক্ষমা
ধরি, রহিবেক স্থির করি, প্রভু নাম লইমনে খাড়া ✻ যদি
হওমেঘপ্রায়,উড়াইয়া নিব বায়,সিদ্ধি না হইবে মনস্কাম ॥
নৃপ যদি অগ্নী হয়, হবে তুমি জল ময়, বাক্য কবে মিষ্ট
অনুপম ✻ যে সব প্রধান হয়, ইতর কাতর নয়, সর্ব্বময় হয়
গুণধাম॥ইতরেযে শূন্য বুদ্ধি,না জানে কাজের সিদ্ধি,কাতর
হয় মুখ ভিতমান✻নৃপ সাহা সেকান্দর,তুমি তান পুত্রবর
পরিচয় দিবে আপনার॥ এ মহি মণ্ডল মাঝ, সেকান্দর মহা
রাজ,তান ভয় মনেনাহি কার✻শুনিয়া জোলকর্ণনাম,মান্য
করি অনুপম, কন্যাবিভা দিবেতোমা ঠাম॥ মাতিনীর অনু
মতি, পাই চলে শীঘ্রগতি, রাজদ্বারে বীর গুণধাম✻ শীঘ্র
জাই সে দমাতে, শব্দ করে অকস্মাতে,মহাশব্দউঠেঘোর-
তর ॥ শুনি মহা শব্দ অতি, ক্রোধ হৈল নরপতি, দুত সব
পাঠায় সত্বর✻দ্বারে জাইদেখেদুত,রূপেঅতিঅদ্ভুত, ভুবন
মোহনযুবরাজ॥কুমারে নিকটেদেখি, দুত হৈলক্রোধ মুখি,
বলিলেক মরিবার কায ✻ নৃপতির আজ্ঞা বিনে, দমা শব্দ

কর কেন, চল তুমি নৃপতির স্থান॥ কুমারের চারি ভিতে বেড়িয়া সে সবজুতে, শীঘ্র নিল নৃপ বিদ্যমান❋নৃপতির দরশনে, শশুর ভাবিয়া মনে, প্রণামিল গুরু আপনার॥নৃপ দেখি বীরবরে, প্রশংশিল বহুতরে, নহে এহি সামান্য কুমার❋কুলের নন্দন হয়, মহা রূপ অতিশয়, মোর লাল মতি যোগ্যবর॥নৃপ সুতশতে২, আসিয়াছে এহি মতে, দ্বারে কন্যা বিবাহ অন্তর❋হেন রূপ পৃথিবীতে, না দেখিনু কদাচিতে, রূপ রঙ্গে হেন অনুপম॥ এতেক ভাবিয়া মনে, জিজ্ঞাসে কুমার স্থানে, কেবা তুমি কহ নিজনাম❋ হওক রপুত্রবর, কোন রাজ্যে তোমা ঘর, দমা শব্দ কর কিকারণ॥ নৃপতির বাক্য শুনি, কহে শুকুমার মণি, নৃপতিকে সম্বোধিবচন❋ পিতা মোর সেকান্দর, ক্ষিতীশ্বর ঝেন রেশ্বর, জগ মাঝে জান অনুপম॥ শুন নৃপ সত্য কই, তাঁহার নন্দন হই, সয়ফলমুলুক মোর নাম❋ শুনি ভ্রমিকেতে তথা, পরিহরি মাতা পিতা, লালামতির কিনু উদ্দেশ প্রদীপের বার্ত্তা পাই, পতঙ্গ আইনু ধাই, অনলেতে করিনু প্রবেশ❋ লয্যায় না পুরে কায, তেকাযে ত্যাজিয়া লাজ, তোমা আগে কৈনু এহি বাণী॥ রূপ দৃষ্টি মোর প্রতি, হই নৃপমহামতি, কন্যা দান কর ধর্ম্ম জানি❋ কুমারের বাক্য শুনি, স্বকরুণ নৃপমণি, কহে নৃপ কুমারের প্রতি॥ তোমার জনকবর, নৃপ সাহা সেকান্দর, সপ্তদ্বীপ অক্রিমেরপতি❋ এমহি মণ্ডল মাঝ, নহিলেন মহারাজ, জোলকর্ণ নরীর সমস্বর॥তান মান্য শিরে ধরি, দোসভোম পরিহরি, ছাড়িদিনু জাও শিশু ঘর❋হৈতে যদি অন্য জন, না ক্ষমিতু কদাচন শাস্তি দিতু যেহয় তাহার॥যদি আমি করিরোষ, বাপে তোমা

দিবে দোষ, অপরাধ ক্ষমিনু তোমার॥ করিদিব নৌকা সাজ, চলি জাও যুবরাজ, প্রাণ লই জনকের পাশ॥ কুমার বলিল পুনি, শুন কহিনৃপমণি, মাদেখাও মোকেপ্রাণ তাশ॥ শিশু ঘোকে অনুমানি, অযুক্ত না কহ বাণী, অমর্য্যাদা মোকে না শোভয়॥ গুরুমান্যহীনহই, পরাক্রমে শিশু নই, সিংহ আমি সিংহের তনয়॥ তোমা অগ্রে হেন জানি, পিতাকে না কৈনু বানী, তোমা মান্য রাখিতে কারণে॥ ভুবনেতে সেকান্দর, হেন মহানৃপবর, কিকরিতে নারে জেবা মনে॥ যদি আইসে সৈন্য সমে, না জানি কে বাড়ে কমে, নাকরিব তোমাকে সত্যতা তুমি হেন লাখে২, ধনে প্রাণে পুজে জাকে, তানসঙ্গে নাজিন সর্ব্বথা॥ রহে বাপ সেকান্দর, আমি শিশু একাশ্বর, তোমা হেন শতেক নৃপতি॥ হস্তে খড়্গ বর্ম্ম ধরি, সংগ্রামে প্রবেশকরি পরাজিতে পারির মতি॥ তোমা ভৈরবিতমনে, ভাবি আমি তেকারণে, রাখিতে আইনু দয়াধর্ম্ম॥ মনরঙ্গ কুতুহলে, কিবা বলে কিবা ছলে, করিতে আইনু নিজকর্ম্ম॥ সুহরিষ গুণবান, করমোকে কৃপাদান, রসেতে বিরশ অনুচিত॥ জোলকর্ণ নন্দন হই, তোমাকে যে সত্য কই, এ কর্ম্ম নাকর কদাচিত॥ প্রিয়ার জনক জানি, মহা গুরু অনুমানি, মানি আমি শত্রু পরিহার॥ মোর সনে বৈরিরীত, যুক্ত নহে কদাচিত, অপজশ না হৌক তোমার॥ ধর্ম্ম অনুভব কায, কৃপাদৃষ্টি মহারাজ আমা প্রতি নাহইও বাম॥ ভক্তি ভাবে বহুতর, তোমাপদে মাগী বর, পুরাও আমার মনস্কাম॥ লালবানু আগে প্রাণী, তৃণ হেন নহে জানি, প্রীয় বিনা জীবন অসার॥ কন্যার প্রেমের ডোর, কণ্ঠেতে লাগিল মোর, রৈল প্রেমবন্ধন মাঝার॥ বিনা

প্রিয়া লালমতি, দেশে না করিবগতি, কন্যা হেতু ত্যাজিব
জীবন ॥ কিবা হীন রূপধরি, কিবা বাহু দর্প করি, কন্যা না
ছাড়িব কদাচন ॥ জেবা দেখ একাশ্বর, আমি অগ্নী সমশ্বর, কিন্তু
অগ্নী দহে মহাবন ॥ যদি পাই মনে ক্লেশ, দগ্ধিব তোমার দেশ,
হারাইবে রাজ্য সিংহাশন ॥ প্রকাশিলে নিজ বল, পাহাড়
করিব জল, তুলা উড়াইব লৌহগড় ॥ লালবানু কন্যা হেতু
পাহাড় করিব সেতু, সমুদ্রেতে করিব পাহাড় ॥ কুমারে কুপিত
জানি, কহে নৃপ মধুবানী, শুন কহি সাহার নন্দন ॥ হও যদি
বীর্য্য শালী, এ শষ্ঠ পরীক্ষা পালি, কন্যা লিভা কর রঙ্গ মন
কৈলে কর্ম্ম এ সকল, বুঝিব বিক্রমবল, তবে সত্য জোলকর্ণ
নন্দন ॥ যদি নার করিবার, বৃথা তোমা অহঙ্কার, বাক্যালাপ
কর অকারণ ॥ সেকান্দর পুত্র যদি, হও তুমি গুণনিধী, নাহি
তোমা একর্ম্ম সঙ্কট ॥ যদি তান পুত্র নহ, বৃথা বাক্য কেনে কহ
সত্য তোমা মরণ নিকট ॥ শষ্ঠম পরীক্ষা ভার, যদি পার জিনি
বার, তবে পুরে বাঞ্ছিত তোমার ॥ প্রয়ত্ন হইবে জবে, করিতে
না রিলে তবে, পুনঃ নাই তোমার নিস্তার ॥ সত্য কৈনু যেই নরে
এসকল গুণ ধরে, তাকে সমর্পিব লালমতি ॥ যদি নড়ে শ্বর্গ
মর্ত্ত, না টলে আমার সত্য, মর্ম্ম ভেদ কৈনু তোমা প্রতি ॥
তা শুনিয়া কুমার কহে প্রভু হৈতে কিবা নহে, কল্প যেবা
মনে আপনার ॥ যেবা তোমা আমা আগে, পর্ব্বত পাহাড় লাগে
তৃণ হেন নিকটে আল্লার ॥ ললাট নির্ব্বন্ধ জার, পুরায়েন্ত
করতার, আগে প্রভু করিয়া প্রকার ॥ প্রভু ত্রিজগৎ রাজ
করিবে আপনা কাজ, কিবা চিন্তা তোমার আমার ॥ কৃপা হৈলে
দয়াময়, এবা কোন কর্ম্ম হয়, হেলায় করিব ছয় কর্ম্ম ॥ নৃপতি

বলিল পুনি, পরিনাম নাহি গুণি, দ্বতু্য লৈছে না বুঝিয়ে মর্ম্ম ❀ সাক্ষ্য হৈওদের ধর্ম্ম, না বুঝি কাযের মর্ম্ম, আপে মরে জোলকর্ণ নন্দন ॥ সাহাবদ্দিন মোহাম্মদ, শিরে বন্দি তানপদ, আবদুল হাকিম রচন ❀ রাগ গান্ধারী ॥

নৃপতিবলিল শুন সাহার তনয়॥মহাএককাষ্ঠমোরদ্বারেতে আছয়❀সেইকাষ্ঠ এককোপেফাড়হকুমার॥ দেখিব কি গর্ব্বে বল বিভা করিবার❀কহিতেসঙ্কট নহে বিবাহের কথা॥ ঐ কাষ্ঠফাড়িতেবাপুনাহবেজোগ্যতা❀বচনঅগ্রেতেতোমানাই গড়খাল॥ এহিসেসঙ্কটবাপুঠেকিলে জঞ্জাল❀ এবলি এত্রাণ নৃপ গঞ্জিয়া কুমার ॥ আজ্ঞা দিলসৈন্যপ্রতিআনিতেকুঠার সহস্রমনেরসেইকুঠারপ্রধান॥চড়কেতুলিয়াসবে গজে দিল টান❀কুমার সাক্ষাতে আনি রাখিল কুঠার॥দেখিয়াকুমার মনে লাগে চমৎকার❀সেকাষ্ঠকুঠারদেখি ত্রাশে যুবরাজ ॥ স্মরিয়া আল্লার নামআরাধেখোওাজ❀খোওাজচরনেকরে সহস্রপ্রনতি॥তুমিবিনাসঙ্কটে নাহিকমোরগতি ❀ অতিসে কাতরদেখিভ্রাতারসন্ততি॥খোওাজখেজেরপীরআইলশীঘ্র গতি❀খোওাজবলিলশুনজোলকর্ণ তনয় ॥ কিহেতু স্মরহ মোকে করিয়া বিনয় ❀ কুমারপ্রণামি কৈলনিজ বিবরণ ॥ খোওাজ বিস্মিত হই কহিল বচন ❀ ভুবনে নাহিক কন্যা তোমারকারণ॥তেকাজেআইলেএথা হৈতে বিড়ম্বন❀হেন কুমন্ত্রণানৃপনন্দিনীতাহার॥বিভাহেতুএসপ্তসমূদ্র হৈলাপার কুমন্ত্রের ভাণ্ড এহি নৃপতি এত্রাণ॥ সংসারে নাহিক কপট তাহারসমান ❀পৃথিবীতেকন্যাবিভানাদেকোনজন॥ কেবা কহিয়াছেহেন আশ্চর্য্য বচন❀যদিবা একন্যাহেতুশ্রদ্ধামনে

অতি ॥ কিকরিতে নারে তোমা জনকনৃপতি ❀ উপরেগগণ নিম্নে এমহী মণ্ডল॥ এথাতে বসতিযতনরেন্দ্রসকল ❀ নিজ সিংহাশনেবসিনাকরিয়রণ॥ কন্যাসমে বান্ধিনিতেপারেসর্ব্ব জন ❀ তোমার জনক সাহানৃপ মহামতি॥ কিহেতুবিদেশে বাপ আমারদুর্গতী ❀ এক্ষণে কি কর্ম্মে আমা কর আরাধন কুনরেবলিল খুড়াশুননিবেদন ❀ প্রভুর নির্ব্বন্ধ যেবা না মিটে বিশেষ॥ কিরূপে আইনু বিনা প্রভুর আদেশ ❀ পিতাপর্ব্বখুড়া পর্ব্ব একই বচন॥ তোমার ভর্শায় কৈনু বিদেশেগমণ ❀ সমাল সংসার মাঝে জথাতথাজাই॥ মনে আশা তোমা পদ আরাধিলেপাই ❀ মানসতোমার আগে নহে অগোচর॥ কিরূপে ফাড়িব কাষ্ঠ মনেলাগেডর ❀ কাষ্ঠেতেকুঠার যদিহানি কদাচিৎ ॥ ফাড়িতেনারিলেকজ্জা এত্রাণ বিদিত ❀ ছাড়িনুজনক ভর্শা তোমা প্রতি আশ॥ জনক সাহায্য ছাড়ি আইনু তোমা পাশ ❀ বাপের অনুজ বাপ সদৃশ নিশ্চয়॥ তেকারণে আরাধিনু সঙ্কট সময় ❀ একাষ্ঠকুঠার দেখি ভয় লাগে অতি॥ কি রূপেফাড়িবকাষ্ঠ দাও অনুমতি ❀ খোওাজ বলেন সন্ধ্ব নাভাব কুমার॥ ধরহকুঠারিবৈঠস্মরিকরতার ❀ কাষ্ঠের মাথাতে মার কুঠার প্রহার ॥ ফাড়িবএমন কাষ্ঠ সন্ধ কি তাহার ❀ তোমা অঙ্গে ভর দিয়া দিব মহাবল॥ ফাড়িবএকাষ্ঠ যেন ফাড়ে খাগ নল ❀ চরকে তুলিয়া মহা২ঐরাবতে॥ কুঠার আনিয়াদিল কুমারসাক্ষাতে ❀ কুমারকুঠার ধরিতুলিবামহাতে॥ আস্ফালি ঘোমায় বীরেনৃপতিসাক্ষাতে ❀ কুম্ভকার চক্রযেন ঘোমায় সঘন॥ দেখি চমকিতহৈলনৃপতির মন ❀ তাদেখিয়াকোলাহল করে সৈন্যগণ॥ কৌতুকদেখিতে ধাই আইল সর্ব্বজন ❀

সিংহাশনেবসিরঙ্গচাহেনরপতি॥ বধিতে মাতঙ্গ যেন সিংহে কৈলগতি ❋ সুমেরু ভেদিতে দন্তে আইল ঐরাবত॥ মহা কোপে চলে যেন উদ্দেশী পর্ব্বত ❋ ভাঙ্গিতে হরের ধনু যেন রঘুপতি পরমবাপোটে চলে কাঁপে বসুমতী ❋ উ.র্দ্ধতে গড়ুর যেন উড়ে হুহুঙ্কার॥ তেন মহা শব্দে বীর ঘুমায় কুঠার ❋ দহিতে খাণ্ডব বন কাঁপে তেজময়॥ জেহেন আটপে চলে বীর ধনঞ্জয় ❋ কুঠার ঘুমায় হুহু শব্দ ভয়ঙ্কর॥ কুমার আটোপে মহি কাঁপে থর২ ❋ চারি দিকে খোওাজ ঘুমায় রঙ্গমন॥ কাষ্ঠেতে কুঠার হানে নৃপতিনন্দন ❋ গগণে লাগিল তালি ভুমীকম্প বত॥ সমূদ্রে পড়িল যেন ভাঙ্গিয়া পর্ব্বত ❋ আশচর্ঘিতে পড়ে যেন ঠাঠা ভয়ঙ্কর ॥ সিংহাশনে এত্রাণ কম্পিত কলেবর ❋ সসৈন্যে এত্রাণ নৃপ করে অনুমান॥ কুঠার প্রহার শব্দে ফাড়ি গেল কান ❋ কোপ মারি রহে কুঠারের দণ্ড ধরি॥ খোওাজে ফেলায় কাষ্ঠ দুই খণ্ড করি ❋ কাষ্ঠ ফাড়ি কুমার যে আনন্দিত মনে॥ সহস্র প্রণাম কৈল্য খোওাজ চরণে ❋ কাষ্ঠ দুই খণ্ড হৈল নৃপতি গোচর॥ হেট মাথে বৈসে রাজা চিন্তিত অন্তর ❋ কুমার বিক্রম দেখি ধন্দ নরপতি॥ বলিল এ কর্ম্ম নহে মনুষ্য শকতি ❋ ক্ষিতী মাঝে হেন নাই বলবন্ত জাতি॥ সত্য জানিনু এই জোলকর্ণ সন্ততি ❋ এ কাষ্ঠ ফাড়য় হেন নাহি ক্ষিতীপরে ॥ মহিমার বলে কাষ্ঠ ফাড়িল কুমারে ❋ বড়ের তনয় বীর ভুবন বিখ্যাত॥ এহি সে জোলকর্ণ সাহা সয়ালের নাথ ❋ জন্মিল ঔরশে জার এহেন কুমার॥ ভুবন শাসিতে মন্দ নাহিক তাহার ❋ যেক হিল মোর আগে হুতাশন সম॥ নয়নে দেখিনু আমি তেহেন বিক্রম ❋

জিনে রণে❀মোর আগেযে কহিল জোলকর্ণসন্ততি॥নাহয় ❀ প্রলাপবাক্যসত্যসেভারতী❀এহেনভাবিয়ামনেএত্রাণনৃপতি প্রসংশিল ধন্য২ সাহার সন্ততি❀ অধিক বিষাধনৃপ হরিষ কিঞ্চিৎ॥কুমারেবিদায়করিপ্রবেশেপুরিত❀নৃপতিরমনবুঝি মহাদেবীসতী॥করজোড়েজিজ্ঞাসয় কহ প্রাণপতি❀ আজি দ্বারে কি শব্দ শুনিনুপ্রাণেশ্বর॥আশচর্য্যিতেপড়েযেন ঠাঠা ভয়ঙ্কর❀হেনআস্বাদনদেখি কি হয় প্রমাদ॥বিনা মেঘে কভু নাহি শুনিমেঘনাদ❀সিংহের চিৎকারযেনশুনিনু শ্রবনে॥ কম্পিত হইল পুরি ভয় পাইনু মনে❀কিহেতু মিলিল দ্বারে সৈন্য আগনন॥ মহাহুলস্থুলিহৈল কিসের কারণ ❀ নৃপতি বলিলপ্রিয়াকহিযেতোমাত॥শাহাসেকান্দর জান সয়ালের নাথ❀ একা বর্ত্তেসেকান্দর সয়ালেরপতি॥সয়ফলমুলুকনাম তাঁহার সন্ততি❀মাতাপিতাছাড়িএথাকরিলগমন॥ভ্রমিকেত শুনি লালমতিবিবরণ এসপ্ত সমূদ্র হয় অথবি গম্ভির॥ সে সমূদ্রের তরনি কাণ্ডারী নহেস্থির❀মনুষ্যেরগতাগেমনাহি কদাচন ॥ না জানি কিরূপে আইলজোলকর্ণনন্দন❀ বিনা মহিমার বলে আসিতে নারয়॥ শূন্যেউড়ে আসিয়াছেহেন মনে লয়❀দমাতে করিল শব্দ গর্ব্বে আপনার॥দুতসবেজাই ধরি আনিল কুমার❀মোর আগে ভয় কিছু না রাখিলা মনে পত্নুত্তর দিল মিষ্ট কটুরবচনে❀শুনিতেমান্যতা বাক্য কর্ণে মধু ভরে॥ বীরদর্প কথা শুনিপ্রাণ কাঁপে ডরে❀সেকান্দর মান্য ভাবকল্যবারেবার॥ বাক্য না রাখিল মতীগর্ব্বে আপ নার ❀ ইচ্ছিলেক এশক্তপরীক্ষা পালিবার॥আদেশিনু মহা কাষ্ঠ ফাঁড়িতে কুমার❀সহস্র মনের হয় কুঠারপ্রধান॥দ্বারে

ঘোর মহা কাষ্ঠ পর্ব্বত সমান ❀ কুঠার চড়কেতুলি আনিল মাতঙ্গে॥ বামহাতেধরিবীর তোলে মন রঙ্গে❀কুঠার ঘুরায় বীরেমস্তকউপর॥শুনিলাসে শব্দযেন ঠাঠা ভয়ঙ্কর ❀ এক কোপে মহা কাষ্ঠ কৈল দুইখান॥কৌতুকদেখিনু আমি চক্ষু বিদ্যমান ❀ তাদেখি আশ্চর্য্য গুণি যত সৈন্য গণে॥ মহা হুলস্থুলি কৈল শুনিলা শ্রবনে❀কুমারেরপদ ভরে মহি টলমল ॥ ধরাহর সমেপুনি কম্পিত সকল❀নৃপতিরমুখেবাক্য শুনি দেবী সতী ॥ জিজ্ঞাসে নৃপতি আগে কহ প্রাণ পতি সাহা সেকান্দর হয়কেমননৃপতি॥পৃথিবীতে ভ শক্তিকেমন প্রকৃতি❀কোনবংশ জন্মতারকোনজাতিকুল॥হয় কিনা হয় জাতিতে মাসমতুল❀রূপেগুণেহয়তারকেমনতনয় ॥ লাল মতিযোগ্য বর হয় কিনা হয়❀নৃপতিবলিল কহি শুনতত্ত্ব সার॥ সেকান্দর সম নাই ভুবনেতেআর❀ এমহিমণ্ডল মাঝে প্রভু নিরঞ্জন ॥ সেকান্দরতুল্য সাহা না কৈলসৃজন ❀পৃথিবীতেযত ইতিরাজারাজ্যেশ্বর॥সেকান্দরনৃপতিরআগেভেটে কর❀ যত ইতি নৃপ সব এমহীমণ্ডলে ॥সেকান্দরে প্রণাময় মুণ্ড কর তলে ❀ যত দুর প্রকাশয় শশী দিবাকর ॥ সপ্ত আক্লিমেরপতিসাহা সেকান্দর॥দেও পরি জক্ষ্য যত গন্ধর্ব্ব দানব সেকান্দরনৃপতিরকিঙ্করএসব❀নবীবংশেউৎপত্তি ধর্ম্মব্যাবহার ॥ সেকান্দরমহাশয়রসুলআল্লার❀মহা কুলশিল জাতি প্রচণ্ড ক্ষিতীত॥তাহান সমান আমি নহিকদাচিত❀তুলনা তাহানমোর কহিতোমাপাশ॥মৃত্তিকা সদৃশ আমিজোলকর্ণ আকাশ❀রূপেগুণেতাঁহার কুমার সমস্বর ॥ লালমতি বিনা নাই ভুবনেতেনর❀ভুবনমোহণ রূপ সাহার কুমার॥রূপের

7

প্রসংশা যত্ত কহিতে অপার॥দ্বিতীয় ইউসুফ যেন ভুবনের মাঝ ॥ কৃপা করি সৃজিয়াছে ত্রিজগৎরাজ॥তেহেনপরমরূপ সাহার সন্ততি॥সেই অনুরূপেরূপকন্যালালমতি॥ সম সম রূপবর বালা দুইজন॥অনেক জতনে সৃজিয়াছে নিরঞ্জন॥ মহা বীর্য্যশালী বীরকৈসু অনুমান ॥ নাগণে কাহাকে শ্রেষ্ঠ আপনা সমান॥ স্তুতি বাক্য সম্ভাসিলমোকে বহুতর॥ইষ্ট নিন্দা বাক্যেগঞ্জিদেখাইলত্তর॥বচনে চতুরঅতি সংগ্রামে দুর্জ্জয় ॥ ভুবনে জম্মিল সিংহসিংহের তনয়॥ মহারাণী বলে যদি হয় হেনজন॥লালবানু কন্যা প্রভু কর সমর্পন॥নৃপতি বলিল বাক্য শুনহ আমার॥লালমতি বিনা পুত্রকন্যা নাহি আর॥দুরদেশেবিভাদিতেকন্যালালমতি॥তেকাজেআমার চিত্ত দহেপ্রতিনিতী॥নৃপতির বাক্য শুনিকহেদেবীসতী বিবাহের যোগ্য হৈল কন্যা লালমতি॥পুরিলকন্যারপ্রতি সম্পূর্ণ যৌবন॥কন্যা রাখিবারে যুক্তনহে কদাচন॥যৌবন উন্মত্তরিত বিরহে হুতাশ॥নাচাহে প্রতিষ্ঠা নাহিগণেজাতি নাশ॥আপ্তপ্রায়কিবা নাহি জানে বাপমায়॥শরীরপিড়ীলে ব্যাধি ঔষধ জুয়ায়॥লালমতিযোগ্য বর বিধির ঘটন॥ এই কুমারেতেকন্যাকরসমর্পন॥বিবাহনাদিলেকন্যাপাইযোগ্য বর ॥ অকৃতিযোসিবেলোকে দিগ দিগান্তর॥বলিবে এত্রাণ নৃপ ধনের কাতর ॥ মানিক্ক মুকুতা লোভে হইল বর্ব্বর ॥ দুহিতামুখেতেশ্রবেমানিক্কমুকুতা॥তেব াজজামতাহস্তে না সমর্পে সুতা॥মহারাণীবাক্য শুনি হাঁসে নৃপবর॥নিজপ্রিয়া সম্বোধিয়া দিলেকউত্তর॥নৃপতিবলিল প্রিয়েশুনচন্দ্রমুখি॥ কন্যাবিবাহেরযোগ্যঅনুমানেদেখি॥ তবেকিপ্রতিজ্ঞামোর

করিতে পালন॥ অঙ্গীকার করিয়াছে সাহারনন্দন❀প্রথমা পরীক্ষা এক জিনিল কুমার॥ অদ্যপি আছয় পঞ্চ পরীক্ষার ভার❀প্রথম বিক্রমদেখিকৈনুঅনুমান॥জিনিবে পরীক্ষা সব বীরগুণবান ❀ যদিবা এ সব কর্ম্ম করিতে নারয়॥ তথাপি করিব বিভা সাহারতনয়❀যারসনেবলে নাহি জিনি কদাচিত বৈরিভাবতারসঙ্গে নাহয় উচিত❀তবেকিআশ্চর্য্যকর্ম্মবলে করিবার॥কৌতুকদেখিতেশ্রদ্ধ মনেতেআমার❀পৃথিবীতে এসব পরীক্ষাকোনজমে॥িয়াছে কাহাকে কেবা করিয়াছে কোনে❀এহেনঅসাদ্ধকর্ম্মবলয় করিতে॥কিরূপেকরয়শ্রদ্ধা কৌতুকদেখিতে❀ নহে কোন রূপে মোর কন্যালালমতি বিবাহ করিবে সত্যজোলকর্ণ সন্তুতি❀মাগিল জেহেন বর প্রভুর বিদিত॥মিলিলজোলকর্ণ সূতপুরিল বাঞ্ছিত ❀ এই মতেঅন্তঃপুরেএত্রাণনৃপতি॥উত্তরপদত্তরনিজপ্রিয়ারসঙ্গতি কুমারেরহেন বার্ত্তা শুনি লালমতি॥পরম হরিষে বালা মন রঙ্গ অতি❀ তথা মালিনীরঘরেগেলগুণবান॥মালিনীযে পুছে বার্ত্তা কুমারের স্থান❀ একে একে কুমার কহিল যত ইতি শুনিয়ামালিনীহৈল আনন্দিত অতি❀সাহাবদ্দিনমোহাম্মদ করুণাসাগর॥সেদেকসিদ্দিকসমবিচারেউম্মর❀শাস্ত্রেবিদ্যা গতঅতিজেহেনউশ্চমান॥দানেধ্যানেপুন্যরাশিআলীরসমান❀ সাহার জেকের গুণ কহিতেঅপার॥সর্ব্ব শাস্ত্রেবিশারদ ধর্ম্ম ব্যাবহার❀তেঁহপদে আবদুল হাকিম মন হিত॥ ইহলোকে পর লোকেপরম বাঞ্ছিত❀দ্বিতীয়পরীক্ষাএবেশুনহপ্রকার আবদুল হাকিম ভনে রচিয়া পয়ার❀ দ্বিতীয় পরীক্ষা॥ আরদিন সিংহাশনেবসিনৃপবর॥ কুমার চলিয়া গেল নৃপতি

গোচর ❀ সম্ভ্রমেমান্যতা অতি কল্য বহুতরে॥ সুবর্ণ কেদারা দিলবসিবারতরে ❀ কুমারবসিলসেইকেদারারমাঝ॥বাবুর্চি গণেরে ডাকিআনে মহারাজ ❀ বাবুর্চি প্রতিতবেকহিলা বচন॥শহস্রমনেরঅন্ন করিতে রন্ধন ❀ তণ্ডুল শহস্রমনউপ- হার অতি॥শতেক ব্যাঞ্জনেঅন্নরান্ধশীঘ্রগতি ❀ রন্ধন করিয়া অন্ন অতি তুরমান॥ অবিলম্বে আনহকুমারবিদ্যমান ❀ উট গাভী মৈস মেড়া দুম্বা অজা খাসি॥ অন্নেরসহিত মাংসরান্ধ রাশি২ ❀ গউজ গয়াল সগুা মৃগ কবুতর॥ খরগোষ রাজ- হংস কুক্কুটকৈতর ❀ দধিদুগ্ধ ঘৃত ননি নানা উপহার॥ আনি লেক শহস্র২ভারেভার ❀ শহস্র মনের অন্ন এদ্রব্য নানান উদ্যানে রাখিলপুঞ্জপার্ব্বত সমান ❀ কহেমার্ত্তবকি সবে কুমা রের প্রতি॥ বিবাহ করিতে যদি চাহ ভালমতি ❀ কিরূপে ভক্ষিবা অন্ন করহভক্ষণ॥করিতেনারিবা কর্ম্ম ইচ্ছকি কারণ মার্ত্তবকি প্রতিদিল কুমারে উত্তর॥প্রথমকর্ম্মেরগম্যেনাবুঝ বর্ব্বর ❀ গগণ চরিত্রেবুঝেবরিশনঅতি॥বাক্য আলাপনেবুঝে মুরখ্য পণ্ডিতি ❀ বড়ই নৃপতি তোমামহাগুণবন্ত॥ তুমি সব রাজ্য বাসীতেনমতিমন্ত ❀ তোমাসব আগেএই অন্ন বহুতর আমা অগ্রেউটমুখে জিরা সমস্বর ❀ রাক্ষসমাহই শূন্যস্থলে খাইবার॥ শীঘ্র আসি বান্ধ টাটি অন্ন চারিধার ❀ শুনিমার্ত্ত- বকি সবে কুমারবচন॥নৃপতি অগ্রেতে জাই কহিল তখন নৃপতিকহিলসৈন্য জাওশতে২॥সে অন্ন বেড়িয়া টাটিবান্ধ চারি ভিতে ❀ সৈন্যগণেনৃপতি আজ্ঞা অনুমান॥ অন্ন চারি দিগেটাটিবান্ধিলপ্রধান ❀ হেনকালেদিনশেষেপ্রবেশেরজনী সম্মুখে লইয়া অন্নবৈসে গুণমণি ❀ কুমার বলিল অন্তহও

সৈন্যগণ॥নাকরিবতোমাদেরসাক্ষাতেভোজন॥তোমাসবদৃষ্টে অন্ন করিলেআহার॥এহাতেউদরভঙ্গহইবে আমার॥বিদায় করিয়ে যত সৈন্য সেনাপতি॥পর্ব্বতসমান অন্ন দেখিচিন্তে অতি॥মনেতে ভরসাঅতিসঙ্কটেরভার॥ছিমোরোগ বিনা আর নাহিক নিস্তার॥প্রভুকেপ্রণাম করি স্মরি পক্ষীরাজ দুইপক্ষ কুমার তাপর অগ্নীমাঝ॥আঁখির নিমিশে দুইপক্ষী ততক্ষণ।কুমারগোচরে আসি জিজ্ঞাসে বচন॥কি কর্ম্মে আরাধমোকেসাহারসম্ভতী॥যদিবলসসৈন্যে এব্রাণ নরপতি পাখছাটে উড়াইয়াসমুদ্রেভাসাই॥নতু নখে বিদারী বুকের মাংস খাই॥নহে কন্যা সমে পুরিগ্রহিয়া চুঙ্গলে॥মসরিকে নিতেপারিমন কুতুহলে॥এহেন কিঙ্কর আমিতোমা আজ্ঞা কারী॥আদেশপাইলেকিবাকরিতে নাপারি॥কিকর্ম্মে স্মরহ মোকে কহ যুবরাজ॥ করজোড়েপক্ষী আগেনিবেদয় কাজ করিলে এব্রাণ নষ্ঠধর্ম্ম পরিহরি॥স্বসৈন্য কাটীতেপারিহস্তে খড়গধরি॥চিন্তিলেতাহার মন্দ আমাকে অধর্ম্ম॥করিবারে যুক্ত যেবা আদেশয় কর্ম্ম॥ মম নিবেদন এইশুন খগপতি অন্ন লই সঙ্কট হইলমোর প্রতি॥কৃপাবাসী কর যদি এঅন্ন আহার॥ তোমারকৃপায়পুরেবাঞ্ছা যে আমার॥ পরিহাস্য কহে পক্ষী কুমারেরস্থান॥ পাগল চরীত্র তোমা স্বশুর এব্রাণ প্রভুর মহিমা মনে নহেঅনুমানি॥একর্ম্ম আদেশেতোমানা পারিবে জানি॥যেইব্যাধি সৃজিয়াছেপ্রভুকরতার॥অবশ্য সৃজিছেপ্রভু ঔষধ তাহার॥এহার শতেক গুণ অন্ন যদি হয় তথাপিহকর্ম্ম তোমানারহেনিশ্চয়॥ভুবনেতেসেকান্দরজগৎ ঈশ্বর॥তান বস যত ইতি গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥ আল্লার রসুল সাহা

শয়ালের পতি ॥ ভুবন দুর্ল্লভ তুমি তাঁহানসন্ততি❀ ভুজঙ্গ পতঙ্গ কিবাপশুপক্ষীগণ ॥তোমাকাজেকেবানাহিকরেপ্রাণ পন❀এত্রাণ মন্ত্রনা প্রায় এঅন্ন বহুল॥ আমার অগ্রেতে জল পান সমতুল❀এতেকতোমাকে বাপু শিশু বুদ্ধি দেখি॥এক জন ভক্ষ্য নহে ডাক দুই পাখী❀এত্রাণঅতিথিআইনুক্ষুধায় বিকল॥নারিল উদর ভরি দিতে অন্ন জল❀খাইলসেসবঅন্ন দুইতিন গ্রাসে॥কুমারেসম্ভাসিপক্ষীউড়িল আকাশে❀রজনী সমাপ্তভেলপ্রভাতসময়॥ বসিয়া তম্বুল খায় সাহার তনয়❀ তথায় দেখয় সব দুতগণ জাই॥ দেখে পিপিলিকা হেতুএক অন্ননাই❀মহাপাত্রপ্রভৃতিযতেকসৈন্যগণ॥ বিচারি চাহিল অন্ন প্রতি জনে জন ❀ দর্শন না হৈল এক অন্নের সহিত আশ্চর্য্য হইয়া গেল নৃপতি বিদিত❀নৃপতি অগ্রেতেজাই কহে দুতগণ॥খাইল সেসব অন্ন জোলকর্ণ নন্দন ❀ বিচারী প্রহর পন্থ চাহিনু বিশেষ॥ নাপাইনুএকটিও অন্নের উদ্দেশ তবে নৃপেআদেশিলপাত্রেরবচন॥আনিবারে শষ্যসব সহস্রেকমন ❀ সে সকল শষ্য আনি বিদিতে আমার॥ গ্রামে২ ছিট নিয়া নগরেবাজার❀তবেপাত্রনৃপতির আজ্ঞা অনুমান ছিটিলেক শষ্য সব নিয়া স্থানে স্থান❀এত্রাণনৃপতিরাজ্যে গ্রামে কোটি২ ॥ একএকগ্রামে ছিটে শষ্য এক মুঠি❀পাত্র বলেশুন কহি সাহার নন্দন॥ রাত্রিতে ছিটিনু শষ্য সহস্রেক মন❀এসকল শষ্য নিবে করি একস্থান॥ নাপিয়ালইবএথা আসিয়াবেহান❀যদিসে করিতে নার শষ্য এক ঠাঁই॥ তবে কহিতোমাকে বিবাহ কাজ নাই❀করিতেনারিলে শষ্যসব একান্তর॥প্রভাতেপাইবেলজ্জানৃপতিগোচর❀একর্ম্মসামান্য

নহে জান্নত্তত্ত্ব সার॥ এই সে সঙ্কটে বাপু ঠেকিলে বিস্তার॥ কুমার বলিল পাত্রে তুমি সে পণ্ডিত॥ বড়ই বিচিত্র কর্ম্মে দেখাইলা ভিত॥ যেহেতু নৃপতি তোমা বুদ্ধির পাথার॥ এহি মাত্র জ্ঞান তোমা ধড়ের অন্তর॥ জার জেবা যশ গুণ ধড়ের মাঝারে॥ চিনিতে নারিলা দুই কর্ম্ম অনুসারে॥ দেখিয়া বিক্রম মোর নাবুঝিলা মনে॥ নৃপতির পাত্র নাম ধর অকারণে॥ দেগের তণ্ডুল মথি চাহে যেবা এক॥ সেইমত অনুরূপ জানায় যতেক॥ পাগলচরিত্র যেবা পশু সম তুল॥ সেগবেহ গোটে২ মাম থেতণ্ডুল দুই কর্ম্ম করিলাম কৃপায় আল্লার॥ এই কর্ম্ম করিতে কিবা বিলম্ব আমার॥ পাত্রে বলে শষ্য সব কর একঠাঁই॥ মাপিয়া লইতে কল্য আসি যেন পাই॥ কুমারে বলিল সত্য জান মোর বানী শষ্য সব দিব যে ভাণ্ডার হতে আনি॥ তবে যদি পাত্র নিজ স্থানে কৈল গতি॥ কুমার চিন্তয় মহা সাহার সন্ততি॥ মনে ভাবে সাধিতে নারিব এই কাজ॥ যদি বা না হয় কৃপা পিপিলিকা রাজ॥ এ বলি অনলে পঙ্খ তাপিতে লাগিল॥ শীঘ্র পিপিলিকা পতি আসিয়া মিলিল॥ কুমারকে জিজ্ঞাশয় পিপিলিকা নাথে॥ কিহেতু স্মরহ মোকে কি কর্ম্ম আমাতে॥ আদেশ সমুদ্র হেটে পন্থ দিব কাটি॥ কন্যা সমে দেশে চল তড় পন্থে হাঁটি নতু আজ্ঞা মোকে যদি কর অধিকারী॥ এ গ্রাণ রাজ্যের নষ্ট করি শষ্য মারি॥ ভিক্ষুক করিব রাজ্যে শষ্য সব হরি॥ মরিবেক যত লোক হাহা শব্দ করি॥ না পাইয়া অন্ন লোকে জাবে জথা তথা॥ খাইবে মনুষ্য সব মনুষ্যের মাথা॥ তোমা আজ্ঞা মাত্র যদি পাই গুণধাম॥ এ রাজ্যে নারাখি ধান তণ্ডুলের নাম নহে আমা তরে যেবা করহ আদেশ॥ প্রাণপনে তোমা কর্ম্ম

করিববিশেষ৷৷কুমারবলিলমন্দ নাচিন্তিতাহার॥কিকরিতে
নারি বাহু বলে আপনার৷৷করিতে তাহার নষ্ট মোকে না
জুয়ায় ॥ আমা প্রতি যুক্ত তার বুঝি দিতেদায়৷৷তবে কি
তোমাতেমোর এহি নিবেদন॥নৃপতিছিটিল শষ্য সহস্রেক
মন ৷৷এহি সব শষ্য করি দিতে একান্তর॥মোরতরেআদেশ
করিলনৃপবর৷৷মনেতেভাবিয়াবহুনাদেখিপ্রকার॥তুমিবিনা
এহি কর্ম্মে নাদেখিসুসার৷৷তোমাইতে যদিবানাতরিএসঙ্কট
লষ্যারত্যাজিবপ্রাণমরণনিকট৷৷হাঁসিয়াকহেন্তবাক্যপিপি-
লিকা পতি॥ভুবন দুর্ল্লভতুমিজোলকর্ণ সন্ততি৷৷এবাকোন
কর্ম্ম হয় তোমার বিদিত॥হেনকর্ম্মেকেনবাপুএমন চিন্তিত
পরিহাস্যে কহেশুন নৃপতি নন্দন॥এগ্রাণযে বড়টিট বাহট
বিচক্ষণ ৷৷ গ্রামেং ছিটীয়াছে শষ্য মুষ্ঠিং ॥ নিমিশেএকত্র
করি ভাঙ্গিব ফাকুটি৷৷কুমারেরস্থানেকহে পিপিলীকারাজ
আদেশিলা মোকেএই কতবড় কাজ৷৷সঙ্কটমাঝেততাকে
নাগুণিসঙ্কট॥বটকের কর্ম্ম নহে আমারনিকট৷৷তেকারণে
চিন্তাকেন নৃপতি নন্দন॥নাপাইবেএকশষ্য প্রতিজনে জন
বিচারী শতেকজন্মেনাপাইবএক॥এ কর্ম্মে বিলম্বমোরনহে
মুহুর্ত্তেক৷৷শশুর প্রভাবে তোমামনেতেগৌরব॥ তেকাজে
এগ্রাণনৃপএড়ায় লাঘব৷৷নহেতোমআজ্ঞাযদিপাইতনিশ্চয়
শাস্তি তাকে দিতেমোর মনে যেবা লয় ৷৷এবলিয়াআজ্ঞা
দিলনিজ সৈন্যে জাই॥নিমিষে এসব শষ্য কর একঠাঁই৷৷
এক গোট শষ্য যদি রহেকোনস্থান ॥ সত্য জান সেনাপতি
হারাইবেপ্রাণ৷৷পিপিলিকাপতিযদিকহিল দাঁড়াই॥দণ্ডেকে
সকল শষ্য কৈল একঠাঁই ৷৷ প্রভাত সময় পাত্র আসিল্লা

মিলিল॥ সহস্রেকমন শষ্য মাপিয়ালইল ❋ সহস্র মন হতে বাড়িল কিঞ্চিত॥ পাত্রেজাইজানাইলনৃপতিবিদিত❋একত্র করিয়া শষ্য দিলেক বিশেষ॥ বাখানয় যতলোক আছেনৃপ দেশ ❋ এত শুনি মহা নৃপ সাহা এত্রাণ॥আদেশিল সুরভী আনিতেবিদ্যমান❋সুরভীবান্ধিয়াপাত্রেনৃপতিগোচরে॥যুব রাজ আগে কহে মহাপাত্রবরে❋সুরভীদুহিয়াতুমিনৃপবিদ্য মান ॥ তাঁহার সাক্ষাতে নিয়া দুগ্ধ করপান❋তাশুনিয়াযুব-রাজ হরিষমন॥সুরভি নিকটেশীঘ্র করিলগমন❋যুবরাজে দেখি গাভী আস্ফালে সঘন॥চারিপায় মৃত্তিকাছিটয়ক্রোধ মন❋কদাচিত করয় গাভী মনেক্রোধবাসি॥পদাঘাতেউয়ঠ মৃত্তিকা রাশি২❋ গাভীর আটোপ দেখি জোলকর্ণ সন্ততি মনেতে ভাবিল বীরে কন্যা মালমতি❋সুরভী প্রণাম করি নৃপতি কুমার॥গাভীর অগ্রেতেবহুমাগেপরিহার❋লালবানু নাম স্মরি বীর গুণবান॥রাখিল কন্যার কেশ গাভীবিদ্যমান দেখিয়া কন্যার কেশ গাভী সঙ্কুচিত॥নিশব্দে রহিলগাভী কুমার বিদিত❋কেশদেখি কন্যা অনুভবউঠেমনে॥ সুশীল উড়িল দুগ্ধ প্রেম হুতাশনে❋পরমআনন্দে দুগ্ধ দুহি বীরবর দুগ্ধ লই চলিগেল নৃপতি গোচর❋নৃপতি বলিলএথামোর বিদ্যমান ॥ অবিলম্বে এহিসবদুগ্ধ করপান❋নৃপতিআদেশ পাই অতি শীঘ্রগতি ॥ নৃপ আগে দুগ্ধপান কৈল রঙ্গ মতি কুমার বিক্রমদেখি ধন্দ নরপতি॥জানিলগুণেরসিন্ধুজোল-কর্ণ সন্ততী❋মহিমারবলেদুগ্ধকরিলনিঃশেষ॥যতেকদুহিল দুগ্ধ সব হৈল শেষ ❋ এতেক ভাবিয়া নৃপ নিজ মনে মন ॥ আদেশিল তুরঙ্গমে হৈতে আরোহণ❋নৃপতির বাক্য শুনি

জোবকর্ণ সন্ততি॥অশ্ব আগে গদ২ভাসেকৈলগতি৷অশ্বের নিকটে জাই সাহার তনয়॥তুরঙ্গম দুষ্ট দেখি মনেলাগে ভয় মাতঙ্গ জিনিয়া উচ্চসিংহ জিনিবল॥দুইচক্ষু জলেযেন প্রচণ্ড অনল৷মহাতেজময় অশ্ব চঞ্চল অস্থির॥বিকট মুরতী দেখি কাঁপয় শরীর ৷ অশ্বমেদ যজ্ঞরাজ হেন তুরঙ্গম॥ তাহাতে অধিকউগ্রঘোটক বিসম৷ঘোটকদেখিয়ে বীরহইলকাতর বিনয় করয় বীর প্রভুরগোচর৷আয়প্রভুঅনাদিরনাথকরতার॥কেনমোর প্রতিহেনদিলে দুক্ষ্যভার৷বাপমা ও ছাড়ি ইষ্টমিত্রবন্ধুগণ॥বিদেশে আসিয়া হৈল আমার মরণ৷অনাথের নাথপ্রভু তুমি দয়াময়॥ তুমি সে পরম বন্ধু সঙ্কটসময় তোমা ভরসায়প্রভু ছাড়িনু সকল॥সহশ্রসঙ্কট পারকরিতে কুশল৷এদুষ্ট তুরঙ্গ হয় অতি ভয়ঙ্কর॥নিকটেপাইলেমাত্র ধরি খায় নর৷পরাক্রমে শিংহব্যাঘ্রপারিপরাজিতে॥পরম সঙ্কট সিংহব্যাঘ্রআরহিতে৷নৃপতিআদেশ অশ্বেনাকরিতে ক্ষ্যাত্ত ॥ এতেক অশ্বের আগে আমার নিপাত ৷ তুমি যদি কৃপানাহওপ্রভুকরতার॥ঘোটকনিকটআগেআমারসংহার তুমিবিনা সহায়মোর নাহিসর্ব্বথায়॥নিলক্ষ্যজনেরমাত্রতুমি সেউপায়৷নির্লক্ষ্যেরলক্ষ্যতুমিত্রিলোক্ষ্যেরপতি॥তুমিবিনা দুর্গতি জনের নাই গতি৷মৃত্যুভয়মনে মোরনাই কদাচিত লজ্জা প্রতিভয় নরলোকেরবিদিত৷জোলকর্ণতোমারনধী ভুবনেরমাঝ॥আমারলজ্জায়তানমুখেনাহিলাজ৷ তেকাযে বিনয়প্রভুমাগিযেতোমাত॥আজি লজ্জা রক্ষা কর ত্রিজগৎ নাথ৷ আমি সে পুরুষ যদি হইকদাচিত॥ লজ্জামোকেনা দেওপ্রভুএত্রাণ বিদিত৷কাহাতেপাইবশুদ্ধ উপদেশ হিত

খোওাজখেজিরবিনানাহি ইষ্টমিত্র॥খোওাজচরণে আশা অতিস্নেআমার॥তাঁহারচরণ বিনাগতিনাহিআর॥খোওাজ শুনিল হেন কুমারবিনয়॥কাতর হইয়া ডাকে ভ্রাতার তনয় গৌরবভাবিয়াস্নেহমনেবহুতর॥খোওাজখেজেরআইলকুমার গোচর॥পিরদস্তগীর সঙ্গেপাইলদর্শন॥অধিক আনন্দ হৈল কুমারেরমন॥দণ্ডবতেখোওাজের চরণ বন্দিল॥ করজোড়ে নিবেদন করিতে লাগিল ॥ বাপমাও ছাড়ি আইনু বিদেশ মাঝার॥তোমাপদ জুগ বিনা লক্ষ্যনাই আর॥এইঅশ্বদেখি ভয় জন্মিল বহুল ॥ সত্য এই অশ্ব নহে দুর্জ্জয় সার্দ্দূল ॥ সংগ্রামেএহেনঅশ্বহাজারেহাজার॥সংহারিতেপারিবাহুবলে আপনার॥নৃপতিআদেশঅশ্বক্যাস্ত নাহইতে॥ অকস্মাতে জাই অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহিতে॥ জনমঅবধি এইঅশ্বেকদাচন মনুষ্য নাহইয়াছে পৃষ্ঠে আরোহন॥এতেক হইনু খুড়াঅতি সে কাতর॥উপদেশদেও মোকেকৃপারসাগর॥ভরসাআমার তোমা চরণ সহায় ॥ তোমার চরণ বিনা না দেখি উপায়॥ কুমারের মুখে শুনি এহেনবিনয়॥কুমারকেবহু সম্ভাসিল দয়াময় ॥ পরিহাস্যে কহেন্ত খোওাজ গুণবান ॥ মহামতিমস্তু তোমা শশুর এপ্রাণ॥আছয় এহেন ভর্সা এপ্রাণেরমনে॥এ অশ্ব আরুহেহেন নাহিকভুবনে॥যদিবলেসিংহপৃষ্ঠেহৈতে আরোহন॥আরোহিতেপারতুমিজোলকর্ণ নন্দন ॥ মিলিল শশুরতোমাবাঞ্ছিতকপটি॥ভাঙ্গিবামএমস্থানেরযতেকভিকুটি পরিহরএবেবাপুমনেরশঙ্কট॥আমার সহিতে আইস অশ্বের নিকট॥আরোহিবে এহিঅশ্বেমনসহরিষ॥কাতরহইবে অশ্ব অজার সদৃশ ॥ এলিয়া হস্তে আসা লই গুণবান॥ কুমার

সঙ্গতি গেল অশ্ব বিদ্যমান ❀ খোওাজে দেখিয়া অশ্ব হইল লজ্জিত ॥ স্থির হই রহে অশ্ব খোওাজ বিদিত ❀ ইহা দেখি যুবরাজ সহরিষ মন ॥ অশ্বপৃষ্ঠে জিন বান্ধে জোলুকর্ণ নন্দন খোওাজখেজেরনবী আনন্দিতমন ॥ কুমারসঙ্গতিঅশ্বেহৈল আরোহন ❀ অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহিয়া আপনি খোওাজ ॥ সম্মুখে বসাইল ভ্রাতুঃস্পুত্র যুবরাজ ❀ অলক্ষিতেখোওাজছাপিয়ারহে অঙ্গ ॥ মন রঙ্গে যুবরাজ ক্ষেপয় তুরঙ্গ ❀ খোওাজ বলিল শুন সাহার সন্ততি ॥ নারাখিও ভয় কদাচন অশ্বপ্রতি ❀ তুরঙ্গমে প্রতিনিত প্রহার চাবুক ॥ ঘোটকে কাতরকরি ভাঙ্গনৃপমুখ বিকটঅশ্বেরপরেদেখিয়াতোমাকে ॥ এত্রাণেরমনেযেন লাগি যায় তাকে ❀ সঘন প্রহারে অশ্ব সাহার কুমার ॥ মহা কোপে তুরঙ্গম অগ্নী অবতার ❀ বাহিরে নেকলি অশ্ব করিল দাপট খোওাজের গর্ব্বে বীরে না গুণে সঙ্কট ❀ উছলিল মহা অশ্ব আকাশ ভূমিত ॥ অশ্বপদ দর্পে হৈলপৃথিবীকম্পিত ❀ খোওা জেরকোলেবসিকুমার রহিল ॥ দণ্ডকে মগ্রিব দেশ চৌদিগে ফিরিল ❀ সিংহাশনে বসি নৃপ দেখয় কৌতুক ॥ বিজলী ছটকে যেন সয়ফলমুলুক ❀ দেখেবা নাদেখে কেহ অশ্বতেজময় ॥ কুম্ভকার চক্রযেনচৌদিকে ঘুময় ❀ করপদে কুমারে প্রহারে প্রতিনিত ॥ পবনের আগে অশ্ব চলে চারিভিত ❀ মহা বলবন্ত অশ্ব দপট প্রখর ॥ কুমার আটোপে মহি হইলকাতর ❀ অশ্ব পৃষ্ঠে বীরদর্প করে বীর্য্যশালী ॥ অশ্ব পাদদর্পে উঠেগগনেতে ধুলি ❀ বিসম দপটে অশ্ব হইল কাতর ॥ ঘোটকেরমুখে রক্ত বহে নিরন্তর ❀ অগ্নীকনাখসি পড়ে রক্তের সঙ্গতি ॥ ক্রোধে প্রজ্জলিত অশ্বক্রমে বাড় গতি ❀ প্রখরমারুত যেন শব্দ [illegible]

ঙ্কর॥ কুমার বিক্রমে নৃপ হৈল চমৎকার ❀ এহেন আশ্চর্য্য কর্ম্ম শুনি সৈন্যগনে॥ ঝলম্প্লি করি রঙ্গ দেখে সর্ব্ব জনে ❀ ভুমি পৃষ্ঠে অশ্ব পদ লাগে বা না লাগে॥ শূন্যেভরকরিউড়ে পবনেরবেগে❀তাদেখিয়াসৈন্যমনেউপর্জ্জিলভয়॥ কেহবলে সত্য এই মনুষ্য না হয়❀ দেবকি গন্ধর্ব্ব হয় কিম্বা বিদ্যাধর নহে মায়ারূপেবুঝিতাইলনিশাচর❀কেহবলে এম্রাণনৃপতি নষ্ট হেতু ॥ মগ্রেবে প্রবেশকৈল এহি কালকেতু ❀ শতেং নৃপসূত কৈলবিড়ম্বন ॥ তেকারণেবিধাতাতাকেহইল বিমন ছলিতে আইলকোনদেব নাহি জানি॥এই কন্যা মুলে নৃপ হারাইবেপ্রাণী❀পৃথিবীতেহেনকন্যজন্মিয়াছেকোথা॥এম্রাণ বিনাষহেতুএহেনদুহিতা❀এমরাণজেহেন হয়কুমন্ত্র বিদগু ॥ কুমারেরহস্তেতেহইবেলণ্ডভণ্ড❀কুপিতহইলে বীর কৃতান্ত সমান॥একারথেসংহারিবেসসৈন্যএম্রাণ❀জ্ঞানহীননরপতি যৈনপশুসম ॥ সমর্পয়সত্রুহস্তেহেনতুরঙ্গম❀বহুঘৃত পাইলে অনলমনে আশ॥অধিকপ্রচণ্ডহইদহিতে আকাশ❀ বিক্রমে কেশরীবীরপ্রচণ্ড অনল ॥ তেহেন বাহন পাই বলে বাড়ে বল❀দেখেবানাদেখেঅশ্ববিজলী সঞ্চার॥ তার আগে খড়্গ ধরেহেনবীর্য্যকার❀সসৈন্যসহিতেনৃপমনকুতুহলে॥ জনেং কাটিবেকনিজখড়্গতলে❀সসৈন্য এম্রাণনৃপেপরাজিয়া রণে মন রঙ্গে আসিয়া বসিবে সিংহাশনে❀ এহিমতে সৈন্য সবে করে হাহাকার॥প্রাণলই সৈন্য সব ধায় চারিধার ❀ কুমার আটোপ দেখি নৃপতিএমরাণ॥ যমেরদর্শনেযেনদেহ কম্পমান ❀ সিংহের দর্শনে যেন কম্পিতমাতঙ্গ॥ অস্থিরতা অশ্ব দর্পে কাঁপে সর্ব্ব অঙ্গ ❀ ধাইধারে পন্থহেরেএমরাণ নৃপতি॥

তাহারচরিত্রবুঝিখোওাজস্থমতি॥কুমারকেকহিলখোওাজ গুণবান॥দেখবাপুতোমাভয়ে কম্পিত এম্রাণ॥এম্রাণের ধড় মাঝে প্রাণ নহে স্থির॥ধাইবারে চাহেযেন পদ্ম পত্রে নির সিংহাশনে কম্পেনৃপসচকিতমন॥যেহেনকুরঙ্গে ব্যাঘ্রহেরে ঘন২॥শাসনদর্শনে পক্ষীযেহেনফাফর॥ তোমা ভয়েএমরাণ কম্পিতকলেবর॥চারিদিকে ধায়সৈন্যপরিহরিরঙ্গ॥ এমরাণ নির্ভয় কর সম্বরিতুরঙ্গ॥খোওাজআদেশপাই সাহারনন্দন বান্ধিলতুরঙ্গযেনগোহালেগোধন॥সাহাবদ্দিনমোহাম্মদপীর গুণবান॥সে পদ পঙ্কজরেনু করি শিরত্রান॥ শিরধার্য্য বন্দি সাহা জনক চরণ ॥ আবদুল হাকিম কহে শুন গুণি গণ ॥ খোওাজ খিজির পীর আল্লার নিকট ॥ তান পদ ভজি তরে ভবের সঙ্কট॥নরকেতরিতে আশা নবীমোহাম্মদ॥খোওাজ ভরসা ভবে তরিতে আপদ ॥ রাগ দীর্ঘ ছন্দ ॥

॥ ধুয়া ॥ ওগো স্বজনিলো নিবেদন শুন মনদিয়া ॥

কুমার আটোপ অতি,দেখি সহরিষ মতি,পরম আনন্দপদ্মা বতী॥মহা হরষিত অতি,চলিলেক পদ্মাবতীনৃপঅন্তঃস্পুরে কৈলগতি॥অন্তঃস্পুরেপ্রবেশিয়া,লালবানুআগেগিয়া,কুমা রের বার্ত্তা যত ইতি॥ কর্ম্ম সব অসম্ভব,জিনিল পরীক্ষা সব, একে২ কহে পদ্মাবতী॥পঞ্চম পরীক্ষা ভার,সন্দেহ না গুণি তার,হেলায় জিনিলবীরবর॥কুমার আটোপঅতি, টলমল বসুমতীকম্পিতনৃপতীকলেবর॥ আছয় পরীক্ষা এক, ধনে কুপ ভরিবেক, এ কর্ম্ম বিলম্ব কি তাহার॥সেকুপ ভরিতে ধনে, সন্দ কি কুমারমনে, বিলম্ব নাহিক বিবাহের॥ শুনি কুমারের জয়, মন রঙ্গ অতিশয়, আনন্দিত নৃপতী নন্দিনী

কুমারের বার্ত্তা দিয়া, লালবানু প্রণামিয়া, ঘরেগেল বিচিত্র মালিনা ❋ রাগ ধানসি ❋

কুমারেদেখিয়া তবে এমরাণ নৃপতি॥মন ভয় পরিহরিস্থির কৈল মতি❋জোড় হস্তে মহা পাত্র গিয়া ততেক্ষণ॥ কুমার অগ্রেতেকহেমধুরবচন❋পঞ্চমপরীক্ষাযেবাজিনিলা বিশেষ কুপভরিদিতেধননৃপতিআদেশ❋খোওাজচরণেপড়িনিবেদে কুমার❋ পঞ্চম পরীক্ষা গেল আছে এক আর❋নৃপতিবচণ মোকে কহেন্ত বিরূপ॥ধনেভরী দিতে তান উদ্যানেরকুপ কুমারের মুখে শুনি খোওাজ বিস্মিত ॥ বলিল নাবুঝ বাপু কহবিপরিত❋অখাদশহস্রগজদীর্ঘ পাসঅতি॥সেকুপভরিতে ধনে কাহার শকতি❋সেকুপভরিতেধনেনাহিহেনজন॥ যে কর্ম্ম নাহবেতাহাকহকিকারণ❋তোমারজনকসপ্তআক্লিমের পতি॥ সেকুপ ভরিতেনাহি তাহান শকতি❋কারুণসঞ্চিত ধন আছিলযতেক॥সেসকলধনেকুপনাপুরেঅর্দ্ধেক❋ কেন বাপুহেনমোকেআদেশ বিরূপ॥কুবেরেরধনেনারি ভরিতে সেকুপ❋কুমারেবলিলতেজিবাপেরভরসা॥বাঞ্ছিত তোমার পদে পুর্ণ হতে আসা ❋ খোওাজ বলিল বাপু শুনহ বচন কদাচন আমার আধীন নহেধন❋ কুমার বলিল শুন কৃপার সাগর ॥ নাহয়গোপতভেদতোমারগোচর❋কহিতেনারিবা কর্ম্ম বুঝিহেনভেদ ॥ আগেকেন আমাপ্রতিনাকৈলেনিশেধ জ্ঞাতাআগেদয়াহতেনিষ্ঠুরউচিত॥নারিবকর্ম্মেতেভর্শানাদে কদাচিত❋ করিতে নারিবা যেবা কর্ম্মের সুর্শার ॥ সে কর্ম্ম ইচ্ছিলেলজ্জা ভুবনমাঝার❋তোমাভরশায় কৈনু কর্ম্ম আর-ম্ভন॥লজ্জা হতে পৃথিবীতেউত্তমমরণ❋প্রভু সখা পয়গাম্বর

তুমিপৃথিবীত॥করিস্তেনৈরাশমোকেনাহয়উচিত❀তোমাকে
শৃজয়প্রভুত্রিজগ ঈশ্বর॥ প্রলয় পর্য্যন্তকৈলঅক্ষয় অমর ❀
প্রভুর শৃজন যত আছেপৃথিবীত॥পুরাইতেসেসবেরমনের
বাঞ্ছিত ❀ যে সব অগ্রেতে বহু সঙ্কট সকল॥সে সব সঙ্কট
তুমিকরিতেকুসল❀সঙ্কটেরপরিত্রাণতুমিমহামতি॥তোমার
প্রভাবেপুর্ব্বেমনের আরতি❀সঙ্কটআমারযেবাকরপরিত্রাণ
তুমি বিনাদুখেরবেথিতনাহিআন❀কাতরজনের মাত্র তুমি
সেভরসা॥তোমাবৈনিলক্ষ্যজনেরনাপুরেআশা❀তেকারণে
তোমাপদেমাগিবারেবার ॥ কঠিনসঙ্কটেমোকেকরহউদ্ধার
যদি সে একর্ম্মহেতু বৃথা লজ্জাপাই॥সেকান্দরতোমা ভাই
কি রবেবড়াই❀খোওাজ বলিলশুননৃপতিকুমার॥মেহতের
ইলিয়াসজানধনঅধিকার❀মেহতেরইলিয়াসবিনানাইঅন্য
জন॥ভুবনেতেনাইকুপভরিদিতেধন❀খোওাজ চরনে পড়ি
কহেন্তকুমার॥তোমারচরণবিনা নাহিক নিস্তার❀ ইলিয়াস
নবী হৈতে যদি কর্ম্মহয়॥তাঁহানসহিতেমোরনাহিপরিচয়❀
কুমারবিণয়শুনিখোওাজখেজেরে॥কুমারেলইয়াগেলসমূদ্রের
তীরে❀খোওাজেবলিলবাক্য কুমারেরপ্রতি॥অলক্ষিতেরহ
এথাজোলকর্ণ সম্প্রতি❀সমূদ্রেরতীরেএকঝোপের মাঝার॥
নির্জনেরহিলতথাসাহারকুমার❀খোওাজেবলিলশুনসাহার
তনয়॥মোর সঙ্গে আসিবেন্ত একমহাশয়❀ তুমি তাঁরে বহু
মান্যে করিয়াপ্রণাম ॥ মাগিবা তাঁহারআগে নিজ মনস্কাম
কহিতেসঙ্কোচকিছুমনেনারাখিবা॥আমারসমাননহেনুতাঁহারে
জানিবা❀সেকান্দরইলিয়াসআমি তিন ভাই ॥ আমা তিন
জনমাঝেভিন্যভেদনাই❀ক্ষনেকবিলম্বেতাঁরপাইবেদর্শন ॥

তোমা কাজে ইলিয়াস নাহবে বিমন ❁ এত বলি হজরত খোওাজখেজের॥কুমারেরাখিয়াগেলসমুদ্রেরতীর❁মেহতের ইলিয়াসউদ্দেসেগমন॥ইলিয়াস সঙ্গতিহইল দরশন❁ বসিছেন্ত ইলিয়াসআপনাআসনে॥হেনকালেদরশনখোওাজের সনে❁পরস্পর সামাম২ পদুত্তর॥দোহমধ্যেমান্যতাহইলবহুতর❁দোহমহাত্মনবৈসেএকই আসনে॥আলাপনেহরষিত দোহ মনে২ ❁ এহিমতে আনন্দেতেবৈসেদোহজন॥ইলিয়াস প্রতি কহেখোওাজ বচন❁চলভাই কৌতুক দেখিতে পৃথিবীত॥কৌতুকদেখিয়াপুনি আসিব তুরিত❁ ইলিয়াসে বলে জাইতে নারিগুণবান॥সমর্পিবপ্রভুরখাজানাকারস্থান প্রভুরধনেরআমিজানহভাণ্ডারী॥ছাড়িয়াধনেরগঞ্জ জাইতে নাপারি❁ যদিসে ভ্রমিতে জাইতোমাসঙ্গে করি ॥ এথাতে রহিবেকেবাধনেরপ্রহরী❁খোজবলিলভাই শুনবাক্যমোর॥ হরিতেপ্রভুরধনকেবাআছেচোর❁চলভাইপ্রভুঘরেনাহইবে চুরি॥ যটিলেপ্রভুরধনআমিদিবপুরি ❁ এহিমতে হাস্যরস হৈলবহুতর॥কৌতুক চাহিতেজায় দুইপয়গাম্বর❁ইলিয়াসে আগে করি চলিলখোওাজ॥এহিমতেচলিগেলযেথাযুবরাজ ঝোপহৈতেনেকলিয়াজোলকর্ণসন্ততি॥ইলিয়াসচরণবন্দিল শীঘ্রগতি❁ ইলিয়াস বলেনকেবা তুমি মহামতি ॥ কাহার তনয় হও কোথাতেবসতি❁খোওাজবলিল কহি শুনমহাশয় ॥এ কুমার ভাই সাহাজোলকর্ণ তনয় ❁ ইলিয়াসবলে বৃথাহেনমনেলয়॥সেকান্দরনৃপতিরনাহিকতনয়❁খোওাজে বলিল বৃথা না কহি বচন ॥ পুর্ব্ব কথা তোমা মনে নাহিক স্মরন❁জখনেজোলমাতেগিয়াছিলনরপতি॥তখনরোশনক

দেবীছিল গর্ভবতী ❋ মহারাণী গর্ভে জন্মিয়াছে এ কুমার॥ সয়ফলমুলুক নাম রাখিল ইহার ❋ খোওাজ মুখেতে শুনি ঋষি মহামতি॥সম্ভাসা করিল বহু কুমারেরপ্রতি ❋ ইলিয়াস বলে বাপু কহসত্য করি॥কিকার্য্যে ভ্রমিতেআছ হই দেশা-স্তুরি❋ইলিয়াসেরবাক্যশুনিমনকৌতুহল॥খোওাজে কহিল যতবৃত্তান্তসকল❋লালমতিউদ্দেশিয়া আইলকুমার॥ এমাণ নৃপতি দিল পরীক্ষার ভার ❋ শষ্ঠম পরীক্ষা ছিল প্রতিজ্ঞা রাজার ॥ পঞ্চম পরীক্ষা জিনিয়াছে একুমার❋শষ্ঠম পরীক্ষা বাক্য অধিক বিরূপ ॥ সম্পুর্ণ ভরিতে ধনে উদ্যানের কুপ সমাল সংশারমাঝেনাহিহেন জন ॥সেই কুপ সম্পুর্ণ ভরিয়া দিতেধন❋করিনুআমাতেকর্ম্মযে সকল হয়॥ ধন অধিকারী মাত্র তুমি দয়াময় ❋ কুমারের এহিকর্ম্ম সঙ্কট অপার ॥ তুমি বিনাকুমারেরনাহিকনিস্তার❋তেকারণেতোমাপদ উদ্দেশে এথাক্ত॥আইলজোকর্ণ সুত হইয়া অনাথ ❋ নিকটেনাহিক এথা জনক তাহার ॥ মনেতে ভরসামাত্রতোমারআমার ❋ এথায়রহিতেতুমি আমিদুইজন॥তযুক্তপাইতেলজ্জা জোল-কর্ণনন্দন❋তুমিআমিসেকান্দরএইতিন ভাই॥একজনঅপ-জশে সবে লজ্জাপাই❋ইলিয়াস বলে ভাইএ চক্রতোমার॥ মোকেলজ্যাদিতেহেতাআনিলাকুমার❋বুঝিয়ানাবুঝভাই আপে মহাশয় ॥ এসকল ধন মোর অধীন না হয় ❋ মোর স্থানেপ্রভুরএসবস্থাপ্যধন ॥ বিনাপ্রভুরআজ্ঞা দিতে নারি কদাচন❋খোওাজেবলেস্তহয়একর্ম্মপ্রভুর॥ সেকান্দর কর্ম্মে প্রভুনাহবেনিষ্ঠুর❋তোমাতয়েকহিভাইশুনদিয়াচিত॥খাই বারেধনপ্রভুনারাখেসঞ্চিত❋পৃথিবীতেতোমা আমাকর্ম্মের

কারণ ॥ সত্যতা জানহপ্রভুসৃজিয়াছেধন❀লোভিতযেনহে
প্রভুধনেরউপর॥ধনেরকাতরনহেত্রিজগঈশ্বর❀ মাতাপিতা
প্রভুর নাহিক অন্য জন॥ বল ভাই প্রভুরকিকর্ম্মেলাগেধন
কৃপার সাগর প্রভু ত্রিজগতপতি॥প্রভুরসঞ্চিতধনদেখযত
ইতি❀সঙ্কটেস্মরয়যেবাপ্রভুকরতার॥ তারযেবাযোগ্য কর্ম্ম
করিতে উদ্ধার❀ তরিতে সঙ্কটে এই জোলকর্ণনন্দন॥প্রতি
শ্বাসে অভিরত স্মরে নিরঞ্জন❀ এহেনসঙ্কটেপ্রভু নাকৈলে
উদ্ধার॥ত্রিজগে বাখানে কনে মহিমা আল্লার❀অতুলমহিমা
প্রভু কির্ত্তি অনুপম॥ পুরর ভকত জন প্রতিমনস্কাম❀ যে
সকলশুদ্ধমতিধার্ম্মিকসুজন॥করিলেতাহারকর্ম্মতুষ্ট নিরঞ্জন
কুমতিযেসব মূঢ় আচার কুৎসিত॥ সেসবের কর্ম্ম কৈলেপ্রভু
বিষাদিত❀ধন আরিয়তেতোষ সরফলমুলুক ॥ নরকুলে না
রহুকএমরাণেরমুখ❀কুমন্ত্রেরভাণ্ড এহি এমরাণ নৃপতি॥ কুমন্
ত্রণা করিবিভানাদেয় লালমতি❀এহেনআছয়গর্ব্বএমরাণের
মনে॥একুপভরিতেকেহনাপারিবেধনে❀একুপভরিতেভবে
নাহিকোনজন॥ কন্যাবিভাকাহাকে নাদিবকদাচন❀এমরাণ
নৃপতি হত বুদ্ধি অল্প জ্ঞান॥প্রভুরমহিমা কিছুনাবুঝেএমরাণ
নাবুঝয়প্রভুর মহিমা অনুপম॥ প্রভুয়ে করিতেনারেনাহি
হেন কাম ❀ কুপ ভরি তাঙ্গ তার মনের ফখর ॥ জানুক
একর্ম্ম নহে প্রভু হতে দূর❀কুমারের কর্ম্ম যদি হইল সুসার
রাখিবেপ্রভুরধন শক্তি আছে কার❀যথা হৈতে জাইকুপ
ভরিবেকধন॥তথাআনি দিবেপুনি গিয়াজক্ষগণ❀ আসিবে
আল্লারধনভাণ্ডারেআল্লার॥এহাতে কি জাবে ভাইতোমার
আমার❀এহিকর্ম্ম করিতোষজোলকর্ণনন্দন॥অসন্তোষতোমাকে

নাহবেনিরঞ্জন৷ খোওাজমুখেতেশুনিএসব বচন॥ প্রতিজ্ঞা করিল কুপ ভরিদিতে ধন৷ ইলিয়াসেআদেশয়গঙ্গাভাগিরথি॥সেইকুপ ভরিধন দিতে শীঘ্রগতি৷ ইলিয়াসপয়গাম্বর আজ্ঞা অনুমান৷ সহস্রগঙ্গেয়কুপ ভরেতুরমান৷ কুমারের ভরেহাঁসি কহিলখোওাজ॥ শুনকহি প্রাণ ধন বীরযুবরাজ এমরাণপ্রতিজ্ঞা যেবা সঙ্কট সকল॥ জিনিলাপরীক্ষাসবমন কৌতুহল৷ করিলাএসবকর্ম্মতৃণহেন জানি॥ পুনি কহিবেক হেন মুখে নাহি বাণী৷ ভাঙ্গিল তাহার গর্ব্ব ছিলযত ইতি কন্যা বিত্তাকরজাইঅতিরঙ্গমতি৷ দেশে জাইতোমারজনক নৃপ ঠাম॥ জানাবা আমাদোহানেরদোওাসালাম৷ কুমার দোহারপদে করিয়া প্রণাম॥ নিজ স্থানে চলি গেল দোন গুণধাম৷ ভবেজ্ঞানময়রঙ্গেজোলকর্ণনন্দন॥এম্রাণের পাত্রে ডাকি কহিল বচন৷ ভরিনুঅথাদকুপআনি বহুধন॥ নৃপতি অগ্রেতেজাইজানাওবচন৷ নৃপতিপ্রতিজ্ঞা পুর্ণ কৈনুএকে এক॥কুপভরিদেখধননয়নপ্রত্যেক৷ নৃপতিঅগ্রেতেযেবা ছিল বহুদুর॥ সেসব নিকট অতি কৃপায়প্রভুর৷ পাত্র জাই দেখিলেকআপনানয়নে॥উদ্যানেরমহাকুপ ভরিয়াছে ধনে পাত্র জাই নৃপআগে কহিল তখন॥কুপভরিদিল ধন সাহার নন্দন৷ নৃপতিকহিল বৃথা কহকি কারণ॥এমহিমণ্ডলে হেন আছেকোনজন৷ পাত্রবলেঅদ্যাপিনা ছিলনরপতি॥আছয় এহেনজনজোলকর্ণসন্ততী৷ অপবহুকর্ম্মেতাকেনাহিধিকাধিক॥ পঞ্চ কর্ম্ম হতে কিবা এ কর্ম্ম অধিক৷ দেখিলাএসব কর্ম্ম দৃষ্টে আপনার॥ দেখিয়ানা দেখ কেন বিক্রম তাহার করিলএসবকর্ম্ম নাভাবি সঙ্কট॥ এ কর্ম্ম বিচিত্র কিবা তাহার

নিকট❀যদিসেআমারবাক্যরথালয়মনে॥ উদ্যানে আসিয়া দেখ আপনা নয়নে❀পাত্রমুখেশুনিনৃপ এসববচন॥ সসৈন্য চলিলনৃপদেখিবারেধন❀চলিলেকপাত্রমিত্রসৈন্যসেনাপতি চতুরঙ্গদলচলেস্বকৌতুকমতি❀সহস্রে২চলেগজ পাটওয়ার অনন্ত পদাতিকোটী২অশ্ববার ❀ শব্দে২ ঢাকঢোল বাজায় তরল॥সারি২ দমা বাজে শুনিকৌতুহল❀সঘন পড়য় কাড়া শব্দভয়ঙ্কর॥ ধাসরি মুরারি বাজে মৃদঙ্গ ঝাঁজর ❀ সিঙ্গা শঙ্খ ভেউর কর্ণাল বহুতর ॥ সানাই বিগুলমধুশুনিতেসুস্বর নানাশব্দেবাদ্যধ্বনিকাসকরতাল॥উদ্যানেচলিলনৃপকৌতুক বিষাল❀ আপনা নয়নে নৃপ দেখে বন্দামাঝ ॥ মহা কুপ ধনে ভরিয়াছে যুবরাজ❀কুপভরিদেখেনৃপধন উপরান্ত ॥ প্রসংশিলধন্যলালমতিযোগ্যকান্ত❀নারীমাঝে প্রসংশি যে হেন লালমতি॥প্রসংশিপুরুষমাঝেজোলকর্ণসন্ততি❀ ভুবন মোহনরূপ জিনি নবকাম॥গুনেরসাগর বীর যশ অনুপম ❀ নিজ পাত্র প্রতি কহে মহা নরপতি॥পালিল প্রতিজ্ঞা মোর সাহার সন্ততি❀এহাতে সঙ্কট যদি আদেশিতকর্ম্ম॥হেলায় করিতে পারে বুঝিনু সে মর্ম্ম❀তাহার অশাদ্ধকর্ম্ম নাহিক ভুবনে॥সকলিকরিতেপারেযেবালয়মনে❀সত্যহয়সেকান্দর রসুল আল্লার॥প্রভু আগে মনোরথরথানহেতার❀নৃপতির বাক্য শুনি যত সৈন্য গণ ॥ ধন্য ধন্য প্রসংশিল জোলকর্ণ নন্দন❀সাফল্য জনক জার ঔরসে জন্মিল॥ সাফল্য জননী যেবা গর্ভেতেধরিল❀সাফল্যপ্রজারযেবাহেন রাযেশ্বর ॥ সাফল্য কামিনী জার পতিহেন বর ❀ কেহবলেহেম কর্ম্ম আশ্চর্য্যভুবনে॥নয়নেদেখেছেকেবাশুনেছেস্বপনে❀ষষ্টম

পরীক্ষা হেন অপরূপ কথা॥ একর্ম্ম করিতে নারে দেবের দেবতা হেন জনকের পুত্র বীর যুবরাজ॥ করিতে না পারে কি বা ভুবনের মাঝ॥ নরেন্দ্র মণ্ডল কিবা জোলকর্ণ নৃপতি॥ ভুবনে আছয় কেবা হেন মহামতি॥ খোওাজ খেজের ইলিয়াস গুণবান॥ হেন দুই ভাই জার জগতে প্রধান॥ বাহুবলে জিনিলেক শয়াল সংসার॥ শলিল সমুদ্র গিরী মহিমা অপার॥ কোহ্‌কাফ ভ্রমে আবহায়াত জথাত॥ সমুদ্রের সংখ্যা কৈল প্রবেশী জোলমতি॥ এহি মতে সর্ব্বজনে প্রসংশে কুমার॥ নৃপতি ডাকিয়া নিজ পাত্রে আপনার॥ কহিল কুমার যথা জাও শীঘ্রগতি॥ দেখিবা কতেক সৈন্য কুমার সঙ্গতি॥ নৃপতি আদেশ পাই মহা পাত্র বর॥ যথায় কুমার বাসা চলিল সত্তর॥ তথা জাই দেখিলেক মহাপাত্র বরে॥ একেশ্বর যুবরাজ মালিনীর ঘরে॥ যুবরাজে দেখি পাত্র প্রণাম করিল॥ নৃপতির আসির্ব্বাদ গৌরবে কহিল॥ করজোড়ে মহাপাত্র করে নিবেদন॥ কোথা রাখিয়াছ তোমা নিজ সৈন্য গণ॥ কোথা ধ্বজছত্র কোথা অশ্ব ঐরাবত॥ কেশ আড়ে পলাইলা সুমেরু পর্ব্বত॥ অনন্ত মহিমা তোমা গুণ অতুলিত॥ তোমার অসাদ্ধ কর্ম্ম নাহি পৃথিবীত॥ গোপনে রাখিলা কোথা সৈন্য সেনাপতি॥ মোকে তাহা দেখিবারে আদেশে নৃপতি॥ পাত্র মুখে শুনি বাক্য সাহার নন্দন॥ ঈসৎ হাঁসিয়া কহে নিজ বিবরণ॥ যেই মতে ভূমিকেত শুনিল বচন॥ একাকি মৃগয়া ছলে করিল গমন॥ সঙ্গতি সেবক এক আছিল বিশেষ॥ অশ্ব সঙ্গে পাঠাইল তাকে নিজ দেশ॥ যোদ্ধা সৈন্য না আনিনু নৃপতির দেশ॥ দয়া ধর্ম্ম হেতু আইনু বৈরাগীর বেশ॥ প্রিয়ার জনক সঙ্গে অযুক্ত সংগ্রাম॥ সন্ধান করিতে আইনু আপনার কাম॥

আপনি যে কামকৈনু গুণে আপনার॥ এ কর্ম্ম না পারে কোটি সৈন্য করিবার॥ সত্যই জানহ হেন কর্ম্ম ক্ষিতীতলে॥ প্রভুর সাহায্য বিনা নারে সৈন্য বলে॥ প্রথমে নৃপতি সনে জবে দরশন॥ কহিয়াছি নৃপ আগে সব বিবরণ॥ একেশ্বর যুবরাজে দেখি পাত্রবর॥ জাইয়া কহিল তাহা নৃপতি গোচর॥ পাত্র বলে কুমারে দেখিনু একেশ্বর॥ কুমার সহিত্ত এক নাহি কিঙ্কর লইয়া আপন গুণ সঙ্গে আপনার॥ আইল বৈরাগী বেশে জোলকর্ণ কুমার॥ নৃপতি বলিল প্রভু গর্ব্ব ধরি মনে॥ করিল এসব কর্ম্ম সাহার নন্দনে॥ মনেতে প্রভুর ভর্শা রাখি ভ্রম মতি ছাড়ি আইল জনকের সৈন্য সেনাপতি॥ যে কর্ম্ম করিতে নারে সৈন্য অক্ষহিনী॥ একেশ্বর সেই কর্ম্ম কৈল গুণমণি এহি ভাবে পরীক্ষার কৈল অঙ্গিকার॥ করিল এসব কর্ম্ম বাক্য সিদ্ধি জার॥ পরম সাহস বীর মহা যশ রাশি॥ এইসব কর্ম্ম কৈল মনে উপহাসি॥ পুনিঃ আদেশিল নৃপ পাত্রেরে বচণ উদ্যানে নির্ম্মাও পুরি কুমার কারণ॥ রন্দাতে এহেন পুরি করহ নির্ম্মান॥ দেখিয়ে যে তুষ্ট হয় সাহার সন্তান॥ রজত্ত কাঞ্চন যত মুকুতা জড়িত॥ অবিলম্বে গিয়া পুরি নির্ম্মাও তুরিত॥ রচিয়া অমূল্য সাজে মনোত্তম অতি॥ ভুবন মোহন যেন দেবের বসতী॥ যে ইন্দ্র পবর বালা ভুবন মোহন॥ নির্ম্মাও দোহার যোগ্য পুরি সুলক্ষণ॥ নৃপতি আদেশ পাই মহাপাত্রবর॥ উদ্যানে নির্ম্মায় পুরি দিব্য মনোহর॥ নিলা কাঁসা জমরুদ আকিক প্রবাল হিরা ও এয়াকুতে পুরি নিম্মায় বিশাল॥ সুবর্ণের চাল বেড়া দেখি অনুপম॥ হিরা মণি মানিক্ক দোলায় ঠামে ঠাম॥ অধিক প্রচণ্ড জ্যোতি করে ঝলমল॥ হিরা চুণী পান্না ইয়কুাত

আরলাল॥ স্ফটিকেরস্তম্ভ ঘর মুকুতাজড়িত॥ দেখিতেকনক
পুরি পরম শোভিত ॥ রতনের ঝক্কা সবদোলে চারিপাশে
অতি দিপ্তমান পুরি অন্ধকার নাশে॥ রজতপ্রাচীরশোভে
কনক কাঙ্গুরা॥ জড়িতশোভয় চুনী মনোহর হীরা॥ ঝলকয়
পুরি যেন হিরার দর্পন॥ দেখিতে সুন্দর যেন অমরাভুবন
রন্দাতেনির্ম্মাইপুরিভুবনমোহন॥ নৃপতিঅগ্রেতেপাত্রনিবে-
দে বচন॥ তোমা আজ্ঞা অনুরূপ নৃপাগুণবান॥ নির্ম্মাইনু দিব্য
পুরি অতি দিপ্তমান॥ এতশুনিনরপতিহরষিত মন ॥ আদে
শিল সৈন্য সেনা মিলিতে তখন॥ পাত্রমিত্র যতইতিসৈন্য
সেনাপতি॥ চৌদ্য লক্ষ অশ্ববার অসংক্ষ্য পাদাতি॥ শহস্রং
গজেধরেপাটওার॥ নাচয় নর্ত্তকীসবহাজারেহাজার॥ বাজায়
চৌরাশি বাজা উঠে নানা ধ্বনি॥ দেখিতেউদ্যানপুরি চলে
নৃপমণি॥ স্বসৈন্যসহিতনৃপআনন্দিতমন॥ রন্দাতে প্রবেশী
পুরি দেখে সুলক্ষণ॥ স্বচিত্র বিচিত্রপুরি পরম সুন্দর॥ নানা
বর্ণ অনুরূপা অতিমহোহর॥ বেহেস্তের অনুরূপটুঙ্গিপৃথিবীত
শাদ্দাদআদেশেযেনলোকমানেনির্ম্মিত॥ কাষ্ঠ কার্য্যহৈলবিশ্ব
কর্ম্মা সমতুল॥ কর্ম্মিকের প্রতিনৃপপ্রসংশেবহুল॥ পুরিদেখি
মহারাজ আনন্দিতমন॥ নিজ পাত্রপ্রতি নৃপ আদেশে বচন
কুমারকে এই পুরি সঙ্গারহ আনি॥ রহুককুমার সঙ্গে অর্দ্ধেক
বাহিনী॥ লইয়া অ.র্দ্ধক সৈন্য নৃপতিতখনে॥ মন রঙ্গে চলি
গেল আপনা ভবনে ॥ অর্দ্ধেকবাহিনী লই মহাপাত্রবর ॥
মনসুখে চলিগেলকুমারগোচর॥ কুমারঅগ্রেতে কহে পাত্র
মহামতি ॥ অর্দ্ধসৈন্য নিয়ুজিনু তোমার সঙ্গতি॥ নির্ম্মিয়াছে
দিব্যপুরিনিমিত্তেতোমার॥ শুভক্ষণেআসিপুরিকর অধিকার

কুমার শুনিয়া বাক্য সহরিষ মন ॥ মনরঙ্গে গজ পরেহৈল আরোহণ ❀ উদ্দেশি উদ্যান পুরি চলিল কুমার ॥ পাত্রমিত্র সৈন্য সেনা চলেচারিধার❀এহিমতেচলিগেলসেইপুরিদ্বার স্বসৈন্যপ্রবেশকৈলপুরির মাঝার❀দেখিয়াউত্তমপুরিকুমার মোহিত ॥ মনে ভাবে হেন পুরি নাহিপৃথিবীত❀ সয়ালের অধিপতিপিতাগুণবান॥কদাচিত্ত হেন পুরি নাহিক তাহান এহিমতেস্বসৈন্যসহিতেযুবরাজ॥পরমআনন্দেরহেসেইপুরি মাঝ❀ এথা মহারাণীতরেকহেনরপতি॥জিনিলপরীক্ষা সক সাহার সন্তুতি❀যেহেন কহিল গর্ব্ব ধরি নিজমনে ॥ করিল সেসবকর্ম্ম দেখিনুনয়নে❀এসবআশ্চর্য্যকর্ম্ম কৈলএকে এক কৌতুক দেখিনু আমি নয়নে প্রতেক ❀ লালমতি বিভা দিতে উচিৎ আমার ॥ কন্যা দানে সন্তাসিব সাহার কুমার সাধুর রমণীগণ আছে যতইতি॥আমন্ত্রিয়াপুরি মাঝে আন শীঘ্রগতি❀অন্তঃস্পুরেউৎসবেরযে হয় উচিৎ॥নারীগণ লই কর্ম্ম করহতুরিত❀মহারাণীতরেআজ্ঞাকরিমহারাজ॥বাহিরে আসিয়াবৈসে সিংহাশন মাঝ ❀বসিলেক মহানৃপ সহরিষ মন ॥ চারিদিকে বসিলেক সৈন্যসেনাগণ❀ তবেনৃপ আদে শিল পাত্রেরে বচণ॥লালমতি বিভাদিতে কর আয়োজন❀ শাহাবদ্দিনমোহাম্মদ পীর গুণধাম॥তাঁহান চরণেমোরশহস্র প্রণাম❀আবদুল হাকিম শাহা রজ্জক তনয়॥রচিলপাঁচালি এহি বাক্য মধুময় ❀

রাগ দীর্ঘ ছন্দ ॥

আদেশিল মহারাজ, লালমতি বিভাকাজ, পাত্রমিত্রমিলিল সকল॥ আসি মহা পাত্রগণে, আজ্ঞাদিল জনে২, করিবারে উৎসব মঙ্গল❀কাড়াদামাঢোল ঢাক, দ্বারে বাজেলাখেলাখ,

সিঙ্গা শঙ্খ ভেউর কর্ণাল॥মৃদঙ্গ কর্ত্তালকাস,বিনা বেনু কবি-লাস,শহস্র যন্ত্রেতেবাজেতাল॥দোতারারোবাববেনু,শুনি পুলকিততনু,সানাইবিগুলসুললিত॥সারিঙ্গিডুম্বরুচুঙ্গ,শুনি অতিমনরঙ্গ,শহস্রগাইকগায়গীত॥শতে২কান্ধেবেনু,ঝাঁঝরের রুনুঝুনু,দোসরিমোহরিবহুতর॥যর্ত্তেক নাটুয়াগণে, রঙ্গকরে জনে২, নানানকৌতুক মনোহর॥শতে২ তাফা নারী,যেন স্বর্গ বিদ্যাধরি,নৃত্যগীতপ্রতিস্থানেস্থান॥উৎসবনৃপতিদ্বারে নানা শব্দে বাদ্য করে,সঘন,তবলেপড়েসান॥নবতবাজায় নিত,সৈন্যমনে আনন্দিত,নানা রঙ্গে উঠয় ঝুমকি॥টিকরা বাজায়ঘন,ডঙ্কাপড়েঅনুক্ষণ,শতে২নাচয়নর্ত্তকী॥পঞ্চশব্দে করেবোল,সৈন্য করেকোলাহল, না কারি চিৎকার মাঝে মাঝ ॥ মহাবাদ্য অনুপম, রাম-সিঙ্গা ঠামে ঠাম, পিনাক ঢোলকপাখওাজ॥তথাঅন্তঃস্পুর মাঝ,পিন্দিঅপরূপসাজ, যতসাধুররমণীগণ॥ নানা অলঙ্কারপরি, যেন স্বর্গ বিদ্যাধরি, জনে২ সহরিষ মন॥ সুবর্ণ কাটোরা ভরি,প্রতি জনেহস্তে ধরি, চন্দন ছিটের চারি পাশ॥ আবিরে ভরিয়াবাটি,নিত্য করেছিটাছিটি, নারীগণেকরে হাস্যোল্লাষ॥ মাড়ওারচারি ধার,অতিশয় শোভাকর, অপরূপ করিল আলায় ॥ এজয় জোগাড়করি,সুবর্ণের ঘট ভরি,নানাসাজকৈল অনুপম ॥ অতি মনকৌতুহলে,রাখিল মাড়ওা তলে, এঘটপ্রদীপমন-হর॥সাধুর রমণীগণে,মহা আনন্দিত মনে, নাচেন্ত গায়েন্ত নিরন্তর॥লালবানু পাটে তুলি,সকলেতেহুলস্থুলি,নারীগণ হলদি দিল গায়॥ দিব্য২নারীগণে, পরম আনন্দমনে, গায় তৈল হরিদ্রা চড়ায়॥কেহ মন কুতুহলে, হস্তপাদ অঙ্গ মলে

কেহ ডালে ভৃঙ্গারের জল ॥ কোন২ সাধুবালা, হস্তেতে বরন ডালা, আগে কন্যা মন কুতুহল ॥ এহি মতে নারীগণে, অতিসে আনন্দ মনে, স্নান করাইল লালমতি॥ বহু মূল্য গজমতি বসন অঞ্চলে গুথি, কনককিনারী শোভে অতি ॥ অতি দিব্য মনোহর, পরাইল পিতাম্বর, সিথাপাটী শিরেতে শোভয় ॥ ঝারা ত্রিলোক্কের মূল, নাচয় জাদের ফুল, মদনমোহন জ্যোতির্ম্ময় ॥ বেশর নাসিকা মাঝা, ভুবণমোহন সাজ, দেখিতে পরম শোভাকর॥ শ্রবনেতে পিন্ধু তারা, অতিশয় মনোহরা, গলে শোভে নব লক্ষহার ॥ কেজুর কঙ্কন করে, দেখি মুণি মন হরে, ত্রিলোক্ক মহিণী রাজসূতা॥ আভরণ শোভে অঙ্গ, দেখি মুণি তপ ভঙ্গ, অঙ্গে জড়ি কনক মুকুতা ॥ আঙ্গুলে অঙ্গুরি শোভে, ব্রহ্মা আদি দেব লোভে, বাহুতে কনক বাজুবন্দ॥ দেখি নানা আভরণ যত্তেক রমনীগণ, কন্যা হেরে পরম আনন্দ ॥ সিংহ জিনি মধ্য দেশ, কটিতে পরম বেশ, কনকের নির্ম্মিত কিঙ্কিনি॥ চরণ চম্পক মাঝ, শোভে অপরূপ সাজ, নেপুর মোহন বাদ্য ধনি ॥ পরি নানা আভরন, সঙ্গে লই নারীগণ, আনন্দে রহিল লালমতি যত্তেক সুন্দরীগণ, অতিসে আনন্দ মন, রহিলেক কন্যার সঙ্গতি মহিমার অনুপম, রূপে কাম গুণে শ্যাম, ভুবনেতে প্রচণ্ড প্রতাপ পীর সাহাবদ্দিন নাম, জিহ্ব্বাস্থলে অবিশ্রাম, আবদুল হাকিম প্রতি জাপ ॥ রাগ জমক ছন্দ ॥ কুমার পুরিতে যত্ত পাত্র মিত্রগণ॥ কস্তুরি কুঙ্কুম আদি অগুরু চন্দন ॥ নানা নবীপদে অগ্রে করি আরম্ভন॥ স্নানদান করাইল সাহার নন্দন ॥ সুবর্ণ সেহরা মাথে শোভিত বিষাল॥ পায়েতে পিন্দিলা বহু মূল্য স্বরূআল ॥ জরবাপ্তকাবাই গায় অতি মোনহর॥ কোমরে কোমরব

কনক অম্বর॥ বহুমূল্য অপরূপ দিব্য চারুচির ॥ দেবা চিনী রুমিবস্ত্র পুর্ণিয়া হরির॥ কণ্ঠেতে শোভয় অতি দিব্য পুষ্পমালা অঙ্গেতে শোভয় নবলক্ষের দোশালা॥ সুবর্ণ সেহারা শোভে আমামা উপর ॥ সাজিল জোল্লকর্ণ সূতজিনি পঞ্চস্বর॥ পাত্র মিত্র রাজ্যের যতেক পৌরজন॥ হিন্দী রুমি সামি চিনী নসরানী বসন॥ নানা বস্ত্র পরিধান আতলাস সয়চুফ॥ দেখি চিত্র বিচিত্র পরম অপরূপ॥ নানান বরন বস্ত্র অলঙ্কার পরি॥ কুমার সভাতে বৈসে দিব্য শোভা করি ॥ এহিমতে সাজি বীর জোল্লকর্ণ সন্ততি ॥ মন রঙ্গে সাজে যত সৈন্য সেনাপতি ॥

রাগ দীর্ঘ ছন্দ সহলা ॥ সাজয় কুমার বর, নানাবাদ্য নিরন্তর, নৃত্য করে নাটুওা সুন্দর॥ স্থানে২ তাফা গণে, নাচয় আনন্দ মনে, নানান কৌতুক মনোহর॥ নানা বস্ত্র আভরণ, পিন্দি সহরিষ মন, পরম আনন্দে যুবরাজ॥ মহা২ পাত্রগণ, যতই তি পৌরজন, বসিলেন করিয়া সমাজ ॥ লক্ষ২ অশ্ব গজ, এ মেঘডম্বরুধ্বজ, নানামতে করি মহাসাজ॥ অধিক আনন্দ অতি, যুবরাজ মহামতি, চড়ে গজ আম্বারির মাঝ পাত্রমিত্র কুতুহলে, জোগান ধরিয়া চলে, চতুর্দ্দোলে প্রতি জনে২॥ চলিল কুমারমণি, উঠে নানাবাদ্যধ্বনি, হুলস্থূল করি সৈন্যগণে॥ চলে সেনাপতিগণ, গজপরে আরোহন, চলিল অনন্ত রথ রথি॥ লক্ষ২ অশ্ববার, জুড়ি চলে চারিধার, চলিলেক অনন্ত পদাতি॥ নিশিথে চলিল বরে, বাজি উড়ে থরেথরে, রজণী দিবস সমস্বর ॥ রথ চক্র ফুল ছড়ি, পুষ্প পড়ে ঝরি ঝরি, চরকভ্রময় নিরন্তর॥ হাওাই উড়য় নিত, দেখি মন হরষিত, চিত্রভুজ পরম সুন্দর॥ গঞ্জিনা নাকাশ ফুল, গন্ধরাজ বেলফুল,

মন্দিরানারিঙ্গীমনোহর॥ ভুমিচম্পা বেঙ্কা আর, বৃক্ষ বাজি সীতাহার, বৃক্ষেআগ্নিদোলে ঠাঁইঠাঁই॥ মাহুতাবি লাখেলাখ জল হংস পানি কাক, থরে২ ওড়য় হাওাই॥ কন্দিল চাদর দেখি সৈন্য মনে অতিসুখী, পোলবন্দি অতি শোভাকার ঢুটুক কুম্ভির সাজে, উড়েপড়ে জলমাঝে, প্রচণ্ডদ্বিপক অনি-র্ব্বার॥ ভেড়াচুস নিরন্তর, চুসাচুসিপরস্পর, দেখিতে পরম শোভাকর॥ শতজোজনের পন্থ, হৈল অতিদিপ্তীমন্ত, নারহিল নিশি অন্ধকার॥ অতিমন কুতুহলে, শহস্র ধনুকি চলে ব্রহ্মাঅস্ত্র নিজকান্ধে তুলি॥ যত বৃন্দা মালিগণ, মাথে পুষ্প বৃন্দাবন, বাগেবাগে করে চুলা চুলি॥ যেহেন নক্ষত্র সমে গগনে চন্দ্রিমাভ্রমে, ঘোরনিশি করিয়া নির্ম্মল॥ তেহেনভুবন মাঝ, চলি জায় যুবরাজ, মগ্রিব করিয়া নির্ম্মল॥ ইলিয়াস মনরঙ্গে, খোওাজখেজের সঙ্গে, নৃপ দ্বারে করিলগমন॥ নৃপতিও মান্য করি, অধিকগৌরবধরি, ছাড়ি দিল নিজসিংহাশন॥ মন সুখে যুবরাজ, বৈসে সিংহাশনমাঝ, চারি দিকে বৈসেপাত্রগণ॥ সৈন্যসঙ্গেসেনাপতি, বৈসে আনন্দিতমতি, আনন্দে বসিলা সর্ব্বজন॥ গৌরব ধরিয়া অতি, ইলিয়াস মহামতি, খোতবাপড়য়রঙ্গমন॥ খোওাজপ্রসন্নঅতি, কুমারকুমারী প্রতি, আশীর্ব্বাদকৈলততৈক্ষণ॥ তবেতঅন্তঃস্পুরমাঝ, প্রবেশিল যুবরাজ, মিলিলেক কন্যারসঙ্গতি॥ অতি মন কুতুহলে, সুবর্ণ মাড়ওাতলে, দাণ্ডায়কুমার লালমতি॥ যুবতী যতেক জনে পরমআনন্দমনে, একত্রকরিলবরবালা॥ দোহানরূপেরজ্যোতি দ্বিপ্তীমন্তহৈলক্ষিতী, অন্তঃস্পুরকৈলউজিয়ালা॥ নারীগণেএকে আন্ন, প্রসংশয়ধন্য২, কুমারকুমারীমুখহেরি॥ হেনরূপকদাচিতে

না জন্মিল পৃথিবীতে, ইউসুফ বিনা জগ ভরি ❋ ধন্য২ লালমতি,নিজঅনুরূপ পতি, পুন্যফলে ঘটে অনুপম॥ নৃপ সুত বীরমণি, সারদী কার্ত্তিক জিনি,সুরশশি হৈল একঠাম অন্তঃস্পুরে নারীগণ,আশীর্ব্বাদ জনেজন, কন্যা প্রতিকরে পুরি মাঝ ॥ জুগে২ সোহাগিনী, হইয়া নৃপ নন্দিনী, মন সুখেভুঞ্জপতিরাজ❋স্বর্গহুরবিদ্যাধরি,প্রভুর যেস্তুতিকরি, পুষ্পাঞ্জলিক্ষেপেকন্যাপ্রতি॥কন্যালইযুবরাজ,নাটমন্দিরের মাঝ, প্রবেশিল সহরিষ মতি ❋ পাত্রের রমণীগণে,অধিক আনন্দ মনে, জুলুয়া গায়েন্ত মনরঙ্গে॥ অতি মহ মন সুখে, সয়ফলমুলুকে, গেঁডুয়াখেলায় কন্যা সঙ্গে ❋ যতসাধুনারী গণ,রূপদেখি সুলক্ষণ,কামিনীমোহন বীরবর॥ কাম ভাবে মগ্ন মন, হই সব নারীগণ, দুইউরু কাঁপে থর২❋নিজ জ্ঞান পরিহরি,রহিল কুমারেহেরি,ত্যাগিনিজ কলঙ্কেরভিত॥মন সুখে হাস্যোল্লাস,কুমারের চারিপাশ❋নারীসবউন্মত্তরিত, জুলেখা নিমন্ত্রণ যবে,মেসেরেরনারীসবে,পরিস্মারি অঙ্গের বেদনা॥ ইউসুফের রূপ ধ্যানে,কাটয়তোরঞ্জ জ্ঞানে, নিজ হস্ত আপনে আপনা❋কুমারের দরশনে,তেহেনরমণীগণে হারাইলজ্ঞানআপনার॥দেখিবীরযুবরাজে,ক্ষেপিলকলঙ্কলাজে একদৃষ্টেহেরয়কুমার❋কেহবলেনিজপতি,ছাড়িসহরিষমতি রহিনু কুমার মুখহেরি॥উন্মত্তরমণীধনি,মনেহাসে বীর মণি, দেখি নারীজ্ঞানপরিহরি❋কুমারেররূপরঙ্গ, দেখি মন হৈল ভঙ্গ,মগ্নহৈলরমণীরচিত॥বিভলহইয়াসবি,অপরূপমনেভাবি ঘিরিয়াদাণ্ডায়চতুর্ভিতে॥রাজউপহার ইতি,নিজহাতেলাল মতি, তুলি দিল কুমারের মুখে ॥ সয়ফলমুলুকেপুনি,অধিক

হরিষ গুণি, কন্যা মুখে দিল মনসুখে ✽ লালবানু মুখ চাহি প্রভুর অস্তুত কহি, পরম আনন্দ যুবরাজ ॥ স্বলজ্জাতেরাজ সুতা, বৈসেহেট করি মাথা, মনরঙ্গে কুমার সমাজ ✽ দেখি বরবালা মুখ, নারীগণ মনেসুখ, আশীর্ব্বাদ করে জনেং ॥ যতেক যুবতীগণ, হরিষ বিস্মিতমন, চলিগেলআপনাভবনে কুমার হরিষমন, কন্যালইতৎক্ষণ, পালঙ্কেতে করিল শয়ন রতি পতি দোহমাঝ, জেবা ব্যাবহার কায, হরিষে পুরিল রঙ্গমন ✽ নববরনববালা, নানারসেকেলিকৈলা. পুরে রস লই লালবানু ॥ রতিরস অনুপম, ষোলকলা পুরে কাম, যেহেন রাধার সঙ্গে কানু॥ রসময় রসবতী, পরমআনন্দে অতি, রস রঙ্গে গোঙায় রজনী॥ সাহাবদ্দিনমোহাম্মদ, শিরে বন্দিতান পাদ, আবদুলহাকিমেররচনি ✽ আয় ত্রিজভপতি, মহামন যত ইতি, আমি হীন অধীন সহিত॥ এহেন সঙ্কটে অতি, তরাই ত্রিজগপতি, মনেজেবাপুরাওবাঞ্ছিত ✽ ইহলোকেপরলোকে মহামন সঙ্গে মোকে, কৃপাহউক খোওাজের পায় ॥ সঙ্কট সময় আসি, নিজ মনে কৃপা বাসি, কৃপা দৃষ্টেহইবে সহায় ✽

শ্রী রাগ, পয়ার ॥ এহি মতে কাটি যদি গেল সে রজনী ॥ নিশিশেষে প্রভাতে উঠিল দিনমনি ✽ করিলেক স্নান ওজু কন্যা যুবরাজ॥ পরমআনন্দে পড়েদোগানা নমাজ করিয়াপরমযত্নকন্যালালমতি ॥ রাজভোগউপহারদ্রব্য যত ইতি ✽ ফালুদামিসরীকন্দ লবানিশক্কর॥ প্রভৃতি এসব দ্রব্য মিষ্ট মনোহর ✽ কুমারতাগ্রেতেবালাদিলতৎক্ষণ॥ মনসুখে যুবরাজকরিলভক্ষণ ✽ ভোজনকরিয়া বৈসে নিজ প্রিয়াসঙ্গে কর্পুরতাম্বুলখায়অতিমনরঙ্গে ✽ নানা বস্ত্রআভরণপিন্দিযুব রাজ ॥ মনসুখে চলিজায় নৃপতি সমাজ ✽ রত্নময় চতুর্দ্দোলে

হই আরোহণ॥নৃপতির সম্ভাষনে করিল গমন❁অশ্বগজরথা রথিঅলেখাপদাতি॥চলিলেক সৈন্যসবকুমারসঙ্গতি❁বাজয় নানানবাদ্য পুলকিতমন॥শহঞ্জ২কাড়া বাজে ঘন২ ❁ হস্তি কান্ধেদমাবাজেহাজারেহাজার॥নগরেতেদেয়সবেজয় জয়াকার মন সুখেপথে২ছিটেবহুধন॥সৈন্যমাঝে হইল কাঞ্চন বরিষণি❁বাজয়দুন্দুভিশব্দ ঘোরতর অতি॥নৃপতি জানিলআইল সাহার সন্ততি❁পাত্র মিত্র সঙ্গে করিনৃপতি এগ্রাণ॥ কুমার গৌরবভাবি হৈল আগুয়ান❁পদগতিভেলদোহনৃপযুবরাজ কুমারকেআলিঙ্গনদিলমহারাজ❁কুমারওগুরুমান্যকরিআপনার॥নৃপতিকেপ্রণামিলজোলকর্ণকুমার❁আদেশিলনরপতিসহরিযমন॥গজপরেযুবরাজে হৈলআরোহণ❁চতুর্দ্দোলে আরোহিয়া চলিলনৃপতি॥আপনারস্থানেগেলকুমারসঙ্গতি অতিমহাহরষিত নৃপ মহামতি॥সিংহাসনে বসাইল সাহার সন্ততি ❁সয়ফলমুলুক মুখহেরি নৃপবর॥হৈল অতিমন সুখী হরিষ অন্তর❁দুইকরজোড়করিমগ্রিবঈশ্বর॥কহিতে লাগিল নৃপ কুমার গোচর❁ তোমাকে কহিযে বাপু শুন যুবরাজ ॥ তোমার জনক তুল্য নাহিক্ষিতীমাঝ❁কদাচিত নাহি আমি তানসমশ্বর॥সেকান্দরমহানৃপজগৎঈশ্বর❁শয়ালসংসারমাঝে এসপ্তভুবন॥পর্ব্বত শিখরযত সমুদ্রগহন❁সর্ব্বত্রের অধিকারী সাহা সেকান্দর॥ভুবন দুল্লভ তুমিতাঁহারকুমার❁আমিঅতি ভাগ্যবন্ত পৃথিবী মাঝার॥ভুবনেজামতাতুমি সাহার কুমার তবেকিকরিনু আমিদোষ বহুতর॥কহিনু নিষ্ঠুর বাক্যতোমার গোচর❁জোলকর্ণনন্দন তোমানাকরিপ্রত্যয়॥মনেতেভাবিনু পরীক্ষিতে যুক্ত হয়❁জোলকর্ণ নন্দন যদিহয়গুণবান॥এস্ব-

কল কর্ম্ম নহে সঙ্কট তাহান ❋ অন্য জন হইই দিলে সেকান্দর নাম
সাধিতে যোগ্যতা কিবা এসকল কাম ❋ তে কাজে পরীক্ষা সব লিনু
তোমা আগে ॥ জানিনু জোলকর্ণসূত তোমা কর্ম্ম ভাগে ❋ আছিল
এহেন আজ্ঞা প্রভু কতার ॥ এহাতে যতেক দোষ ক্ষমিবে
আমার ❋ মনেতে আমার শ্রদ্ধা ছিল এহি অতি ॥ সমর্পিতে তোমা
হস্তে মোর লালমতি ❋ পুর্ণ হৈল আমা আগে নিজ মনষ্কাম ॥ মোর
লালবানু বর তুমি গুণধাম ❋ অশ্ব গজ সৈন্য সেনা রাজ্য সিংহাসন
তোমা প্রতি ছাড়ি দিনু নিজ সুখমন ❋ পরম আনন্দে বসি
রাজ্য সিংহাসনে ॥ রাজ্য সুখ ভুঞ্জ এথা আন্দিত মনে ❋
তা শুনি কুমার মনে হরিষ অন্তর ॥ কর পুটে নিবেদয় নৃপতি গোচর
যেন পিতা গুনবান সাহা সেকান্দর ॥ বাপের সদৃশ মোর তুমি নৃপ
বর ❋ তৃতীয় জনক শাস্ত্রে আছয় লিখন ॥ পিতা গুরু শ্বশুর যে
এহি তিন জন ❋ তোমা আগে দোষাদোষ কৈনু বহুতর ॥ কহিনু
কটুর বাক্য তোমার গোচর ❋ নিজ গর্ব্বে গুরু আগে বাক্য না
জুওায় ॥ তেকারণে পরিহার মাগিত বপায় ❋ এহাতে আমার
যেবা দোষ হৈল অতি ॥ অপরাধ আমার ক্ষমহ মহামতি ❋
উত্তমের পদুত্তর না দে যেই সব ॥ নরলোকে সে সবেরে বলয় গর্দ্দভ
এহেন কটুর বাক্য কৈনু তেকারনে ॥ ক্ষমিবে আমার দোষ কৃপা
বাসি মনে ❋ রাজপাট আমা প্রতি করিলে আদেশ ॥ পাইনু প্রসাদ
তোমা পরম সন্দেস ❋ তোমা আগে রাজ্যপাট মোকে না
শোভয় ॥ সেবিষ্ণে তোমার পদ মোকে যুক্ত হয় ❋ মন রঙ্গে বৈস
নিজ সিংহাসন মাঝ ॥ রাজ কার্য্য করি আমি হই যুবরাজ ❋
যেবা মোর প্রতি দিলা পরীক্ষার ভার ॥ মোর কর্ম্ম হেতু
কৈলা এসব প্রকার ❋ প্রতিজ্ঞা করিলা কর্ম্ম অসম্ভব অতি ॥

তেকাজে আমার বান্ধা রৈল লালমতি ❀ প্রভু আজ্ঞা অনুরূপ করিলা আদেশ ॥ এহাতে তোমার দোষ নাহিক বিশেষ ❀ শুনিয়া কুমার বাক্য হরিষ নৃপতি ॥ ডাকিয়া আনিল যতসৈন্য সেনাপতি❀ অশ্ব গজ রথারথি পাত্রমিত্র গণ ॥ যুবরাজ হস্তে নৃপ কৈল সমর্পন ❀ কুমারের তরে নৃপ দিল রাজ্য ভার ॥ পাত্র মিত্র লই রাজ্য পালয় কুমার হইল এম্রাণ রাজ্য কুমার অধীণ॥ প্রধানমগধে নারে লঙ্গি-বারে হীন ❀ নৃপ পুত্র তুল্য যদি হয় কোন জন॥ লঙ্গিতে নারয় হীন জনের নন্দন❀ যেহেন প্রভুর আজ্ঞা শাস্ত্র ব্যব-হার ॥ পালয় রাজ্যের প্রজা জোলকর্ণ কুমার❀ মালিনীকে মহা কৃপা করি গুণবান ॥ ধন রত্ন অশ্ব গজ রাজ্য দিলদান মালিনীর প্রতি বহু করিয়া সম্ভাসা ॥ পুরাইল মালিনীর মনে যেই আশা ❀ কহিতে লাগিল বীর শুন পদ্মাবতী ॥ আমা হেতু পরিশ্রম করিয়াছ অতি ❀ ধর্ম্ম ভাবে দিলা মোকে উপদেশ হিত ॥ সেই পুন্য ফলে তব পুরিল বাঞ্ছিত❀সেকান্দর পুত্র আমি কৈলা মোর কাম॥ এপ্রভাবে পাইলা প্রতিষ্ঠা অনুপম ❀ নিচ বংশ জন প্রতি যে করে ভালাই ॥ বিনা পরাভবে আর নাহিক রেহাই ❀ চিন্তিলা বহুল ভয় মোকে দিয়া বাসা ॥ না পাইলা দুঃখতব পুর্ণ হৈল আসা ❀ মালিনী বলিল শুন শাহার নন্দন ॥ সাফল্য হইনু পাই তোমার চরণ ❀ সার্থক তোমাকে কৈনু পরম মান্যতা ॥ সার্থক পুজিনু যেন দেবের দেবতা ❀ সেবিতে বড়ের পদ যদি মুণ্ড ক্ষয় ॥ তথাপিও সেবিবারে অতি যুক্ত হয় ❀ বড়ের উচ্ছিষ্ট যুক্ত করিতে ভক্ষণ ॥ নাহিক

নিক্লষ্ঠ কান্ধে হৈতে আরোহণ ❋ তোমাহন্তে পাইলাম অপরূপ বর ॥ মনের বাঞ্ছিত যেবা পুরিল সত্তর ❋ তবে নৃপ সহরিষ মন কৌতুহলে ॥ রাজ্যের ভিক্ষুক যত আনিল সকলে ❋ সে সবের প্রতিদান কৈল বহুধন ॥ কৃতার্থ হইল সবে পাইয়া যে দান ❋ কুমার প্রভাবে নৃপ মহা হরষিত ॥ পুরাইল রাজ্য বাসী ভিক্ষুক বাঞ্ছিত ❋ তবে মহা নরপতি সহরিষ মন ॥ কুমারকে বিদায় দিলেক সেইক্ষণ ❋ কুমার চলিয়া গেল আপনা ভবন ॥ লালবানু দরশন কৈলা রঙ্গমন নিজ প্রিয়া সঙ্গে বসি রসের নাগর ॥ লালমতি সঙ্গে রস রঙ্গ নিরন্তর ❋ এহি মতে নিজ প্রিয়া লালমতি সঙ্গে ॥ কেলি কৈলা নানা রস পুরে মন রঙ্গে ❋ নানা হাস্য রস বাক্য কন্যার সঙ্গতি ॥ কন্যা প্রতি কহে বাক্য মন রঙ্গে অতি ❋ জখনে মালিনী বেশে পরি অলঙ্কার ॥ আসিয়া বসিনু এথা নিকটে তোমার ❋ হাস্য পরিহাস বহু কহিলা বচন ॥ চিনিতে নারিলা মোকে পুরুষ লক্ষণ ❋ পুরুষের বস্ত্র যেবা নিজ অঙ্গে পরি ॥ ধরিয়া পুরুষ বেশ আইলে সুন্দরী ❋ এহাতে পুরুষ তুমি কিবা হও নারী ॥ দেখিয়া চিনিতে আমি পারি কিনা পারি ❋ শহস্র পুরুষ মাঝে নারী এক জন ॥ যদি সে পুরুষ মাঝে বৈসে কদাচন তোমাকে কহি যে সত্য প্রিয়া প্রাণেশ্বরী ॥ নিকালিতে পারি সেই নারী হস্তে ধরি ❋ কুমরী বলিল শুন প্রভু প্রাণেশ্বর ॥ রসের নাগর তুমি গুণের সাগর ❋ তোমার যতেক গুণ দিতে নাহি সীমা ॥ বুঝিতে নারিনু প্রভু তোমার ভঙ্গিমা ধরিয়া কামিনী রূপ প্রভু গুণবান ॥ হরিলা পুরুষ [illegible]

নারীগণ প্রাণ ❀ নারী ছলে যে কহিলা ভঙ্গিমা বচন ॥ মায়া বাক্য বুঝিতে নারিনু কদাচন ❀ গুণের সাগর প্রভু তুমি রসময় ॥ পুরুষ অনন্ত রূপি তুমি দয়াময় ❀ শূন্য ধড় হয় নারী যে হয় প্রতিমা ॥ না শোভে পুরুষ আগে নারীর ভঙ্গিমা ❀ নারী অঙ্গ পুরুষের বিহারের স্থল ॥ পুরুষ ভ্রমর হয় নারী যে কমল ❀ আসিব পুরুষ রূপে তোমার গোচরে কদাচিত হেন শক্তি নাই মোর তরে ❀ মায়া রূপে তোমা আগে কপট বচনে ॥ তোমাকে ভাণ্ডয় হেন নাহিক ভুবনে সত্য বিনা নাহি জানি আচরিতে বাম ॥ তোমা বিনা অন্য কেহ নাহি মোর শ্যাম ❀ কুমার বলিল ধন্য তুমি রাজ সুতা ॥ কাঞ্চন মুখেতে তোমা বচন মুকুতা ❀, কহিলা আমাকে যেবা জানিয়া মালিনী ॥ মোর বার্ত্তা বিনা আর না পুছিলা বানী ❀ মালিনীর বধু মোকে জানি তত্ত্ব সার বহু সম্ভাসিয়া বার্ত্তা পাইতে আমার ❀ এহিমতে নিজপ্রিয়া সঙ্গে হাস্যোল্লাষ ॥ নানা রঙ্গে কেলি কৈল পরম উল্লাষ ❀ পরম আনন্দে বঞ্চে নৃপতি ভবনে ॥ মৃগয়া করিতে শ্রদ্ধা উপজিল মনে ❀ মৃগয়া করিতে জায় সাহার নন্দন ॥ সঙ্গতি চলিল বহু সৈন্য সেনাগণ ❀ শ্রদ্ধা অনুরূপে নানা জন্তু বহুতর ॥ মন সুখে মৃগয়া করিল বীরবর ❀ মহিষ গণ্ডার আর গউজ কুঙ্গার ॥ সিয়া গোষ খরগোষ আদি গোরখার ❀ বিহঙ্গম রাজ হংস ময়ূর ছুবাস ॥ দেখিয়া নানান পক্ষী পরম উল্লাষ ❀ কোলঙ্গ গগনভেড় যোঙ্গল যগেশ ॥ এসব প্রভৃতি পক্ষী দেখিতে সুবেশ ❀ খয়রাল গলগট পতকা ত্রাগুন ॥ পরম শোভিত যত ইতি পক্ষীগণ ❀ মোর্গা বি

ছরারি কোড়া ডাহুক তিতর ॥ এসব প্রভৃতি যত পক্ষী লৈক্ষান্তর ❀ বন্দি করি জীববন্ত রাখিল সঙ্গতি॥ ভেটিবারে নিজ প্রিয়া কন্যা লাল মতি ❀ ব্যাঘ্র আর গণ্ডার ধরিয়া বাহু বলে॥ বন্দি করি সঙ্গতি লইল কৌতুহলে ❀ অতি মন রঙ্গে বীর মৃগয়া করিয়া ॥ নানা পক্ষী জন্তু সব স্বজীবে ধরিয়া ❀ মন সুখে কৌতুক দেখিতে লালমতি॥ সঙ্গে করি লৈল বী র মন রঙ্গে অতি ❀ মৃগয়া করিয়া বীরে চলে রঙ্গ মন ॥ পন্থ ভ্রমি অন্য প্রান্তে করিল গমন ❀ সম্মুখে মিলিল এক পুরি মোনহর ❀ পুরি মাঝে টুঙ্গি সব পরম সুন্দর ❀ পুরিতে শোভয় এক দিব্য সরোবর॥ তাথাতে পুষ্পের বৃন্দা অতি মনোহর ❀ পুরি দেখি মন রঙ্গে সাহার নন্দন॥ সেই পুরি প্রবেশিল সহরিষ মন ❀ যতেক রক্ষক দেখি উদ্যান অন্তর ॥ পুরি মাঝে দেখিলেক পাষানের ঘর ❀ রক্ষিগণ স্থানে পুছে বীর যুবরাজ ॥ এ সকল কেবা পাষানের গৃহ মাঝ ❀ রক্ষি সবে বলে শুন সাহার নন্দন॥ পাষান গৃহেতে বন্দি বন্দিয়ানগণ ❀ কুমার বলিল এহি সব বন্দিয়ান ॥ কি হেতু করিল বন্দি নৃপ গুণবান ❀ রক্ষিগণ বলে এহি রাজ পুত্র সব ॥ নৃপতি নন্দিনী হেতু পায় পরাভব ❀ শুনিয়া কন্যার বার্ত্তা আইল রঙ্গ মনে ॥ পরীক্ষা না জিনে হেতু পড়িল বন্ধনে ❀ যে হেন আহার লাগি পক্ষী হতজ্ঞান ॥ ব্যাধ হস্তে বন্দি হয় আসি তুরমান ❀ পরিণাম ক্ষেপি গুণ হীন এহি সব ॥ বন্ধনে পড়িয়া পায় মহা পরাভব ❀ রক্ষক বচন শুনি সাহার নন্দন ॥ সেই গৃহে গিয়া প্রবেশিল ততেক্ষণ ❀ কুমারে দেখিয়া

সে সকল বন্দিয়ান ॥ অধিক ত্রাশিত মনে হইল কম্পবান ❁ কেহ বলে যুবরাজ চাহিলে ক্রোধ মন ॥ মোসবার যাও প্রতি দিবেক লবন ❁ কেহ বলে ছাড় আজি জীবনের আশ ॥ যুবরাজ হস্তে হৈব সমুলে বিনাশ ❁ কেহ বলে প্রাণে না বধিব সর্ব্বথায়॥বড়ের সন্তানহৈতে নাহয় অন্যায় মহা ভাগ্যবন্ত এহি বীর গুণমণি ॥ পুন্য ফলে পায় বালা ত্রৈলুক্ষ মহিনী❁ এসকল কর্ম্ম কৈল নব কলেবর ॥ অবশ্য প্রভুর কৃপা তাহার উপর ❁ কদাচিত সে সবে না হিংসে হীন বর ॥ নিবেদিব সবে দুখ তাহার গোচর ❁ এহি মতে যতেক নৃপতি সূতগণ ॥ ভাবয় চিন্তয় অতি হতাশিত মন যুবরাজে বলে কেবা হও তোমাসব ॥ কোন অপরাধ হেতু এহেন লাঘব❁ কহিলেক মোরা সব রাজার সন্ততি॥তোমা আগে অগোচর নহে মহামতি ❁ সাগরে সহস্র ঝাপ দিনু অকারণ ॥ না ঘটিল মোর হস্তে বাঞ্চিত রতন ❁ সমুদ্রের দোষ দিতে নারি কদাচন ॥ বাঞ্চিত পুরিতে নাই ললাটে লিখন ❁ বৈজন্ত যদিবা চাহে সহস্র প্রকারে ॥ ললাট নির্ব্বন্ধ যেবা খণ্ডাইতে নারে ❁ মোরা সব ভাগ্য হীন জন প্রথিবীত ॥ অযোগ্য জনের প্রতি না পুরে বাঞ্চিত❁ ভুবনেত ভাগ্যমন্ত তুমি গুণধাম ॥ অবিলম্বে তোমার পুরিল মনস্কাম ❁ জনক তোমার সপ্তদ্বীপ অধিকারী ॥ ঘটিলেক তোমা অনুরূপ যোগ্যনারী❁ জোলকর্ণ নৃপতি পুন্য প্রভাব কারণ ॥ আমা সবাকার কর বন্ধন মোচন ❁ করুণা করিয়া তবে শাহার নন্দন ॥ বন্দি মুক্ত সবানের কৈল সেই ক্ষণ ❁ রক্ষিগণ তরে আজ্ঞা দিল গুণবান ❁ পরম জতনে সবে লালমতি ॥

করাইতে স্নান ❀ রক্ষিগণে পাইল যদি কুমার আদেশ ॥ বন্ধ মুক্তি করি স্নান করাইল বিশেষ ❀ কুমার সেসবপ্রতি রুপরাশি অতি ॥ বস্ত্র আভরন দিলসে সবের প্রতি❀পন্থের সম্বলযেবা দিল বহুধন॥ আদেশিল যথা শ্রদ্ধা করহ গমন ❀ সেসবেরে বন্দি মুক্ত করি ততেক্ষণ॥ নিজ পুরে চলি জায় আনন্দিত মন ❀ এহিমতে চলি গেল আপনা ভবনে ॥ লালমতি সঙ্গে বৈসে আনন্দিত মনে❀ জীব জন্তু পক্ষী সব আনিল যতেক ॥ সে সব ভেটিল কন্যা দৃষ্টি পরাতেক ❀ পরম বিচিত্র পক্ষী নানা জন্তু সব ॥ দেখিয়া কন্যার মনে পরম উৎসব ❀ জীব জন্তু পশু পক্ষী ছিল যত ইতি ॥ দুই অংশ করিলেক মন রঙ্গে অতি ❀ কৌতুকে রাখিল অর্দ্ধ দৃষ্টের উপর॥ অর্দ্ধ নিয় জিল বালা জননীগোচর❀নৃপমহা দেবী দেখি পশু পক্ষীগণ ॥ অধিক সানন্দ ভেল দোহানের মন ❀ নানা পক্ষী বিচিত্র পরম মনোহর॥ দেখিতে নানাম জন্তু বড়ই সুন্দর ❀ দেখিয়া হাঙ্গর ব্যাঘ্র নৃপ দেবী সতী ॥ প্রসংশিল ধন্য ধন্য সাহার সন্ততি ❀ এথা প্রিয়া সনে বসি বীর গুণধাম ॥ নানান কৌতুক রস রঙ্গ অনুপম ❀ বন্ধন মোচন কৈল নৃপ সুতগণ ॥ কন্যা আগে কহিল সে সব বিবরণ ❀ শুনিয়া এসব বাক্য রাজ বালা সতী ॥ কুমারকে প্রসংশিল অতি রঙ্গ মতি ❀ বন্দির রক্ষক সব আসি তুরমান ॥ কহিল এ সব বাক্য নৃপতির স্থান ❀ নৃপতি শুনিল যদি এ সব বচনে ॥ বহু প্রসংশিল নৃপ জোলকর্ণ নন্দনে ❀ এই মতে কত দিন সাহার সন্ততি ॥ এক্ষাণ ভবনে বঞ্চে মন রঙ্গে অতি❀

বসন্ত রাগ ॥ এক দিন পুষ্প বৃন্দে প্রবেশি কুমার॥ বসিয়াছে নিজ মনোসুখে আপনার ❀ নানাপুষ্প বিকশিত দেখিতে সুন্দর ॥ সৌরভে হইয়া মত্ত গুঞ্জরে ভ্রমর ❀ নানা পক্ষী নাদ করে সুললিতধ্বনি॥শুনিয়া স্মরয় বীরে জনক জননী ❀ জননী বিচ্ছেদে মর্ম্ম দহে হুতাশন ॥ বিস্মিত অন্তরে গেল কন্যার ভবন❀ কুমারে বিস্মিতদেখি রাজবালা সতী ॥ কন্যার মর্ম্মেতে দুঃখ জন্মিলেক অতি ❀ না জানি করিনু আমি কোন অপরাধ ॥ নহে কার সঙ্গে হইয়াছে বিসম্বাদ ❀ আমার মর্ম্মেতে ঘাও দিল কোন জন ॥ কি হেতু বিস্মিত আছে মোর প্রাণ ধন ❀ এহেন ভাবিয়া মনে চিন্তিত অন্তর ॥ কর জোড়ে নিবেদয় কুমার গোচর ❀ আজি কেন বিরস বদন প্রাণ নাথ ॥ তোমার বিস্মিতে মোর মর্ম্মে বজ্রাঘাত ❀ নারী প্রতি কর্ণ ছেদ শত গুণে ভাল ॥ বিরস বদন পতি দেখিতে জঞ্জাল ❀ যে নারী রাখিতে নারে পতি কৌতুহলে ॥ সে নারী দহিবে প্রভু নরক অনলে❀ নারী প্রতি পতি যদি নারহে হরিষ ॥ সে নারী মরিতে যুক্ত ভক্ষি কালবিষ ❀ মতিভ্রমে যদি দোষ কৈনু অতিশয় ॥ নিজ দাসী জানি দোষ ক্ষম দয়াময় ❀ যদি সে না ক্ষমে প্রভু দোষ কদাচন ॥ সতত আমার অঙ্গ নরকে দাহন ❀ যদি বা ক্ষমিতে দোষ না হয় উচিত॥ সেই ভাল শাস্তি মোকে দেও পৃথিবীত ❀ ভবের জীবন অল্প নিশির স্বপন॥এথা মোকে পাপ শাস্তি দাও প্রাণধন ❀ চিরকাল পরিণাম নরকে দাহন ॥ ইচ্ছিনু ভবের শাস্তি আমি তেকারণ ❀ সর্ব্ব অর্থে হই আমি

অধীন তোমার॥যেই শ্রদ্ধা কর মন রঙ্গে আপনার ❋ মোর জনকের রাজ্য হেন কদাচিত ॥ মনেতে সঙ্কটকভু না রাখ কিঞ্চিত ❋ মশরিক মগ্রিব তোমা দহিদ্রের স্থান॥নিঃশঙ্কায় শাস্তি মোর কর গুণবান❋আমি নাকরিলে দোষকে করিবে আর ॥ মগ্রিব দেশেতে হেন শকতি কাহার❋ এদেশেতে এহেন আছয় কোন জন ॥ কোন রূপে বিস্মিত করিতে তোমা মন ❋ শত খণ্ড করি তাকে জনক নৃপতি॥কাটিবে তোমার আগে অতি শীঘ্রগতি ❋ কি হেতু চিণ্ডিত অতি কহ প্রাণ ধন ॥ কুমার বলিল প্রিয়ে শুনহ বচন ❋ নাহি করিয়াছ না করিবে অপরাধ ॥ না হইল না হইবে তোমাতে বিষাধ ❋ পুষ্প মাঝে তিক্ত কভু নহে মকরন্দ সুগন্ধিপুষ্পেতেসত্যনারহে দুর্গন্ধ ❋ তেনমতে তুমি পুষ্প অতি সুবাসিত ॥ গুণ বিনা দোষ তোমা নাহি কদাচিত❋ যদি সে দুর্ব্বাক্য মোকে কহ কদাচন ॥ অমৃত সদৃশ জান তোমার বচন ❋ তোমা অপরাধে মোকে নহে অপরাধ॥ যদিসে বলহ মন্দ সেহ আশীর্ব্বাদ❋ পণ্ডিতে কটুর কৈলে শাস্ত্র নিত জানি ॥ কঠিন না হয় হিতউপদেশবানী❋ যদি মোর মুখেবিষ দেও খাইবার ॥ কদাচিত মুখে তিক্ত না লাগে আমার ❋ যদি সে পণ্ডিত মোকে হানে অশিধার ॥ কদাচিত মুখে শব্দ নাহি হাহাক্কার ❋ জীবের জীবন মোর তুমি কণ্ঠ মণি ॥ প্রাণের দুর্ল্লভ প্রিয়া তুমি প্রাণ ধনি ❋ তোমার আমার মধ্যে ভিন্য ভেদনাই॥এক ধড় প্রাণ মাত্র জন্ম দুই ঠাঁই❋ তোমা প্রতি বিস্মিত নাহয়মোর মন ॥ গুণ বিনা দোষ তোমা নাহি কদাচন ❋ পরম উত্তম কীর্ত্তি

তোমাকে বাখানি ॥ আমার অস্তুত বিনা মুখে নাহি বানী ❋ কদাচিত তোমা প্রতি না হৈনু বিমন ॥ বিষাধ করিতে এথা নাহি অন্য জন❋তবে কি মর্ম্মের বেথা শুন দিয়া চিত ॥ প্রাণ প্রিয়া প্রতি দুঃখ কহিতে উচিত ❋ তোমা প্রেমে মজি মন হইল উদাস॥ মাতা পিতা পরিহরি আইনু তোমা পাশ ❋ পিতা নবী অবতার মাতা দেবী সতী মোর লাগি শোকানলে দহে প্রতি নিতি ❋ তিলেক না দেখি আমা ত্যাগে বাড়ীঘর॥ কিরূপে বঞ্চিতে আছে অবধি অন্তর ❋ আমা হেতু বাপ মায়ে তেজিলে জীবন ॥ মোর সম পাপিষ্ট নাহিক অন্য জন❋ করজোড়ে লালমতি কুমার অগ্রেতে ॥ নিজ পতি সম্বোধিয়া লাগিল কহিতে ❋ মন দুঃখ পরিহর স্তুন প্রাণেস্বর ॥ আপনার নিজ দেশে চলহ সত্ত্বর❋তোমা বিনা অন্য মোর নাহিক বাঞ্চিত ॥ মন রঙ্গে জাব প্রভু তোমার সহিত❋ তোমা সনে পড়ি যদি অনল মাঝার ॥ সে অনল পুষ্প বৃষ্টি মনেতে আমার ❋ যদি বা সমুদ্র জলে মজি তোমা সনে ॥ সেই জল মধুপান লয় আমা মনে ❋ তোমা সনে পড়ি যদি গহন কাননে ॥ সে অরণ্য পুষ্প বৃন্দা লয় মোর মনে ❋ তোমার হারষে মোর হরিষ বিসাল ॥ দেখিলে বিমর্শ তোমা মোকে মৃত্যু ভাল ❋ জনক জননী প্রভু উদ্দেসি চরণ ॥ মনসুখে চল নাথ আপনা ভবন কুমার বলিল প্রিয়া শুন মোর বানী ॥ কেমনে জাইব নৃপ না দিলে মেলানি ❋ নৃপ মহা দেবী পদে কর নিবেদন ॥ আদেশ পাইলে দেশে করিব গমন ❋ পতির আদেশ পাই নৃপতি নন্দিনী ॥ মাও অন্তঃস্পুরে জাই বন্দিল জননী ❋

সহস্র প্রণামকরিজননী চরণে॥ বসিল মায়েরকোলে বিরস বদনে ❀ লালমতি দেখি মায় বিরস বদন॥ হৃদয়ে হানিয়া কর জিজ্ঞাসে বচন ❀ আজি কেন চন্দ্র মুখী বিরস বদন॥ স্বজল হইল কেন কমল নয়ন ❀ কোনমেঘে আবরিল মুখ শশধর॥ মলিন হইল কেন রঙ্গিন অধর ❀ কি দোষ করিনু আমি জননী যে তোর ॥ বিরস বদনেমর্ম্মে শেল হানে মোর ❀ সেকান্দর পুত্রবধূ প্রাণ নন্দিনী ॥ বিরস বদন তুমি কোন দুখে শুনি ❀ ভুবনে তোমার পতি জোলকর্ণ নন্দন॥ পরম বিক্রম বীর কামিনী মোহন ❀ পুরুষ মাঝেতে তোমা পতি গুণবান ॥ কামিনী মণ্ডলে কেবা তোমার সমান ❀ পুরুষের শক্তি কিবা সাধে ষষ্ঠ কাজ॥ তোমা সম নারী কেবা ভুবনের মাঝ❀ পৃথিবিতে তোমাসম আছেকোন জন॥ কোন দুখে প্রাণ সূতা বিরস বদন ❀ তোমার বেদনে মোর বিদরয় প্রাণ॥ কি হেতু চিন্তিত বালা কহমোর স্থান ❀ কুমারী বলিল পদে নিবেদী জননী॥ তোমার প্রসাদে দুঃখ বার্ত্তা নাহি জানি মোর প্রতি যে কহিলে মাও দেবী সতী॥ সত্য আমা সম আর কেবা ভাগ্যবতী❀প্রভুর কৃপায় ক্লেশ নাহি কদাচিত সর্ব্ব অর্থে পুর্ণ হৈল আমার বাঞ্ছিত ❀ জননী উদরে জন্মি ভবে পুর্ণ আশা॥ পরকালে প্রভু পদ মনেতে ভরশা ❀ পুন্যেরপ্রভাবেতোমাকৃপায় আল্লার॥ সকল মনের আশা পুরিল আমার ❀ জননীগো, পদে তব করি নিবেদন ॥ দেশের বিদায় মাগে সাহার নন্দন❀জনক জননী পদসেবিতে কারণে॥ না লিখিল আমার কপালে নিরঞ্জনে॥জনক

জনন্নী যরে না হৈল কুমার ॥ পরের অধীন কন্যা জনম আমার ❀ পতি হৈতে বিমুখ হইলে ধর্ম্ম নাশ ॥ তেকাজে রহিতেনারী জননী নস্পাস❀ এতেকতোমার পদে মাগিযে মেলানি ॥ জনকেরে কহমোর নিবেদন বানী❀ মহা দেবী কন্যা মুখে শুনি এ সকল॥কন্যাকোলে করি রাণী কাঁদিয়া বিকল ❀ সত্যই জাইবে বালা প্রাণ নিবা হরি ॥ রাখিব মায়ের প্রাণ কেমনেতে ধরি ❀ কাঁদিতেং দেবী বিস্কাদিত মন ॥ নৃপতি অগ্রেতে জাই কহিল বচন❀ দেশেতে জাইতে আজ্ঞা মাগয় কুমার॥কন্যার বিচ্ছেদে প্রাণ দগধে আমার❀নৃপতিকহিলপ্রিয়া নাহিভাবক্লেশ॥ নাচিন্তকন্যার হেতু না কর আবেশ❀ কন্যা রাখিবারে কৈনু যতেক প্রকার ॥কেবারাখিয়াছেহেনভুবনমাঝার ❀ কেবা করিয়াছে হেন কর্ম্ম অসম্ভব ॥ লিলায় জিনিল বীরে পরীক্ষা এসব ❀ পুরাইতেললাট নির্ব্বন্ধ নিরঞ্জনে ॥ শহস্র সঙ্কট প্রভু ভাঙ্গয় আপনে ❀ সকল করিতেপারে যেবা মনে লয় ॥ প্রভুসনে বাদ মাত্র নাজানি নিশ্চয়❀ প্রভুর আদেশ যেবা খণ্ডাইতে নারী ॥ মশ রেকে সৃজিল বর মগ রেবেকুমারী❀নির্ব্বন্ধ প্রভাবে প্রভু আপনা সাহায্য ॥ তরাই সঙ্কট বাট সাধে যষ্ট কার্য্য ❀ নিজ মহিমার বলে প্রভুনিরঞ্জন॥একত্র করিল বর বালা দোহ জন ❀ জবে সমর্পিনুকন্যাকুমারসম্পাস॥তখনে ত্যাগিনু নিজ দুহিতার আশ ❀ কন্যা হেতুশোক দুঃক্ষ পরিহর মনে ॥ কুমারী জন্মিলপরপুত্রের কারণে ❀ জখন হইল কন্যা মা বাপ নৈরাশ ॥ রাখিতে নাপারে কন্যা আপনার পাশ ❀ জাহার গৃহেতে প্রভুদুহিতা সৃজয় ॥ প্রভুর প্রসাদ

সেজে প্রসাদ নাহয়॥ এতেক কন্যার হেতু অযুক্ত কাঁদন মন শোক পরিহর রাখহ বচন ॥ অকাজে কন্যার লাগি স্নেহ ভাব মনে ॥ সৃজিল দুহিতা প্রভু জামতা কারণে ॥ আপে কেন জনক জননী পরিহরি ॥ মন রঙ্গে আমা সঙ্গে বঞ্চ প্রাণেশ্বরি ॥ কোথাতে জনকতোমা কোথাতেজননী ॥ কোথাতে আপনি বঞ্চ কহ প্রাণ ধনি ॥ পৃথিবীতে যে সকল আপনে পণ্ডিত॥আপনার নিজপ্রায় বুঝিতে উচিত হরিষ বিসাধে কহি এসব বচন॥ডাকিয়া আনিল নিজপাত্র মিত্রগণ ॥ পাত্র মিত্র সঙ্গে করি নৃপ ততেক্ষণ ॥ কুমার কুমারী কাছে করিল গমন ॥ কুমার শুনিল নৃপ আইসে পুরি মাঝ ॥ আগু বাড়ি নৃপে প্রণামিল যুবরাজ॥গৌরবে কুমারের কোলে লই নরপতি ॥ কুমারের তরে পুছে মধুর ভারতী॥ আমাহৈতে কিবা দোষ বল কি কারণ ॥কিহেতু আমাকেবাপু হইলা বিমন॥করজোড়েনৃপ আগে নিবেদে কুমার ॥ নিজ পুত্রহৈতেমোকেগৌরবতোমার॥ সর্ব্ব অর্থে শুভ মতে আছি রঙ্গমন॥তবেকি চরণ জুগে করি নিবেদন পুত্র হীন ছিল বাপ সাহা গুণবান ॥ বহু দান ধ্যান করি মাগি প্রভু স্থান ॥ পাইল আমাকে নৃপ বহু যত্ন করি ॥ এথায় রহিনু মাও বাপ পরিহরি ॥ মাতা পিতা প্রতি নাহি দ্বিতীয় তনয় ॥ এথায় রহিনু আমি কঠিন হৃদয় ॥ মনুষ্য হইয়া পশু পক্ষীর লক্ষণ॥ মাতাপিতা ছাড়িকৈনু বিদেশে গমন ॥ উড়ায় ডিম্বের ছাঁও কতেক সঙ্কটে ॥ উড়িলে না রহে মাও বাপের নিকটে ॥ অকাজে পালয় পক্ষী সে বংশে কঠিন॥ জনক জননী সঙ্গে নহে পরিচিন॥ সেই অনু-

রূপ নৃপ আমি সে নিশ্চয় ॥ মাতা পিতা প্রতি হৈন্থ কঠিন হৃদয় ❀ বাপমাও অদর্শনে সান্তনহে মতি ॥ দেখিতে বাপের পদ আদেশ নৃপতি ❀ নৃপতি বলিল স্থন সাহার নন্দন ॥ না পারি রাখিতে দেশে করিলে গমন ❀ এথাতে রহিলে মোর নয়ন অঞ্জন ॥ দেশে গেলে নিশেধিতে নারি কদাচন জাইবে আপনা দেশে মন কৌতুহলে॥ দহিবে আমার অঙ্গ বিচ্ছেদ অনলে ❀ লালমতি হতে তোমা দয়া লাগে মনে ॥ কিরূপে রহিব বাপু তোমা অদর্শনে ❀ দহিবেক অঙ্গ মোর এথা প্রতিনীত ॥ প্রাণ উড়ে জাইবেক দোহান সহিত ❀ তবে নৃপে আদেশিল মহা পাত্র স্থান॥ আনিতে দেহাজ দ্রব্য যত বিদ্যমান ❀ তিন লক্ষ মহা অশ্ব আনিল এরাক ॥ মহা মহা ঐরাবত গজ এক লাখ ❀ রত্ন সব আনি- দিল হাজারে হাজার॥ দিলেক মুকুতা সব আনি ভারেভার উট গাভী মৈষ আদি দিলেক অসংখ্য ॥ দাস দাসী বিদিতে আনিল লক্ষলক্ষ ❀ পুঞ্জে পুঞ্জে আনি দিল রজত কাঞ্চন॥ তাম্র পিতলের সংখ্যা নাহি কদাচন❀কনককাঞ্চন মুদ্রা কটি কটি লাখে ॥ নৌকা রথ কত শত কি কহিব মুখে ❀ কনক জড়িত দিল শতেক পালঙ্কি ॥ শতেক চলন ঘর সুবর্ণের টুঙ্গি ❀কনক নির্ম্মিত হীরা মানিক্য মণ্ডিত ॥ নানা অলঙ্কার দিল পরম শোভিত ❀ পুঞ্জেং আনি দিল অমূল্য অম্বর॥ রাখিলসে সব দ্রব্য কুমারগোচর❀ এসকল রাখিয়া কুমার বিদ্যমান ॥ বিনয় করিয়া কহে নৃপতিএমাণ ভর্থ আমা অনুরূপ ভেটিনু সাক্ষাত ॥ তোমা যোগ্য এ সকল নহে দ্রব্য জাত ❀ তোমার জনক নৃপ সাহা সেকা-

ন্দর ॥ হাঁসিবে আমাক বহু বিদ্রুপ অন্তর ❀ কুমার বলিল নৃপ সুন নিবেদন॥ তোমার কৃপায় যেই ধন পাইনু দান❀ তোমার বটেক মোর শহস্র রতন॥ প্রিয়ার জনক তুমি গুরু মান্য জন ❀ ধন রত্ন রাজ পাট জতেক তোমার ॥ মনেতে ভরসা মাত্র সকল আমার ❀ জনক প্রসাদে মোর জতেক সঞ্চিত ॥ সকল তোমার হেন জানিও নিশ্চিত ❀ ধন রত্ন প্রতি মোর নাহিক বাঞ্ছিত ॥ লক্ষ লক্ষ গুঞ্জ মোর আছে পৃথিবীত ❀ যেই ধন কাজে ছিল বাঞ্ছিত প্রধান॥ তোমার প্রসাদে সেই ধন পাইনু দান❀ প্রাণের দোসর প্রিয়া লাল-মতি আগে ॥ কুবের কারুণ ধনকোন কর্ম্মে লাগে ❀ এহেন শহস্র কোটি লক্ষ মুক্তামণি ॥ দেশে জাই বিলাইব প্রিয়ার নিছনি ❀ আশীর্ব্বাদ কর মাত্র মোকে মহামতি॥ অক্ষয় হউক মোর ধন লালমতি ❀ যে সকল দেহাজ দ্রব্য প্রসাদ পাইনু পরম জতনে দ্রব্য প্রণামি লইনু ❀ জতেক প্রসাদ ধন পাইনু সকল ॥ নিবারে নারিব গোচরিনু পদতল ❀ এসপ্ত সমুদ্র পার হয় মোর রাজ্য ॥ এসব সঙ্গতি মোর নাহি কোন কার্য্য নৌকা আরহিয়া গেলে অকুল সাগর ॥ অধিক সঙ্কট অতি পন্থ দুরান্তর ❀ সমুদ্র উন্মত্ত ঢেউ পবন বিশাল ॥ পলকে বহিদ্র ডিঙ্গা হই জায় তল ❀ লালমতি প্রিয়া সমে পক্ষি আরহনে॥ অবিলম্বে চলি জাব আপনা ভবনে❀ তাসুনিয়া নৃপতি দিলেক অনুমতি ॥ জাইতে আপন দেশে সাহার সন্মতি ❀ তবে যুবরাজ গিয়া হরিষ অন্তরে ॥ তাপিল পক্ষির পার অনল উপরে ❀ ভক্তি ভাবে পক্ষি নাম স্মরে মনে২ ॥ হুহুঙ্কার শব্দে পক্ষি উড়িল গগনে ❀ বিনা মেঘে

যেন মহা ঠাঠা ভয়ঙ্কর ॥ সুনিয়া আশ্চর্য্য গুণে মগ্রেবের নর কেহ বলে গিরি সৃঙ্গ ভাঙ্গিল পর্ব্বত ॥ সমুদ্রে পড়িল শব্দ ভুমি কম্পবৎ ❋ কেহ বলে অর্দ্ধেক পৃথিবী হৈল তল ॥ কেহ বলে ভাঙ্গি পড়ে গগন মণ্ডল ❋ কেহ বলে গড়ুর পক্ষিতে দিল উড়া ॥ কেহ বলে সমুদ্রে পড়িল গিরি চুড়া তপন ঢাকিল পক্ষি দিবা অন্ধকার ॥ মহা পাক ছাটে উড়ে শব্দ ভয়ঙ্কার ❋ নিঃশব্দে রহিল যত মগ্রেবের নর ॥ উড়ি পড়ে দুই পক্ষি কুমার গোচর ❋ দুই পক্ষি দেখি সৈন্য করে হাহাঙ্কার ॥ সান্তাইল সর্ব্ব সৈন্যে নৃপতি কুমার ❋ নৃপতিকে প্রণাম করিল বীর মণি ॥ কন্যায় প্রণাম কৈল জনক জননী ❋ লালমতি সঙ্গে জাই সাহার সন্ততি ॥ বসিল পক্ষির পৃষ্ঠে মন রঙ্গে অতি ❋ মন সুখে বর বালা হরিষ অন্তর ॥ যেহেন বসিল দোন পালঙ্কের পর ❋ কুমার সম্বরি কন্যা লই কোল মাঝ ॥ মশ্‌রিক উদ্দেসি উড়ে মহা পক্ষি রাজ ❋ লালবাহু সনে জায় জোলকর্ণ নন্দন ॥ পক্ষি আরোহনে কৈলা দেশেতে গমন ❋

❋ রাগ একাবলি, ছন্দ বিলাপ ❋

না দেখিয়া লালমতি ॥ শোকে কাঁদে নরপতি ❋ আহা মোর প্রাণ সুতা ॥ মোকে ছাড়ি গেলি কোথা ❋ কতেক সহিব দুখ ॥ পুনি না দেখিব মুখ ❋ উপায় না দেখি মোর পাসরিতে শোক তোর ❋ আমি ভাগ্য হীন জন ॥ ছাড়ি গেলি কেকারণ ❋ ভাগ্যবন্ত সেকান্দর ॥ পুত্র বধু গেল ঘর ❋ কাঁদে মহারাণী সতী ॥ আহা কন্যা লালমতি ছাড়ি মাও অভাগিনী ॥ কোথা গেলা সুতা ধনি ❋ মোর

অভাগ্যের কাজ ॥ এথা আইল যুবরাজ ❋ ষষ্টম পরীক্ষা জিনি ॥ হরি নিল মোর প্রাণি ❋ আমি ভাগ্য হীন অতি॥ ছাড়ি গেল লালমতি❋নাদেখি দর্শনতোর ॥ বিফল জীয়ন মোর ❋ রওশনক ভাগ্যবতী॥ পুত্র বধু লালমতি ❋ দেখি পুত্র বধু মুখ ॥ খণ্ডিবে জন্মান্ত দুঃখ ❋ মোর দুঃখ অখণ্ডিত না ছাড়িল কদাচিত ❋ লালবানু কন্যা আর ॥ না দেখি পুনর্ব্বার❋ আহা প্রাণ সূতীধমি ॥ নাসা চঞ্চা খঞ্জ জিনি❋ মুখ পুর্ণিমার শশি ॥ না দেখিব মধু হাঁসি ❋ কুরঙ্গ নয়নি বালা ॥ মায়ের কণ্ঠের মালা ❋ তোমা কেবা নিল হরি ॥ আমি মাত্র প্রাণ ধরি ❋ নাই তোমা দরশন ॥ জীব ধরি অকারণ ❋ গিউ দীর্ঘ মৃগ জিনি ॥ নাসা তিল কুসম্বিনী ❋ অধর ভঙ্গিমা পাত ॥ জিনি পুষ্প পরিজাত দর্শন যে শোভাকর ॥ দোসরি মুকুতা হার ❋ এ হেনো দুহিতা মোর ॥ ছাড়ি গেল কার ঘর ❋ জিনি কাঞ্চ হেম রঙ্গ ॥ ঝলকে তোমার অঙ্গ ❋ শূন্য করিগেলা বুক॥মরমে না সহে দুঃখ ❋ হেন কন্যা সুচরিতা ॥ ভবে জন্মিয়াছে কোথা ❋ চন্দ্র মুখ সুবদনি ॥ হাঁসিতে শ্রবয় মণি ❋ কাঁদিতে মুকুতা ঝরে॥ হেন কন্যা মোর ঘরে❋বিধিহৈল মোকে বাম॥ গেল কন্যা কোন ঠাম ❋ অভাগী জননী এথা ॥ প্রান সুতা গেল কোথা ❋ দুখিনী মায়ের প্রাণ ॥ গিয়ারৈলকোন স্থান❋বাহু লতা কমলিনী ॥ কমল মৃণাল জিনি❋ দুইকরশোভা অতি॥ নৌথমুকুতার পাঁতি❋কনক চম্পক জাঁতি ॥আঙ্গুল শোভয় অতি ❋ দেখি ভুরু জুগ ধনু ॥ পলকে মারয় তনু ❋ গধিনি শ্রবন জিতি ॥ শ্রবন

শোভয় অতি ❋ নাভি শোভে অপরূপ॥যেন সুবর্ণেরকুপ॥ মধ্য দেশে সিংহ জিনি॥ উরু রাম কালিনী❋ হেন কন্যা জায় ছাড়ি॥ জননীর প্রাণ কাড়ি❋ এহি মতে প্রতি নীতি কান্দি মহা দেবী সতী ❋ ভবে নৃপ অধিকারী॥ সম্বোধয় নিজ নারী ❋ শুনপ্রিয়া কহি তোমা॥ পরিহর শোক রমা কেবা রাখিয়াছে সূতা॥ হেন শুনিয়াছ কোথা ❋ সংসা-রের ব্যবহার॥ কন্যা নহে আপনার❋জার প্রিয়া তারসঙ্গে চলি গেল মন রঙ্গে ❋ পতি সে নারীর দেবা॥ পতি বিনা ইষ্ট কেবা ❋ তুমি কাঁদ অকারণ॥ শান্ত কর নিজ মন ❋ শুনিয়া নৃপতি বানী॥ শান্ত হৈল মহারাণী ❋ সাহাবদ্দিন মোহাম্মদ॥ তাহান জুগল পদ ❋ করি নিজ শিরস্ত্রান॥ আবদুল হাকিম কন ❋

রাগ পয়ার ছন্দ॥

এথাতে শান্তয় নৃপ আপনার নারী॥ পক্ষি আরোহনে জায় কুমার কুমারী❋ এ সপ্ত সমুদ্র পার করি পক্ষিবরে॥রথিল কুমারকন্যা সমুদ্রের তীরে ❋ কুমার অগ্রেতে কহে পক্ষি দুই জন॥সম্মুখে সমুদ্র আর নাহি কদাচন❋মনুষ্য কুলেতে আর জাইতে না পারি॥ মন রঙ্গে চলি জাও কুমার কুমারী ❋ দুই পক্ষি চলি গেল অপনার স্থান॥ লালবানু সঙ্গে রহে বীর গুণবান❋সমুদ্রের কুলে হাঁটি জায় দুই জন মনুষ্যের সঙ্গতি নাহিক দরশন ❋ দিবা অবশেষে যদি হইল রজনী॥ বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিল গুণমনি❋ বন হতে কুমার আনিল মিষ্ট ফল॥ লালমতি সঙ্গে খায় মন কৌতু-হল ❋ দোঁহনের রস রঙ্গকৌতুক অধিক॥ কুমারী হাঁসিতে

মুখে শ্রবিল মানিক ❋ উপজিল জ্যোতির্ম্ময় মহা মুক্তা মণি ॥ অরন্যেতে দিপ্তিমান হইল রজনী ❋ মন সুখে অর্দ্ধ নিশি দ্বিতীয় প্রহর ॥ কুমার কুমারী দোহে ছিল সজাগর শয়ন করিল তবে সাহার সন্ততি ॥ সজাগে রহিল তবে কন্যা লালমতি ❋ হেন কালে নিশাচর পাপিষ্ট দুর্ম্মতি ॥ গেলামে গাথিয়া মৈস আইল শীঘ্রগতি ❋ সমুদ্রেতে মহা২ মৎস্য ভাল ভাল॥ তুলিবারে শ্রদ্ধা অতি রাঘব বোয়াল❋ সমুদ্রের তীরে২ ফিরে দুরাচার ॥ মানিকের দিপ্তি দেখে বনের মাঝার ❋ ভাল মতে নিরক্ষিয়া চাহে দুষ্ট মতি ॥ নিদ্রাতেকুমারেদেখে সজাগে যুবতী❋ফেলাই হস্তের বড়্রি রাক্ষস দুর্ম্মতি ॥ কন্যার নিকটে দুষ্ট আইল শীঘ্রগতি ❋ শয়নে দেখিয়া তবে নৃপতি কুমার ॥ অকস্মাতে কন্যা লই ধায় দুরাচার ❋ কন্যায় ভাবয় মনে ব্যক্ত নহে ভাল ॥ জাগিলে পতির প্রতি ঠেকিবে জঞ্জাল ❋ হেন সমে হইল কুমার নিদ্রা ভঙ্গ ॥ যেহেন অনলে আসি পড়িল পতঙ্গ ❋ নিদ্রার অলসে জাগি উঠি আশচম্বিতে॥ জিনে কি না জিনে জুদ্ধে রাক্ষস সহিতে❋ ভাল ব্যাবহার নহে কর্ম্ম অকস্মাতে অপ্রমর্শ বিসন্ধানে ঠেকয় নির্ঘাতে ❋ অবিলম্বে কর্ম্ম কৈলে নারদ চরিত ॥ সুসার না হয় সেই কর্ম্ম কদাচিত❋ কুমারে বধিলে এহি দুষ্ট অকস্মাৎ॥ সর্ব্বনাশ হয় মোর হইব অনাথ সতী নারী হই যদি প্রভুর বিদিত॥ লজ্ঘিতে নারুক মোরে দুষ্ট কদাচিত ❋ মোর ভাগ্যে প্রাণ পতি রৈলে জীবন্ত॥ প্রকারে বধিবে এই রাক্ষস দুরন্ত ❋ চিন্তিলেক প্রাণ পতি এতেক প্রকার ॥ শূন্যাকারে এসপ্ত সমুদ্র হৈল পার❋ষষ্টম

পরীক্ষা হেন আশ্চর্য্য বচন ॥ করিল এ সব কর্ম্ম মহিমা
কারণ ❀ সে প্রভু অবশ্য মোকে করিবে উদ্দেশ॥এহি দুষ্ট
নিশাচরে বধিবে বিশেষ ❀যদি মোকে উদ্দেশিয়া নাকরে
উদ্ধার ॥ সত্য সত্য নিজ প্রাণ ত্যাজিব আমার ❀ জাউক
আমারপ্রাণপ্রভুর নিছনি॥কুশলে রহুকমোরপ্রভু গুনমণি
মোর এক প্রাণ এহি হয় কি বিষয়॥ ত্যাগিতে শহস্রপ্রাণ
তাতে কি সংশয় ❀ এতেক ভাবিয়া মনে রাজ কন্যা সতী
জাগাই না দিল বার্ত্তা কুমারের প্রতি ❀ নিজ অঙ্গ প্রভু
স্থানে স্থাপ্য সমর্পিয়া ॥ চলিজায় রাজবালা কান্দিয়া২ ❀
নিবেদে প্রভুর পদে জুড়ি দুই কর ॥ আমার মনের ভেদ
তোমার গোচর ❀ ভাল মন্দ ভাব যেবা মনেতেআমার ॥
ভাব সিদ্ধি কর মোর প্রভু করতার ❀ অপমানে কান্দি২
জায় রাজসূতা ॥ নয়নের জল বহি শ্রবয় মুকুতা ❀ কুমারী
কাঁদয় শোকে হইয়া বিকল ॥ পল্লেপল্লে পড়ি জায় মুকুতা
সকল❀নিশাচরে লইজায় রাজবালা সতী॥অরন্য ছাড়িয়া
সুড়ঙ্গেত কৈল গতি ❀ উদ্যেশি পাতাল পুরি জায় নিশা
চর ॥ পাতালপুরিতে এক পুরি মনোহর ❀ সুবর্ণের দিব্য
ঘর শোভাকর অতি ॥ সেইঘর মাঝে নিল কন্যা লাল-
মতি ❀ সুবর্ণের খাট এক পরম সুন্দর ॥ বসিলেক নিশা
চর সে খাট উপর ❀ নিশাচর বলে কন্যা না কর কান্দন॥
সৃজিল তোমাকে বিধি আমার কারণ ❀ আপনার মোন
সুখে কর মোকে পতি ॥ আনন্দে বঞ্চিবা রমা আমার
সঙ্গতি❀ ভুঞ্জাইব রাজ ভোগ নানা উপাহার॥পুরিব নানান
রস কৌতুক বিহার ❀ কন্যায় মনেতে ভাবে লম্বুর সহিত

কদাচিত হয় মোর কর্ম্ম বিঘটিত ❀ যদি সে মধুরে হয় শক্র রসাতল ॥ যুক্ত নহে সত্রু আগে দিবারে গরল ❀ বলবন্ত শত্রু আগে অযুক্ত দুর্ব্বাক্য ॥ মিষ্ট বাক্য বাম যুক্ত পরিহরি সাক্ষ্য ❀ এহেন ভাবিয়া বালা নিজ মনে২ ॥ নিশাচর তরে কহে মধুর বচনে ❀ বান্দিবারে নিশাচরে মহাশত্রু জানি ॥ আরম্ভিল মায়া মন্ত্রে মধু মিষ্ট বানী ❀ কুমারী বলিল কহি শুন মহাশয় ॥ তোমাকে অসাঙ্ক মোকে নাহিক নিশ্চয় ❀ তবে এহি নিবেদন করি তোমা পাশ ॥ কাম ভাবে না লঙ্গিবা মোকে ছয় মাস ॥ নিজ পতি হতে ভিন্ন হইলে যুবতী ॥ ছয় মাস যুক্ত নহে লঙ্গিবারে পতি ❀ ছয় মাস মাঝে যদি ধৈর্য্য পরিহরি ॥ মন রঙ্গে যদি অন্যপতি এক করি ❀ বিধবা হইতে পুনি নাহিক বিলম্ব ॥ অকস্মাতে ভাঙ্গি পড়ে পতি আয়ুস্তম্ভ ❀ পর্য্যাক্রমে আন গোত্রে ব্যাবহার জানি ॥ ছয় মাস ধৈর্য্য সেমি হয় পতি হানি ❀ তোমা হিত চিন্তি জান সর্ব্বথায় ॥ ছয় মাস ধৈর্য্য ভঙ্গ মোকে না জুয়ায় ❀ অন্য ভাব আমা প্রতি না রাখিবা মনে সত্য জান কহি তোমা হিতের কারণে ❀ ছয়মাস তোমাকে যে বরিতে কারণ ॥ বিধবা হইলে পুনি বিফল জীবন ❀ ভাঙ্গিয়া পড়িল বৃক্ষ ধরি রৈমু ডাল ॥ সে ডাল ভাঙ্গিলে মোর জীবন বিশাল ❀ দুখের উপরে দুখ প্রাণে কত শয় ঘাও পরে লবন মাখিতে যুক্ত নয় ❀ তোমা সঙ্গে বঞ্চিতে না পারি যদি কাল ॥ এছার জীবন হতে মোকে মৃত্যু ভাল এহাতে সে যদি বল করো কদাচন ॥ অভি শাপ দিয়া তোমা ত্যাজিব জীবন ❀ তোমা ভস্ম করি আপে হইব

বিনাশ ॥ কদাচিত না পুরিবেতোমা মোন আশ॥ সত্যত্ত
কহিনু আমি তোমাকে বচন॥ প্রাণের কাতর আমি নহি
কদাচন॥ যদি মোর প্রতি আছেতোমা মন আশ॥ দুহিতা
সদৃশ মোকে পাল ছয় মাস ॥ লোভেতে কালের বাসা
জ্ঞান তত্ত্ব সার ॥ ক্ষমা ধৈর্য্য মুলে রাখ প্রাণ আপনার ॥
যদি সে নিকটে মৃত্যু জ্ঞান তত্ত্ব সার॥ ক্ষমহ ব্যাধির হাতে
মুণ্ড আপনার॥ এত শুনি নিশাচরে ভাবি নিজ মোন ॥
লঙ্ঘিলে সত্যর বালা ত্যাজিবে জীবন॥ এহেন সুন্দরবালা
হইলে নিধন ॥ নিশ্চয় জানিবেমোর বিফল জীবন॥ এহেন
আশ্চর্য্যরমানাহিক ভুবনে॥ কান্দিতেমুকুতা ধারা ঝরেদুই
নয়নে ॥ চরিত্র দেখিতে মোর হেন লয় মন ॥ বৃথা নহে
কন্যা বাক্য সত্য এ বচন ॥ ছয়মাস হেতু কেন দোহার
বিনায॥ পালিতে কন্যার বাক্য যুক্ত [illegible]॥ মন লোভে
যদি করি কন্যা প্রতি বল ॥ না জানি কি ভাল মন্দ হয়
ফলাফল ॥ এতেক ভাবিয়া কহে লালমতি পাশ॥ একুই
নিদ্রায় মোর জায় ছয় মাস ॥ ছয় মাসতোমারপ্রতি ক্ষমিনু
বিহার ॥ শান্ত হই রহ মন রঙ্গে আপনার ॥ এ বলিয়া
শয়ন করিল দুরাচার॥লোহার মুদ্গর দিল হস্তেতেকন্যার
বলিল মুদ্গর এই ধরি নিজ করে ॥ প্রহারিতে রহ মোর
চরনের পরে ॥ শয়ন করিনু আঁখি নিদ্রা হৌক ভার ॥
মর্দ্দন করহ রমা চরণ আমার ॥ কন্যায় চিন্তয় নিজ
উপদেশ হিত ॥ নিশাচর মৃত্যু ভেদ লইতে উচিত ॥
সন্ধানে জিনয় শত্রু বলবন্ত অতি॥ করিব কপট মায়া দুষ্টের
সঙ্গতি ॥ মোনে ভাবে বৃথা বাক্য করিয়া প্রকার॥ বধিলে

বিধর্ম্মী শত্রু দোষ কি তাহার৵ পরধন পর নারী হরে যেই ছার॥ শাস্ত্রেতে প্রভুর শত্রু সেই দুরাচার৵জারকর্ম্মে বিষধিত ত্রিজগত পতি॥চিন্তিলে তাহার মন্দপুন্য বাড়ে অতি পাপিষ্ট দুষ্টের মন্দ পুন্য অনুমানি ॥ রাক্ষসের মায়া কন্যা কহে মধু বানী ৵ গদ গদ ভাষে কহে মহারাজ সুতা ॥ বচন রচনে, যেন ঝরয় মুকুতা ৵ কহেন্ত রাক্ষস আগে জুড়ি দুই কর ॥ নিবেদী মোনের ভেদ তোমার গোচর ৵ এথাতে আনিলে মোকে পাতাল ভুবন॥ তুমি বিনা এথা মোর নাহি ইষ্ট জন ৵ নিদ্রাতে তোমাকে কেহ করিলে সংহার ॥ আমি অভাগিণী প্রতি লক্ষ্য নাহি আর ৵ভ্রাতৃ বন্ধু ইষ্ট তোমা না দেখি এথাত ॥ সে জন্য তোমার হেতু মর্ম্ম হয় পাত ৵ নিশাচর বলে মৃত্যু নাহিক আমার ॥ মোকে সংহারিতে হেন শক্তি আছে কার ৵ কন্যা বলে হেন বাক্যে সান্ত নহে মন॥ কোনমতে নাহি বল তোমার মরণ ৵ বৃথা মোকে ভর্সা দেও কিবা সত্য বানী॥ কোন রূপ কহ বাক্য নির্ণয় না জানি৵জাহার জনম তার অবশ্য মরণ ॥ মৃত্যু হেন নাইতোমা বল কি কারণ ৵ আদি অন্ত বাক্য যেবা কহ তত্ত্ব সার ॥ শুবেগে মনেতে ভর্সা উপজে আমার ৵ যদিবা গৌরব মোকে আপ্ত হেন জানি ॥ ভিন্ন ভেদ পরিহর কহ তত্ত্ব বানী ৵ চিন্তিতে মরণ তোমা মর্ম্ম খান খান ॥ পাইলে-স্বরূপ ভেদ সান্ত হয় প্রাণ৵মিত্রভাব লাভেপুছি মর্ম্মের বেথায় ॥ শত্রু ভাবে মোকে না রাখিবা সর্ব্বদায়৵ কন্যার বচন সুনি সকরুণ মন ॥ কপট ছাড়িয়া কহে সত্য বিবরণ৵কন্যা স্থানে আদি অন্ত কহে নিশাচর

জখনে পুজিনু দেব দ্বাদশ বৎসর ❋ আমাকে হইয়া তুষ্ট দেব মহামতি॥ প্রসন্ন বদনে বর দিল মোর প্রতি ❋ এহি পুষ্পতরুদেখবৃন্দারমাঝার ॥ সেইবৃক্ষ মাঝে প্রাণ রেখেছি আমার ❋ এহাতে যদিবা কেহ আসি এহি স্থান ॥ এক কোপে কাটি বৃক্ষ করে দুই খান ❋ এহি বৃক্ষ কাটি তিন দিন অবিশ্রাম ॥ মোর সঙ্গে করে যেবা বিষম সংগ্রাম ❋ সেই বীর হস্তে মোর নিশ্চয় মরণ ॥ সয়াল মাঝারে হেন আছে কোন জন ❋ এ বৃক্ষ না কাটে জবে কহি তত্ত্ব সার প্রলয়পর্যন্তমৃত্যুনাহিকআমার❋এবৃক্ষকাটীতে হেন আছে কোন জন॥ তিন দিনমোরসঙ্গেকরে মহা রণ❋এমহিমণ্ডলে যত নর নিশাচরে॥ জুঝিতে আমার সঙ্গেকেবা বীর্য্য ধরে আমি বিনা অন্য কেহভেদ নাহি জানে॥কেবাআসি কাটি-বেক বৃক্ষ এহিস্থানে❋এসববৃত্যান্ত কেহ না জানে সুন্দরী পরম আনন্দে রহ সন্ধ পরিহরি ❋ পাতাল নগর পুরি নির্ম্মিল বিশেষ॥ নর নিশাচরেকেহ নাজানেউদ্দেশ❋চিন্তা পরিহর সত্য কহিনু বচন ॥ কদাচিত নাহি জান আমার মরণ ❋ যতেক মনের ভেদ কৈনু আদি অন্ত ॥ এই পন্থ বিনানাইমরনেরপন্থ❋ নিদ্রায় পিড়িল আঁখি রহিনু শয়নে লোহার মুদগর মোরে প্রহার চরণে ❋ এথা নিদ্রা হৈতে জাগি উঠিল কুমার ॥ না দেখয় লালমতি প্রিয়া আপনার প্রাণেরদুল্লভ প্রিয়া না দেখি সাক্ষাৎ ॥ মর্ম্মেতে সহস্রসেল ফুটে অকস্মাৎ ❋ আশ্চম্বিতে বজ্রাঘাত ভাঙ্গি পড়ে শিরে আহা শব্দে বিহারেন্ত সমুদ্রের তীরে ❋

❋ রাগ দীর্ঘ ছন্দ বিলাপ ❋

বিকল হইল অতি, স্থিরতর নহে মতি, প্রিয়াশোকে ব্যাকুলিত মন॥ কান্দয় নৃপ সন্ততি, আহা প্রিয়া লালমতি তোমা হরি নিল কোনজন॥ নতুমোকে পরীক্ষিতে, গিয়া মোর অবিদিতে, অলক্ষিতে চাহ মোর অঙ্গ ॥ কেন প্রিয়া মায়া ছলে, বিরহের তুষানলে, দহি ভস্ম কর মোর অঙ্গ॥ বিনয় করিয়া অতি, নাম ধরি লালমতি, উচ্চৈশ্বরে ডাকে ঘনঘন ॥ কোথা গেলে প্রাণ ধন, দিয়া মোকে আলিঙ্গন, ধড়ে রাখ আমার জীবন ॥ তোমা বিনা প্রাণ ধড়ে, যেন মিনে বঞ্চে তড়ে, সেই রূপ হইল আমার ॥ জোড় ভাঙ্গি পক্ষি ধরি, যেন রাগে বন্দী করি, তেনরৈনু বনের মাঝার কোন দুষ্ট হরিনিতে, বল প্রিয়া কি নিমিত্তে, নিদ্রা মোর না করিলা ভঙ্গ ॥ ভাঙ্গি তার বীরদাপ, সংহারিতে সেই পাপ, সিংহে জেন বধয় মাতঙ্গ॥ তোমা হেন রাজ সুতা সঙ্গে কেবা পায় কোথা, অপরূপ পরম সুন্দরী ॥ তোমা হেন সুবদনী, আর কভু নাহি সুনি, লিলায় জিনিলা হুর পরি॥ শতে শতে নৃপ সূত, রূপে জিনি অদ্ভুত, পরাভব পাইল তোমা আশে ॥ পাইনু তোমা হেনধন, আমি ভাগ্য হীন জন, হারাইনু নসিবের দোষে॥ চতুর্দ্দশ শাস্ত্র জিনি কহ মিষ্ট মধু বানী, সুধারস অমৃতের ধার ॥ হেন রূপ রঙ্গ জ্ঞান, ভুবনেতে নাহি আন, নারী মাঝে সদৃশ তোমার আহা ত্রিজৎপতি, কৃপা করি হীনো প্রতি, দিয়া ছিলা আকা-শের শশি ॥ পুরাইয়া মনস্কাম, কেন বিধি হৈয়া বাম, গলে দিলা বিরহের ফাঁসি॥ যদি প্রিয়া নাহি পাই, মরিব গরল খাই, নতুবা সাগরে দিব ঝাঁপ ॥ আহা প্রিয়া প্রাণ ধনি,

আমার কণ্ঠের মণি, দিলে মোরে বিরহে সন্তাপ ॥ তোমার গৌরব ধরি, বাপ মাও পরিহরি, ইচ্ছিলাম অতি দুঃখ ভার ॥ এতেক প্রকারে ধন, তোমকে পাইয়া পুন, হারাইনু বনের মাঝার ॥ এ সপ্ত সমুদ্র তরি, আইনু বানিজ্জকরি, ঘাটে আনি ডুবাইনু ধন ॥ নিদ্রা মোর হৈল বৈরী, তেকারণে নিল হরি, লালমতি জীবের জীবন ॥ না জানি কেমন চোরে, কোথা প্রিয়া নিল তোরে, মর্ম্ম সেল হানিল আমার ॥ সত্যত প্রতিজ্ঞা মোর, উদ্দেশিয়া সেই চোর, প্রাণে বধি করিব সংহার ॥ পত্নী মোর নিল হরি, বিফল জীবন ধরি, প্রাণ দিব তোমার কারণ॥ কান্দি২ যুবরাজ, প্রবেশে অরন্য মাঝ, বিচারেন্ত গহণ কানন ॥

রাগ জমক ছন্দ ॥

যেই পন্থে নিশাচর হরিল কুমারী ॥ পন্থে২ পড়িয়াছে মুক্তা সারি সারি ॥ জানিল এ পন্থে হরি নিল রাজ সূতা কান্দিতে নয়নে ঝরে আছয় মুকুতা ॥সেইপন্থে চলিজায় বীর গুণবান ॥ পন্থেতে দেখিল এক পাষান প্রধান ॥ পাষান পর্য্যন্তদেখে মুকুতার ধার ॥ পাষান ধরিয়া তোলে নৃপতি কুমার॥ পাষানের তলে দেখে সুড়ঙ্গপ্রধান ॥ সুড়ঙ্গেতেপ্রবেশিল বীর তুরমান॥ সুড়ঙ্গের পথে দেখে মুক্তা থরে থরে ॥ সেই পন্থে হাঁটি বীর চলিল সত্যরে॥ সমুখে দেখিল বীরে দিব্য২ পুরি ॥ সুবর্ণের ঘরদ্বার সুবর্ণ উয়ারি স্থানে স্থানে সুবর্ণের শোভয় প্রাচীর ॥ প্রিয়া উদ্দেশিয়া চলে নির্ভয় শরীর ॥ দর্শন না পায় এক মনুষ্য সহিত ॥ সুবর্ণের দিব্য পুরি দেখিল বিদিত ॥ সেই পুরি

মাঝে কান্দে রাজ বালা সতী ॥ নিজ কর্ণে শুনিল কুমার মহামতি ❋ পুরি মাঝে সুনি বীর কান্দনের ধ্বনি॥ পুরির দ্বারেতে দাণ্ডাইল গুণমণি❋ মনেতে ভাবয় বীরে বুঝিতে উচিত ॥ কান্দয় কাহার নারী কেন সন্তাপিত ❋ যদি হয় প্রিয়া এহি কন্যা লালমতি ॥ চরিত্র বুঝিব বালা কেমন প্রকৃতি❋ অপমানে কান্দে কিবা কান্দে মোর শোকে॥ বুঝিব কেমন বালা ভজমান মোকে❋ সতিত্ত্বে আছয় প্রিয়া এপ্রাণ নন্দিনী ॥ নহে কিবা মতিভ্রমে হৈল দ্বিচারিনী❋ গোপতে মনের ভেদ গোঁয়ে যেই মতে ॥ কান্দন বিনয় প্রায় বুঝিব বেকতে❋ এতেক ভাবিয়া মনে জোলকর্ণ নন্দন॥ গলক্ষেতে সুনে বীর কন্যার কান্দন ❋ রাগ দীর্ঘ ছন্দ ॥

নিসাচর দুরাচরে, পড়িয়াছে নিদ্রা যোরে, নিদ্রা জায় মহা ঘোরতর ॥ যদি ভাঙ্গে ঢোল ঢাক, শব্দ নাই কর্ণে তাক, নিদ্রায় অচেতন কলেবর ❋ নিজমনে শোকে অতি, কান্দে বালা লালমতি, আহা বিধি কেন হৈলা বাম ॥ আশচম্বিতে বজ্রমাথে, ঠেকিনু রাক্ষস হাতে, কোথা রৈল পতি গুণ-ধাম ❋ আহা প্রভু প্রাণেশ্বর, গগনের শশধর, জোলকর্ণ নন্দন গুণশ্যাম ॥ তোমা হেন যুবরাজ, নাহিক ভুবনমাঝ, রূপে গুণে জিনি নব কাম❋ তপজপ করি অতি, পাইনু তোমা হেন পতি, দিয়া বিধি কৈল বিড়ম্বন ॥ বিধাতা বিমন কাজ, হারাইনু পতি রাজ, প্রাণ দিব প্রভুর কারণ ❋ আহা পতি প্রাণ ধন, বিনা তোমা দরশন, অষ্ট অঙ্গে বরিসে অনল ॥ তোমা অদর্শনে মোর, দশদিক লাগে ঘোর, মোর প্রতি জীবন গরল ❋ পতির বিচ্ছেদ শোক, হতে অতি

ভয়ানক, কর্ণ ছেদ দেহ শত খণ্ড ॥ যে নারী কুক্ষণে জন্ম, শত চিন্তা হয় মর্ম্ম, জনম তাপিনী নারী ভণ্ড ❋ ভঙ্গ হতে বিক তাপ, পর হস্তগত পাপ, অধোগতিনারী দ্বিচারিনী॥ আহা প্রভু নিরঞ্জন, কেনহেন বিড়ম্বন, কোন দোষ কৈল অভাগিনী ❋ পতি হতে করি ভিন, কৈলা মোকে পরাধীন, দুষ্ট হস্তে কৈলা সমর্পন ॥ কুলটা যুবতী নই, কুলবতী নারী হই, সত্য ভাবে ত্যাজিব জীবন❋জীবধরি ধর্ম্ম নাশ, ছাড়িনু জীবন আশ, প্রাণের কাতর নহে সতী তুমি বিনা প্রাণ নাথ, জীব ধরি অজথাত,ভিন্য হৈলপ্রাণ মোর পতি❋ আহা প্রভু যুবরাজ, আমি অভাগিনী কাজ, নানা দুক্ষ পাইলে অপার ॥ মরিব সন্দেহ নাই, এই সে সন্তাপ পাই, না সেবিনু চরণ তোমার ❋ ভ্রমিকের মুখে সুনি,মোরপ্রেম মনেগুণি, দণ্ডেক না রৈলা নিজ দেশে ॥ মাতা পিতা পরিহরি, মোকে অন্নেশন করি, চলি আইলা বৈর.গীরবেশে ❋ নিজ সিংহাসন ত্যাগি, আমি দুখিনীর লাগি, একাকি হইলা দেশান্তরী ॥ জীব আশা পরিহরি, ভ্রমিলা সমুদ্র গিরী, যত্নে মোর প্রেম মোনে ধরি❋মোর প্রেমে মজি মোন, প্রাণ পনে দরশন, কৈলা জাই আমার সঙ্গতি ॥ মোর মায়া রূপ ধরি, নারী বেশ অঙ্গেপরি,অন্তঃপুরে গেলা মহামতি ❋ আমার জনক ঘর, জেন ব্যাঘ্র সমস্বর, তান প্রতি না গুনিয়া ভয়॥ প্রেমরসে মজি মন, গিয়া দিলা দরশন, রসের নাগর দয়াময় ❋ আমাকে প্রসন্ন করি, প্রাণ মোর নিলা হরি, কামিনী মোহনজ্যোতি ধ্বনি ॥ তোমা রূপ গুণবান, সহস্র কামিনী প্রাণ, নিতে

শ্রদ্ধা তোমার নিছনি॥ তোমা সম গুণবান, ভুবনেনাহিক আন, গুনের সাগর প্রাণ পতি ॥ করিলে যে যষ্টকাম, হেন কর্ম্ম অনুপম, করিতেনা পারে সুরপতি॥ এতেকপ্রকারে অতি, আমি নারী অধোগতি, বিবাহ করিলা প্রাণেশ্বর ॥ মোর খণ্ডক্ত ফ:লে, ভাসিনু সমুদ্র জলে, বঞ্চিতে নারিনু তোমা ঘর॥ এহি যে দারুন শোকে, বিধিয়ে নাদিল মোকে পতি পত্নী শয্যা করিবার ॥ বিষম সন্তাপে অতি, মোর লাগি প্রাণ পতি, ত্যাগিবেক প্রাণ আপনার ॥ আহাপতি প্রাণধন, পুনি তোমা দরশন, না পাইব এপাপ নয়নে ॥ দেখি তোমা রূপ রঙ্গ, পুলকে রতির অঙ্গ, পরিহার মাগয় মদনে ॥ আমি ভাগ্যহীন নারী, সপ্ত দ্বীপ অধিকারী, পতি মোর জ্যেলকর্ণনন্দন ॥ গগনের চন্দ্র হতে, দিয়া ত্রিজগত নাথে, পুনি হরি নিলা নিরঞ্জন ॥ স্বামী হেন যুবরাজ, পুরিল মনের কাজ, মনেতে করিনু বহু আশ॥ বিধী নিদারুন হৈল, পতি হৈতে ভিন্য কৈল, বহু আশে হইনু নৈরাশ॥ হারাই এহেন কান্ত, কেমনে হইব শান্ত, ধড়েতে না রহে মোর প্রাণি ॥ আহা প্রভু নিরঞ্জন, আমাসম কদা-চন, না সৃজিল ভবে বিরহিনী ॥ নিশাচর দুষ্ট মতি, কপট প্রকার অতি, ভাণ্ডিয়া রাখিনু ছয় মাস ॥ যদি ছয় মাস মাঝ, না ঘটয় যুবরাজ, আপ্তঘাতী হইব বিনাশ ॥ আবদুল হাকিম ভনে, শোকপরিহর মনে, ত্রিলোক্ষমোহিনী রমা সতী ॥ সতী ভক্ত নিরঞ্জন, দুঃক্ষতোমা বিমোচন, অবিলম্বে মিলিবেক পতি॥ রাগ পয়ার ॥

এহেন শুনিল যদি রোদন প্রনতী ॥ জানিলেক সত্য

ভঙ্গ নহে লালমতি ❋ কন্যার মুখেতে বীরে শুনিয়া কান্দন শোকে ক্রোধে প্রজ্জলিত সাহার নন্দন ❋ ঘৃত তৈল পাই যেন উছলে আনল ॥ তেহেন বাহান পাই বলে বাড়ে বল ❋ পবনসাহায্যে যেন জলে করে আশ ॥ নিজবলে ভাঙ্গিবার সুমেরু কৈলাস ❋ সুনি রাক্ষসের নাম গুণি অপমান কুপিত জোলকর্ণ সুত কৃতান্ত সমান ❋ ভুবন বিখ্যাত বীর সাহার সন্ততি ॥ মাতঙ্গ সৌরভ পায় যেন পশুপতি ক্রোধে চতুর্গুন বল আপনা পাসরি ॥ গ্রাসিতে মাতঙ্গ যেন চলিল কেশরী ❋ মহা ক্রোধে সিংহ নাদ করে মহা বীর ॥ পদের প্রহারে ভাঙ্গে পাষান প্রাচীর ❋ মহা কোপে চলে যেন মত্ত ঐরাবত ॥ নিজ দন্তে ধ্বংশীবারে সুমেরু পর্ব্বত ❋ তেহেন সাপোটে জায় মেঘনাদ ছাড়ি ॥ চুর্ণবত করিয়া রাক্ষস-ঘর বাড়ী ❋ পদের প্রহারে মহী-হইল অস্থির ॥ শিকল প্রহারে ভাঙ্গে পাষানপ্রাচীর ❋ পুরি মাঝে প্রবেশিয়া নির্ভয় শরীর ॥ দেখিল সুন্দর এক কনক মন্দির ❋ সে দিব্য মন্দিরে এক পালঙ্ক উপর ॥ দেখিল শয়নে দুষ্ট মহা নিশাচর ❋ লোহার মুদ্গর হাতে লই লাল মতি ॥ অবধি অন্তরে কান্দে রাজ বালা সতী ❋ লালমতি মুখ দেখি বীর গুণবান ॥ মৃত অঙ্গে পুনি যেন সঞ্চারিল প্রাণ ❋ কন্যা মুখেদেখি নয়নের জল ধার ॥ ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত বীর অগ্নি অবতার ❋ খড়্গ হস্তে করি ধায় বীর গুণ ধাম ॥ রাবনে দেখিয়া যেন কুপিত শ্রীরাম ❋ কিচকে দেখিয়া যেন গতি কৈল ভীম ॥ বীর দর্পে আস্ফালয় তার নাই সিম ❋ মহা ক্রোধে নৃপ সূতা যেন হুতাশন ॥ দহিতে

খাণ্ডব যেন করিল গমন ❀ সিংহনাদ করি হাতে লই অশিধার ॥ চলিল রাক্ষস শত্রু করিতে সংহার ❀ কুমারে দেখিয়া কন্যা হরিষ অন্তর ॥ নিবেদে পতির আগে জুড়ি দুই কর ❀ সুন কহি দয়াময় প্রভু গুণবান ॥ দরশনে পুনি মোকে প্রাণ দিলা দান ❀ নয়নে দেখিনু আমি চরণ তোমার তোমা আগে হৈলে মৃত্যু সাফল্ল আমার ❀ মৃত্যু কালে তোমা পদ দেখিতে নয়নে ॥ বাঞ্ছিত মাগিনু পুরাইল নিরঞ্জনে ❀ তবে হিত উপদেশ সুন প্রাণ পতি ॥ করিনু কপট মায়া দুষ্টের সঙ্গতি ❀ কহিল আমাকে ভেদ তত্ত্ব আপনার ॥ মৃত্যুর প্রকার এক আছয় তাহার ❀ সেই রূপে তাকে যদি না করে সংহার ॥ কদাচিত আর রূপে মৃত্যু নাহি তার ❀ দ্বাদশ বৎসর দেব পুজি নিরন্তর ॥ দেব আগে পাপিষ্ঠ পাইল এহি বর ❀ ওই পুষ্প বৃক্ষ দেখ বৃন্দার মাঝার ॥ ওই বৃক্ষ মাঝে প্রাণ রাখিল তাহার ❀ ওহি বৃক্ষ স্বজীবে রহিতে পৃথিবীতে ॥ পাপিষ্ঠের প্রতি মৃত্যু নাহি কদাচিতে ❀ ওই পুষ্প বৃক্ষ মাঝে পাপিষ্ঠের প্রাণ ॥ এক কোপে কাটী বৃক্ষ কর দুই খান ❀ সেই বৃক্ষ না কাটে রাক্ষস আয়ু মুল ॥ রহিলেক মুল ছেদ বৃক্ষ সমতুল ❀ কন্যা মুখে বার্ত্তা পাই জোলকর্ণ নন্দন ॥ বিপাক বুঝিয়া বীর ভাবে মনে মন ❀ ভাবিতে লাগিল বীর মনে আপনার ॥ নিদ্রাতে বধিলে শত্রু অধর্ম্ম আমার ❀ তবে মহা ক্রোধে গিয়া মশরেকের নাথ ॥ প্রহারিল রাক্ষসের মুখে পদাঘাত কুমারের পদাঘাত বজ্র সমস্বর ॥ খাইয়া মর্ম্মান্ত ঘাও উঠে নিশাচর ❀ জাগিয়া কহেন্ত বাক্য কুপিত অন্তর ॥ সুনহ

মনুষ্য জাতি ক্ষুদ্র কলেবর ❀ কোন গর্ব্বে আসিয়াছ পাতাল নগরে ॥ কোথা শূকরের দর্প শার্দ্দুল গোচরে ❀ এথাতে আসিতে নারে মনুষ্য শকতি॥ মৃত্যু হেতু এথাতে আইলা দৈব গতি❀ মরিতে আইলে ভুমি বিদিতে আমার ঘটাইল বিধি তোকে আমার আহার❀ কোন গর্ব্বে মুখে মোর প্রহার চরণ ॥ব্যাঘ্র মুণ্ড হস্ত দাও মরিতেকারণ ❀ কুমার বলিল স্থুন নিশাচর পাপ ॥ ব্যাঘ্র আগে শূকরে করহ বীর দাপ ❀ দেখহ আপনা অঙ্গ মহা গুরূতর ॥ ক্ষিণ অঙ্গ দেখ মোর নয়ন গোচর ❀ জেন মহা বৃক্ষ তেন না হয় কুঠার ॥ কাটী পাড়ে মহা মহা বৃক্ষ অনিবার ❀ অতি ক্ষিণ মহা মুল্য খড়্গ খরশান❀কাটি পাড়ে মহা মহা পর্ব্বত পাষান ❀ অকাজে শক্তির গর্ব্ব ধরহ দুর্ব্বার ॥ ক্ষুদ্র সিংহে বধে গজ পর্ব্বত আকার ❀ প্রতিজ্ঞা করিনু যদি করে কর-তার ॥ কাটিব তোমার মুণ্ড কদলি আকার❀বিদারিব মর্ম্ম তোর বুকে হানি সেল ॥ কাটিব স্কন্ধতে মুণ্ড জেন পড়ে বেল❀ নিদ্রাতে হরিলা নারী মোর অগোচর ॥ তেকারণে তথা না দেখিলা যম ঘর ❀ জখনি দেখিনু তোকে নয়ন গোচর ॥ অবিলম্বে পাঠাইব যমরাজ ঘর ❀ চোর হই কোন মুখে দর্প কর অতি॥ মুখেত নাহিক লজ্জা পাপিষ্ট দুর্ম্মতি❀ অবিলম্বে পাপ শাস্তি দিব এইক্ষণ ॥ তবে সে জানিবে মোকে জোলকর্ণ নন্দন ❀ বকাবকি কর্ম্ম নহে স্থুন দুরাচার ॥ সংগ্রামে বুঝিবে জেবা বিক্রম জাহার ❀ নিশাচর বলে জেবা নারে ধাইবার ॥ মৃত্য কালে মুখে বাক্য কটুর তাহার ❀ রাক্ষস মুখেতে হেন স্থুনিয়া বচন ॥

ক্রোধে প্রজ্জ্বতি বীরজেন হুতাসন॥ হস্তেতে ধরিয়া বীর খড়্গ খরশান ॥ বিজলির সম ভেল জুদ্ধে আগুয়ান ❋ তা দেখিয়া রুষিলেক পাপ নিশাচর॥ মহাসিলা ধরি মারে কুমার উপর ❋ অলক্ষিতে খড়্গা হানে বীর গুণবান ॥ পাষান কাটিয়া পাড়ে করি দুইখান❋তাদেখিয়া লালমতি রাজ বালা সতী ॥ প্রভুকে সমর্পে স্থাপ্য আপনারপতি❋ আয় প্রভু ত্রিজগৎ তুমি অধিকারী ॥ তোমা আগে সত্য যদি হই সতী নারী ❋ পতির বিজয় বর মাগি তোমাপাশ কুমারের হস্তে হউক রাক্ষস বিনাষ ❋ তোমার আদেশ জথা ধর্ম্ম তথা জয় ॥ অবিলম্বে রাক্ষসের মুণ্ড হউক ক্ষয়❋ পরধন ভিন্ন নারী মনে লোভ জার ॥ পড়ুক তোমার বজ্র মুণ্ডতে আহার ❋ পাষান কাটিল যদি সাহার কুমার ॥ মহা ক্রোধে নিশাচর করে হাহাঙ্কার ❋ উখাড়ি সালের তরুপাপি দুরাচার ॥ কুমারউপরে মারে পর্ব্বত আকার ❋ কুমারহানিল নিজ খড়্গা খরশান ॥ অবিলম্বে ব্রক্ষে খড়্গা ভেদে তুরমান ❋ দেখিয়া ক্রোধেতে প্রজ্জ্বলিত নিশাচর ॥ দুই চারি ব্রক্ষ ধরি উখাড়ি সত্বর ❋ ভ্রমাইয়া সে সব ব্রক্ষ মস্তক উপর ॥ কুমার উদ্দেশী ক্ষেপেপাপি নিশাচর❋অল- ক্ষিতে খড়্গা হানে জোলকর্ণ সন্তুতী ॥ সে সকল খড়্গাহানী কাটি লিলাগতি ❋ তা দেখিয়া নিশাচর অতি ক্রোধমন্ন ॥ কুমারের পরে করে সিলা বরিশন ❋ লিলাগতি নৃপসুতে হানি অশিধার ॥ চারি দিকে কাটি পাড়ে সিলা অনিবার সঘন পাষানে খড়্গা হানেন্ত কুমার ॥ খড়্গোর প্রহারে উঠে গগনে ঝঙ্কার ❋ অগ্নি কনা খসি পড়ে খড়্গোর প্রহারে ॥

অগ্নি গড় হৈল রন ভুমি চারি ধারে ❀ কাটা সিলা বৃক্ষ দহি উঠে নিরন্তর॥ অগ্নি মাঝে দুই বীরে জুঝে পরস্পর ❀ নর নিশাচর দোহ যুদ্ধ অনুপম ॥ ইন্দ্রজিতে লক্ষণের যেহেন সংগ্রাম ❀ মেঘনাদ ছাড়ে যেন রাক্ষস দুর্ম্মতি ॥ সিংহনাদ করি উঠে সাহার সন্ততি ❀ ঠাঠা ভয়ঙ্কর যেন দোহান গর্জ্জন ॥ কর্ণেতে লাগয় তালি শব্দ বিচক্ষণ ❀ আষাড় মাসেতে যেন বরিষে নির্ঝার ॥ ঠনাঠনি শব্দ উঠে অতি ভয়ঙ্কর ❀ সিলা বৃষ্টি নিরন্তর কুমার উপর ॥ দোহান আটোপে মহি কাঁপে থর থর ❀ মারুতে ভাঙ্গিয়া যেন পাড়ে গিরী চুড়া ॥ সমুদ্রে পড়য় যেন পর্ব্বতের মুড়া ❀ দুই বীরে যুদ্ধ করে মহি টলমল॥ অধিক চিন্তিত বালা চিন্তায় বিকল আল্লাকে অস্তত্ত বহু করি কন্যা সতী॥ প্রভুর চরণে মাগে করিয়া প্রনতি ❀ জোলকর্ণ নৃপতি রোসনক দেবী সতী সে দোহ প্রভাবে রক্ষা কর মোর পতি ❀ সে দোহান পুন্যের প্রভাবে নিরঞ্জন॥ কুমার হস্তেতে কর রাক্ষস নিধন বীরে বীরে যুদ্ধ করে দোহ বলবন্ত ॥ শিক্ষা গুণ দুই বীরে আপনা রাখেন্ত ❀ এহিমতে যুদ্ধ করে দুই মহা বীরে॥ তিল প্রায় ক্ষত কার না হৈল শরীরে ❀ বিক্রমে বিষম সম সম দুই বীর ॥ মহা বীর্য্যশালী দোহ নির্ভয় শরীর ❀ পরাজিতে নারে বীরে রাক্ষস চিন্তিত ॥ হাতেতে লইয়া গদা ভ্রমাই ত্বরিত ❀ তা দেখিয়া কুমার-মনি বীরগুণবান॥ হস্তেতে লইল মহা গুরুজ প্রধান ❀ ভুবন বিখ্যাত দোহ নর নিশাচর ॥ দোহানের গদা যুদ্ধ বিষম সমর ❀ মহা আর্ত্তনাদে যেন গর্জ্জয় গগন ॥ আটোপ তেহেন পুর্ব্বে সুরাসুর রন ❀ গুরুজ

গদার উঠে শব্দ ঠনাঠনি ॥ দোহানের পদ দর্পে কাতর মেদিনী ❀ গুরুজ গদার যুদ্ধ হৈল বহুতর ॥ প্রহারয় নিবা-রয় দোহ নিরন্তর ❀ কুমারে ক্ষেপিয়া গদা মারে নিশা চর ॥ কুমার লয়েন্ত গদা গুরুজ উপর ❀ কুমার গুরুজ হানে বজ্র সমস্বর ॥ গদা আড়ে নিবারয় পাপী নিশাচর ❀ গদায় গুরুজে উঠে শব্দ ভয়ঙ্কর ॥ প্রহারিতে নারে কেহ কাহার উপর ❀ এহিমতে দুই বীরে জোঝে অবিশ্রাম ॥ জয় পরাজয় নাই বিসম সংগ্রাম ❀ রাখিল গুরুজ গদা দুই মহা বলি ॥ দুই বীর মধ্যে যুদ্ধ কহু ঠেলাঠেলি ❀ পদে পদে জড়াজড়ি গুজা গুজি রন ॥ রাক্ষসে সহিতে নারে কুমার তাড়ন ❀ কিন্তু অবসর পাই পাপী নিশাচর ॥ মহা বৃক্ষ ক্ষেপি মারে কুমার উপর ❀ সেই বৃক্ষ নিবারিয়া মশরেকের নাথ মহা ক্রোধে কাটি পাড়ে রাক্ষসের হাত ❀ কাটিল দক্ষিণ হস্ত কোপে দুরাচার ॥ কুমারকে মারে দুষ্ট হস্তের প্রহার ॥ মারিয়া কুমার অঙ্গে অস্ত্রের প্রহার ॥ ভাবিতে লাগিল পাপী মনে আপনার ❀ অক্ষয় শরীর মোর ক্ষত কিকারণ ॥ কাটিয়াছে পুষ্প বৃক্ষ হেন লয় মন ❀ এতেক ভাবিয়া মনে পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি ॥ দেখিবারে পুষ্প বৃক্ষ ধায় শীঘ্রগতি ❀ পুষ্প বৃক্ষ না দেখিয়া ছাড়ে প্রাণ আশ ॥ আর্ত্তনাদ ছাড়ে যেন গর্জ্জয় আকাশ ❀ যেহেন রামের বান না সহে শরীরে ॥ হাহা শব্দে ডাক ছাড়ে কুম্ভকর্ণ বীরে ❀ তেন মহা শব্দে কান্দে মুণ্ডে দিয়া হাত ॥ আহা বিধি মোকে হেন ঠেকালে নির্ঘাত ❀ মানব কুলেতে হেন বিখ্যাত কুমার ॥ পাতালে প্রবেশি মুণ্ড খাইল আমার ❀ এহেন ভরসা মোর

ছিল মনে অতি ॥ কাটিতে এ বৃক্ষ নাহি কাহার শকতি❋
হেন মহা বৃক্ষ কাটী পাড়ে অলক্ষিত ॥ কাটীল আমার
বাহু আমার বিদিত ❋ মুণ্ডে করাঘাত হানী কান্দে বহু
তর ॥ সংগ্রামে আইল পুনি কুপিত অন্তর ❋ লালমতি
সংহারিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া ॥ কন্যা প্রতি কহে দুষ্ট
গুর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ❋ দেখায়ে আমাকে মায়া মধু-মিষ্ট
বানী ॥ মিত্র রূপে শত্রু হই লৈলা মোর প্রাণি ❋ কপটে
লইলা মোর মৃত্যুর বৃতান্ত ॥ কহিলা সে সব ভেদ পাই
প্রাণকান্ত❋ আমা হৈতে মৃত্যু ভেদ লইলা আমার॥ মোর
অস্ত্রে মোর প্রাণ করিলে সংহার ❋ খাইলে আমার মুণ্ড
বসি মোর পাশ ॥ মধু বাক্যে কৈলা তুমি মোর বুদ্ধি
নাশ ❋ তোর বাক্যে না রহিল বুদ্ধি মোর স্থির ॥ মায়া
যুদ্ধে পরাজয় আমা হেন বীর ❋ এতেক ভাবিয়া মনে
পুনঃ ছয় মাস ॥ পুরিতে না দিলা মোকে রতিরঙ্গ আশ❋
ভাঙিয়া না দিলে মোকে করিতে বিহার ॥ উদর পুরিব
তোকে করিয়া আহার❋ পতির সাক্ষাতে তোকে ভক্ষিব
এইক্ষণে॥ মৃত্যু কালে দুখ তবে না রহিবে মনে ❋পাপিষ্ঠ
প্রতিজ্ঞা সুনি কুমারী ত্রাসিত॥ ধাইগিয়া দাণ্ডাইল কুমার
বিদিত ❋ নিশাচর বাক্য সুনি ত্রাসে রাজবালা ॥ নয়নে
শ্রবয়ে বিন্দু বিন্দু মুক্তা মালা❋কুমারীচিন্তিতদেখি সাহার
কুমার॥ বীর দর্প করি ওঠে সিংহের আকার❋ কন্যা প্রতি
সম্বোধিয়া কহে বীর মণি॥ধন্য২ সতী তুমি ত্রিলোক্ষমহিনী
এহেন প্রচণ্ড জ্ঞান তুমি কুল জসি ॥ গ্রহিতে নারিল রাহু
তোমা হেন শশী ❋ রাক্ষস মুখেতে সাক্ষী পড়িল তোমার

প্রকারে রাখিলা সত্য ধর্ম্ম আপনার॥ জনকি হরিল পুর্ব্বে লঙ্কার রাবনে ॥ উদ্ধারি আনিল সীতা শ্রীরাম লক্ষনে ॥ প্রত্যয় না করে রামে জানকি বচন ॥ বিনা পরীক্ষায় কভু শুদ্ধ নহে মন ॥ যদি সে রাবন মুখে স্তুনে হেন বানী ॥ না ক্ষেপে অনল কুণ্ডে পতিব্রতা জানি ॥ সে পরীক্ষা হন্তে এহি পরীক্ষা নির্ম্মল ॥ রাক্ষস মুখেতে সাক্ষী পুরিল সকল ॥ লজ্জিতে নারিল তোমা কভু দুষ্টমতি ॥ সত্যত জানিনু তুমি পতিব্রতা সতী ॥ নিশাচর প্রতি মনে ভয় পরিহরি ॥ নিঃসঙ্কায় আমা সঙ্গে রহ প্রাণেশ্বরী ॥ কি করিতেপারেতোমাপাপি দুরাচার॥ আমার সাক্ষাতেকিবা আসঙ্কা তোমার॥ সকৌতুক রঙ্গে চাহ না গুন সঙ্কট ॥ আসিতে না দিব শত্রু তোমার নিকট॥সত্যত জানহপ্রিয়া আমার বিদিতে॥দেবাশূরে আসি নারেতোমাকেলজ্জিতে নিদ্র্যাতে আছিনু হেতু এহেন বিপাক ॥ সাক্ষাতে পাইলে যেন বধিত বরাক ॥ বৈরি হেতু যুদ্ধ মোর সঙ্গে তিন দিন আজি তাকে করিদিব যমের অধীন ॥ সাক্ষাতে রহিতে আমি না ভাব সংশয় ॥ সহরিষে রঙ্গ চাহ পরিহরি ভয় ॥ নিজ প্রিয়া সম্বোধিয়া কহিল বচন ॥ নিশাচর সংহারিতে করিল গমন ॥ সিংহনাদ করি জায় ধরিয়া কৃপান॥ রাক্ষ-সের বাম হস্ত কাটে তুরমান॥ দুই হস্ত কাটা গেল পদে করি ভার ॥ মেঘনাদ করি চলে রাক্ষস দুর্ব্বার ॥ সুমেরু ভেদীতে যেন ঐরাবত কাঁপে॥ দুই হস্ত শূন্য পাপী চলিল আটোপে ॥ কুমার দেখিল ক্রোধে আইল নিশাচর ॥ চলিল কুমার-মনি কুপিত অন্তর ॥ যে হেন কুপিত

ভীম কৃষ্ণ অনুসারে॥ দুর্যোধন উরু ভাঙ্গে গদার প্রহারে॥ তেহেন আটোপে বীর হানে অশিধার ॥ রাক্ষসের দুই উরু কাটিল কুমার ॥ দুই উরু কাটিলেক সাহার সন্ততি॥ গিরী সৃঙ্গ ভাঙ্গি যেন পড়িল দুর্মতি ॥ আকাশ পাতাল পাপি মুখপ্রসারিয়া॥ বুকে হাঁটি চলে কন্যা খাইতে ধরিয়া তা দেখি ত্রাশিত হই কন্যা লালমতি॥ কুমার নিকটে ধাই আইল শীঘ্রগতি ॥কুমার দেখিল কন্যা গ্রাসিতে আইসয় শরজালে আবরিল সাহার তনয়॥ রাক্ষসের দুই ওষ্ঠে হানি তিক্ষ্ণশর ॥ দুই ওষ্ঠ বিন্ধীয়া করিল একান্তর ॥ যেহেন আটোপে রাম কুপিত অন্তর ॥ রাবনের বুকে হানে তিক্ষ্ণ তিক্ষ্ণ শর ॥ তেন মহা কোপে ধরি সয়ফল মুলুকে॥ তিক্ষ্ণ তিক্ষ্ণ বান হানে রাক্ষসের বুকে॥ পাতালেপ্রবেশি বালি যে হেন আটোপে ॥ মৈসা-সুর ধরি মুণ্ড ছিড়ে মহা কোপে॥ তেহেন আটোপে অতি বীর গুণবান॥ রাক্ষসের মুণ্ড কাটে ধরিয়া কৃপান॥ পর্ব্বতের চূড়া যেন ভাঙ্গে অক-স্মাত॥ ভুমেতে পড়িল পাপি হইয়া নিপাত॥ রাক্ষসের মুণ্ড হস্তে ধরি বীরবর ॥ লালবানু পদ নিম্নে ফেলায় সত্ত্বর ॥ চলিল কন্যার ব্যাধি লইয়া মস্তকে ॥ পড় গিয়া ছার মুণ্ড অঘোর নরকে ॥ পরধন পর নারী লোভে জার মন ॥ ইহ লোকে পর লোকে অবশ্য লাঞ্ছন॥ বিচ্ছেদ সন্তাপে অতি সাহার নন্দন॥ সহরিষে নিজ প্রিয়া দিল আলিঙ্গন॥ নয়নে নয়ন দিয়া অধরে অধর ॥ হৃদে২ আলিঙ্গিল রসের নগর॥ নিবিল বিরহ অগ্নি প্রেম মধু পানে॥ প্রিয়া লইগমনকরিল স্থানে ॥ লালবানু সঙ্গে রঙ্গে সাহার নন্দন ॥ গুড়ঙ্গের লালমতি ॥

পথে চলে আনন্দিত মন ❀ লালমতি আগে করি সাহার কুমার ॥ হাঁটয় অরন্য পন্থে সিংহ অবতার ❀ এই মতে কত দিন হাঁটী বনে বনে ॥ ক্ষুধায় বনের ফল খায় দুইজনে এইমতে কত দিন হাঁটী দুইজন॥ সম্মুখেদেখিলএকবিচিত্র ভবন ❀ পরম উত্তম পুরি অতি মনোহর॥ পুষ্পের উদ্যান তথা দিব্য সরোবর❀ নগরেতে দিব্য দিব্য সারিসারি ঘর মহা হরষিতে রহে সাধু সদাগর ❀ দেখিতে শোভয় যেন অমরা ভবন ॥ দেখিয়া আনন্দ অতি নৃপতি নন্দন ❀ নগর মাঝেতে এক চৌয়ারী সুন্দর ॥ নির্ম্মিয়াছে পরম উত্তম মনোহর ❀ নগরে আইসয় যত পুরবাসীগণ ॥ সে দিব্য মন্দিরে করে সাধন ভজন❀শতেক কলসি ভরিয়াছে দিব্য জল ॥ জল পান করিবারে বিদেশী সকল ❀ নগর অন্তরে এক পাষানের ঘর ॥ তপশ্বিণী রূপে কন্যা গৃহের অন্তর❀ পাষান প্রাচীর ঘর পাষানের দ্বার ॥ কপাট মেলিতে নারে গজ পাটওার ❀ দ্বারেতে কুলুফ কুঞ্জি করি কন্যা সতী ॥ নির্জ্জনে বসিয়া ধ্যান করে নিজ পতি ❀ সঘন বিকল রমা বিরহে তাপিত ॥ গবাক্ষে হেরয় মুখে জপে প্রতিনিত ❀ বিদেশী ভ্রমিক যত নগরে আইসয় ॥ অবধি অন্তরে কন্যা গবাক্ষে হেরয় ❀ সেই গৃহ সমিপে চৌয়ারি শোভাকর ॥ লালমতি সঙ্গে গৃহে প্রবেশে কুমার ❀ ঘর দেখি কুমারী কুমার গুণবান॥ প্রসংশিল দিব্য পুরি রাজ যোগ্য স্থান ❀ দেখিয়া উত্তম স্থান আনন্দিত মন ॥ বিশ্রাম করিল তথা সাহার নন্দন ❀ রাজ ভোগ উপহার জতেক নানান॥ মুদি সবে আনিয়া ভেটিল ভুরমান ❀ কন্যা তরে আজ্ঞা দিল

তাহার নন্দন ॥ নানা উপহারে অন্য করিতে রন্ধন ❋ রন্ধন করিল বালা সহরিষ মন ॥ পরম আনন্দে দোহ করিল ভোজন❋ রহস্য কৌতুকে অতি হরিষ অন্তর ॥ বর বালা দোহ কৈল উত্তর পত্তুত্তর ❋ হাস্য পরিহাস অতি সহরিষ মন ॥ অর্দ্ধ নিশি আনন্দে গোঙাইল দুই জন❋ হরিল অবধি রমা রাক্ষস দুর্জ্জনে ॥ নিসিথে নাহিক নিদ্রা কুমার নয়নে সাক্ষাতে রাখিয়া প্রিয়া নয়নের পর ॥ বসিয়া গোঙায় নিশি হস্তে ধনুশ্বর ❋ হেন কালে পাষানের গৃহের অন্তর ॥ তপশ্বিনী রোকবানু কান্দে একেস্বর ❋ নিরবে বসিয়া বর বালা দোহ জন ॥ মন সাবধানে সুনে কন্যার কান্দন ❋ আবদুল হাকিম কহে পাঁচালি পয়ার ॥ হৃদেতে আত্মা দেহ পরম বেহার ❋ রাগ দক্ষিণা বসন্ত ❋

বসন্তের রিত, বৃন্দা বিরাজিত, নানা পুষ্প বিকশিত ॥ প্রিয়া দুর দেশে, বিরহের ক্লেশে, দহে রমণীর চিত ❋ কোকিলের ধ্বনি, সুনি বিরহিনী, অঙ্গে বরিষে অনল ॥ নবীন যুবতী, বিনা প্রাণ পতি, ভবে জীয়ন গরল❋ আহা করতার, আমা সম আর, নারী নাই বিরহিনী ॥ কেন নিরঞ্জন, করিলা সৃজন, আমা হেন অভাগিনী ❋ দিবস জামিনী, কান্দি একাকিনী, পতির বিচ্ছেদ শোকে॥ জীবের জীবন, পতি প্রাণধন, কান্ত সয়ফল মুলুকে ❋ গুনের সাগর রসের নাগর, সাহা ছেকান্দর সুত ॥ ভুবন মাঝার, তোমা সম আর, রূপ নাহি অদ্ভুত ❋ রৈলা মোকে ছাড়ি, প্রাণ নিলা হরি, আর না দেখিব মুখ॥ বিচ্ছেদ যন্ত্রনা সহে না২, কারে কহিব সে দুখ❋ সাফল্য জীবন, পশু পক্ষিগণ, না জানে বিরহ

বেধা॥ মন রঙ্গে অতি, সঙ্গে নিজ পতি, রঙ্গে জায় জথা তথা। সংসারে দুক্ষিত, হেন কদাচিত, নাই আমা সম নারী॥ আমি অভাগিনী, জনমদুখিণী, হৈনু কলঙ্কের ভারি ❋ নারী অধগতি ছাড়ি জায় পতি, সে নারী জীয়ন অকাজ ॥ আহা নিরঞ্জন মোকে বিস্মরণ, হই রৈলা যুবরাজ ❋ জীবন যৌবন, মোর অকারণ, সদায় তাপিত মন॥ বুঝিনু বিশেষ, আয়ু হৈল শেষ শোকে তেজিব জীবন ❋ ত্যাগিলে জীবন, তবে কদাচন, খণ্ডয় বিরহ দুখ॥ মতু জীব ধরি, সহিতে নাপারি, সদায় বিদরে বুক ❋ আহা প্রাণপতি, কিহেতু বিমতী, হৈলা অভাগিনী প্রতি ॥ জানি নিজ দাসী, মনে কৃপা বাসি, উদ্দেশি না কৈলা গতি ❋ তোমার বিরহে, প্রাণে কত সহে, মরিব ভক্ষি গরল ॥ জীব আসা ত্যাগি, প্রভু পদে মাগি, হউক তোমা কুশল ❋ তোমার বাঞ্ছিত, যেবা মনহিত, পুরাউক প্রভু আগে ॥ এ বলিয়া সতী, করিয়া প্রনতী, নিরঞ্জন স্থানে মাগে ❋ যুবরাজ প্রতি, কন্যা লালমতি, প্রভুঘট, র তুরিত ॥ পতিপ্রাণকানু, লইলালবানু, সদা রহ আনন্দিত সঙ্গে লালমতি, চির জীব অতি, হইয়া সংসার মাঝ ॥ হরিষ অন্তর, রঞ্জ প্রাণেশ্বর, ভুঞ্জাই সম্পদ রাজ ❋ পতি আয়ু জসে, রঞ্জ মন রসে, ভবে অবধি অন্তর ॥ আছিল ললাটে, প্রাণ দিব ঝটে, তোমা ভাবে প্রানেশ্বর ❋ যদি ধৈর্য্য ধরি, তোমা ভাবে মরি, তবেই সাফল্য মোর ॥ মৃত্যু লইনু ইছি, তোমা পদ নিছী; প্রাণ ফেলিব মোর হই প্রেম জ্বালা, কন্যা রোকবালা, কান্দয় করি প্রনতি ॥ যত একে এক সব শুনিলেক, বসি কন্যা লালমতি ❋

কন্যার বিনয়, সুনি মর্ম্মদয়; নয়নে শ্রবয় জল॥ উত্তমেশ্বরিত, দুক্ষের বেথিত, সুনি হইল বিকল ❋ পতির গোচর জুড়ি দুই কর, পুছে কন্যা লালমতি ॥ কহ প্রাণ নাথ, কি হেতু এথাত, নারী শোকাকুল অতি❋নারী একাশ্বরি, বহু ভক্তি করি, কান্দে তোমা নাম ধরি॥ স্মরি জগ পতি সাহা মহা মতি, কান্দে কুহরি২ ❋ কন্যা কেবা হয়, কেন বিলাপয়, সত্য কহ প্রাণ কান্ত॥ কহে বীরমনি, সুন প্রাণ ধনি, পন্থ কৌতুক বৃত্তান্ত ❋ রাগ জমক ছন্দ ॥

তোমা উদ্দেশিয়া আমি যদি কৈনু গতি॥পন্থেতেমিলিল এক মহা নরপতি ❋ তার পুত্র বিভা হেতু করিলজোড়নি মহা নরপতি সাহা আমীর নন্দিণী ❋ আছিল কুচ্ছিত রূপ নৃপতি কুমার॥ ভজমান নাই বালা তাকে করিবার ❋ পন্থেতে পাইয়া মোকে সেই নরপতি॥ করিল আমাকে বহু বিনয় প্রনতী ❋ আমি জাই এই কন্যা বিভা করি দিতে দেশে আনি দিলে রমা তার পুত্রে নিতে❋এড়াইতে নৃপ হাতে নারি কদাচন॥সেইদেশে কন্যা বিভা কৈনুতেকারণ যেইমতে এই কন্যা নাহি পরসিনু ॥ যেইমতে সদৃষ্টেতে মুখ না চাহিনু ❋ যেন মতে পন্থে গেনু কন্যা পরিহরি ॥ যেন মতে পিছে২ ধাইল সুন্দরি❋ যেন মতে কন্যা ছাড়ি ফারেস নৃপতি॥ সসৈন্যে সহিতে নিজ দেশে কৈলগতি ❋ যেন মতে কন্যার বিনয় বহু সুনি॥ যেন মতে অশ্বে তুলি লৈনু প্রেম গুনি ❋ যেন মতে পন্থেতে কৌতুক ব্যাবহার॥ যেন মতে হরিল ধিবর দুরাচার❋একে২ সে সকল কহিল বৃত্তান্ত॥জালবানু বলে কহি সুন প্রাণ কান্ত❋বিঘটিত কর্ম্ম

প্রভু করিল সুসার ॥ হারাই পাইলা পুনঃ রত্ন আপনার ❀ এক বাক্য কহিতে মনেতে শ্রদ্ধা অতি ॥ যদিবা বিস্মিত প্রভু না হও মোর প্রতি ❀ উচিত কহিতে প্রভু আগে মনে ভিত ॥ পতি সঙ্গে সম যুক্ত নহে নরঙ্গিত ❀ পতির অস্তুত বিনা বাক্য কদাচন ॥ পতি আগে যুক্ত নহে কহিতে বচন কুমার বলিল স্থন প্রিয়া কণ্ঠমনি ॥ অমৃত লহর তোমা মুখে মিষ্ট বানী ❀ হিত ভাবি কহ যদি বচন কটুর ॥ অমৃত সদৃশ রস যেহেন মধুর ❀ জদ্যপী আমাকে প্রিয়া কহ কু-বচন ॥ আমা প্রতি মধু পান হেন লয় মন ❀ তোমা বাক্যে মনে মোর না জন্মে বিকার ॥ মন রঙ্গে কহ বাক্য সঙ্গতি আমার ❀ কুমারী বলিল কহি স্থন সুদ্ধ মতি ॥ তুমি প্রভু এহেন কন্যার প্রাণ পতি ❀ নিজ সত্য রক্ষা হেতু ভাবেতে তোমার ॥ রহিলেক পাষানের গৃহে বান্ধী দ্বার ❀ তোমা জপতপ ধ্যান করে নিরন্তর ॥ তপস্বিনী রূপে গোসা ম ঝে একেস্বর ❀ তোমার বিচ্ছেদ শোকে কান্দে কন্যা সতী ॥ সহরিষে আছ প্রভু তুমি রঙ্গমতি ❀ কন্যার কান্দনে হয় পাষান বিদার ॥ তথাপি মনেতে বেথা না জন্মে তোমার পতি সে নারীর দেব ধর্ম্ম যত ইতি ॥ পতি বিনা নারীর নাহিক অন্যা গতি ❀ জনক জননি পরিহরি নারীগণ ॥ মন রঙ্গে ভজে নারী পতির চরণ ❀ পতি দৃষ্টে সতীর নয়ন নিরন্তর ॥ পতির নয়ন অন্য নারীর উপর ❀ ভ্রমর প্রকৃতি সত্য পুরুষের মন ॥ এক পুষ্পে মকরন্দে শান্ত নহে মন ❀ বিচারেন্ত অন্যে অন্যে পুষ্প মধুময় ॥ পুরুষ ভ্রমর জাতি কঠিন হৃদয় ❀ নারীর ছাড়িতে পতি সঙ্কট অধিক ॥ পুরুষে

ছাড়িতে নারী নাহি দিগ্বিদিক্ ❀পুরুষ নারীর গতিপতি প্রাণ ধন ॥ তপস্বিনী হই সতী ভাবে এক মন ❀দেখ এহি রাজ বালা ত্যেজি অন্ন জল ॥ তোমার বিচ্ছেদ শোকে কান্দিয়া বিকল❀তোমা স্মরি কান্দে শোকে সতী বিরহিনী কদাচিত না স্মরিল জনক জননী ❀ যতেক বিনয় কৈল রাজ বালা সতী ॥ সুনিলা আপনা কর্ণে তুমি প্রাণ পতি নিজ প্রাণ দিতে তোমা পদের নিছনী ॥তোমাঅবিদিতে কৈল সুন গুণমণি ❀ বিদিতে করিলে নারী বলে মায়া ছল॥ অজ্ঞাতে সুনিলে যেবা বিনয় সকল❀সতীনিপ্রভাবে মোকে না গুণি প্রমাদ ॥ তোমাপ্রেম লাভে মোকে কৈল আশীর্বাদ ❀ নতুবা ইষ্টতা কিবা আমার সহিত ॥ অনু-দ্দেসে কহে মোকে বাক্য গৌরবিত❀ শুনিয়া কন্যার যত বিনয় সকল॥ সত্য জান পাষান কঠিন হয় জল ❀ তথা-পিও করুনা না হৈল প্রাণ কান্ত ॥ নিজ দরশনে কন্যা না করিলা শান্ত ❀ এতেক বুঝিনু তুমি কঠিন হৃদয় ॥ এহেন নিষ্ঠুর কেন তুমি দয়াময় ❀ কন্যার বচন সুনি কহেন্ত কুমারে ॥ এতেক কটুর প্রিয়ে বলহ আমারে❀ মধু জিনী বাক্য তোমা অমৃত লহরী॥স্তুতিবাক্যে নিন্দ মোকে প্রানের দোসরী ❀ তোমার কটুর বাক্য মধু বরিষন ॥ শুধারস মুখে তোমা অমৃত বচন ❀ এই কন্যা কেবা নহে জানি তত্ত্ব সার॥ কান্দয় কাহার হেতু বনিতা কাহার ❀ কোন রাজ্যে বিভা কৈল এহি কোন দেশ॥ কোথায় রহিল রমা না জানি উদ্দেশ ❀ হয় কি না হয় বালা না জানি প্রত্যয় জদ্যপিও হয় তোমা প্রতিমনে ভয় ❀ কি রূপে সন্তোষি

গল সে কন্যার মন ॥ তোমা ভয়ে ধড়ে প্রাণ নাহি কদাচন
সতীনির অরিভাব মনেতে আচরি ॥ যদি সে বিমন মোরে
হও প্রাণেশ্বরী ❋ তবে সত্য কহি প্রিয়ে শুনহ বচন॥ বিফল
হইল মোর এ পাপ জীবন ❋ কুমারী বলিল প্রভু বাক্য
বিপরিত ॥ নিজ দাসী প্রতি কেন মনে ত্রাস ভীত ❋ বন্ধু
হতে কৃপা বাসে শত্রু হতে ভয় ॥ শত্রু ভাব মনে তোমা
কেন দয়াময় ❋ তোমা প্রেম রসে মোর হৃদয় পুর্ণিত ॥
বৈরিভাব মনে মোর নাহি কদাচিত ❋ তোমার হরিষে
মোর হরিষ অপার॥ তোমা অসন্তোষে বৃথা জীবন আমার
তোমা শত্রু যেবা মোর শত্রু সেই সব ॥ তোমা বন্ধুগণ
হয় আমার বান্ধব❋ যদিবা সতীনি শব্দে মনে ক্লেশ পাই॥
দিব্য কৈনু আপনি আপনা মুণ্ড খাই ❋ তবে নিবেদয়
প্রভু রাতুল চরণে ॥ সেই কন্যা নহে হেন বল কিকারণে
কন্যা রোকবানু যদি কহে কদাচিতে ॥ জোলকর্ণ শশুর
কারে বলে পৃথিবীতে ❋ যদি সে জোলকর্ণ নামে আছে
অন্য জন ॥ জগৎ ঈশ্বর হেন বলে কি কারণ ❋ সেই বিনা
জগ পতি নাহি ক্ষিতী মাঝ ॥ সয়ফল মুলুক অন্য নাহি যুব
রাজ ❋ জগৎ ঈশ্বর সাহা জোলকর্ণ সন্ততি ॥ সয়ফল
মুলুক বলে এ নারীর পতি ❋ যদি মোর তরে আজ্ঞা কর
দয়াময় ॥ তথা জাই কন্যা সনে করি পরিচয়❋ আদেশিল
যুবরাজ জাও প্রাণ ধনি ॥ কি হেতু কান্দয় কন্যা কাহার
রমণী ❋ কুমারের আদেশ পাইয়া লালমতি ॥ কন্যার
নিকটে জায় রাজবালা সতী ❋ গবাক্ষ দ্বারেতে দাণ্ডা-
ইল গুণবতী ॥ রোকবালা প্রতি পুছে মধুর ভারতি ❋

অম্বৃত্ত জিনিয়া বাক্য আরম্ভিল বালা ॥ বচনে গাঁথয় নব লক্ষ মুক্তা মালা ॥ কাহার দুহিতা তুমি কাহার যুবতী ॥ সত্ত্য করি কহ রমা কেবা তোমা পতি ॥ নিকুঞ্জ পাষান গৃহে কেন একেশ্বরী ॥ কি হেতু কান্দিতে আছ কুহরিং সয়ফল মুলুক কেবা কাহার কুমার॥জোলকর্ণ কাহার নাম কহ তত্ত্ব সার ॥কি রূপে বিচ্ছেদ হৈল তোমা নিজ পতি॥ মিলিতে প্রকার কিবা তাঁহান সঙ্গতি ॥ তোমার বিনয়ে মোর দগধয় প্রাণ ॥ তেকাজে মিত্রতা ভাবে পুছি তোমা স্থান॥ কহিবা মনেরবেথা আমাকে নিশ্চিত॥ পুছি আমি তোমা দুক্ষে হইয়া বেথিত॥ লালবানু মুখে বাক্য সুনি মোরবালা ॥ গদ২ভাসে কহে গাঁথি মুক্তা মালা ॥ গাঁথয় মুকুতা হার অম্বৃত বচনে॥ কহ পত্নুত্তর বানী সচকিত মনে তুমি কোন জোন হও কহ প্রাণ সখী॥ কি হেতু আমার দুখ পুছ চন্দ্র মুখি ॥ নাহি জানি শত্রু মিত্র তুমি কোন নারী॥ তোমাকে মনের ভেদ কহিতে না পারি ॥ সয়ফল মুলুক কথা পুছ কি কারণ ॥ কহিতে না পরি বিনা পতি দরশন মুণ্ড হীন স্কন্ধ মোর দেহ জীব হীন ॥ সজীবে রহিতে মোর মৃত্যুর অধীন॥ জীব হীন দেহ প্রতি কি পুছ বচন ॥ প্রাণ বিনা বাক্য না নিঃশ্বরে কদাচন ॥ ওলি হীন পুষ্প আমি বিরহে তাপিত ॥ বিরহ বেদনা প্রতি পতি সে বেদিত ॥ পতি বিনা মর্ম্ম ভেদ না কহি কাহাতে॥ কদা-চিত প্রাণ সখী না পুছ আমাকে॥জাহাকে কহিলে খণ্ডে মনেরবেদন॥ তাহাকে কহিব যটাইলে নিরঞ্জন॥তোমাকে কহিতে দুঃখকোন প্রয়োজন॥ তেকারনেঅজথাতেনাকহি লালমতি ॥

বচন ❀ লালমতি বলে কহ নহে অজথাত ॥ অবিলম্বে মানস পুরিবে সহসাত ❀ অনুশোক পরিহর পুর্ণ ভেল আশা ॥ খণ্ডিবে তোমার যত ছিল দুঃখ দশা ❀ ছাড়হ বীরহ ক্লেশ সান্ত কর চিত॥ তোমা অন্ধকারে চন্দ্র হইল উদিত ❀ প্রভুর কৃপায় সিদ্ধ তোমা মন কাজ ॥ শীঘ্রহ মিলিবে তোমা পতি যুবরাজ ❀ যদি সে আমাকে বাক্য আদেশ বচন॥ কণ্ঠ গতে প্রাণ তোমা দিব এইক্ষণ ❀ যুব-রাজ সয়ফল মুলুক যে কুমার॥ অবিলম্বে আনিদিব বিদিতে তোমার ❀ রোকবানু বলে বৃথা কহ কিকারণ ॥ গঙ্গা জল ছাড়ি কোথা কুপে মজে মন ❀ যথা কন্যা লালমতি ত্রিলোক্ষ মহিনী ॥ তথায় রহিল মোর প্রভু গুণমনি ❀ লালমতি পরি-হরি আমার কারণ ॥ মোনের্তে না লয় এথা করিবে গমন লালমতি দাসী তুল্য না হই নিশ্চয় ॥ তেকারণে পাসরি রহিল দয়াময় ❀ মায়া রূপে কহ কিবা এ সত্য বচন॥ সত্য হেন মনেতে না লয় কদাচন ❀ সত্য বাক্য কহ যদি এক কায় চিত ॥ পুরুক প্রভুর আগে মনের বাঞ্ছিত ❀ যদি সে কপটে মোরে ভাণ্ড কদাচন॥ হইবে তোমার প্রতি বিধাতা বিমন ❀ দুতী হই যদি নিজ ধর্ম্ম কর নাশ॥ হারাইবে দোহ কুল হইবে নৈরাশ ❀ পৃথিবীতে দুতী নারী বড় অপরাধি॥ পুর-ধর্ম্ম নাশে আপে হই মিথ্যা বাদী ❀ বচনে চতুর দুতী জিনিয়া পণ্ডিত॥ না রুচে দুতীর বাক্য সতীর বিদিত ❀ যোদ্ধাগণ প্রতি জেন দীব্ব তনুত্রান ॥ সতী নারী প্রতি তেন ক্ষমা ধৈর্য, জ্ঞান ❀ সুনিলে না করে প্রত্য সত্য কিবা রাম॥ বিলম্বে করয় বর্ম্ম বুঝ পরিণাম ❀ বেহেস্তে আদম

নবী পিতা গুণধাম॥ইবলিসের বাক্যে পাসরিল প্রভু নাম
খাইল গন্দম শীঘ্র বিলম্ব না করি ॥ তেকাজে পাইল দুখ
স্বর্গ পরিহরি ❀ ইবলিসের বাক্যে কর্ম্ম করিল অকাজ ॥
তেকাজেপ্রভুর আগেপায় মহালাজ❀আদমবংশেতেমোর
জন্ম পৃথিবীত ॥ আদ্ধ্য পরিণাম কাম বুঝিতে উচিত ❀
ভাণ্ডিল আদম নবী পুর্ব্বে দুরাচার॥ ভাণ্ডিতে নারয় পুনি
জ্ঞান আছে জার❀অকস্মাত কর্ম্ম নহে ভাল ব্যবহার॥ধর্ম্ম
নাশ জনে করেকর্ম্ম অবিচার❀ তেকাজে সমর্থ দুতী নহে
সতী আগে॥ সতীর অগ্রেতে দুতী পরিহারমাগে❀পতি
ভাবেপৃথিবীতে যদিরহে সতী॥সতীরেসাহায্য করে ত্রিজ-
গৎ পতি ❀ নিজধৈর্য্য পালি যদি রহে প্রভু আগে॥সহস্র
দুতীর বাক্য মনেতে নালাগে❀সত্যের হরিষ বৃথা না গুণি
সংশয় ॥ পুরিলে মনের বাক্য করিব প্রত্যয় ❀ যদি এথা
আসিয়াছে মোর প্রাণ কান্ত॥ কহিবে আমার আগে পুর্ব্বের
বৃতান্ত❀ সুনিয়া কন্যার মুখে এসব বচন॥কুমারেডাকিয়া
বালা আনিল তখন ❀ হইল যে সব কথা কন্যার সঙ্গতি॥
কুমারকে সকল কহিল লালমতি ❀ প্রত্যয় না করে রমা
আমার বচন ॥ আপনার পরিচয় দেহ প্রাণধন❀ লালমতি
বাক্য সুনি সাহার নন্দন॥ গবাক্ষের দ্বারে দাণ্ডাইল রঙ্গমন
নিকটেতেগেল যদিজোকর্ণ সন্তুতি॥ আশ্চম্বিতেপ্রেম-গন্ধ
পায় কন্যা সতী ॥ দক্ষিণ পবনে জেন হৃদেতে ভুজঙ্গ ॥
মন মত্ত হইয়া উপজে মন রঙ্গ❀গগনে দেখিয়া মেঘ বরি-
ষন রিত ॥ জল হীন মিন যেন অঙ্গ পুলকিত ❀ পত্র
হীন বৃক্ষ পাই বসন্ত পবন ॥ জেহেন তরুণ হই উঠে

তরুগণ ❋ অষ্ট অঙ্গে রোকবানু হৈল পুলকিত॥ অঙ্গেতে পুরিল সাক্ষী বুঝি অঙ্গ রিত❋তথাপি মনেতে ত্রাস ভাবে কন্যা সতী॥ সত্য হয় কিবা নহে এহি প্রাণপতি❋যৌবন প্রভাবে মত্ত হৈল মোর মন ॥ নতু কিবা টোনা মোকে করিল এ জন ❋তেকাজে জন্মিল কিবা উন্মত্তেররিত॥নহে কিবা প্রাণ পতি বুঝিতে উচিত❋আগেজেবা না সন্তরে কর্ম্ম বিঘটিত ॥ পরিণামে অনুশোচ কভু নহে হিত ❋ না হয় ভালের কর্ম্ম কর্ম্ম অবিচার ॥ অবিচারে কর্ম্মকৈলেপশু ব াবহার❋তবে পুনি রোকবানু ভাবি নিজ মন ॥ যদিস্বাৎ হয় নিজ পতি প্রাণ ধন ❋ বিবাহ রাত্রিতে জেবা ছিল ব্যাবহার ॥ সেই আমি বিনা নাহি জানে কেহ আর❋যে রূপে হইল বিভা তাহান আমার॥এহেন বিরূপ বিভা হই য়াছে কার ❋ একে২ কহে যদি সে সব বৃতান্ত॥ তবেসে জানিব সত্য এহি প্রাণকান্ত ❋ রোকবানু তরে পুনি কহে লালমতি॥তোমাকে কহিযে সত্য রাজকন্যা সতী ❋কহিলে আমার বাক্যে না কর প্রত্যয়॥ডুত্তিনারী জানিমোকেমনে কর ভয়❋ কুমন্ত্রেরপ্রাগ আমি চতুরবচনে॥কপটে ভাণ্ডিতে আইনু হেন তোমা মনে ❋ তেকাজে না কহি তোমা প্রবোধবচন॥ দর্পনে না চাহেকেহ হস্তের কঙ্কন ❋ সত্য বাদী হই কিবা কহি বৃথা বাণী ॥ অবিলম্বে বাক্য মোর লও পরিমানী ❋ অঞ্চলের রত্ন পুনিপাইলা হারাই॥ চিনি লও নিজ রত্ন গবাক্ষে দাণ্ডাই ❋ প্রাণ হীন অঙ্গে তোমা সঞ্চারিল প্রাণ॥ শূন্য স্কন্ধে মুণ্ড তোমা করিনু নির্ম্মান ❋ ওলি হীন পুষ্পে দিনু সঞ্চারী ভ্রমর ॥ সত্য মিথ্যা

দেখ নিজ দৃষ্টির উপর ❋ কন্যা বলে সত্য মিথ্যা তবে বুঝি সার ॥ পুর্ব্বের বৃতান্ত যদি কহেন কুমার ❋ কুমার সুনিল যদি কন্যার বচন ॥ কহিতে লাগিল সব পুর্ব্ব বিবরণ ❋ জেনমতে ফারেস নৃপতি নিল ধরি॥ তার পুত্রপ্রতি কন্যা দিতে বিভাকরি ❋ জেনমতে কন্যা বিভা করিল কুমার ॥ বিবাহ রাত্রিতে জেবা ছিল ব্যাবহার ❋ জেন মতে হেট মুণ্ড রৈল ধর্ম্ম ভয় ॥ হইয়া কন্যার প্রতি কঠিন হৃদয় ❋ জেন মতে বিভারাত্রি ভাবি ভিন্ননারী॥শয়ন করিল মাঝে রাখিয়া কাটারী ❋ জেন মতে কন্যা পরিহরি পন্থ মাঝ ॥ অশ্ব ক্ষেপি ধাইতে লাগিল যুবরাজ❋জেন মতে চতুর্দ্দোল পিছে পিছে ধায় ॥ সে সব প্রকাশ করি কহিল কন্যায় ❋ জেনমতে ধাইল সেসব চতুর্দ্দোলি॥ প্রাণ ভয়ে কন্যাসমে চতুর্দ্দোল ফেলি ❋ জেনমতে নিজ চতুর্দ্দোল পরিহরি ॥ কুমারের পিছে২ধাইল সুন্দরী ❋ জেন মতে ফিরে গেল ফারেস নৃপতি ॥ জেন মতে অশ্বে তুলি লইল যুবতী ❋ জেন মতে প্রবেশিল অরন্য অন্তর ॥ হইল দোহার মধ্যে উত্তর পত্যুত্তর❋ জেনমতে অরন্যের মহা বৃক্ষ তলে॥ করিলেক রসরঙ্গ মনকৌতুহলে❋জেনমতেনিশি গতেঅরন্যের মাঝ॥সমুদ্রেতে স্নান করিপড়িল নমাজ ❋জেনমতেধীবরে হরিল রাজ সূতা ॥ একে২ কহিলেন্তসেসকল কথা❋ জেন মতে লালমতি উদ্দেশে গমন॥সমুদ্র তরিলপক্ষিহইআরোহণ ❋ যেরূপে পরীক্ষা নিল এত্রাণ নৃপতি॥পরীক্ষাজিনিয়া বিভা কৈল লালমতি ❋ একে একে কহে যদি এ সব ভারতী ॥ কন্যা বলে যদিতোমা সঙ্গে লালমতি❋ হাঁসিছে

মাণিক্য ঝরে কান্দিতে মুকুতা ॥ তবে জানি সত্য এহি
এত্রাণের সূতা ❋ ধরিলে এসবগুণ কন্যা লালমতি॥নাহয়
প্রলাপ বাক্য সত্য এ ভারতী❋ নহে এসকল কথা প্রত্যয়
না করি ॥ জানিয়া কহিতেপার ধর্ম্ম পরিহরি❋রোকবালা
মুখে সুনি মধুরস ধার॥কিরূপেহাঁসিবেরমা চিন্তয় প্রকার
কুমার মনেতে বহু ভাবে আপনার ॥ লালমতি মুখ চাহি
হাঁসিল কুমার ❋ নিজ নারী মুখ চাহি যদি হাঁসে পতি ॥
না হাঁসিলে শাস্ত্রেসেইনারীঅধঃগতি❋পতিরদেখিলেযদি
মুখ বিকাশীত॥ যে নারী না করে নিজ বদন হর্শীত❋পরং
কালে নরকেতে অগ্নির দাহনে ॥ চিরদিন রহিবেকবিরস
বদনে ❋ যদি বা মনেয় দুখে নারী সন্তাপিত ॥ তথাপি
স্বামীর হাঁস্যে হাঁসিতে উচিত❋ যদি হাঁসেপতি কিবা না
হাঁসে কামিনী॥ সে নারী পাপিষ্টা অতি হৃদয় পাষাণী ❋
পতি মুখে হাস্য দেখি হাঁসে লালমতি ॥ অবিল মানিক্য
মনি জ্যোতির্ম্ময় অতি ❋ তবে নিজ মনেভাবে সাহার
কুমার ॥ কি রূপে কান্দয় রমা চিন্তয় প্রকার ❋ নিশ্বাস
ছাড়িয়া পুনি জোলকর্ণ নন্দন॥ স্বজল নয়নেকহে আশ্বাসী
বচন❋ হত বুদ্ধি হই আমি কি কর্ম্ম করিনু ॥ নৃপ মহারাণী
মনে বহু দুখ দিনু ❋ লালমতি বিনা পুত্রকন্যা নাহি আর
সে কন্যা আনিনু সপ্ত সমুদ্রের পার❋ নাদেখিয়া বাপমায়
পুনিঃ নিজ সূতা ॥ লালমতি না দেখিবপুনিঃমাতাপিতা❋
এ বলিয়া কুমার নয়নে বহে জল ॥ তা দেখি কন্যার মনে
জন্মে শোকানল ❋ জনক জননী শোক নাহি ধিকাধিক॥
কুমার রোদন মর্ম্মে সন্তাপ অধিক ❋ পতি মন দুখে নারী

না হৈলে ব্যেথিত ॥ সে নারী মনুষ্য নহে ডাকিনী চরিত
পতির বিরস মুখ দেখিয়া নয়নে ॥ না জন্মে অধিক শোক
যে-নারীর মনে ❋ পরকালে অনুদিন নরক গহ্বরে॥ ডুবিয়া
রহিবে নারী অনল উদরে ❋ পতির কান্দনে যদি না কান্দে
যুবতী ॥ কঠিন হৃদয় সেই নারী দুষ্টমতী ❋ পতির নয়নে
জল দেখি নারীগণ ॥ স্বজল না হয় যদি নারীর নয়ন ❋
যদি বা কঠিন হয় সে সব যুবতী॥ সে সকল নারীর ইবলিস
গুপ্ত পতি ❋ সে নারীর প্রতি প্রভু অধিক কুপিত॥ দহিবে
নরকে প্রভু ইবলিস সহিত ❋ মনের হরিষে যদি নারী
আনন্দিত ॥ পতির কান্দনে তার কান্দিতে উচিত ❋
পতির কান্দনে কান্দে মহারাজ সুতা ॥ নয়নের জল সঙ্গে
স্রবয় মুকুতা ❋ তা দেখিয়া রোকবালা আনন্দ অপার ॥
সত্যত জানিল নিজ পতি আপনার ❋ কন্যা মুখে দেখি
মণি মুক্তা অপরূপ ॥ কুঞ্জি দিয়া খুলিলেক পাষান কুলুপ ❋
বাহির হইয়া রমা সহরিষ মনে ॥ দণ্ডবতে প্রণামিল
পতির চরণে ❋ পতির চরনে কৈল সহস্র প্রণতি ॥ কন্যা
প্রতি আলিঙ্গন দিল হর্ষ মতি ❋ আলিঙ্গনে নিজ প্রিয়া মন
সন্তোষিল ॥ আগ্রহে সহস্র চুম্ব অধরেতে দিল ❋ দণ্ডবত
করি রমা পতির চরণ ॥ লালবানু সম্ভাষনে করিল গমন ❋
পরস্পরে মান্যতা করিল বহুতর॥ উভয়েতে গৌরবিত দোঁহ
সমস্বর ❋

রাগ দীর্ঘ ছন্দ॥

কন্যা লালমতি আগে, শত পরিহার মাগে, বিনয় সম্ভাষে
রোকবালা ॥ প্রাণ পতি যুবরাজ, তাহান কণ্ঠের মাঝ,
নব লক্ষ তুমি কণ্ঠ মালা ❋ রসময় প্রাণ পতি, তুমি তান

রসবতী, তুমি মোর জীবের জীবন॥ প্রাণ কান্ত গুণমনি, তাহান দুর্লভ ধনি, তুমি মোর নয়ন অঞ্জন ❋ হরিষের হরষিত, মিত্রের পরম মিত, তোমাসমনাহি বন্ধুজন॥ আমার আঁখের আঁখী, তুমি কন্যা চন্দ্র মুখী, জেন মোর জীবের জীবন ❋ প্রানের দুর্লভপতি, তাহান দুর্লভঅতি অ াখির পুতলি সমস্বর॥ তোমা সম বন্ধু নাই, তোমার ছিনমিজাই তোমা রূপে ভক্ত প্রাণেশ্বর ❋ অতি সে কৌতুক মনে, সৃজিলেক নিরঞ্জনে, তুমি কন্যা পরম সুন্দরী॥ তোমা সম কদাচিত, রূপনাই পৃথিবীত, লিলায় জিনিলে হুর পরি ❋ ভুবনেতে সুলক্ষণ, যুবতী যে তোমা হেন, কদাচিত নাই রাজ সুতা॥ হেন গুণ তোমা তরে, হাঁসিতে মানিক্যঝরে কান্দিতে যে শ্রবয় মুকুতা ❋ যবে হরষিত অতি, ছুটকে নুরের জ্যোতি, উপজয় অমূল্য রতনে॥ হৃদেতে সন্তাপ যদি, উথলয় মহা নদী, মুক্তা মণি বরিষে নয়নে ❋ রূপে গুণে বিলক্ষণ, তোমা হেনকদাচণ, কন্যা না জন্মিল ক্ষিতী মাঝ॥ প্রভুর মহিমা অতি, সৃজিলেক পত্নী পতি, জেন তুমি তেন যুবরাজ ❋ তুমি বালা সুবদনী, পতির কণ্ঠের মণি, আমি পতি পদের কিঙ্কিণী॥ তুমি দিপ্তী দিবা অতি, প্রচণ্ড উজ্জল ক্ষিতী, আমি ঘোর তিমির রজনী ❋ ভাল সঙ্গে মন্দ জবে, ভালের প্রতিষ্টা তবে, মন্দ মুলে বেকত উত্তম॥ রঙ্গিন সুগন্ধি অতি, তুমি পুষ্পহার জিতি, আমি কদলির ছটা সম ❋ কনক কাঞ্চণ তুমি, গুঞ্জরা সদৃশ আমি সুবর্ণ সহিত এক ঠাম॥ সত্ত্য মতে তেকারণে, ঘৃণা না রাখিও মনে, তোমাকে সেবিব অবিশ্রাম ❋ প্রীতি ভাবে

তোমা প্রতি, মান্যতা করিব অতি, গুরু ভাবে জেহেন মান্যতা ॥ ভক্তি রূপে অবিশ্রাম, পুজীব দেবীর সম, জেন পুজে দেবেরদেবতা ❋ তোমা সনে প্রাণপতি, সেবিব হরিষ মতি, প্রাণ পানে দোহান চরণ ॥ তোমা দাসী তুল্য হই, সতিনী সদৃস নই, দয়া না-ছাড়িও কদাচন ❋ উত্তমের যুক্ত হয়, হীন প্রতি দয়াময়, কৃপা মোরে না ছাড় সুন্দরী॥ হৃদে মুখে এক জানি, তোমাকে কহিব বাণী, মনের কপট পরিহরি❋ ধর্ম্মসাক্ষী জেবা কহি, সত্য কিবা বৃথা এহি, যতেক কহিনু তোমা পাশ ॥ কপট জাহার বানী, সেই পাপি হয় জানি, বৃথা বাক্যে আপনা বিনাস ❋

রাগ জমক ছন্দ ॥

তা সুনিয়া লালমতি করুণা সাগর ॥ কহেন্ত মধুর বানী অমৃত লহর ❋ রোকবানু সম্ভাসয় মহারাজ সুতা ॥ বচনে গাথয় জেন অমূল্য মুকুতা❋ সুন বালা রোকবানু মহারাজ সুতা ॥ অসম্ভব কহ কেন না শোভয় কথা ❋ আপে হীন হইয়া আমাকে প্রসংশি ॥ তুমি আমিপতির সদৃস দুইদাসী তোমা সম জ্ঞানবন্ত ভুবনেতে নাই ॥ নিজ গুণ রূপ চাহ রাখিতে ছাপাই ❋ লুকাই রাখিতে নারে সুগন্ধে দুর্গন্ধ ॥ নাসিকা অগ্রেতে ব্যক্ত হয় ভাল মন্দ❋ প্রকৃতি উত্তমজার জ্ঞানেত পণ্ডিত ॥ লুকাই রাখিতে নারে গুণ কদাচিত ❋ ফলে ব্যক্ত মিষ্ট তিক্ত বৃক্ষ ব্যবহার॥ মুর্খ ও পণ্ডিত ব্যক্ত বাক্যে আপনার ❋ বড়ের দুহিতা তুমি প্রধান যুবতী ॥ জ্ঞানের প্রভাবে তুমি হেট জন অতি ❋ মেদিনী আকৃতি হন কৈনু অনুমান ॥ হীন হই চাহ তুমি হইতে প্রধান ❋

প্রধান হইয়া মহি হৈল অতি হীন ॥ পদ তলে রৈল হই পরের অধীন ❀ তেকারণে অনাদিনাথ শেকরতার॥ দিলেক মেদিনীপ্রতি প্রতিষ্টা তাঁহার ❀ দণ্ডবতে করে সবে মেদিনী প্রণাম ॥ হীন হই হৈল মহি শ্রেষ্ট অনুপম ❀ তেহেন হইয়া হীন তুমি গুণবতী ॥ জ্ঞানের প্রভাবে তেন শ্রেষ্ট হৈলা অতি তেন তুমি নৃপ সুতা ত্রিলঙ্ক্য মহিনী ॥ তোমা রুপ দেখি মোহ ইন্দ্রেদেব মণি ❀ আপনার রঙ্গরূপ না দেখ আপনে তুমি সম রূপবতী নাহিক ভুবনে ❀ আমার প্রভুর প্রিয়া তোমা চন্দ্র মুখী ॥ তোমাপ্রতি প্রিয় মগ্ন মোর মন সুখী ❀ বন্ধুর বঁধুয়া তুমি পরম বান্ধব ॥ তেকাজে তোমাকে মোর পরম গৌরব ❀ মোর প্রাণ নাথের যে তুমি প্রাণধন ॥ তেকারণে তুমি মোর জীবের জীবন ❀ আভরণ প্রতি মোর তুমি অলঙ্কার॥ শোভিত উপরে শোভে নয়ন আমার ❀ বেসরে শোভয় জেন অমূল্য মুকুতা ॥ প্রাণ পতি সনে তেন তুমি রাজ সুতা ❀ পরিধান দিব্য বস্ত্র চারু পাটম্বর ॥ সুবর্ণ কিনারী বুটা দেখিতে সুন্দর ॥ তেন তুমি রসময়ি পতির সহিত ॥ শোভিত উপরে মোর পরম শোভিত ❀ জেন চুটি বন্দ খোপে কনক কটরি ॥ প্রাণ পতি সঙ্গে তুমি পরম সুন্দরী ❀ কেজুর কঙ্কন জেন কনকে নির্ম্মিত॥ পরম শুভিত অতি হিরায় জড়িত ❀ শ্রীমন্ত জেমন তোমা দেখি সীতা সঙ্গে ॥ নিকটে বঞ্চিত তোমা অতি মন রঙ্গে ❀ অঙ্গুলে অঙ্গুরী জেন কাঞ্চনে নির্ম্মিত ॥ তাহাতে নগিনা হেতু পরম শোভিত ❀ তেহেন আমার প্রাণ নাথের সঙ্গতি ॥ নয়ন শোভিত মোর তুমি রূপবতী ❀ বড়ের কুমারী তুমি জ্ঞানেতে

পণ্ডিত ॥ রূপে গুণেতোমা সম কেবা পৃথিবীত ❋ আপে হীন হই মোরে প্রসংশ বহুল ॥ কদাচিত নাহি আমি তোমা সমতুল ❋ কান্দিতে মুকুতা মোর হাঁসিতে রতন॥ তোমা শুভ্রকৃতি মোর নহে কদাচন ❋ রত্ন হতে মহা ধন হয় শুভ জ্ঞান॥কদাচিত ধন নহেজ্ঞানের সমান❋ছিপিতে মুকুতা ভেল উপর্ষ্যে মানিক॥ সেসবেরপ্রতিকিবাপ্রতিষ্টা অধিক ❋ ভুবন মোহন রূপ যেবা বেশ্যাগণ ॥ তুমি হেন রূপ বল কোন প্রয়োজন ❋ রূপেতে পদ্মিনী রমা সতী পাতি ব্রথা॥ তোমা সমকেবা আছে নারী সুচরীতা❋মোর মহা ভাগ্য হেতু তুমি হেন নিরী ॥ একত্রে সেবিতে পতি মিলাইল বিধী ❋ তোমাতে পাইব পতি সেবার উদ্দেশ গুরু ভাবে তোমা মান্য করিব বিশেষ❋ যুবরাজেতোমা বিভা করিল প্রথম ॥ তেকারণে তুমি আমিনাহি সমাসম ধর্ম্মান্তেত আমা হতে তুমি জ্যেষ্ট অতি॥ আমারমান্যের যোগ্য তুমি রূপবন্তী❋মান্যতা করিবজেবাশক্তি ব্যাবহার কনিষ্ঠের প্রতি দয়া উচিততোমার❋মোরপ্রতি অন্যভাব না রাখিওমনে॥ পণ্ডিতজনের শত্রুনাহিক ভুবনে❋আপনে উত্তম হৈলে উত্তম সংসার ॥ বিনা দোষে কেবা মন্দ করে কেবা কার ❋ তুমি আমি দুই পুষ্প এক বৃন্দাবনে ॥ সৃজিলযে প্রভু এক ভ্রমর কারণে ❋ তুমি আমি হেন পুষ্প অনন্ত অপার ॥ বিকশি আছয় পুষ্প বৃন্দার মাঝার ❋ প্রতি পুষ্পে কেলি করে একই ভ্রমর ॥ মধু প্রেমে মগ্ন মন পুষ্প লৈক্ষান্তর❋ত্রিজগঈশ্বর প্রভু এক নিরঞ্জন॥ এক প্রভু সেবয় যতেক বান্দাগণ ❋ গগন মণ্ডলে জেন একা নিশা-

পতি ॥ অনন্ত নক্ষত্রগণ চন্দ্রের সঙ্গতি ❀ নিশাপতি প্রেম রসে মনকৌতুহল॥সহস্রে সহস্রেউড়েচকোর সকল❀সেই চন্দ্র প্রতি মগ্ন হইপ্রেম রসে॥ জলেতে অনন্তকোটি কুমুদ বিকশে ❀দিবাকর প্রতিপ্রেম রসকৌতুহল॥জল মাঝে লক্ষ লক্ষ বিকশে কমল ❀ এক সঙ্গে প্রেম রস আচরে অনন্তে প্রেম বস্তুজন নাহি হয় প্রেমবন্তে ❀ কমলের পরে যদি অম্বু বিকশিত ॥ তবে কেনে শুর সঙ্গে না বর্জ্জে পিনীত পতিপ্রেমরস পরিহরি যে সকল॥ সতিনী সহিত নিত্য বাদ কোলাহল❀যে সবের কণ্ঠে লাগিয়াছেপ্রেমাগুণ॥সেসবের কক্ষা বাদ নাহিক পিশুন ❀ যেই ঘটে মজিয়া আছয়প্রেম রস ॥ মধুতে ভরিল জেন সম্পুর্ণ কলস ❀ কলসি সম্পুর্ণ রাখিলেক মধুভরি ॥ রাখিলেও শুরাকুম্ভে সকল সম্ভরি❀ অমৃত বৃক্ষের কভু তিক্ত নহেফল॥ নহে কন্যা বাদি নারী সতী যে সকল ❀ চন্দন কাষ্ঠেতে কভু দুর্গন্ধ নারহে॥সতী পতিব্রথা নারী দুর্ব্বাদি যে নহে❀ গহিন সমুদ্রে কভুনহে জল হীন॥ মন রঙ্গে সতাস্তেরে বঞ্চে কুম্ভ মিন❀সতীপতি ব্রথা নারী নয় জ্ঞানাধীন ॥ সৌভাগ্য সহিতে মন রঙ্গ শুভ দিন ❀ সতিনী ননদী যত ইতি দাস দাসী ॥ পতির আশ্রয়ে যত রাখয়ে সম্ভাসি ❀ যে সব সন্তোষ মন পরি-হরেরোষ॥সেসব সন্তোষে পতি অধিক সন্তোষ ❀ প্রকৃতি উত্তম হয় যে সব রমনী॥সম্ভরয় যত ইতি জেহেন মেদেনী কৃপাময় যুক্ত দিবাকর সমসর॥ সত্রু মিত্রদের সবানের ঘরে ঘর ❀ কস্তুরি কুমকুম কভু না হয় দুর্গন্ধ ॥ পুষ্প মাঝে তিক্ত কভু নহে মকরন্দ ❀ না হয় উচ্চগ রব কোকিলের

ধ্বনি ॥ চঞ্চল নাহয় কভু সুভার্য্যা রমনী ❋ মণি নাকি হয় কভু প্রবাল মুকুতা ॥ কপটি কঠিন নহে নারী সুচরিতা ❋ সুজনের অপমানে নহে অপমান॥অনল দাহনে বাড়ে কাঞ্চনের মান❋অগুরু চন্দনপাষানের ঘরষনে ॥ সুগন্ধপ্রসংসা হেতু দুখ নাহি গনে ❋ কাষ্ঠের তাড়নে ইক্ষু নাছাড়েপ্রকৃতি প্রচণ্ড অনল মাঝে মিষ্ট বাড়ে অতি❋সূর্য্যমুখী পুষ্প শুর প্রেমে ভজিমন ॥ রৌদ্র তাপে বিমুখ নাহয় কদাচন❋ দিপ সঙ্গেপ্রেম রঙ্গে মজিয়া পতঙ্গ॥অনল দাহনেনাহিছাড়েমন রঙ্গ ❋ মক্কা মদিনার পন্থে যে করে গমন ॥ পন্থশ্রমে সঙ্কট নাগনে কদাচন❋পতিভক্ত নারীজেবাপতিরনিকট॥সতীনির অপমানেনাগনে সঙ্কট❋মন রঙ্গেজেবাকরে প্রেমশুরা পান॥ অপমানেসে সব নাগনেঅপমান❋যদি বল হৃদেতে কপটনাই কার ॥ কালির আকার দিব্যচন্দ্রের মাথার❋সে কালি প্রভাবে কভু চন্দ্র নহে কালা॥ তথাপিও দিপ্তীময় চন্দ্রউজিয়ালা❋শুজনমুকুর মন না হয় মলিন॥উত্তম নাহয় পাপ কর্ম্মের অধীন❋ সতীনি সহিতেবাদজেবাবেশ্যানারী কুকুরঅগ্রেতেতিক্তভ্রমিকভিখারী❋কুমাত্রিকুভাণ্ডেকুক্ষণে জারজন্ম॥পৃথিবীতেসেসকলেছাড়েদয়া ধর্ম্ম ❋ পৃথিবীতে দয়া ধর্ম্ম যেন মধুপান ॥ বৈরবিতা কন্যা স্বাদ গরল সমান পৃথিবীতে সত্যত জিয়নপঞ্চদিন॥ অযুক্ত শরীর গর্ব্ব জন্মের অধীন ❋ সংসারেতে জন্মিলেক যতেক সুন্দরী ॥ জেহেন ডালিমপুষ্পগেল ঝরি২❋ অসার সংসার এই নিশার স্বপন মিছা২ এরূপযৌবন অকারণ❋সজীবেরহিতেপুন্যকরিতে উচিৎ॥বিনাপুন্যেপরকালেনাপুরেবাঞ্ছিত❋নারীগণ প্রতি

পতি সেবা পুন্য অতি॥স্বামী বিনানারীপ্রতিতারনাইগতি॥ দুই নারী দুই কোল হই রঙ্গ মনে ॥ লাগিয়া রহিব প্রাণ পতির চরণে ॥ রাগ পয়ার ॥

লালমতি মুখে বাক্য অমৃতের ধার॥শুনি কন্যারোকবালা আনন্দ অপার॥লালবানু সম্ভাষিলাপুনিরোকবালা॥ গদ২ ভাসেকহেগাঁথিমুক্তামালা॥বলিলেকধন্য২তুমিরাজসুতা ভুবনেনাহিকতোমাসমসুচরিতা॥সাধগাধজগপতিসাহার নন্দন ॥ সাফল্যতোমারহেতুকরিলগমন॥সাফল্য ত্যাগিল তোমা হেতু অন্ন জল॥সাফল্য পন্থের দুক্ষ পাইল সকল সাফল্যকুমারে যত করিল সাহস॥জিনিলপরীকাসব বধিল রাক্ষস ॥ সাফল্য কুমারেকৈলতোমারমানস॥তোমারূপে তাহানপুরিল মন রস॥কুমার নয়নেকৈলসাফল্য আরতি দেখিল তোমার রূপ পুর্ণ নিশাপতি ॥ দেখিতে তোমার রূপ এ চন্দ্র বদন॥নয়নের শ্রদ্ধা নাহি খণ্ডে কদাচন॥কুমারের শ্রবনেসাফল্য মানস॥ সুনিল তোমারবাক্য জিনিমধু রস ॥ সুনিতেতোমারমুখে সুধারস বাণী॥ নাখণ্ডে শ্রবন শ্রদ্ধা হিত অনুমানি ॥ চন্দ্রমুখে মধু বানিকোকিলের স্বর হিত উপদেশ বাক্য অমৃত লহর॥সাফল্য তোমাকে বিভা করিলকুমরে॥ধন্য২উৎশবপড়িলরাজদ্বারে॥জেনছিল বিভা সম উৎসব মঙ্গল ॥ বরবালা দোহ প্রতি মন কৌতুহল ॥ সে উৎসবতোমাদোহ মনে প্রতিনীত॥ জীবন অবধিহৈলা প্রেম অখণ্ডিত॥তোমাদেখি কুমারেরমনকৌতুহল॥কুমার দেখিতে তোমা উৎসব মঙ্গল ॥ মুখ বর বালাপ্রতিউৎসব মঙ্গল ॥ বিবাহ দিবসে মাত্র মনকৌতুহল॥ পরিণামেপরি-

হরে মনের হারিষ ॥ চঞ্চল দুর্ব্বাদি নারী পুরুসের বিষ ❀ নারীর অগ্রেত নিজপুরুষ গরল ॥ যতেক মনের রঙ্গ হরয় সকল❀ মানবী জন্মেত জ্ঞান বহু মূল্য ধন॥ ভুবনে প্রতিষ্টা শুভ কীর্ত্তির কারণ❀ অতিমনরঙ্গহেতুপ্রভুকরতারে॥ মানব কূলেতেপ্রভুসৃজিলতোমারে❀জ্ঞান জিনীরূপেতোমারূপ জিনী জ্ঞান॥ ভুবনেনাহিক রমা তোমার সমান ❀ সাফল্য জনমমোরহৈলপৃথিবীত॥বঞ্চিবতোমারসঙ্গেপুরিল বাঞ্ছিত তোমা রূপ দেখি নয়নেরপাপ ছাড়ে॥ শুনিতোমা মধুবাণী হৃদে জ্ঞানবাড়ে❀পণ্ডিত সহিতমেলা মন রঙ্গে নিত॥হিত উপদেস বাক্যেমনপুলকিত❀জেহেন বসিলে গন্ধি সাধুগণ পা.শ.॥নাদিলেওপায়চুয়াচন্দনের বাস❀মুখে রসহিতেমেলা সদায় বিস্মিত॥সুনিতেকুচ্ছিত বাণীমরম তাপিত❀জেহেন বসিল্লে কর্ম্ম কারগণ সঙ্গে॥না দিলেও অগ্নি কনা খসিপড়ে অঙ্গে❀ শাস্ত্রেবিদ্যাগত তুমি পণ্ডিতযুবতী॥ মিলিল আমার ভাগ্যেতোমার সঙ্গতি❀ শুসঙ্গি সহিত বাড়ে অতি মনরঙ্গ সমুদ্রেবহিদ্র যেন তরিতে তরঙ্গ❀কুসঙ্গি সঙ্গতিগতীমনরঙ্গ বটে॥সমুদ্র তরিতেনৌকাযেন ডুবেঘাটে❀মোরমহাভাগ্য হেতু পুন্য ফলে অতি॥তোমার সঙ্গতীহৈল আমার বসতী যুবরাজে হয় যেন পণ্ডিত নৃপতি॥ তেহেন সুমন্ত্র পাত্রতুমি গুণবতি ❀ তোমার রাজ্যেতেজেবাপ্রজার বসতী॥সে সব ললাটে ভাগ্য লিখিয়াছে অতি❀ভুবনমোহন যেন নৃপতি কুমার॥সেইরূপে রূপপ্রভুসৃজিলতোমার❀ তোমার মুখের জ্যোতি দেখিলে চকোরে॥ পুর্ণিমার চন্দ্রের অমিয় পুরি হরে ❀ ভ্রমর যদিবাতোমাদেখেস্বন্দামাঝা॥ পুষ্প মধু প্রাপ্তি

আলি পরিহরে কাজ❀অন্ধকারেদেখে যদি তোমা রূপ রঙ্গ প্রদিপ সহিতে প্রেম বর্দ্ধয়ে পতঙ্গ ❀তোমারূপদেখিপক্ষি উড়া পরিহরি॥ পক্ষিসবেরূপতে মাচাহে দৃষ্টিভরি❀তোমা রূপ দেখে যদি জলেরশ্রোতায়॥ উজান ধরিয়ারূপনিরক্ষে তোমার❀তোমাদেখি জীবন্ত জন হতে প্রাণ॥মৃত্যুঅঙ্গে তোমা দেখিপায়প্রাণদান❀তোমা মুখে মধুবাণীস্থনিশুল-লিত॥ক্ষুধায় ত্যাগিয়া প্রেমঅন্নেরসহিত❀স্থনিতেতোমার মুখে বাক্য এ সকল॥তৃষ্ণা কুল পরিহরে ভিঙ্গারের জল❀ স্থনিতেএসবতোমা অমৃতবচন॥দরিদ্র আশ্রয়েযেন বরিষে কাঞ্চন❀স্থনিতেতোমারমুখেমধুর ভারতী॥রতিয় ত্যাগয় কামকামেত্যাগেরতি❀হৃদেতে বসিলতোমাগুরুবৃহস্পতি কণ্ঠগতেবৈসেতোমালক্ষি স্বরস্বতী❀ সাফল্যবসিল তোমা পান্থ নিরক্ষিয়া॥পাসরিনু সব দুখ তোমাকেদেখিয়া❀কুমার বিচ্ছেদে এথা ত্যাগি অন্ন জল॥ অনাহারে অনিদ্রায়সদায় বিকল❀ তোমা চন্দ্র মুখে স্থনি মধুর ভারতী॥পাসরিনু সে সকল দুখ যত ইতি ❀দুইরমা মুখে স্থনি এসব বচন॥পরম আনন্দমনজোলকর্ণনন্দন❀আনন্দে পুরিয়ামত্ত হইলকুমার সম্বরিতেনারে অঙ্গ আনন্দ অপার❀মনেরহরিষেঅতি মস-রেকের নাথে॥দুইরমাগলেতেধরিলদুইহাতে❀অধিকগৌ-রবে অতিনৃপতিকুমার॥আলিঙ্গনেতোসেদুইপ্রিয়াআপনার স্থবর্ণ বৃক্ষেতেলতামানিক্যমুকুতা॥জড়িত কুমার অঙ্গে দুই রাজ সূতা ❀হৃদেতে আতমা তনু তিন এককায় ॥ কুমার অঙ্গেতেদুইকুমারী মিসায়❀ যেহেন সোহাগ মুলে বলয় হেমাঙ্গ॥তেনতিনপ্রেমমুলেঅঙ্গে একঅঙ্গ❀তৃতীয় নদীর জল

তিন স্রোত বহে॥ সমুদ্রে পড়িলে বহে এক জল হই ❋ তেন দুই রাজসুতা নৃপতি কুমার॥ প্রেম অনুভবে রহে হই একাকার ❋ প্রেম ডোরে গাঁথিলেক এ দুই রতন ॥ ভিন্ন ভেদ নারহিল মনে কদাচন ❋ মন সুখে যুবরাজ পরম উল্লাসে॥ আলিঙ্গয় দুই রমা রাখি দুই পাসে ❋ শত চুম্ব দোহানের অধর উপরে॥ মহা মন সুখে দিল রসের নাগরে ❋ দুই রমা প্রতি কহে সাহায় কুমার ॥ তোমরা দু'জনে প্রাণ সদৃশ আমার ❋ দুই প্রিয়া মুখে শুনি বাক্য সুললিত ॥ হইল আমার মন আনন্দ পুর্ণিত ❋ শুনিনু দোহান যত উপমা ভারতী॥ জানিনু পণ্ডিত অতি দুই গুনবতী ❋ বয়সেতে সম২ সদৃস যৌবনী॥ এনব নাগরী দোহ মোর প্রাণধনি ❋ পরিশ্রমে শান্তি হও তোমরা দু'জন॥ তোমরা দু'জন মোর নয়ন অঞ্জন ❋ অঙ্গের সর্ব্বস্ব মোর হৃদয় আত্মা॥ জীবের সর্ব্বস্ব মোর তোমা দোহ রমা ❋ এক জ্যোতি হও মোর এ দোহ নয়নে॥ মুল এক দুই মাত্র শোভিত কারণে ❋ তেহেন হৃদেতে মোর তোমা দোহ এক॥ শোভার কারণে দুই নয়ন প্রতেক এক মুলে ভেদাভেদ নাহিক প্রচার ॥ দুই মুলে ব্যক্ত হৈল মহিমা আল্লার ❋ এক হতে দুই জান দুত্রাবতে কাজ॥ নানাবিধ অপরূপ রস দুই মাঝ ❋ সম্ভাসা প্রসংশা কৈলা দোহানে২॥ দোহ গুন ব্যক্ত হৈল মোর বিদ্যমানে ❋ একাশ্বর বৈসে জেবা যদি সে পণ্ডিত॥ নিজ গুণ দোষ ব্যক্ত নয় কদাচিত ❋ জথাতে বৈসয় দুই পণ্ডিত সুজন ॥ তথা যেন নবরত্ন সভা বিলক্ষণ তোমা দুই প্রিয়া মোর হৈয়া একঠাম॥ তেকাজে বিচিত্র মোর সভা অনুপম ❋ তুমি মোর জীবের জীবন দুই জন ॥ প্রানপনে পাইনু দুই প্রিয়া প্রাণ ধন ❋ আমা হেন প্রেমের ক্ষুধার্ত্ত

লালমতি ॥ [২৮]

জন প্রতি॥ অন্য উপহার মোর দুই রসবতী॥ সুর শশি যেহেন গনন কণ্ঠমালা ॥ মোর কণ্ঠমনি হার তোমরা দু'বালা ॥ ভুবনে দুর্ল্লভ যেন চন্দ্রিমা তপন॥ সে দোহ প্রভাবে পূর্ণ সৃষ্টি উৎপন॥ তোমা দুই তেন মোর দুর্ল্লভ নিশ্চয়॥ তোমা দোহ মুলে মোর আনন্দ হৃদয়॥ প্রেমের দরিদ্র আমি ভিক্ষুক ভিখারী প্রভুতে মাগিনু দান তোমা দুই নারী॥ প্রভুর পাইনু দান মানিক্ক মুকুতা॥ প্রাণের দুর্ল্লভ ধন দুই রাজসুতা॥ তুমি পুষ্প অতি মহা রঙ্গিম সুবাস॥ ভ্রমর হইনু বন্দ তোমা দোহ পাসে পরম সুন্দরী দোহ প্রকৃতি উত্তম॥ সদৃসে২ গুণ রূপে সমসম অম্লের সহিত মধুরসে রস অতি॥ তেন মিষ্টে মিষ্ট তুমি দুই রসবতী॥ তোমা( )হানের বাক্য অমৃত লহরি ॥ শুনিবার যুক্ত নারীগণে কর্ণ ভরি॥ হেন মধু যুক্ত ভরিবারে কর্ণ ঘট ॥ হৃদে তেলিখিতে যুক্ত যেন চিত্রপট॥ কহিল যতেক ধর্ম্ম উপদেশ হিত ॥ এহি ধর্ম্মে পুরে দোহ কুলের বাঞ্ছিত॥ শুনিলে নারীর হরে কাল কুট বিষ ॥ পাষাণ হৃদয় হয় মোমের সদৃস ॥ এ সকল শুনি যেই নারী পৃথিবীতে॥ বিসম্বাদ আর ভয় সতিনী সহিতে॥ সতিনী সহিতে বাদ নহে কদাচিত॥ নিজ পতি মর্ম্মে সেহ হানে প্রতিনীত॥ পতি সঙ্গে বৈরিরিত কোন গর্ব্ব বাসি সেসকল নারী সত্য ইবলিসের দাসী॥ সাফল্য জনম মোর হৈল পৃথিবীতে॥ ঘটে হেন দুই প্রিয়া পুরিল বাঞ্ছিতে॥ আবদুল হাকিম কহে শুন যুবরাজ॥ মহেন্দ্র ক্ষনেতে তোমা জন্ম ক্ষিতী মাঝ ॥ সাহা সেকান্দর নবী আল্লার রসুল॥ তাঁহান ঔরসে জাম মহা জাতি কুল॥ হেতি ভাগ্য কুলশিল ভুবন মাঝার॥ বড় মহা ভাগ্যে হয় নৃপতি কুমার॥ অতি ভাগ্যে গুরু বাক্য

ষেইভঙ্গে চিতে॥অতি মহা ভাগ্যে বঞ্চে কামিনী সহিতে॥

রাগ অস্ওয়ারী॥ লালমতি রোকবালা

জোলকর্ণ নন্দন॥ এহিমতে মন রঙ্গে বঞ্চে তিন জন॥সেই নগরেতে বাক্য হইল প্রচার॥নগর মাঝেতে বঞ্চে সাহার কুমার দুই রাজবালা সঙ্গে সাহার নন্দন॥নগরে বঞ্চয় বীরে বিদেশী লক্ষণ॥নগরের কোতওালে শুনি এবচন॥জানাইল নৃপতির আগে ততেক্ষণ॥মসরেকের রাজ্যে নৃপ সাহা সেকান্দর॥সয়-ফল মুলুক নামে তান পুত্রবর॥মগ্রের রাজ্যের সাহা এস্রাণ নৃপতি॥ তাহান দুহিতা বালা কন্যা লালমতি॥ বিবাহু করিয়া রমা বীর গুণধাম ॥ কন্যা সহ আসি কৈল নগরে বিশ্রাম॥শুনি সে দেশের নৃপ এহেন বচন॥অধিক সন্তোষ হৈল নৃপতির মন ॥ কোতওাল প্রতি নৃপ কহিল বচন ॥ জখনে কুমার কৈল বিদেশে গমন॥প্রতি দেশে দেশে সাহা লেখেন লিখন॥ দেশে২ বিচারিতে সাহার নন্দন॥সংসারের নৃপ সবে করিল বিচার॥ কোন দেশে না ঘটিল সাহার কুমার পর্ব্বত শিখরে কিবা নগরে২॥ বিচারিল প্রতি দেশে সাগরে২ একতৃণ দুই করি চাহিল বিশেষ॥করিতে নারিল কেহ কুমার উদ্দেশ॥নিজপুত্র না পাইয়া সাহা সেকান্দর॥ পুত্র শোকে কান্দে নৃপ অবধি অন্তর॥আমার ভাগ্যের হেতু জানিনু নিশ্চয় তেঁই এদেশেতে আইল সাহার তনয়॥নৃপ আগে জাই যদি কুমার সহিত॥পাইব প্রতিষ্টা বহু সাহার বিদিত॥এতেক ভাবিয়া মনে সেই নরপতি॥আদেশিল শজ্জা হৈতে সৈন্য সেনা পতি ॥ নৃপতি আদেশ পাই মন কুতুহল॥শীঘ্র সাজাইল পাত্র বাহিনী সকল॥সাজিলেক চতুরঙ্গ কটক বিশাল॥সৈন্য

পদ ভরে মহি হৈল টল মল ❀ সহস্র২ গজ অশ্ব লক্ষ লক্ষ ॥ পদাতি সাজিল যত কহিতে অসংক্ষ্য ❀ সাজিলেক মহানৃপ সহ-রিষ মতি॥ আগুবাড়ি আনিবারে সাহার সন্ততি ❀ সাহাবদ্দিন মোহাম্মদ চরণ বন্দিয়া॥ সাহারজকের পদ শিরেতে ধরিয়া। আবদুল হাকিম কহে পাঁচালি পয়ার ॥ লালবানু বিবরণ অমৃতের ধার ❀

রাগ দীর্ঘ ছন্দ ॥

সেই মহা নরপতি, চলিলেক পদগতি, সসৈন্য সহিতে আপনার॥ চলে মহা সৈন্যগণ, দুমদুমি বাজায় ঘন, তাসুনিয়া সাহারকুমার ❀ জিজ্ঞাসয় এক জনে, কি বাজনা শুনি কানে, কহে সে এ দেশের রাজন ॥ নিজ সৈন্য লই সঙ্গে, এথা আসে মন রঙ্গে, ভেটিবারে তোমার চরণ ❀ বীর কহে লালমতি, এ দেশের নরপতি, আইসে নৃপ মোকে ভেটিবার॥ কহ প্রিয়া প্রাণধনি, সন্তোসিতে নৃপমণি, কি দ্রব্য প্রসাদ যোগ্য তার ❀ রোকবালা লালমতি, এক যুক্ত দুই সতী, স্ব-প্রমর্শে দিল পত্রুত্তর ॥ শুন কহি প্রাণপতি, ভুবনে দুর্ল্লভ অতি, ধননাই রত্ন সমস্বর রাজার প্রসাদ ধন, বহু মূল্য এ রতন, এহাতে কি দ্রব্য ভাল অতি॥ এহেন মানিক্ক ধন, দিয়া তোষ নৃপমন, সন্তোস হইবে নরপতি ❀ হেনকালে আশ্চম্বিত, আসি ভেল উপস্থিত, স্ব সৈন্য সহিতে নৃপবর॥ বহুমান্য ভাবে অতি, দণ্ডবতে নরপতি, পড়ি-লেক চরণ উপর ❀ যুবরাজ হাতে ধরি, বহুল গৌরব করি, তুলি বসাইল রঙ্গ মন॥ সন্তোষ হইয়া অতি, সম্ভাসিয়া নর-পতি, দিল বহু অমূল্য রতন ❀ কুমারকে পুনি২ প্রনমিয়া নৃপমণি, কহে গলে বান্ধিয়া বসন॥ আজ মোর ভাগ্য অতি, আমার দেশেতে গতি, করিলেন ঈশ্বর নন্দন ❀ যুগল করিয়া

ঙ্কর, নিবেদয় নৃপবর, সয়ফল মুলুক চরণে ॥ তোমা পদ পরবেসে, মহাপদ পাইনু দেশে, যদি কৃপা লয়মোকে মনে নিজ দাস মনে করি, প্রবেশ আমার পুরি, পুরিমোর কল্লহ সফল ॥ নৃপতির বাক্য শুনি, মনেতে হরিষ গুণি, যুবরাজ মনকুতুহল ❀ অতিমনকুতুহলে, নৃপ অন্তঃস্পুরে চলে, সঙ্গে রোকবানু লালমতি॥ গজের আম্বারিমাঝ, আরহিল যুবরাজ চতুর্দ্দোলে দুই রূপবতী ❀ অতি সে আনন্দ মনে, চলে নৃপ পদাসনে, লই নিজসৈন্য সেনা গণে॥ এহিমতেমনরঙ্গে দুইভার্য্যাকরিসঙ্গে, প্রবেশিলনৃপতিভবনে ❀ তবেনৃপ রঙ্গ মনে, আপনার সিংহাসনে, বসাইলসাহারকুমারে॥ বহুমান্য মনে ধরি, পাত্রমিত্র সঙ্গে করি, দাণ্ডায় কুমারেসেবিবারে ❀ রোকবানু লালমতি, অন্তস্পুরে কৈলগতি, অন্তঃস্পুরে মহা দেবীগণ ॥ পাত্র বালা সাধু নারী, রূপে গুণে বিদ্যাধরি, দিব্য২ একশত জন ❀ এহি সবলই সঙ্গে, দুইকন্যাভেটেরঙ্গে প্রণমিয়া দুই রাজ সূতা ॥ রোকবানু লালমতি, দেবী সম্ভা সিয়া অতি, দিল বহু মানিক্য মুকুতা ❀ দুই কন্যা কুতুহলে, দিল মহা দেবী গলে, অপরূপ নবলক্ষ হার॥ নৃপতির মহা-রাণী, দেবী তুল্য অনুমানি, পরিচর্য্যা করে দু'কন্যার ❀ অস্তগেল দিবাকর, তবেসেইনৃপবর, কুমারকে নিল পুরি মাঝ ॥ এহিমতে মন রঙ্গে, দুইরমা লই সঙ্গে, অন্তঃস্পুরে রহেযুবরাজ ❀ সাহাবদ্দিনমোহাম্মদ, শিরেবান্দিতানপদ, রচিলেক হাকিমেপয়ার॥ রাজসম্পদ জারপ্রতি, জথা তথাকরে গতি. সঙ্গে রঙ্গে সম্পদ অপার ❀ রাগ পয়ার ছন্দ ॥

এহিমতে তিন দিন সেই পুরি মাঝ॥ দুইপ্রিয়া সঙ্গতিবঞ্চয়

যুবরাজ ❀ আরদিননৃপস্থানে বিদায়চাহেন ॥ আপনারনিজ রাজ্যে করিতেগমন ❀ এতশুনিনরপতিহরষিতমন॥ আদেশিলসঙ্গেতে'তেসৈন্যসেনাগন ❀ সপ্ত্রহাজারঅশ্ব সমে অশ্বার ॥ পঞ্চশতগজচলেধরি পাটওার ❀ পদাতি চলিলযত সংখ্যা নাইতার॥ উট গ্যাভি বৃষ চলেশতেকহাজার ❀ সাধু সদাগরচলেসঙ্গতিরাজার॥কুমারেরসঙ্গতিদিলপুত্র আপনার পাত্রমিত্রসৈন্যসেন সঙ্গতিবাহিণী॥কুমারের সঙ্গাতি দিলেক নৃপমনি ❀ করজোড় করি নৃপকরেন্ত বিনয়॥তোমার সঙ্গতি দিনু আপনাতনয় ❀ যদিসেকরিনুদোষতোমারচরণ॥অপরাধ ক্ষমমোর ঈশ্বর নন্দন ❀ যুবরাজনৃপতিকে সম্ভাসে বহুল॥ প্রসাদ করিল পুনি রতন অমুল ❀ রাজপুত্রচলিলেক স্বসৈন্য সঙ্গতি ॥ মনরঙ্গে যুবরাজদেশেকৈল গতি ❀ যে দেশেজায় বীর সাহার সন্ততি॥ সেদেশী নৃপতি মিলে স্বসৈন্য সঙ্গতি নৃপসব যুবরাজেকরে সম্ভাষন ॥কুমারেপ্রসাদ দেন্ত অমূল্য রতন ❀ কোন২নৃপ চলে আপনি সঙ্গতি॥কেহকুমারেরসঙ্গে নিয়োজেসন্ততি ❀ এহিমতেচলিজায়সাহার সন্ততি॥স্বসৈন্য সহিতেতিনশত নরপতি ❀ লক্ষলক্ষ অশ্বগজ বাহিণী অপার যতেক চলিলসৈন্যসংখ্যানাইতার ❀ বিস্তারিলিখিলেসৈন্য কোটিকোটিলাখে॥পুস্তকবাড়য়অতিলিখিলেতাহাকে ❀ ঢাক ঢোলতবলবাজায়নিরন্তর॥অতি ঘোরতর উঠে শব্দ ভয়ঙ্কর সহস্র২বাজে কাশ করতাল ॥ সৈন্য করে কলরব মহি টল মল ❀ সিঙ্গা বাজে সঙ্খ বাজে মৃদঙ্গ মাদল॥ সৈন্যপদভরে হৈল মহি টল মল ❀ সারি২ধ্বজ সব হাজারেহাজার॥লক্ষ লক্ষ পতাকা উড়য়শোভাকর ❀ কোটি কোটি সৈন্য করে

শব্দ হাহাকার ॥ লক্ষ লক্ষ অশ্ব তবে করয় চীৎকার ❋ সহস্র২ গজ গর্জ্জয় সঘন ॥ শুনি ভয়ঙ্কর শব্দ কাঁপে নরগণ শুনি মহা কোলাহল শব্দ বিচক্ষণ॥অরণ্যেছাড়িয়াজায়পশু পক্ষিগণ ❋ শুনিয়া এহেন মহা শব্দ ভয়ঙ্কর ॥ সমুদ্রের মিন কুম্ভ হইল কাতর ❋ এহিমতে আইল নিজ দেশের অন্তর॥ সৈন্য দেখি কম্পমান নগরিকেরনর❋তাদেখিয়াকোতওাল হুতাসিতমন॥ সাহার সাক্ষাতে ধাইগেল ততৈক্ষণ❋জোড় হস্তেকোতওাল সাহারগোচর॥নিবেদয় শুননাথজগৎঈশ্বর সৈন্য পদ ভরেহৈল মহি টলমল ॥ দেশেতে আইল বুঝি বিপক্ষেরদল ❋ কোটী২ অশ্ববার লক্ষ২গজ ॥ সহস্র২ উড়ে সারি২ধবজ❋সৈন্যেরনাহিকঅন্ত অনন্তবাহিনী॥আসিয়াছে অক্ষিনী কিবা শত অক্ষহিনী❋নানা শব্দে বাদ্য ধ্বনি উঠে পরস্পর॥ শুনিতে কাঁপয় প্রাণ শব্দ ভয়ঙ্কর❋স্বসৈন্যসহিত তিন শত নরপতি ॥ সারিসারি ধ্বজ সব শোভাকর অতি পৃথিবী জুড়িয়া আইসে মহা পরদল॥ গগন ছাইয়া মেঘ যে হেন বাদল ❋ মহা বায়ু মেঘে যেন সমুদ্র হিল্লোল॥ সৈন্য মাঝে উঠে তেন মহাকোলাহল❋ভুবনেতেনৃপনাইতোমা সমতুল ॥ অনুক্রমেদেখি তোমা কটক বহুল ❋ কভু নাহি দেখিহেন বাহিনী অনন্ত॥ সৈন্যদেখি মতি ভ্রম হয় মতিমন্ত কি আজ্ঞা করিবে নৃপ করহ আদেশ॥ আজ্ঞা করসৈন্যসব হৈতে যুদ্ধ বেস❋গজেতেআইল সৈন্য অনন্ত অপার॥ সেনা পতিগণে যুক্ত গজধরিবার❋নতু নিজমনেসাহা যেবা দেখ হিত॥অবিলম্বেসেইকার্য্যকরিতেউচিত❋কোতওালেরমুখে নৃপ শুনি এবচন ॥ ক্রোধে প্রজ্জলিতভেল যেন হুতাসন❋

বলিলেক যদি কৃপা করেক তারে ॥ শত অক্ষহিনী সৈন্য কি করিতে পারে ❀ শত্রু মনে গর্ব্ব লই বহু সৈন্যগণ ॥ পরমস্করসা মোর প্রভু নিরঞ্জন ❀ মহা২ শত্রু প্রতি না গুনিনু ভয় ॥ প্রভুর কৃপায় কৈনু ভুবন বিজয় ❀ দারাগমবীর নাই আছিল প্রচণ্ড সমরেক স্মিনু তারে ধরিল গুভণ্ড ❀ পাত্রগণে তবে সাহা আদেশিল বানী ॥ দেখ গিয়া আসিয়াছে কাহার বাহিনী ❀ শীঘ্র চল পাত্রগণ স্বসৈন্য সহিতে ॥ অবিলম্বে বান্ধি আন আমার বিদিতে ❀ যদি বা আইল মোকে ভেটিতে কারণ ॥ সম্ভাসা করিবা বহু গৌরব বচন ❀ নৃপতি আদেশ পাই শীঘ্র পাত্রগণ স্বসৈন্যে গড়ের দ্বারে করিল গমন ❀ তথা জাই মহাপাত্র প্রমর্ণ চিন্তয় ॥ পাঠাইয়া দুতে যুক্ত লৈতে পরিচয় ❀ কেবা এহি নৃপ গতি কিসের কারণ ॥ অনন্ত বাহিনী সঙ্গে এথা তে গমন ❀ তবে পাত্র দুত পাঠাইল ততেক্ষণ ॥ উচ্চৈঃশ্বরে ডাকি দুত জিজ্ঞাসে বচন ❀ তুমি সব কিবা হেতু অশ্বব্যবহার ॥ হারাইতে আইলে কেন প্রাণ আপনার ❀ কেবা নাহি জানে নৃপ সাহা সেকান্দর ॥ শত্রু আগে কালান্তক সিংহ সমশ্বর ❀ জদ্যপি মনেতে ভর্শা সৈন্য বহুতর ॥ শুখনা অরন্য দহি ব্রহ্মার গোচর ❀ ভুবন বিজয় সাহা প্রচণ্ড হুতাশ ॥ তৃণরাশি হই কিবা হইলা বিনাশ ❀ পরিনাম না গুনিয়া কিসের কারণ ॥ মৃগ গোটে কৈলে সিংহ অগ্রেতে গমন ❀ মৃত্যু হেতু পাসরিলা আপনা প্রতাপ ॥ অগনিত মাঝে হেন পতঙ্গের ঝাপ ❀ নিজ নাম গ্রাম আগে কহ কোন জন সংগ্রামে আইলা কিবা ভেটিতে কারণ ❀ কোথা তোমা নিজ রাজ্য কি নাম তোমার ॥ সত্য করি কহ তুমি কুমার কাহার দুত মুখে হেন বাক্য সুনিয়া কুমার ॥ হাঁকিয়া কহিল বানী

অমৃতের ধার॥ এতেক কহিলা তুমি বাক্য তত্ত্ব সার॥ ভুবনে বিক্রম কেবা না জানে সাহার॥ নৃপতির জশ কীর্ত্তি কহিল যতেক॥ সহস্র অংশের অংশ না কহিল এক॥ সেকান্দর নবীবর আল্লার রসুল॥ এসপ্ত আক্লিমে নাহি তান সমতুল॥ প্রভুর পরম মিত্র সাহা সেকান্দর॥ সপ্ত দীপে একবর্ত্তে জগৎ ঈশ্বর পৃথিবীতে হেন বীর্য্য ধরে কোন জন॥ যুদ্ধ সাজে আসি সাহা সনে করে রণ॥ মানবকুলেতে হেন বীর্য কেবা ধরে॥ আছুক মনুষ্য দেও-পরি কাঁপে ডরে॥ কার শক্তি সংগ্রামে হইতে আগুয়ান গন্ধর্ব দানব জক্ষ্য ভয়ে কম্পবান॥ সিংহের অগ্রেতে আগু কোথা তে মাতঙ্গ॥ ব্যাঘ্র আগে স্থির নহে কোথাতে কুরঙ্গ বরুণ অগ্রেতে কোথা অনলের দর্প॥ আস্ফালে গড়ুর আগে কোথা হেন সর্প॥ ভুবন বিজয় সাহা সয়ালের নাথ॥ শোভয় কাহার দর্প তাঁহার সাক্ষাৎ॥ পৃথিবী মাঝেতে দর্প হেন কেবা ধরে স্বেচ্ছায় আসিয়া যুদ্ধ সাহা সনে করে॥ তোমা সবে নৃপতির হই পরিজন॥ অনুমানে হেন মনে নাহি কি কারণ॥ নৃপতির দাস বিনা আসিবারে হেথা॥ পৃথিবী মণ্ডলে বল কাহার যোগ্যতা স্তব নৃপতির মোরা সত্য যে কিঙ্কর॥ মনরঙ্গে জাই নিজ ঈশ্বর গোচর॥ নাম গ্রাম পরিচয় কহি তত্ত্ব সার॥ মশরিক রাজ্যেতে সত্য বসতী আমার॥ জনক আমার সেকান্দর গুণধাম॥ সয়-ফলমুলুক সত্য জান মোর নাম॥ শাহা সেকান্দর সপ্ত আক্লিমের পতি॥ সয়ফলমুলুক আমি তাঁহার সন্ততি॥ জননী আমার রোশনক দেবী সতী॥ সত্য নিজ পরিচয় দিনু তোমা প্রতি কুমারের মুখে শুনি এসব বচন॥ জানিল দেশেতে আইল শাহার নন্দন॥ কুমারের পরিচয় পাই দূতবর॥ মন রঙ্গে ধায় দূত জালমতি॥

শাহারগোচর॥শাহাসেকান্দর নাম ধরি রঙ্গমন॥ নৃপতিকে
সেইদুতেডাকে ঘনেঘন॥শুন কহি নৃপমুনি কুশল সংবাদ
পুরিলরাজ্যেতেতোমাজয়জয়বাদ॥মনসাবধানেশুনসংবাদ
কুশল॥ ঠেকিল দ্বারেতেতোমাউৎসম্বমঙ্গল॥হারাইঅমূল্য
রত্ন পাইলা আপনার ॥ প্রভুর কৃপায় হস্তে ঘটিলতোমার
জোড় হস্তেপাত্রবর করে নিবেদন ॥ শীঘ্র উঠ নৃপবর করহ
গমন॥তোমাপ্রতি ভক্তহৈল প্রভুকরতার॥ হারাইপাইলা
পুনঃকণ্ঠমনিহার ॥তোমা প্রতি অন্ধকার নিশির প্রকাশি॥
পুনঃতোমা দিব্যচন্দ্র উতরিল আসি॥তোমাপরিহরিগেল
যত মন দুখ॥দেশেতেআইলতোমাসয়ফুলমুলুক॥ দুতমুখে
হেনবাক্যশুনিআশ্চর্যিত॥অধিকআনন্দেনৃপহৈলবিভুলিত
ক্ষনেধায়অন্তঃপুরমনকুতুহল॥মহাদেবী তরে কৈল সংবাদ
কুশল॥ক্ষনেক দুতেরগলে ধরে রঙ্গমতি॥ক্ষনেপুত্র উদ্দে
শিয়া ধায় শীঘ্রগতি॥ক্ষনেকহাসয়নৃপমনকৌতুহল॥অধিক
হরিষে স্রবে নয়নের জল॥ক্ষণেপুত্রবলিধায় নৃপগুনবর ॥
বিভোলহইলঅতিহরিষ অন্তর॥ ক্ষনেক্ষনেগড়ি পড়েউঠে
ততেক্ষণ ॥ উর্দ্ধ মুখেহেরে নৃপপুত্র প্রাণধন ॥ পাত্র গনে
বুঝিলেক নৃপতিরমন॥বুদ্ধিস্থির নাহি আইসে হরিষ কারণ
বিসম সন্তাপে যবে উপযে্য আনন্দ॥হরিষে বিভোলঅতি
বুদ্ধিহৈলধন্দ॥নৃপতিকে কোলে করি মহাপাত্রবর ॥ বসা-
ইল নৃপতিকে চতুর্দ্দোলপর॥মহাদেবী প্রতি শীঘ্র জানান
বচণ॥ দেশেতে আইলরাণীতোমারনন্দন॥ পাত্রমুখে মহা
রাণী শুনি হেনবানী॥ আশ্চর্যিতে মৃত অঙ্গেসঞ্চারিলপ্রাণি
রাণীবলেকোথা মোর পুত্রপ্রাণধন ॥ পুত্র উদ্দেশিয়া দেবী

ধায় রঙ্গমন❋পদগতি ধায় দেবী হরিষ অন্তর॥ ক্ষনেক্ষনে
গাড়ি পড়েমেদিনীউপর❋শতেং২ধায়সখীদেবীর সহিত॥সখী
সবেদেখেদেবী বিভোল চরিত❋সখী নেকুতুহলেমনরঙ্গে
অতি॥ চতুর্দ্দোলেতুলিদিল মহাদেবীসতী❋মহাদেবীদেখি
নৃপে স্বহরিষমন॥ প্রিয়া সঙ্গে কৈল পুত্র উদ্দেসে গমন ❋
আদেশিল মহারাজপাত্রগণ প্রতি॥চলিতেদেশেরযতযুবক
যুবতী❋ যার যেই রমনীকে করিয়া সঙ্গতি॥ যুগলে২চলে
ভার্য্যা সঙ্গেপতি❋কেহগজকান্ধেকেহ অশ্বআরোহণে॥কেহ
চলে চতুর্দ্দোলে অতি রঙ্গমনে❋ কেহসুখপালেকেহ অশ্ব
আরোহণে॥ডুলিআরোহণেচলেকোননারীগণে❋বাজয়নানান
বাদ্য অতি সেমঙ্গল॥ ঢাকঢোল কাড়াদমা মৃদঙ্গ কর্ত্তাল❋
বাজয় নহবত বাদ্য অতি মোনহর॥ সঘনপড়য় ডঙ্কাবাজয়
ঠিকর❋সিঙ্গাবাজেসাঙ্গাবাজেশুনিমনরঙ্গ॥ বেনাবাজেবেনু
বাজে কবিলাস চুঙ্গ❋ভেউর কর্ণাল বাজেকাশ-করতাল॥
নানা শব্দে বাদ্য বাজে কৌতুকবিষাল❋ বাজয় দোতারা
বাদ্য শব্দ রুনুঝুনু॥ ঝাঁজরিমন্দিরাবাজে আর মহাবেনু❋
বাজয় নানানবাদ্যশব্দঘোরতর॥ এইমতে মহাধুমে হরিষ
অন্তর ❋ চলিলেক চতুরঙ্গেকৌতুক বিষাল॥ পরম হরিষে
সেকান্দর মহিপাল ❋ নানা বস্ত্র পরিধান বিচিত্র-বাহিনী॥
আতলেসফেরাঙ্গিরুমিবস্ত্রদেবাচিনী❋নানাঅলঙ্কারেসৈন্য
অপরুপ সাজ॥চলিলনৃপতিযেনদেবেন্দ্রসমাজ❋ এহিমতে
মহারাজ মহারাণীসতী॥স্বসৈন্যসহিতে জায় মহা রঙ্গমতি❋
শুনিলেকযুবরাজবীরগুণমনি॥আগুবাড়িনিতেআইসেজনক
জননী❋তাশুনিয়াযুবরাজকুমারসুমতি॥চলিল জনক সঙ্গে

দুই পদগতি ❀ নৃপতি দেখিল পুত্র আইসে পদব্রজে॥ চতুর্দ্দোল বাড়ি নৃপ আনিল যুবরাজে ❀ দেখিয়া পুত্রের মুখ আনন্দ নৃপতি দুই হস্ত প্রসারিয়া চলে পদগতি ❀ আইস২ যুবরাজ পুত্র প্রাণ ধন॥ আসি মোর মৃত অঙ্গে সঞ্চার জীবন ❀ আখির পুথলি মোর জীবের মরম॥ ভুবনে দুর্ল্লভ মোর নহে তোমা সম ❀ তুমি বিনা সয়াল সংসার মোর বিষ॥ পুত্র সে বাপের ধন প্রাণের সদৃস ❀ পুত্র বিনা রাজ্যপাট বাপের গরল॥ পুত্র সে বাপের দৃষ্ট উৎসব মঙ্গল ❀ পুত্র বিনা বাপের ঐশ্বর্য্য অকারণ॥ সহস্রেক রত্ন নহে পুত্র হেন ধন ❀ আইস২ যুবরাজ পুত্র প্রাণ ধন॥ শোকানলে জল ঢাল দিয়া আলিঙ্গন ❀ গলেতে বসন বান্ধি কুমার সুমতি॥ পিতা পদে পড়ি কহে মধুর ভারতী ❀ না করিনু আপনা ইচ্ছায় অপরাধ॥ ললাট নির্ব্বন্ধ হেতু ইচ্ছিনু প্রমাদ ❀ তোমা পদ পরিহরি পাইনু দুখভার॥ চরণ প্রভাবে তোমা হইনু উদ্ধার অপরাধ ক্ষম নিজ দাস ভাবি মনে॥ আইনু সেবিতে পদ পরম যতনে ❀ তোমা মনে দিনু বহু বিচ্ছেদ সন্তাপ॥ কঠিন হৃদয় হই কৈনু বহু পাপ ❀ নৃপতি বলিল বাপু কৈলা শুভকর্ম্ম॥ একর্ম্মে তোমার বাপু নাহিক বিধর্ম্ম ❀ শুভকর্ম্ম কৈলা প্রভু নির্ব্বন্ধের প্রায়॥ ললাট নির্ব্বন্ধ যেবা খণ্ডন না জায় ❀ তুমি ত গঞ্জিলা দুখ একাকি বিদেশ॥ গঞ্জিনু আমিও তব বিচ্ছেদ ও ক্লেশ ❀ ধন্য২ পুত্র তোমা পরম সাহস॥ পরীক্ষা লইলা নিজ ভাগ্য বল যশ ❀ মোর ভাগ্য তোমা ভাগ্য নহে কদাচিত॥ সিংহের ঔরষে সিংহ জন্মিল ক্ষীতিত ❀ ত্যাগি অশ্বগজ ধন বসন টকার॥ একেশ্বর হেন কর্ম্ম করিলা সুসার ❀ বিবাহের কার্য্য কিবা বীর্য্যবন্ত জন॥ ভিতমান জন হয় শাস্ত্রেতে নিষ্পন্ন

খাপের অসংখ্য ভবে সম্পদ যাহার ॥ ভুবনেতে ছিদ্র হয় দুর্গতি তাহার ॥ সাফল্য ঔরষে মোর জন্মিল কুমার ॥ স্বজীবে দেখিনু গুণ যতেক তোমার ॥ পুত্র পাই মহা নৃপ আনন্দিত মন ॥ কোলেতে লইল তুলি পুত্র প্রাণধন ॥ অধিক গৌরবে পুত্রে দিল আলিঙ্গন ॥ ললাটে শহস্র চুম্ব দিল রঙ্গমন ॥ শহস্র প্রণাম কৈলা জনক চরণে ॥ জননীকে প্রণামিল তুরিত গমনে ॥ জননী চরণে পড়ি মাগে পরিহার ॥ বহু দোষ কৈনু মাতা চরণে তোমার নির্ব্বন্ধ প্রভাবে তোমা চরণ বিমুখ ॥ ভিন্ন দেশে গিয়া তোমা মনে দিনু দুখ ॥ তোমা মনে দুখ দিয়া দুখ পাইনু অতি ॥ মহা মহা প্রমাদ ঘটিল মোর প্রতি ॥ পুন্যের প্রভাবে তোমা আমার বিজয় ॥ স্বরূপে জানিহ আমি সতীর তনয় ॥ তোমার উদরে জন্ম বহু পুন্য ফলে ॥ অনলেতে না জলিনু না ডুবিনু জলে পক্ষি পৃষ্ঠে এ সপ্ত সমুদ্র হৈনু পার ॥ কেবা করিয়াছেহেন দুস্কর্ম্ম সুসার ॥ মশরিক মগরিব কর্ম্ম কৈল কোন জন ॥ এহেন নারীর গর্ব্ভে জন্মিল নন্দন ॥ গর্ব্ভেতে জন্মিনু তোমা আমি তেকারনে ॥ তেকাজে আমাকে হেন কৃপা নিরঞ্জনে ॥ সঘন নিবেদী তোমা চরণ যুগল ॥ তেকারনে সর্ব্বত্রে হৈল আমার কুশল ॥ শহস্রেক মুক্ত মোকে তোমা আশীর্ব্বাদ ॥ তেকাজে খণ্ডিল মোর সকল প্রমাদ ॥ পুত্র পাই মহাদেবী হরিষে বিহ্বল ॥ শত চুম্ব দিয়া পুত্র প্রতি দিল কোল ॥ পুত্র কোলে লই দেবী হরিষ মধুর শহস্রেক চুম্ব দিল ললাট উপর ॥ স্বজল নয়ন হই কহে জননী ॥ কোথাতে আছিলা পুত্র মোর কণ্ঠমণি ॥ অন্যেশন সেকান্দর করিয়া বিশেষ ॥ মোর চাঁদ দিপ্তমান কৈল কোন দেশ ॥ ঘরের প্রদিপ মোর গিয়া কোন স্থান ॥ মোর গৃহ ছাড়ি কোথা

কৈল দিপ্তমান❀পরম জননী-পুত্র নিবাস ঘরে কার॥আর ঘশে বঞ্চ বাপু ভবনমাঝার❀পুত্রসান্তাইয়ারাণী করিলগমন সহরিষে দুই বধু দিল আলিঙ্গন❀পরমআনন্দেরাণী হরিষ অন্তর॥শহস্রেক চুম্ব দিল ললাটউপর❀গৌরবেকহেন্তদেবী মধুর বচন॥তোমাদুইবধুমোর জীবেরজীবন❀দুর্লভপুত্রের বধু সাশুড়িরপ্রাণ॥ শহস্র দুহিতা নহে বধুর সমান❀পরের ঘরের দীপ দুহিতা সকল॥ বধু মূলে নিজগৃহপ্রচণ্ড উজ্জ্বল জননী পালয় কন্যা বহু যত্ন করি॥সাশুড়ি নিকটেবধ্বে বহু মান্য ধরি ❀ নিরন্তর দেখি বধু জুড়ায় নয়ন ॥ বৃদ্ধ কালে পুত্রবধুকরয়পালন❀মৃত্যু হইলেপুত্রবধুপরম যতনে ॥ গুরু মৃত্যু কর্ম্ম করে কায় চিত্ত মনে ❀ দুধেতে শর্করযেন পুত্র সঙ্গেবধু॥উপাজিলেপৌত্রযেনতাতেপড়েমধু ❀ দুহিতাবধুর সম নহে কদাচন॥জীবনেমরনে বধু সাশুড়িরপ্রাণ❀তাশুনিয়াদুইকন্যাহরিষবিস্তর॥করজোড়েনিবেদয়সাশুড়িগোচর তোমাসমগুরুমোরনাহিকসর্ব্বথা ॥ তুমিসেপরমদেবদেবের দেবতা❀জন্মিল উদরেতোমামোরপ্রাণেশ্বর॥শতমুণ্ড নিছি ফেলি তোমার উদর ❀ তোমার সদৃশ মোর না হয় জননী তেকাজেজ্ঞাইতেশ্রদ্ধাতোমারনিছনি❀তথাতেবঞ্চয়কন্যা জননী সম্পাস ॥ সাশুড়ির যুগ পদ তলে গৃহবাস❀ জননী উদরেজন্মিবিরহেতাপিত॥সাশুড়িপ্রভাবেপুরেমনেরবাঞ্ছিত পতি সে নারীর দেব ধর্ম্ম যত ইতি ॥ পতিবিনা নারীপ্রতি অন্য নাহি গতি❀সাশুড়িপতির জন্ম স্থিতিদিব্যস্থান॥গুরু গৌরবিতনহে সাশুড়ি সমান❀সাশুড়িবিমুখেপতিসম্ভাসে অকাজ॥ মক্কা ঘর পৃষ্ঠে রাখি যেহেন নমাজ❀যতেক সেবয়

পণ্ডি কায়চিত্ত মনে॥ সাশুড়ি সেবিতে যুক্ত তার চতুগুণে।
দুই বধুর মুখে বাক্য অমৃতের ধার॥ শুনি মহাদেবী মনে আনন্দ
অপার॥ তবে দুই বধু লই মহারাণী সতী॥ মনরঙ্গে নিজ অন্ত-
স্পুরে কৈল গতি॥ দুই বধু লই রাণী বৈসে চতুর্দ্দোলে॥ দুই
হস্তে ধরি দুই বধু লৈল কোলে॥ দেখিয়া সাশুড়ি মনে বহু
গৌরবেতে॥ মনপুলকিত বালা হাঁসিল ইশ্বিতে॥ হাঁসিতে২ রমা
ত্রিলোক্ষমোহিনী॥ সাশুড়ি কোলেতে চন্দ্র মুখে স্রবে মনি
যদিবা স্রবিল মনি জোতির্ম্ময় অতি॥ তা দেখি আশ্চর্য্য হৈল
মহাদেবী সতী॥ মহাদেবী চরিত্র বুঝিয়া ততেক্ষণে॥ জোড়
হস্তে রোকবাম্নু নিবেদে চরণে॥ কন্যা লালমতি এহি মহারাজ
সুতা॥ হাঁসিতে স্রবয় মণি কান্দিতে মুকুতা॥ পরম কৌতুকে
প্রভু সৃজেলা লখানু॥ অন্ধকার নাশে বালা যেন প্রভা ভানু
রূপ জিনী গুণবালা গুণ জিনী রূপ॥ রাজমূল্য ধন যে শহস্র
গজ কুপ॥ দয়া ধর্ম্ম কল্প তরু পরম ভকত॥ চতুর্দ্দশ শাস্ত্র
বানী জার কণ্ঠগত॥ তা শুনিয়া মহাদেবী অতি কুতুহলে॥ চতু
র্দ্দোলে দুই বধু লৈল নিজ কোলে॥ ভিন্ন দোলে বসি নৃপ
শাহা সেকান্দর॥ বসাইল নিজপুত্র কোলের উপর॥ এহি মতে
অন্তস্পুরে জায়েন্ত চলিয়া॥ মহারাজ মহাদেবী পুত্র বধু লৈয়া
পুত্র পাই জোলকর্ণ পরম উল্লাষ॥ ইউসুফ মিলিল যেন এয়া-
কুবের পাস॥ নির্ব্বলি জনের যেন উপজিল বল॥ হারাই হস্তের
ডণ্ড পাইল অন্ধল॥ দরিদ্রে পাইল যেন অমুল্য রতন॥ পত্র
হীন বৃক্ষ পাইল বসন্ত পবন॥ জলহীন মৎস্য যেন পায়
নবজল॥ পুত্র বধু পাইয়া নৃপ তেন কুতুহল॥ পুত্র বধু লই
মহাদেবী মহারাজ॥ মোন রঙ্গে প্রবেশিল অন্তস্পুর মাঝ॥

কুমারের রথে বধূ লইগেল সতী॥ পুত্র লই সিংহাসনে বৈসে নরপতি ❋ পুত্রপ্রতি মহারাজ জিজ্ঞাসে বচন॥ কোন২ রাজ্যে ভ্রমিয়াছ প্রাণধন ❋ বিবাহ করিলা বল কাহার নন্দিনী ॥ শুনিবারে শ্রদ্ধা মোর সে সব কাহিনী ❋ নৃপতির বাক্য শুনি কুমার সুমতি॥ একে২ কহিলেক সে সব ভারতী ❋ যেইমতে সর্প পৃষ্ঠে হই আরোহণ ॥ সমুদ্র তরিল বীর সহরিষ মন ❋ যেইমতে অরন্যে রহিল বন্দা মাঝ॥ যেইমতে ফারেস নৃপতি আগে কাজ ❋ যেইমতে পন্থে সাহা আমির নন্দিনী॥ দৈবের নির্ব্বন্ধ বিভা কৈল বীরমণি ❋ যেইমতে বধে মহা সর্প অজাগর॥ যেনমতে সিমোরগ পৃষ্ঠে তরিল সাগর ❋ যেইমতে মগ্রেবেতে করিল গমন ॥ এত্রাণ পরীক্ষা সব দিল বিচক্ষণ ❋ যেইমতে খোওাজ খেজের গুণবান॥ ইলিয়াস সমে আসি কৈল পরিত্রাণ ❋ যেইমতে ইলিয়াসে আসি রঙ্গমনে॥ শহস্র গজের কুপ ভরি দিল ধনে ❋ যেইমতে বিভা কৈল কন্যা লালমতি একে২ কহে বীর সে সব ভারতী ❋ কহিল কুমারী যেবা রূপ গুণধরে॥ হাঁসিতে যে মানিক্য কাঁদিতে মুক্তা ঝরে ❋ যেই মতে পক্ষীরাজ পিপিলিকা পতি॥ করিল কুমার কর্ম্ম কৃপা বাসি অতি ❋ যেইমতে ইলিয়াস খোওাজ সুমতি॥ কহিছে সালাম দোওা নৃপতির প্রতি ❋ যেইমতে শতে২ নৃপতি কুমার পরীক্ষা জিনিতে নারি রৈল বন্দিঘর ❋ যেইমতে সে সকল নৃপতি সন্তুতি ॥ বন্ধন মোচন করি দিল রঙ্গমতি ❋ যেইমতে পুনি পক্ষী হই আরোহণ॥ লালমতি সমে দেশে করিল গমন ❋ যেই মতে পাতালে প্রবেশি গুণধাম॥ নিশাচর সংহারিল করিয়া সংগ্রাম ❋ যেইমতে রোকবালা নগরে গমন॥ যেইমতে দুই কন্যা

হৈল দরশন ❀ যেইমতে নৃপ সবে মান্য করি অতি॥ যেই মতে চলি আইল কুমারে সঙ্গতি ❀ একে২ কহিলেন্ত বৃত্তান্ত সকল ॥ তা শুনিয়া মহা নৃপ মন কৌতুহল ❀ যে সব নৃপতি আইল কুমার সঙ্গতি॥ জনে২ আলিঙ্গন দিল মহামতি ❀ তিন শত নৃপ ছিল স্বসৈন্য সহিতে॥ সে সবেরে অন্ন ভুঞ্জাইল ভাল মতে ❀ নৃপতি সবেরে নানা বস্ত্র অলঙ্কার ॥ প্রসাদ করিল সাহা যোগ্য যে যাহার ❀ প্রেমনন্দ হই অতি স্বহরিষ মতি অন্ন বস্ত্র প্রসাদ করিল সবা প্রতি ❀ প্রণামি সাহার পদে যে সব নৃপতি॥ স্বহরিষে স্বারযেইদেশে কৈলগতি ❀ তবে বৈসে মহা নৃপ স্বহরিষ মন॥ সে দেশের আইল যত ভিক্ষুকের গণ যে সব ভিক্ষুক আনিসেইগুণবান॥ পুর্ব্বপ্রায় কুমার কন্যায় কৈল দান ❀ কিবা অশ্ব কিবা গজ রজত কাঞ্চন॥ নৃপ আগে যে দ্রব্য মাগয় যেই জন ❀ সেই দ্রব্য নৃপ তারে দিল ততেক্ষণ এই মতে সন্তোষিল ভিক্ষুকের গণ ❀ পুত্র বধু পাই নৃপ মন হরষিত॥ পুরাইল জার যেই মনের বাঞ্ছিত ❀ সহরিষে নরপতি মন কৌতুহলে॥ মনরঙ্গে প্রবেশিল আপনা মহলে ❀ তবে দুই বধু আনি মহাদেবী সতী॥ নৃপতিকে প্রণাম করয় রঙ্গ মতি দুই বধু দেখি নৃপ হরিষ অপার॥ অষ্ট অঙ্গে দুই বধু লক্ষ্মির আকার ❀ পরম আনন্দে অতি হরিষ অপার॥ প্রভুর স্তুত বহু কৈল নিরন্তর ❀ দোহ প্রতি আশীর্ব্বাদ কৈল বহুতর॥ আয়ু তা মাগিল দোহা প্রভুর গোচর ❀ তবে দুই কন্যা পুনি মহাদেবী সতী ॥ কুমারের খণ্ডে নিয়া দিল শীঘ্রগতি ❀ দুই কন্যা দিয়া দেবী পুত্রের গোচর॥ নৃপতি অগ্রেতে গেল হরিষ অন্তর ❀ কন্যার মুখের মনি মুকুতা যতেক॥ নেকালিয়া দিল দেবী নৃপতি লালমতি ॥

সন্মুখ৺নৃপতিদেখিয়া সেই মানিক্য মুকুতা॥ বহুপ্রসংশিল নৃপএত্রাণিদুহিতা৺কন্যারমুখেতেমনিজমূল্যরতন॥ এক২ মুকুতা মূল্যসপ্তরাজধন৺রোকবালালালমতিপ্রকৃতিউত্তম রাখিলনৃপতিদোহ কন্যা সমসম৺সাহাবদ্দিনমোহাম্মদপীর গুনধাম॥ তাঁহার চরণেকরি সহস্রপ্রণাম৺আবদুল হাকিম কহে পাঁচালি পয়ার॥সুভর‍্যকুমারসেই কন্যা ব্যাবহার ৺ শুভক্ষণেজম্মেযেবাপুরুষযুবতী॥সে সবের প্রতিজানউত্তম প্রকৃতি৺দয়াধর্ম্মেপ্রেম রসে নাবঞ্চে যে সব ॥ সেসব পুরুষ নারী শুকর গর্দ্ধব ৺ পরিতাল দীর্ঘছন্দ॥

দুই কন্যা লই সঙ্গে,বঞ্চেঅতিমনরঙ্গে, পরম আনন্দে যুব রাজ॥দুইবালা দুইপাশ,রাখি কহে হাষ্যোল্লাষ,মনরঙ্গেনিজ পুরি মাঝ৺রোকবালালালমতি,সঙ্গে মন রঙ্গেঅতি,আনন্দিত সয়ফল মুলুক॥যেনরতি সঙ্গে কাম, রসরঙ্গে অনুপম কেলিকলা সঘন কৌতুক৺সর্ব্বশাস্ত্রে বিদ্যাগত,রতিশাস্ত্রে বিশারদ,রসের নাগরগুণধাম॥রস রঙ্গে অবিশ্রাম,কামিনীর প্রাণ সম, রতি নহে যুদ্ধ অনুপম৺রসময়গুণমণি,সন্তোষে যুগল ধনি, দুইপ্রিয়া প্রাণ সমস্বর॥ভিন্যভেদ দুই মাঝ, না রাখিল যুবরাজ,দুইকন্যা এককলেবর৺পতিআগেরসবতী সত্য ভাবে মহামতি, দয়া ধর্ম্ম অমৃত লহর ॥ এক যুক্ত দুইসতী, সঘন সেবয়ে পতি, দণ্ড পল অবধি অন্তর৺নিত্য দুই চন্দ্রমুখী,পতি আগে মন সুখী,পুজেঁ অতিদেব সমশ্বর॥ কাম সিংহাসনপরে,বসাইপতির তরে,চামরেকরয় শ্রমদুর পতির কণ্ঠের মালা, পদ্মমণি দুইবালা,পতিআগে হর্ষিত বদনি॥পতির অস্তুত ঘন, নিত্য করে দুইজন, বাক্য জিনি

ককিলের ধনি ❀ তিন মধ্যে রস রঙ্গ,প্রতিবাক্যে রঙ্গ ঢঙ্গ অধিকআনন্দেযুবরাজ❀যেহেন মমিনহুরে,কেলি করে স্বর্গ পুরে,তেন রস রঙ্গ ক্ষিতীমাঝ❀নিত্যকরিপ্রাণপন,সান্তনায় গুরুজন,গুরুভক্তদুইরাজসূতা॥এক মন এক চিত, শশুর সাশুড়ি নিত,পুজেযেন দেবেরদেবতা ॥ নিজপুত্র বধু দেখি শশুর সাশুড়িসুখী,আশীর্ব্বাদ করেপ্রতিনিত ॥ আয়ু যশে ক্ষিতী মাঝ,ভুঞ্জিতে সম্পদ রাজ, দুইকুলে পুরিতে বাঞ্ছিত দোহনৃপ সুনন্দিনী,যোগেযোগেসোহাগিনী, হইয়াপুজিতে পতিরাজ ॥ দুই বধু সুভাকৃতি,দেখিহরষিতমতি,আনন্দিত দেবীমহারাজ❀দুই মহারাজ সূতা, সর্ব্বগুণে সুচরিতা, দুখ হীন প্রজার জননী ॥ যুবরাজ গুণ ধাম, দয়াধর্ম্মে অনুপম, প্রজার জনক গুণমণি❀বান্ধবকৃপারসেতু,শত্রু আগে কাল কেতু, দানে দাতা অমৃত লহর॥শুভাকৃতি শুভরিত,দেখি পুত্র আনন্দিত, পরমহরিষসেকান্দর❀পুর্ব্বে যোশিগণ আসি কুমারের গনি রাশি,কহিছিলযত ফলাফল॥সেসকল একে এক,দেখিনৃপ পরতেক,গুণ দেখি নৃপ কুতুহল❀এহিমতে যুবরাজ নিত্য করেরাজ কাজ, মৃগয়া করয় শ্রদ্ধা যবে ॥ রাজ্যেরশতেকসৈন্য,নিত্যকরেধৈন্য২,কুমারকেরাজ্যবাসি সবে ❀ শুন কহি গুণিগণ, দুই কন্যা প্রশোভন;রত্নহতে মুকুতা বিকাশে ॥ সুবর্ণ প্রতিমা সম,মাতৃ পিতৃ মনরম, প্রভুরনির্ম্মিতবৃন্দারসে❀সেই বৃন্দাবনমাঝ, বিকশিত পুষ্প রাজ, অতুল উপমা দুইফুল ॥ আয় প্রভুগুণধাম,পুর্ণ কর মনস্কাম,বিকশিতকরহকমল❀সাহাবদ্দিন মোহাম্মদ,তাহান যুগল পদ, আবদুল হাকিম শিরত্রান॥সেপদ পঙ্কজ বিনা

ভব সিন্ধু কিবা ধীনা, তরিতে ভরসা নাহি আন ❋.

পয়ার ছন্দ ॥ শুভে মহন্দ্র ক্ষণও শুভ লগ্ন ক্ষিতী॥ রোকবানুলালমতি হৈল গর্ভবতী ❋ এক সম গুণ দোহ একই পরান॥ একই দিবসে দুই আচরিল স্নান❋দণ্ড দিনপক্ষমাসেক্রমে২হয়॥কলা যদি পূর্ণ হৈল চন্দ্রেরউদয়❋ এক দুই তিন চারি পাঞ্চ ছয়মাস॥ দুইরাজ সূতাগর্ভহইল প্রকাশ❋ শুনি হরষিত রাজা ভুবনেরপতি॥মহাদান কৈল শাহাপুন্যেরআরতি❋পুত্রবধুকুসলেরহিতেপৃথিবীতে॥ ষষ্ঠ মাসেদানকৈল মনের বাঞ্ছিতে❋সপ্তমাসেসপ্তফল করাইল ভোজন॥ অষ্টমাসে অষ্টঅঙ্গেলেপিলচন্দন❋ নবমাসেতে রাজ্ঞ ধাই নিযুজিল॥যত অনুচরিগণসামাইতেকৈল ❋ দশ মাস দশ দিন হইলপুরণ॥শুভলগ্নে জুমাবারে শিশু প্রসবন একই মন্দিরে দোহ অন্তস্পাট রয়॥ এহি নিয়মেতে ছিল শাহারতনয়❋দুইভিতেদুইসয্যা মধ্যে অন্তস্পাট॥গভিভিন্য মতিমাত্র রহে সন্নিকট❋এহিজোগে একত্রেপ্রসবে দুই জন শুনিরোশনকদেবীআনন্দিতমন❋সুবর্ণকাতিয়া ধাই নাভি ছেদকৈল॥ক্ষৌরকর্ম্ম দুদকর্ম্মসবনির্ব্বাইল❋ সেকান্দর মহা নৃপ হরিষ অন্তর॥আনন্দেপুর্ণিততনু ভুবন ঈশ্বর ❋ উজির নাজির আদিহরিষবিশেষ॥আনন্দ নগরলোকমশরিকেরদেশ বাদ্যভাণ্ডঅসিম হইল অতুলন॥পুস্তক বিসালহেতু নাকরি রচন ॥ পাত্রমিত্র উজির নাজির সাধুনারী॥বালক দেখিতে আইল রাজ অন্তস্পুরী❋রোশনক মহাদেবী রাজার মহিষী আসন দিলেক মান্য পাত্রের প্রিয়সী❋অন্তস্পাটখোসাইয়া প্রবেশে মন্দীর॥দুইপৌত্রকোলেদেবীআনন্দশরীর❋দোহ

সমস্বররূপ হরিষ বদন ॥ যেন মাতা তেন পুত্র একই লক্ষণ
আকাশেরচন্দ্র সূর্য্য জিনিরূপরেক॥যেন পিতাতেন সূতা
সমানপ্রত্যেক৪বাল-বৃদ্ধ-যুবা কিবা মহাদেবগণ॥ দেখিয়া
বালক রূপ সানন্দিতমন ৪ রোকবালা লালমতি অধিক
উল্লাষ॥দুইপুত্রমুখদেখি মনে স্বর্গবাস৪ এহিমতে পঞ্চ দিন
যদি নির্ব্বাহিল॥ কোরাণপুরানদেখি নাম বিচারিল৪গনিতা
ব্রাহ্মণআদিসভাগ্যসকল॥দোহাননক্ষত্রপাইলঅধিক নির্ম্মল
নক্ষত্রপাইল লালমতি সূতে জ্যৈষ্ঠ॥রোকবালা সূতেপাইল
নক্ষত্রকনিষ্ট৪পুরানেতেএহিমতেআগেপাছেগণি॥কোরা-
ণেতে যপাইলশুনকহিপুনি৪আলেমসকলে মিলি চাহিল
কোরাণ॥একেদুয়েতিনবারেপাইল জিম আয়ান৪জেওাল
মুলুকথুইলছাওালের নাম॥কোরানেপুরানেদোহএকঅনু-
পম৪ অপরে নক্ষত্রআরকহিছেগনিতা॥কোরাণেতে পাই
লেন্তসে সব ব্যবস্থা৪তিনবার চাহিলফালমসহাফ খুলিয়া
পাইলেকতিন হরফ শুন মনদিয়া৪কাফ,মিম,লাম,এইতিন
হর্ফ সার॥কামিলমুলুকনামরাখিলকুমার৪কোরাণেপুরানে
দোহএকমতকয়॥কামিলমুলুকনামরোকবানুরতনয়৪জেওাল
মুলুক লালমতির কুমার॥ অস্ত্রেশাস্ত্রে বিশারদদোহ সমশ্বর
কামিল মুলুক হবে লোক অধিকারী॥ বাপ পিতামহারাজ্য
রহিবে আবরি৪রাজ ছত্রপতি হই সংসার পালিবে॥ দুরা
ন্তর শত্রু সব মারি খেদাইবে ৪ এহি শিশু হাতে রক্ষা
মাতৃ পিতৃ কাজ ॥ জেওলমুলুক কথাশুন মহারাজ৪ মাও
তান লালমতিরাজেন্দ্রবনিতা॥যেন মাতাতেনপুত্রঅপরূপ
কথা৪শরীরেরকান্তিদেখিদেবমোহ যায়॥ভিন্ন কুলে রাজা

হবেবুঝিঅভি প্রায় ❁ কিবা দেব দানব নতুবা যক্ষ্য পরি
শূন্য পথেএকুমারে লইজাবেহরি❁মিত্র ভাবিবেনাকরিবে
শত্রু ভাব॥ভিন্যদেশে রাজা হবেএহি মাত্রলাভ❁এতশুনি
সুকৌতুকে তুসি জশিগণে॥ পরম আনন্দনৃপপ্রসন্নবদনে❁
শৃষ্টি দিনে নাম মাত্র যদি নির্ব্বাহিল॥স্বহরিযে মহারাজ বহু
দানকৈল❁এহিমতেঅষ্টাদশগোঞালদিবস॥ ষষ্টদশ রজ-
নিতে হইলপ্রবেস❁দৈবাধীননিয়মিতফলিতেফলয়॥রোক
বালা লালমতি স্বপনেদেখয়❁ এক সম যুক্ত দোহ দেখিল
স্বপন॥কোলেতে লইয়া মায় ললাটে চুম্বন❁এম্রাণবনিতা
দেবী শশি কলা নাম ॥ ভুবনেতে নাহি তাঁররূপের উপাম
আকাশে পুর্ণিমা শশি বাড়া টুটাহয় ॥ মগ্রিবের শশি কলা
সদয় উদয় ❁ মাতার সমান রূপ কন্যা লালমতি ॥ উৎ-
সবে মিলি আসি মগ্রিবেরপতি ❁ মাতা পিতা ইষ্ট মিত্র
ভ্রাতৃ বন্ধুগণ ॥ নিশি যেগে রূপবতীদেখিল স্বপন❁ এবে
শুনরোকবানু আমিরনন্দিনী॥ মাতাপিতা সুপ্পজোগেদেখিল
জামিনী❁রোকবানুমাত হয় নামেচন্দ্রভানু॥ জাররূপেপরি
সুর মোহ গেল ভানু ❁ কতেক কহিব তাঁররূপের উপমা॥
যোড়সি হইল ধনি কান্তির গরিমা ❁ দুহিতা সহিত যদি
বৈসে একান্তরে॥মাতাকোনসূতা কেবা চিনিতে না পারে
এমনমোহিনীরূপ আমির রমণী ॥ ষোল বৎসরের রমাসদয়
বরনি❁আছিল বিস্তারবাক্য নিদ্রার প্রস্তাব॥ চৈতন্যহারাই
দোহ করয় বিলাপ❁ মাও বাপ না দেখিয়া আর্ত্তনাদ করে
তাপের তাপিতহইকান্দেউচ্চৈঃশ্বরে❁ পরিহরিবালকেনা
দেয় দুগ্ধ ধার ॥ মন্দিরেকান্দন শব্দ হৈলহাহাকার❁অনুচরি

গনধাইজানাইলদেবী॥রোশনকদেবীগেল মনেদুখ ভাবি❀
অচেতন মোহগতদেখেদুইবালা॥কান্দয় বালক দুইসুখাইছে
গলা❀ দুগ্ধ না পাইয়া শিশু কান্দে উচ্চরোলে॥রাজপাটে-
শ্বরি আসি ধাইলৈলকোলে❀হুলস্থুলি পুরি মধ্যে কিহৈল
ন জানি॥ শুনিয়াজোলকর্ণ সাহা ধাই আইলপুনি❀কুমার
আইলসঙ্গেবলেননরপতি॥কিবারোলমন্দিরেতে দেখিশীঘ্র
গতি ❀ মহাদেবী আদি যত অনুচরিগণ ॥ মাথে তৈল দুই
রমা করিলচেতন❀মাতৃ পিতৃ সোক তাপ বিচ্ছেদ জানিয়া
ক্রন্দন করয় সবে ভুমিতেপাড়িয়া❀স্বপনের বিবরণ কহিল
সকল॥ ধারা রূপে বহে দুই নয়নের জল ❀ যারা সবআসি
ছিল সঙ্গে নিজ নারী॥ আমীর এত্রাণ যারা দুই অধিকারী
উৎসব আনন্দ ছিলহেনদৈব গতি॥নিদ্রা হন্তে জাগিয়া না
দেখে সম্প্রতি ❀ এহি তাপ বিচ্ছেদেতে তেজি নিজ প্রাণ
উন্মত্ত হই কান্দে হারাইয়াজ্ঞান❀হেরিয়াবালকভিতেনাহি
চাহে বালা॥ রাজ রাণী বলে একি ঘটিলেক জ্বালা❀সয়ফল
মুলুক বীর হৈল স্তব্ধ মন॥ সঙ্কট বিকট হেন জানিল নিদান
দুগ্ধ মাতাধাত্রি আনি শিশু সমর্পিল॥দুই রাজসুতা হেতু
প্রকার চিন্তিল❀কেবা আসিদেখাদিলমায়ারূপধরি॥ কিবা
যক্ষ্য দেব নর প্রবেশিল পুরি❀রজনী প্রভাতহৈল উদিত
ভাস্কর॥উজিরেডাকিয়ারাজাআনিলগোচর❀বলিল যতেক
আছে গনক ব্রাহ্মণ॥ আনিয়া বুঝহ ভাই একি বিচক্ষণ❀
রাত্রি কালেপ্রমাদঘটিলমোরপুরি॥আজ্ঞাকারী দৈবক আ-
নিল শীঘ্রকরি❀গনিয়াদেখিলসাহাঅন্যকিছুনয়॥উৎসবেতে
দুই রাজা আসিবে নিশ্চয়❀বিংশ একদিনমাত্রউৎসবহইবে

এব্রাণ আমীরসাহা আসিয়া মিলিবে॥ এত শুনি নরপতি হইল আকুল ॥ বলিল গনিতা হেতু পাইয়াছ ভুল॥ সপ্ত দশ দিন আজি হইয়াছে প্রবেশ॥ তিন দিনাধিক মাত্র আর নাহি বেস ইতি মধ্যে কিরূপে আসিবেন রেশ্বর॥ সপ্তম সাগর পার হতে এক বৎসর॥ পুনরপি চাহিলেক গনিতা গনিয়া॥ নক্ষত্র গগন শশি একত্র জানিয়া॥ যোশিগণে বলে রাজা করি নিবেদন॥ উৎসবের কালে মাতৃপিতৃ দরশন॥ বিংশ একদিন মধ্যে এমত নাহয় ॥ মরিবেক দুই কন্যা কহিনু নিশ্চয়॥ যেমত পাইল রেখা গনিয়া কহিল॥ এত শুনি সর্ব্বজন স্তব্দ মান হৈল॥ তবে মহা নরপতি করিল স্মরণ॥ খোওাজ আর ইলিয়াস ভাই দুই জন॥ বিসম সঙ্কট দেখি ভাবে নরপতি॥ হেনকালে দুই পীর আইল শীঘ্রগতি ॥ আছিল বিসাধ মন শোকের অতুল ॥ দুই সখা দেখি হৈল আনন্দ বহুল॥ হস্তে২ গলে২ মিলি দুই জন বিপদেতে হইল সম্পদ বরিষন॥ সয়ফল মুলুক শুনি পীর আগমন ॥ জানিল সদয় হৈল প্রভু নিরঞ্জন॥ দুই পীর চরন বন্দিল রাজ সূত ॥ আশীর্ব্বাদ দুই পীরে দিলেক বহুত ॥ পশ্চাতে কহিল নৃপপুরির বৃতান্ত॥ সপ্ন যোগের কথা যত ইতি আদি অন্ত ॥ গনিতায় কহিলেক এ সকল কথা॥ মাতৃপিতৃ না দেখি মরিবে রাজসুতা॥ তুমি দুই অন্তর্য্যামি চাহ বিচারিয়া স্তব্দমন আছি অ মিকুল না দেখিয়া॥ ধ্যানেতে জানিয়া পীর বলিলেক হাঁসি ॥ অবশ্য আসিবে দোহে সঙ্গেতে মহিষী॥ বিংশ এক দিন মধ্যে আমীর এব্রাণ॥ আসিয়া মিলিবে কন্যা পাবে পরিত্রাণ ॥ ইলিয়াস বলে শুন রাজার কুমার॥ দেখিয়াছি শুনিয়াছি মহিমা তোমার॥ আমীর এব্রাণ দোহ মহিষী

গঙ্গতি॥কেমন জামাতা তুমি আন শীঘ্রগতি❀শশুরবে আর
কর শুন যুবরাজ॥তিন দিন মধ্যেবাপুসাধ এহিকাজ❀প্রণাম
করিয়া বলে রাজার নন্দন॥বার্ত্তা না বিহিতপত্র করহলিখন
তুমিদুই পীর জার সাক্ষাতেসদয়॥সাধিব এক্ষুদ্র কর্ম্ম তাতে
কি সংশয়❀এত কহি যুবরাজ পুরি প্রবেশিল॥ মালমতি
স্থানেগিয়া কহিতেলাগিল❀মগ্রিবেররাজসুতা স্থির করমন
আসিবে এত্রাণসাহাশুনহবচন❀অন্ধলেপাইলজানদিব্যচক্ষু
দান॥ দরিদ্রে পাইলধন ক্ষুধার্ত্তঃভোজন❀বাপেরশুনিয়ানাম
মেলিল নয়ন॥অতিশোকে রাজসুতাকরয় ক্রন্দন❀ পতির
মুখেতেশুনিমগ্রিবেরকথা॥বাপের শুনিয়ানামসুস্থরাজসুতা
উঠিয়া বসিল বালা হেরে চারি পাশ॥ নাদেখিয়া বাপ মায়
ছাড়য় নিশ্বাস❀ কুমার বলিল কন্যা একি বিপরিত॥বালক
তেজিয়া কেনলোটাও ভুমিত❀ ধারারূপেবহেদুই নয়নের
জল॥মনিমুক্তাহার রত্নকরেঝলমল❀কুমারবলেনশুননৃপতি
কুমারী॥ দুইপক্ষীর পরমোকেদেওশীঘ্র করি❀না কান্দিও
মন শান্ত কর গুণমণি॥আসিবেক মহারাজা সঙ্গেতেজননী
পাত্র মিত্র আসিবে সংবাদ হেনপাই॥ দুইপক্ষীর পর শীঘ্র
আনি দিল ধাই❀তবে যুবরাজ পর অঙ্গে তাপিল॥ সেখা
নে:তদুইপক্ষীখবরপাইল❀প্রভাতেভোজনপক্ষী কিছু নাই
করি ॥ কুমার অঙ্গহেতু রহিতে নাপারি❀জানিলেক শুভ
দিন হইলউদয়॥তেকারণেবোল্যারেস্তজোলকর্ণতনয়❀দুই
পক্ষী শিশু সঙ্গে শূন্য করি ভর॥ মশরিক উদ্দেশিয়াচলিল
সত্যর❀ছয়মাসেরপন্থেছিল॥পক্ষীরগমন॥ছয়দণ্ডেমিলিলেক
সাহারভবন❀পক্ষীরগমনেভুমিকাঁপেথরহ॥আকাশভাঙ্গিয়া

পড়েমেদিনী উপর ❀ চারিদিকেপৃথিবীসমুদ্রঘিরি আইল
আকাশ সহিতেভুমিলাময়পাতাল❀পাখে২জুড়িপক্ষী ধরে
পাটওার ॥ আকাশপৃথিবীক্ষিতীহৈল অন্ধকার❀ঝাঁঝাঁশব্দ
বিখ্যাত হইলদেশ ভরি ॥ কুম্ভকার চক্রেযেনফিরয় আবরি
পড়িবারস্থলনাহিপৃথিবীসকল॥ভ্রমিতে২ পক্ষী হইল বিখল
পাত্রমিত্র নরপতি সবমোহশ্চিত॥ বাল-বৃদ্ধ যুবাযতপড়িল
ভুমিত❀বসিয়াকৌতুকদেখে পীর দুইজন॥লালমতি সঙ্গে
আরনৃপতীনন্দন❀এইচারিজনমাত্রসচকিতআছে॥অন্যান্য
আর সবাইভুমি সয্যা হৈছে❀আস্তেব্যস্তেমেকলিলরাজার
নন্দন॥পক্ষীর অগ্রেতে গিয়া দিল দরশন❀পক্ষীবলেস্থান
দাওনৃপতিতনয়॥পরধৈর্য্যকরিবারেহইলসংসর❀নদিতীরে
সরোবরঅতিউচ্চতর॥পড়িবারেকহিলেকতটেরউপর❀পড়ি
লেক চারিপক্ষীসরোবরতীরে॥ভক্তিভাবেপ্রণামকরিলমহা
বীরে❀ পক্ষী বলে কহ শুনি রাজার নন্দন॥কিকারণেতুমি
মোকে করিলা স্মরন❀কহিতেলাগিলবীরেআদিঅন্তকাজ
শুনিয়া হাঁসিতেলাগে মহাপক্ষীরাজ❀ যদিবাকরিবা কার্য্য
নৃপতি নন্দন॥শীঘ্র করিআনিদাও ক্ষুধার্ত্তভোজন❀এতেক
শুনিয়া বীরেভয়পাইলমন॥চলিল যথাতে নৃপপীরদুইজন
তথা পীর ইলিয়াসখোওাজ সুমতি॥সান্তকরিবসাইল মহা
নরপতি❀পাত্রমিত্র আদি যত করাই চেতন ॥ সভাসদ গণে
কহে পক্ষীর বচন ❀ লালমতি সম্ভাসিল অন্তস্পুর নারী
রোকবালাআদি যতকুমারকুমারী❀তবেযুবরাজগেলসবার
গোচর॥পক্ষীরভোজনহেতু কহিল সত্যর❀দুই পীরে বলে
রাজা এহিসেদারুণ॥রাক্ষসঅধিকপক্ষীকভুনহৈউন❀কতেক

সামর্থ আছেহস্তিঘোড়া ভৈস॥ নিমিসেগ্রাসিতে পারে মশকের
দেশ॥ চারিপক্ষীআসিয়াছে চারিখণ্ড ী॥ কিরূপেভোজন
দিবা উদরসম্ভরি॥ এতেকশুনিয়া সাহা হৈল চমকিত॥ ভাল
উপজিলপুত্র বালক চরিত॥ জাকেসম্ভরিতে নারিতারসঙ্গে
মেলা॥ সিংহ ব্যাঘ্র ভালুক সহিত করেখেলা॥ যেহৌকসে
হৌকমোর তাতে কিসঙ্কয়॥ভাণ্ডারেসম্বলযতআছয়নিশ্চয়
হস্তিঅশ্বমেড়াছগাখরগোশ গর্দ্দভ॥ উটখচ্চর বৃসগাভিদেও
অসম্ভব॥ শুনিয়ানৃপতি আজ্ঞাপাত্রমিত্রগণ॥ ধৈর্য্য ধরি রহি
লেক ভাবি মনেমন॥ তবে দুই পীর পদে কহে নরপতি॥
কিপদে তোমরা বিনা আর নাইগতি॥ যেকালেপর্ব্বতমাপি
লইলাম কর॥ সেইদিন মাপিলাম অগাধ সাগর॥ চন্দ্রসূর্য্য
বন্দিকরি লইনুখাজানা॥ পাতালে বাসকিবন্দিকরিনুতাড়না
পৃথিবীরদেওদৈত্ত করিনু অন্তর॥ ছয়মাস পন্থ জুড়িতোমা
দিনু গড়॥ জোলমাতে ছিল যত মুর্খ নরপতি॥ সবপরাভব
কৈনু তোমার আরতি॥ বৃদ্ধ হৈনু পুত্র আগেপুর্ব্ব সন মান॥
হইতে উচিতেতোমাদোহবিদ্দমান॥ নৃপতিরশুনিহেনকাতর
বচ॥ হাঁসিয়া উত্তর দিলপীর দুইজন॥ অসাদ্ধ আছয় কিবা
বল নরপতি॥ সাগরান্ত পৃথিবী সাসিলা বসুমতী॥ চারি
পক্ষী করিবেক কতেকভোজন॥ এহার কারণে রাজা চিন্ত
কি কারণ॥ খোওাজবলেন যদি প্রভু আজ্ঞাপাই॥ সর্ব্বজীব
ভক্ষ্য আমিএকত্রেযোগাই॥ তুমিকি নাজান রাজা সেকার্য্য
আমার॥ মোর হস্তে দিল প্রভু সবার আহার॥ ইলিয়াস
বলেননৃপবেভারের কালে॥ দেখিবা আমার সাদ্ধ ধনে আর
মালে॥ পৃথিবীর মধ্যেআছে যত ধন কড়ি॥ প্রভুরাখিয়াছে

মোকে একা যুক্ত করি❀সেসব কহিয়া কিছু নাহি প্রয়ো-
জন॥ কতবড় কার্য্যহৈল পক্ষীরভোজন❀ডাহিনে বামেদুই
পীরসাহাহস্তেধরি॥উজিরন।জিরগনেচলেসঙ্গেকরি❀সৈন্য
সেনাগণ সঙ্গে আগেযুবরাজ ॥ চলিল সাজিয়াসবযথাপক্ষী
রাজ❀তথাতে জাইয়া সব হৈল উপস্থিত ॥ যুবরাজ বলে
মোর পুরিল বাঞ্ছিত ❀ দুইপক্ষীদেখি পীরেপ্রণাম করিল
মহারাজে সম্বোধিয়া কহিতেলাগিল❀কার্য্যের বুঝিয়াগতি
আদেশে রাজন॥বিলম্বের ফলনাহি করহ গমন❀চারিপক্ষী
পড়িয়াছেপর্ব্বতআকার॥অল্পেতেভোজন নহে জানিলেক
সার❀সাগরের তীরে পীরকরিলগমন॥ফেলিলহস্তেরআসা
সমুদ্র গহন❀খোওাজে বলেন্ত গঙ্গা শুন ভাগিরথী। সহস্র
জোজনএড়িলাম শীঘ্রগতি❀ আজ্ঞাপাইমহা মাই ভাসাইল
চর ॥ শুকুনার মধ্যে গড়ে এ মৎস্য মকর❀ ইলিয়াস বলে
পক্ষী আর কিবা চাও ॥ মকর কুম্ভিরেগিয়াপেট ভরি খাও
এতেকআদেশযদিপক্ষীরাপাইল॥অপুর্ব্বভোজনসবদেখিতে
ধাইল❀ এক২ মিন জান এক২গিরী॥খাইতেলাগিল পক্ষী
চুঙ্গলে বিদারী❀কাতলা,রোহিত,বোয়ালজলচরগণ॥বাটা,
মের গাআদিযতনাজায়গনন❀উদরপুরিয়াপক্ষীকরিলআহার
অবশিষ্টগেলনিরে যত জল চর ❀পক্ষীবলেমহারাজ এমত
ভোজন ॥ এহি জন্মে নাহি করিয়াছি কদাচন❀তবেরাজা
দুইলেখা সপ্রতুল করি॥বোলাইউজির হস্তেদিলেকআদরী
পাক্ষী আরোহনে দুই উজির নন্দন॥শীঘ্রগতি চলেদুইনৃপতি
ভবন❀পীরপদে প্রণমি পাত্রের যুবরাজ॥ প্রণমিয়া আরো-
হয় পক্ষী পৃষ্ট মাঝ ❀ সভাসদ প্রণমিয়া পক্ষী দিল উড়া

পাখের প্রহারে পর্ব্বতের খসে চূড়া॥ দুইরাজ্যে মহা পক্ষী করিল গমন ॥ এক বৃদ্ধ এক শিশু এমত বরণ ॥ কুপিরসহরে গেল আমীরের দেশ ॥ শীঘ্র গিয়া দুই পক্ষী করিল প্রবেশ আকাশ পৃথিবী হৈল ঘোর অন্ধকার॥ ঝাঁঝাঁকার শব্দ হৈল লোক চমৎকার॥ অচেতন পুরবাসী রাজা প্রজাগণ॥ মালিক জাদা সাহা পরি আছিল চেতন ॥ সাহা পরি বলে শুন রাজার কুমার ॥ পৃথিবী হইল ঘোর শব্দ ভয়ঙ্কর॥ কিবা শত্রু কিবা মিত্র দেও পরিগণ॥ বাহেরে নিকলি শুন শব্দ বিচক্ষণ ধনুর্ব্বান হস্তে করি রাজার কুমার॥ শীঘ্র করি মহাবীর গেল পুরি দ্বার ॥ পর্ব্বত প্রকাণ্ড সম দুই পক্ষীরাজ ॥ আশ্চর্য্য হইল দেখি বীর যুবরাজ॥ পত্র হস্তে প্রনমিল উজির নন্দন॥ মালিক জাদায় বহু কৈল সম্ভাষন॥ কোথা হৈতে আসিয়াছ কি কার্য্য এথাতে॥ এত শুনি পাত্রসুত পত্র দিল হাতে॥ এক পত্র লিখিয়াছে সাহা সেকান্দর ॥ ছয়ফলমুলুক আর লিখিল পত্তর পত্র পাঠে যুবরাজ কিছু না বুঝায়॥ ভগ্নি সুতা উৎসবে যে নাজায় প্রত্যয় ॥ সয়ফল মুলুক হয় সেকান্দর সুত ॥ মোর ভগ্নি পতি হয় অতি অদভুত॥ না বুঝি পত্রের পাঠ ভাবে মনে মন এথা নৃপ যুবরাজ গেল ততক্ষণ ॥ দেখে রাজা পাত্র মিত্র সব অচেতন ॥ দেখি বিসাদিত হৈল নৃপতি নন্দন॥ একে২ জনে২ করি চেতাইল॥ প্রসন্ন বদনে রাজা উঠিলয়া বসিল॥ পাত্র মিত্র সম্ভাসিয়া দিলেক আসন ॥ পত্র পঠে মহারাজ লই পাত্রগণ সয়ফলমুলুক-পত্র প্রথমে পড়িল॥ আদি অন্ত সমাচার সকল পাইল॥ যেইমতে লালমতি কন্যার উদ্দেশ॥ যেইমতে যুবরাজ চলে ভিন্য দেশ॥ যেইমতে হারে সে পাইল বনমাঝ॥ যেমতে

বর্ণনবরহৈলযুবরাজ❋ যেইমতেরোকবালা কৈল পরিণয়॥ যেইমতেবনপন্থেগেল মহাশয় ❋ যেইমতে চণ্ডালে হরিল রাজবালা॥ যেইমতে সর্প রাজ সংহারকরিলা ❋ যেইমতে মালি ঘরে করিলা বসতি॥যেইমতে বিভাকৈল কন্যালাল মতি❋যেইমতেপুনি দেশেকরিলগমন॥যেইমতেরোকবালা পুনি দরশন❋যেইমতেদেশেগেলবীরযুবরাজ ॥ পত্র মধ্যে পাইলেন্তআদি অন্তকাজ❋মালিকজাদায়শুনিবিস্মিতহইল এ সকল বাক্যসববুঝিতেনারিল❋যেইদিনরোকবালাকৈল পরিণয়॥সে দিন মালিকজাদা নাছিলদেশেয়❋সহররোথাম গেল পরির কারণ ॥ তেকাজে বৃত্তান্ত সব নাজানে ধারন পশ্চাতে জানিয়াবীর হয়ষিতমন॥সেকান্দরসাহারপপত্রঠে ততৈক্ষণ❋শুনহআমীরসাহ উৎসবকথন॥ তোমার দুহিতা ঘরে জন্মিল নন্দন❋বিংশ একদিন হবে জুমাহ বাসর॥উৎ- সবেরহৈবে লগ্ন শুন নরেশ্বর❋ মহাদেবী সঙ্গে রাজা করহ গমন॥ নতুবা বিচ্ছেদে কন্যা হইবেনিধন ❋ স্বপনেদেখিল কন্যাতোমা দুইজন ॥ সে অবধিরাজসুতাউচাটনমন❋ যদি অনুগ্রহনাহিকরমহারাজ॥আমার বাঞ্ছিতসবনিস্ফলঅকাজ এইমতে পত্রেতে পাইয়া বিবরণ॥ আনন্দিত নরপতি মহা দেবী মন ❋মালিকজাদারে সাহা আদেশকরিল॥উৎসবের বাদ্যগীতহইতেবলিল❋আরপুছিলেকরাজা কেমতেজাইবা পাক্ষী আরোহণে কিবাস্বরূপকহিবা❋মালিক জাদায় বলে কিরূপে জাইব ॥ অন্তঃস্পুর হতে আসি প্রত্তোত্তর দিব এবলিয়াগেলবীরঅন্তঃস্পুরমাঝ॥সাহাপরিস্থানেগিয়া পুছে যুবরাজ❋ভগ্নীসুতউৎসবেতেহইছেবাথন॥কহদেখিসুবদনী

করিবকেমন❀পক্ষিপাঠয়া দিলশীঘ্র যাইবার ॥ মোরস্থানে
নৃপতিয় করিল প্রচার ❀ উত্তর না দিনু আমি তোমা প্রতি
আশা॥কিউত্তরদিব রাজা করিলেজিজ্ঞাসা❀সংক্ষেপেবুঝিল
রমা পরির নন্দিনী ॥ কহিবারে লাগিলেন্ত সহরিষ বানী❀
পরেরবাহনেজাইতে মারচয়মতি॥বলিবেসামান্য হয় পরির
নৃপতি❀ তাঁহান বাহন পক্ষী কহর বিদায়॥ আপনার শামা
হিতে জাইব তথায়❀পরির বিমানে যদি জাইবারেমন॥বল
মোর নিজরথ আনিব এখন❀আবেতচড়িয়া যদি যাইবারে
সাধ॥ হইতে হইবেশীঘ্রকিবাবিসন্বাদ❀যদিদ্রেজাইতেযদি
চাহ মহামতি ॥ সপ্তম সাগর বল বান্ধি শীঘ্রগতি ❀ হস্তি
ঘোড়ারথারথিহই আরোহণ॥ইচ্ছা যদিলয়নাথ চল এহিক্ষণ
কিন্তু এককথা কহি স্বরূপ বচন॥ ভগ্নি-পতি রথে চলউত্তম
আপন❀যেইমনে লয় প্রভু করহ আদেশ॥ নতু তান পক্ষী
পাঠাইয়াদে ওদেশ❀এতশুনিযুবরাজবাহিরে গমন॥ জানা-
ইলসর্ব্বকথানৃপতিসদন❀আপনাবাহনে বাপু তথাতে যাইব
তাহারবাহনেগেলে অ-প্রতিষ্ঠা হৈব❀আমীর এব্রাণসাহা বড়
মহিপাল॥আর২আসিবেকবিষালেবিষাল❀সেকান্দর সাহা
হস্ত আক্লিমেরপতি ॥ তাম সম মহিপাল না জন্মিল ক্ষিতী
নরসুরদেওপরি দানব রাক্ষস॥তাঁহানউৎসবে আসি মিলিবে
বিশেষ❀ বলিলে আমীর সাহা সামান্য নাহয় ॥ এনিমিত্ত
আসিলেক ভিন্ন বাহনায় ❀এতশুনি নরপতিকরাইভোজন
উজিরে বিদায় দিল জাইতে কারণ❀ বলিও আসিব তাঁরা
আপনা সাহায্যে॥পাত্র সূত চলিজায়আপনাররাজ্যে❀কত
দুরগিয়াতবেপাত্রেরনন্দন॥মনেভাবেদেশেজাইকোনপ্রয়জন

লেজে দুইপক্ষী গেছেমগ্রেবেরদেশ॥ চলআমিসব তথাকরিব প্রবেশ॥ এতকহি নরপক্ষীচিন্তেতিনজন ॥ হুঙ্কারে প্রবেশ কৈলমগ্রেব ভুবন॥ চারি পক্ষীদুইনর হৈল একান্তর॥ বার্ত্তা পাই হরষিতমগ্রেবঈশ্বর॥ জারযেইভক্ষদ্রব্য দিল খাইবার মৈষ, অশ্ব হস্তিবৃষ নানানপ্রকার॥ ভোজনকরিয়াপক্ষী আনন্দিত মন॥ বড়তুষ্ট হৈলদুইউজিরনন্দন ॥ পত্রপড়িমহারাজ স্বচকিতমতি॥ দেবীস্থানেজানাইল মধুর ভারতী ॥ বিচ্ছেদ ভাবিয়া দেবীভাবেমনস্তাপ॥ মাতাপিতাদুইজনেকরয়বিলাপ॥ শোক চিন্তা ছাড়ি রাজা সান্তকৈলমন ॥ পাত্রগণ বোলাই আনিলততৈক্ষণ॥ সেকান্দরমহারাজাভুবনবিদিত॥ তাঁহান বোলানে পত্রে জাইতেউচিত॥ শুনিলামলালবানুবড়চিন্তা পায়॥ না গেলে মরিবে কন্যা বুঝি এহিদায়॥ উৎসবহইবে তোমা ভগ্নি সুত কাজ ॥ কারেবার পত্রলিখিয়াছে মহারাজ ইষ্টমিত্রবোলায়বে আরমোক্ষজনে॥ অবিলম্বেজাইবামপক্ষী আরোহণে॥ এইমতেইষ্টমিত্রসবকোলাইল॥ তথাতেআমীর সাহা আদেশকরিল॥ নরপক্ষী বিদায় করিয়া মহারাজ ॥ আজ্ঞাদিল করিবারেউৎসবেরসাজ॥ ওখানে মালিক জামা সাহাপরিস্থান॥ আদেশিল আনিবারেপরিরবিমান॥ পরির কুমারীযদিআদেশপাইল॥ আপনারনিজসৈন্য স্মরন করিল হুঙ্কারে পুরিয়া যদি দিল এক টান ॥ শীঘ্র গতি রথ সাহাষ্য হৈল অবিমান ॥ অস্ত্র বস্ত্র অলঙ্কার নানা আভরণ ॥ লক্ষ২ পরিগণ আইল ততৈক্ষণ ॥ মেঘ বন উড়ে যত অলেখা বিমান॥ শ্বেতবর্ণ কৃষ্ণ বর্ণগৌরবর্ণজান॥ কতেক কহিব যত পরিগণ ঠাট ॥ ভরিল আমীর রাজ্য নাহি ঘাটমাট॥ সাহা

পরিবোলাইল সহচরিপরি॥ বার্ত্তা ও কুশলপত্র দেন শীঘ্র করি
পরিস্থানে যত আছে রাজ রাজেশ্বরী॥ সকলেরে শাহা পরি
লিখিল বিস্তারি॥ লাল ও নীলম্ পরি আর সব্জপরি॥ শ্বেত
ও পোখরাজ আর ফিরোজপরি॥ কোহ-কাফে আছে যত পরির
ঈশ্বরী॥ তা সবারে লিখিলেক সকল বিচারী॥ এহিমতে
স্থানে২ পত্র পাঠাইল॥ নুরবানু আদি যত দূত নিয়োজিল॥ দূতে
পত্র লই গেল গোলেস্তাঁ এরম॥ সাহাবাল স্থানে দিল করিয়া
প্রণাম॥ সাহাবাল পরি যদি বার্ত্তাপত্র পাইল॥ পত্র পাঠে
মর্ম্ম সব অবগত হৈল॥ পাত্রমিত্র সঙ্গে যুক্তি করে মহা-
রাজ॥ সাহা পরি শ্রেষ্ঠ হয় পরির সমাজ॥ তান মোর এক
জাতি এক গতি হয়॥ না গেলে বিরূপ হবে সামান্য তানয়॥
এবলিয়া পত্র রাজা পাঠায় তৎকালে॥ সয়ফল মুলুক যথা
বদিওজ্জামালে॥ একই পুরির মধ্যে বিভিন্ন মন্দির॥ কন্যা সঙ্গে
বসিয়াছে হরষিতে বীর॥ অনুচর পরি যদি পত্র জোগাইল॥
পত্র পঠে মহারাজ অর্থ না বুঝিল॥ লিখিয়াছে লালমতি
উৎসব কথন॥ সাহা পরি পত্র মধ্যে কেন আগমন॥ রোক
বালা লিখিয়াছে পুত্র প্রসবন॥ সয়ফলমুলুক কেবা জোলকর্ণ
নন্দন॥ পত্র পাঠে রাজবালা বিস্মিত হইল॥ বদিওজ্জামাল
শুনি হাঁসিতে লাগিল॥ কুমারে বলিল তুমি কেমন বর্ব্বর॥ না
বুঝিয়া হাঁস কেন পত্রের উত্তর॥ সেকান্দর সাহা সুত সয়ফল
মুলুক॥ সাহা পরি লিখিয়াছে এ বড় কৌতুক॥ বদিওজ্জামাল
বলে শুন প্রাণেশ্বর॥ আপনে না বুঝ বাক্য কহি পুনর্ব্বার॥
এবলিয়া বারে২ হাঁসে সুবদনি॥ হস্তহস্তে পত্র বীরে রাখিল
ধরনী॥ পুনরপি হস্তে লই পঠে বারেবার॥ কুমারী বলিল প্রভু

না পাঠিও আর❋পত্রমধ্যে লিখিয়াছে যে সবরতান্ত॥ একে২
নিবেদিহি শুন প্রাণ কান্ত❋লালমতি রোকবালা এই দুই জন॥
পরিণয় করিয়াছে জোলকর্ণনন্দন❋দুই জন গর্ভে দুই বালক
জন্মিল ॥ তা সবার উৎসবের কর্ম্ম আরম্ভিল❋ রোকবালা
পিতা হয় আমীর নৃপতি॥ মালিক স্নাদা তানসূত সাহাপরির
পতি❋উৎসবের আমন্ত্রণ লিখেসাহাপরি॥ সাহাবাল আদি
যত পরির ঈশ্বরী❋ মোর পিতা স্থানে এহি পত্র পাঠাইল
আমাদের উভয়কে যাইতে কহিল❋কি আজ্ঞা করিবা এবে
কহ মহাশয়॥পত্রেলেখে এই বাক্য জানিও নিশ্চয় ❋এতেক
শুনিয়া বীরসন্তোষ হইল॥বুদ্ধিমন্তরাজসূতা তখনেজানিল
পুনিহ কুমার বলে শুন প্রাণধনি ॥ কিরূপে জানিলা তুমি
পত্রের কাহিনী❋কুমারী বলিল নাথপরি কুল আমি॥ চরাচর
সব জানি হই অন্তর্যামি❋লুকাইতেপারি আমিতৃণেরভিতর
উড়া দিতে পারি আমি শূন্যেকরি ভর ❋ সেসব লিখিতে
হয় বিষালপুস্তক॥পরিকুলবিস্তারিতকহিবকতেক❋পুনরপি
সাহাবাল দুত পাঠাইল॥ কুমার কুমারী দুইবিদ্যমানেগেল
বদিওজ্জামালকোলেমেহেরজামাল॥একাদেশ দিনহয় কন্যা
রত্ন ভাল ❋ রতন প্রতিমা কোলে মানিক পুথলি ॥ মাও
কন্যা একরূপকান্তিঝলমলি❋হাঁসিয়া অধরে রাজাপুছিতে
লাগিল॥সাহাসেকান্দরকথাকহিতেলাগিল❋ প্রণাম করিয়া
বলে রাজার কুমার॥আপনার আজ্ঞামোরানারিলঙ্ঘিবার
সাহা সেকান্দর হয় নবী অবতার ॥ তাঁহান উৎসবে উচিত
যাইবার❋সাহাপরিআমন্ত্রিছেপরির রাজন॥সামান্য না হয়
পরি কুলে মান্য জন❋বদিওজ্জাল স্থানে পুছে নরপতি॥

তুমিকিযাইবাকহ আমারসঙ্গতি❀মুখেবস্ত্রদিয়া রয়া হর্ষিত অধর॥নৃপতিরবাক্যেকিছু নাদিল উত্তর ❀ মনে মাত্র ইচ্ছা আছে তথা জাইবার॥ লালমতি কন্যা সঙ্গে করিতেদিদার শুনিয়াছি লালমতিরূপেরগরিমা॥স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালে দিবারে নাহি সিমা❀কান্দিতেশ্রবয় মুক্তা হাস্যে ঝরেলাল॥এহাতে অপুর্ব্ব নাদেখিছেকোন কাল❀একাদশ দিন মাত্রপ্রসবিছে বালা॥বাপেরচরণেবালাউত্তরনাদিলা❀রোশনজামালনামে রাজার বনিতা ॥ বদিওজ্জামালের মাতা রূপে সুচরিতা ❀ অন্তস্পট আড়ে থাকি দিল পত্থুত্তর॥ মোরা সব জাব কন্যা রবে একেশ্বর❀এমত উচিত নহে অনিষ্ট বেভার॥জামতা সহিতে কন্যা বল জাইবার ❀ এরেম গোলেস্তান সাহা তোমারবসতি॥শূন্যেতেরাখিছেআল্লাজগতেরপ্রতি❀এমত দুর্ল্লভ স্থান কেহ না পাইছে॥ নরসুর গন্ধর্ব্ব যে কাকেনাহি দিছে❀যথা ইচ্ছা তথা জাওমেঘ সমশ্বর॥এমনদেশের রাজা তুমিনৃপবর❀এহিঘর এহিদ্বার এহিসেমন্দির॥টুঙ্গিহতে কদাচিত না হৈব বাহির ❀ নহে বাক্য কচাকচি কর কিকারণ শূন্যেতে ঢালিয়া কন্যা কি বুদ্ধি ঘর্ষন❀সয়ফুল মুলুকআর শুনেনরপতি॥যতেককহিতে আছে মহাদেবীসতী❀নৃপতি মহিষী আর কুমারীকুমার॥যাইবারে ইচ্ছা হৈলতা মীরনগর রোশন জামাল বলে শুন নরপতি ॥ রাজ্য চলে আপনার যথা জায় মতি❀শূন্যপরেথাকেপ্রভু আপনার দেশ ॥ মন্দ ভুমেনরবঞ্চেনাজানেবিশেষ❀শব্দেকলরবশুনিবুঝিনররায় হেটেকেনেরাজ্যহয়দেখমহাশয়❀মহাদেবীবাক্যেরাজা সচকিত মন॥ দেখিল আনিছে রাজ্য আমীর ভুবন❀প্রভুকে

স্মরিয়া রাজা করে মোনাজাত॥ করিম রহিম আল্লা জগতের নাথ॥ কুমার কুমারী দোহ নিজ ঘরে রৈল॥ সাহা পরিস্থানে রাজা দুতপাঠাইল॥ দ্রুতে গিয়া কহিলেক এ সব বৃত্তান্ত॥ সাহাবাল নরপতি এথা আসিছেন্ত॥ এতশুনি পরি জাদি হরষিত মন॥ হেনকালে আইলেক আর পরিগণ॥ বিমান সঘন ঘত ধরনি ভরিল॥ দেখিয়া আমীর সাহা আনন্দিত হৈল॥ সাজ২ বলিয়া নগরে দিল সাড়া॥ ঢোলদমা নানাবাদ্য ঘনবাজে কাড়া॥ সানাই বিগুল বাজা কাঁশী করতাল॥ সারিঙ্গি দোতারা বাজে মৃদঙ্গ মাদল॥ তম্বুরা বি কমূর আর চঙ্গ কবিলাষ॥ নৃত্যকি নটুয়া সব নাচয় সম্পাস॥ দোতারা সেতার বাজে মুরচঙ্গ বিষালে॥ আকাশে উঠিল ধ্বনি সমুদ্র উথলে॥ এহিমতে বাদ্য ধ্বনি সঘন পুরিয়া॥ পুরি হন্তে চলে রাজা হরষিত হৈয়া॥ রোকবালা মাতা দেবী নামে চন্দ্রভান॥ আরোহণ হৈল সাহা পরির বিমান॥ রাজা মহাদেবী এক বিমানে চড়িল॥ জনে২ সিংহাশন বিবর্জ্জিয়া দিল॥ রাগ চন্দ্রাবলী ছন্দ॥ সাজে পরিরাজ, অপরূপ সাজ, শশি নক্ষত্র জিনিয়া॥ সাহা জাদা পরি, ভগ্নি সঙ্গে করি, সহচরিগণ লৈয়া॥ শ্বেত পরি চলে, পুষ্প চতুর্দ্দোলে, ধবল করি ভুবন॥ লাল পরি আর বার্ত্তা পাইয়া তার, সাজিল হরিষ মন॥ চলে সাহা রোক, কোহকাফ মুখ, জাহার নিজ বসতি॥ আগত নগত, চলে পরি যত, কহিতে কাহার শকতি॥ চলে আসমা পরি- শার্কিস্থান ঈশ্বরী, ভুবন মোহন রূপা॥ চিত্র-মাদ্রা-বতী, মৃগ মালা সতী, চিত্রকুট গিরী কুপ॥ সাহাবাল রাজ, নানা বর্ণ সাজ, এরেম গোলেস্তা পতি॥ বদিওজ্জামাল, রূপে দিপ্তী

লাল, পতি সঙ্গে রূপবতী ❋ সাহা পরি চলে, রত্ন চতু-র্দোলে, পতি ভার্য্যা একেস্তরি॥রোকামঈশ্বরী,সঙ্গেসহচরি রূপ জিনি বিদ্যাধরী ❋ গগণ ধরনী, পরির বাহিনী, বিমান সামানে চলে॥ ভরিবাম পন্থ, পরি নাহি অন্ত,হিন্দুলকন্দন রোলে ❋ নানা বাদ্য বাজে, চলে দিব্ব সাজে,উত্তমউৎসব কাজ ॥ যাত্রা শুভক্ষণ, সুখেরি বাজন, চলে সব পরিরাজ পীর গুণধাম, সাহাবদ্দিননাম,সে পদ পঙ্কজরেনু॥শিরেতে বন্দিয়া, হৃদে অভ্যাসিয়া, হীন হাকিম রচিনু❋ পয়ার ॥ তথা মগরিব সামা বন্ধুগণ সঙ্গে॥দুহিতা উৎসবে সাহা চলে মনরঙ্গে❋নানাবস্ত্রঅলঙ্কারনানাআভরণ॥দানপুন্যকাজেলয় মনিমুক্তাধন❋পক্ষীআরোহণেচলেসাহাএমরাণ॥বৃষবাহনেতে যেনদেবকীনন্দন❋সাহাবালরাজ্যজ্ঞানশূন্যেতেভ্রময়॥বরি-ষার মেঘেযেন অন্ধকারহয়❋তেনমতেচারিপক্ষী চারী গিরি সম॥দিনে অন্ধকার জান যামিণীউত্তম❋নাহিদিগ্-দিগান্তর পক্ষী দিল উড়া ॥ না পারে দিবারে সীমা মনুষ্য বাহুড়া পক্ষীপাখাঘাতেবায়ু বহেনিরন্তর॥সোতাইলরুক্ষআদিপর্ব্বত শিখর❋সমুদ্রে উঠিল ঢেউ পরশি আকাশ॥গৃহবাসীলোক সবে পাইলতরাষ ❋ এহিমতে গমনকরিলমহারাজা॥আশ্চ র্য্যিতে মিলিলেক পরির সমাজ ❋ সাহা এমরাণ বলে শুন পক্ষীবর ॥ বিমান সমান দেখি গগণ উপর❋দিব্ব২সিংহাসন অযুতেঅযুত ॥ আর এক রাজ্যদেখি বড়অদভুত ❋ হাঁসি পক্ষীরাজবলেশুননরপতি ॥ উৎসবে চলিয়াছে মশরিকে গতি ❋ কুপি সহরের রাজা সাহা আমিরণ ॥ রোকবালা পিতা হয় বড় ভাগ্যবান❋ পুত্রবধু সাহাপরি পরির ঈশ্বরী

বিমানসামানেচলেসঙ্গে যত পরি॥ সাহাবালরাজাহয়পরিক্র প্রধান॥ এরেমগোলেস্তানে ঘর মহাবলবান॥ যথাতথারাজ্য সমে করয় গমন॥ শূন্যপরে রহেরাজ্য অমরাভুবন ॥ এতেক কহিতে পক্ষী নিকটে আইল॥ উপরে দেখিয়া রাজ্যনৃপতি ডরিল॥ দশ দিবসেরপন্থরাজ্যেরপাতনে॥ উপরেপড়িবে চাপি ভয় লাগে মনে॥ এতেকশুনিয়ানৃপবান আচরিল॥ হেটেতে রাখিয়া রাজ্য উপরেবসিল॥ দেখিদিব্বগৌড়া রাজ্য হরষিত মন॥ নিরঞ্জন স্মরি পক্ষী করিলবৈঠন ॥ পক্ষীস্থানে জিজ্ঞাসিল বার্ত্তা পুনর্ব্বার॥ হেটেতে লাগিল রাজ্য কেমনপ্রকার গিরি গুহা নদী নালা সব কম্পমান ॥ সমুদ্র হিন্দুল তুমি করিলে আপন॥ হেন মোরঅনুমানতুমিসারিভারে॥ হেটেতে পড়িবে রাজ্য হই চূর্ণাকারে॥ এতশুনিপক্ষিরাজ হাঁসে গদ গদ ॥ বুঝিল ধার্ম্মিক রাজা কেবল নির্ব্বোধ॥ পক্ষী বলে শুন রাজা সবআদিঅন্ত॥ বিস্তারিয়াকহি শুন সেসবরতান্ত॥ আর যত রাজ্য সবজলের পাখলে॥ জলেভাঙ্গি ভরে নিয়া সমুদ্র উথলে॥ এরাজ্যের মাটি হয় পাষান সমান॥ একারণেভাঙ্গে হেননাহিবলবান॥ প্রভুরশৃজনহেন অপূর্ব্বভারতী॥ হেটেতে নামায় হেন কাহার শকতি ॥ এহিমতে বাক্যালাপ বিস্তর হইল॥ মশরিকদেশে সন্ধ্যা উপস্থিত হৈল॥ বিমানসমানপক্ষী সাহাবালদেশ॥ সাহা সেকান্দর রাজ্যে করিলপ্রবেশ॥ উপর ছাড়িয়া পক্ষী হেটেতে নামিল॥ কুম্ভকার চক্রে যেন ভ্রমিতে লাগিল॥ বিমানে ভ্রময় যেন মেঘ খণ্ড২॥ পক্ষীসব ভ্রমেতেন সুমেরুপ্রচণ্ড॥ সাহাবাল রাজ্য খণ্ড উপরে চত্তর॥ যামিনী প্রবেশহৈল শব্দ ভয়ঙ্কর॥ সহস্র২ গঙ্গা দিয়া আছে চর ॥

খোওাজকরিয়া আছে মায়াবী নগর❈একঅব্দনবমাস নগ-
রেরচাক॥পরিচিহ্নকরিবারেনাপারয়তাক❈স্থানে২সরোবর
উষ্ণ মেরুদোল ॥ বড়২ নদীনালা বড়২পোল ❈ বড়২ বৃক্ষ
রহে বড়২ ঘর॥পাকাইমারত সিলা বজ্রসমস্বর❈নিজস্থানে
রাজ্য পুরি না পাইল পক্ষি॥বৃক্ষপরে বসিলেক হইমনদুক্ষি
সাহাবালরাজ্যখণ্ডশূন্যেতেরহিল॥বিমানসমানযত ভ্রমিতে
লাগিল ❈ ছয় দণ্ড রাত্রি হৈল গণ্ড গোল রৈল॥বাদ্যশব্দে
কেহ কার নাহি শুনে বোল❈পরিমানবেরমেলা হৈল এক
ঠাঁই॥ আপ্তপরভেদাভেদপরিচয়নাই❈দুতেবার্ত্তাজানাইল
নৃপতির স্থান॥ আসিয়া মিলিলসাহা আপনিএম্রাণ❈পক্ষী
আরোহনে আইলমগ্রিবেরপাতি॥আইলআমীরসাহাপরির
সঙ্গতি ❈ সাহাবাল রাজা আদি যত রাজাপরি॥কি আজ্ঞা
করিবা এবে বল অধিকারী❈শুনি হরষিতরাজা দিলপদুত্তর
আজিরহিবারে বলভোজনবাসর❈কালুকাদরশনহবেসভা
নেরসনে॥ আজিকা রহিতেযুক্তইষ্টসন্নিধানে❈ এতশুনি
কোতওাল হরষিতমন॥মুনাদিফিরাইদিলসকলভবন❈মায়া
নগরেতেহৈলমায়াশব্দধ্বনি॥জনেজনে ডাকি বলেহেনমনে
গুণি❈প্রবোধহইলসবহরষিতমন॥ ইষ্টশুখেকরে সবরন্ধন
ভোজন❈প্রভাতেদর্শনহবেমহারাজসনে॥ বারাম দিবেক
রাজা আগামী বিহানে❈এতশুনিসর্ব্বলোক স্থান আবরিল
বৃক্ষ হতে পক্ষীরাজ ভুমিতেপড়িল ❈ পক্ষীবলে মহারাজ
শুন নিবেদন॥ বড়২গৃহ সব মানিক্যগঠন❈মুকুতারস্তম্ভসব
মানিক্যেরচাল॥চৌদিগেচালয়মণিমুকুতাপ্রবাল❈যেইঘরে
ইচ্ছাহয়করহ আসন॥ খাইতে আছয়লোকেএদ্রব্যনানান

এতশুনিহরষিতহৈলমহারাজ॥প্রবেশকরিল সবে মন্দিরের মাঝ❋মনহরদিব্বটুঙ্গি অধিক উজ্জ্বল॥মানিক্য দেউটি জ্বলে করে ঝলমল❋সমস্তনগরহয়একইবরণ॥ প্রভুর মহিমা কিছু নাজায়কথন❋যারযেইইচ্ছাশুখেশয়নভোজন॥পক্ষীসবেঅন্ন ভক্ষে সানন্দিতমন❋নরপরি অযুতে২সবেরয়॥আপ্তপরভেদ নাহি নাহি পরিচয় ❋ যামিনী খণ্ডিল যদি উদিত ভাস্কর আনন্দিতনৃপতিরসকলনগর❋বিংশএকদিন যদি হইলপুরন উৎসব সমস্তহৈলনগরিয়াগণ❋সাগরেনগরেহৈলবাদ্য হুল-স্থূল ॥ আকাশপাতালমর্ত্ত করে দলমল❋ সাহাবাল রাজ্য ভ্রমেশূন্যেতেরহিয়া॥নানাবিধবাদ্যভাণ্ডনবদতূলিয়া❋পরির বিমান সব শূন্যে করি ভর ॥ অপরূপকৌতুহলনৃপতিনগর তবেসেকান্দরসাহাপাত্রকে ডাকিল॥বসিবারেস্বয্যাকরসাদরে কহিল ❋ আজ্ঞা পাই পাত্রমিত্র সৈন্যসেনাগণ॥ জার যেই যোগ্য স্থান করিল রচন❋দুইপীর সঙ্গে লইজোলকর্ণরাজন সভাকরিবসিলেন্তহরষিতমন❋দক্ষিনেতেইলিয়াসবামেতে খোওাজা॥ রচিলমোহন সভা যেনদেবরাজ❋বাদ্যভাণ্ডহুল-স্থূলিএজয়জোগার॥মূর্খবোলে গীত গাহেনানান প্রকার ❋ কোতওালেডাকিয়াকহেনগরেনগর॥বারামদিয়াছেরাজাভুবন ঈশ্বর❋নরপতিপরিপতি যতরাজাগণ॥অবিলম্বে কর আসি নৃপতি দর্শন❋এইশব্দ যদিসে হইলবারেবার॥চলিল এত্রাণ রাজা সাহা ভেটিবার ❋ তার শেষে আমিরণ মহানরপতি সাহাবাল পরি নৃপ সমাহিত গতি❋ সয়ফল মুলুক সাহা স্থফিয়ানসূত॥অস্ত্রেশাস্ত্রেবিসারদরূপেঅদভুত❋এহিমতে অন্যে২নরপতিরাজ॥একে২মিলিলেকজোলকর্ণসমাজ❋দুই

পীর সম্বোধিয়া বলে নরপতি॥ কিবা নাম কেবা হয় কহ মহা মতি॥ খোওাজ খেজের পীর দিলপ্ত উত্তর॥ প্রথমে এস্রাণ সাহা মস্ত্রি ঈশ্বর॥ তার পিছে আমীর সাহা প্রধান রাজন॥ সঙ্গতি মালিকজাদা তাহান নন্দন॥ তাহান পশ্চাতে দেখ সাহবাল রাজা॥ পৃথিবীর রাজা সবে জারে করে পুজা॥ তাহান সঙ্গতি দেখ জামতা তাঁহার॥ সাহা সুফিয়ান পুত্র নর অবতার॥ এহিমতে জনে২ সব চিনাইল॥ হেনকালের রাজখণ্ড আসিয়া মিলিল॥ তবে সাহা সেকান্দর সভা সে উঠিয়া॥ হস্তে২ গলে২ আলিঙ্গন দিয়া এহিমতে চারনৃপতি নযুবরাজ॥ অনে২ সম্ভাসা আছিল সভামাঝ সেকান্দর আমীর এস্রাণ সাহাবাল॥ এহি চারি নৃপ জান প্রধান বিষাল॥ দুইযুবরাজ দুই নৃপতির সুত॥ সাহা সেকান্দর আর সুফিয়ান সুত॥ মালিকজাদা হয় সাহা আমীর নন্দন॥ যুবরাজ প্রধান হয় এহি তিন জন॥ আর২ রাজা সব যত যুবরাজ॥ মণ্ডলি করিয়া বৈসে সবার সমাজ॥ সয়ফলমুলুক দুই প্রচার হইল মিত্র জোড়া ইষ্টভাব আনন্দ বাজিল॥ বাদ্যভাণ্ড হুলস্থুলি পুরিল ভুবন॥ অন্তস্পুরে প্রবেশিল মহাদেবী গণ॥ শশিকলা মহা দেবী এস্রাণ বনিতা॥ মহাসতী লালমতি কুমারীর মাতা॥ আমীর মহিষী দেবী নামে চন্দ্রভান॥ রোকবালা কুমারীর মাতা তেঁহ জান রৌশনজামাল সাহাবালের বনিতা॥ পরির নন্দিনী বদিওজ্জা- মালের মাতা॥ তিন পাটেশ্বরী আর দুই রাজসুতা॥ সাহা পরি বদি ওজ্জামাল রূপে জুতা॥ আর যত পরিজা দি পাটেশ্বরীগণ॥ রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ হয় এহি পঞ্চ জন॥ রোশনক মহাদেবী মুক্য পাটেশ্বরী সবে তানে প্রণামিল স্তুব তকরি॥ অন্যো২ সম্ভাসা আছিল বহু তর॥ চারি পাটেশ্বরী বৈসে একাশন পর॥ দুই বালা পরিসুতা যথা

লালমতি॥রোকবালাউদ্দেশিয়াচলেদুইসতী॥ সঙ্গতিপরির ঠাট অনুচরিগণ॥বিরলমন্দিরে গিয়া দিলদরশন ॥ লালমতি দিপ্তীময়উজ্জ্বলমন্দির ॥ মুকুতাপ্রভাবেহীরাউজ্জ্বলপ্রাচীর যুবকযুবতীদিস্বরত্নময়টুঙ্গি॥ লোকমানেগঠিয়াছেনানরঙ্গারঙ্গি প্রবেশিমন্দিরমাঝেদুইরাজবালা॥ ভুবনমোহনরূপ জিনিয়া চপলা॥ দুইশিশুকোলে দুই মানব দুহিতা॥পরিজাদিরূপে দোহহইলমোহিতা॥স্তব্ধমনেচারি জন ক্ষনেকআছিল॥সন মত সন্ধিপাইপ্রাণ সম্বরিল॥অনুমানেবুঝিলেকবদিওজ্জা- মাল॥লালমতিনামহয়সর্ব্ব অঙ্গলাল॥প্রিতীভাবেগলে২মিলি দুইজন॥রোকবানু সাহাপরি হইল মিলন॥আনন্দেপলকে চারিঅন্যে২মিলে॥অদলেবদলেশিশুলইলেককোলে॥সাহা পরির সুতাহয়কয়রা পরিনাম॥ভুবনেতে নাইতার রূপের উপাম॥রোকবালালইলেক ভ্রাতার নন্দিনী॥ কামিলমুলুক লয় পরিশুবদনি॥বদিউজ্জামাল লয়জেয়াল মুলুক॥দেখিয়া বালকরূপমনেভাবেসুখ॥লালমতিলইলেকমেহেরজামাল আনন্দিতহুলস্থুলি হইলউথাল॥ঢোলদমাকাড়াসিঙ্গাকাস করতাল॥নাগোরাটিকারাবাজেনবদবিশাজ॥অন্তস্পুরস্থানে স্থানেপরিগণমেলা॥নৃপতিসভাতেহৈলজয়ধ্বনিখেলা॥শূন্য পরেথরে২কম্পয় গগণ॥বাদ্যভাণ্ডেহুলস্থুলি নাচে পরিগণ মধ্যভুমেবাদ্য বাজে পাতাল কম্পয়॥ নর নারীবেশ্যানাচে সুখ সুনিশ্চয়॥গগণপুরিয়াসুখেনাময়পাতালে॥মর্ত্তলোকে মোহপায়ঝমকউথলে॥আনন্দেপুলকহইযারযেইজন॥আবির অগুরুকেহকরে বরিষণ॥সুখ সাগরেরকথানাজায় কহন॥ শিশুকোলেচারিরমাভুবনমোহন॥জেয়ালমুলুকরূপরত্নাকর

শশি॥ বদিওজ্জামালেদেখি উঠিলেক হাঁসি৩ জেয়ালমুলুক আর মেহের জামাল ॥ এক বর্ণ রূপে কান্তি দিপ্তীময় লাল আমারদুহিতাযোগ্যএইশিশুবর॥ এতভাবি পরিসুতাহাঁসিল অধর৩এহিমতেমুখেবস্ত্রহাঁসেঘন২॥একদৃষ্টেহেরিতেলাগিল তিনজন৩সন্মুখেচারিজনএকই আসন॥চতুর্ভিতে অনুচরি নর পরিগণ৩সাহাপরি বলে শুন বদিওজ্জামাল॥ ঘন২হাঁস কেনে এতনহে ভাল৩তুমিআমিপরিজাতি অন্তর্য্যামি দেখি এনিমিত্তহাঁসকিনাকহচন্দ্রমুখী৩মানবসমাজে বসি অনুচিত হাঁস॥সত্য২সুবদনীকরিবাপ্রকাশ৩এতশুনি নিঃশব্দ হইল শশিমুখ॥রোকবানুকহিতেছে বচন কৌতুক৩পরিকুলরূপা- ধিকগুণবেসহয়॥এতজানিসুবদনী সঘনহাঁসয়৩ নহে২ কহে তবে বদিওজ্জামাল॥দুষ্টকথাকহকেননালাগয়ভাল ৩ রূপ গুণধিকাধিক যদিমোরমন॥জাতি কুল বংশমোর হউকউচ্ছন যদিকহিনাহককথাদোহাইআল্লার॥ আছয় রহস্য একহৃদয়ে আমার৩পুনরোকবালা কহেহাঁসিতে অধর॥ কহ২গুণমনি বাক্যমোনহর৩কহ২কিসুখেহাঁসিলাপরিসুতা॥কহকহচন্দ্র মুখী নিজ মনকথা৩কহ২নববালামর্ম্মেরবেদন॥কহকহকিবা হাস্যদেখিলানয়ন৩কহকহবলিয়াপুছয়হাঁসিহাঁসি॥ কহকহ কহকহ কহ নবশশি৩বদি ওজ্জামলবলেকহিতেনাপারি॥সর্ব্ব থায় না জিজ্ঞাস রাজারকুমারী৩রোকবালাবলেএহিকপট তোমার॥নিশ্চয়জানিনু এহিপরিকুলাচার৩মৃগমালাপরি যদি কপটরচিলা॥চন্দ্রভানুরাজপুত্রদেশ ত্যাগকৈলা৩সামারোখ পরিছিলরূপেগুণেবেখ্যা॥ঘরেঘরেজেয়ালমুলুক কৈলভিক্ষা এলজাহাপরিরূপবন্তীনলিনীকুমার॥কাননেভ্রমিয়াদুখপাইল

অপার ❁ শ্বেতপরিহরি নিলরুদ্রদেবরাজা॥ প্রেমেতেভরিয়া মনহইলেকভার্য্যা ❁ সাহাসুফিয়ানসুতসয়ফল মুলুক॥ তোমা লাগি এ কুমারে বহু পাইলদুখ ❁ মোর ভ্রাতাযুবরাজ মালিক জাদায়॥ সাহা পরি লাগি দুখ পাইল সর্ব্বথায় ❁ অথবাপরির মর্ম্ম বুঝিতে নাপারি॥ কৃপা চিত্তেপ্রকাশিয়া কহিবা বিস্তারি বদিওজ্জামালেশুনিসঙ্কাচিত্তমন॥ হেটমাথে কহেবালামধুর বচন ❁ শুনরোখবালাতোমানাহয়উচিত॥ দিব্যকরিলামতবে বল বিপরিত ❁ মনে কহিলামমোরমেহের জামাল॥ জেওাল মুলুক সম এক রূপ ভাল ❁ কুমার কুমারী দুইএকইআকৃত যোগ্যজোড়াপতিপত্নীমনেতবাঞ্ছিত॥ আমারউচিতনহেকহিতে একথা॥ নিমিত্তে হাঁসিলামশুনরাজ সূতা ❁ সাহাপরি লাল মতিহাঁসেরোখবালা॥ বদিওজ্জামাল মাত্র স্বলজ্জিতহৈলা সখীসহচরীগণহাসেআনন্দেতে॥ চারিমহারাজরাণী আইল আশ্চম্বিতে ❁ সাহাপরিবলেশুনবদিওজ্জামল॥ জামিতালইয়া কোলে এ কোনখেয়াল ❁ লজ্জাভাবিপরিসূতাহেটমাথেরৈল চারিমোক্ষ্য পাটেশ্বরী স্বকানে শুনিল ❁ তিনজন হাস্যমুখী লজ্জাবতী এক॥ হরিষেচক্ষেরজলধায়পরতেক ❁ রোশন জা- মালেদেখিদুহিতালজ্জিত॥ সন্তোসিয়াপুছিলেকবচনপিরিত কিসের দামন্দ কথাকহতুমি সব॥ বিস্তারিয়াকহশুনিদুহিতা দুল্ল ভ ❁ এতেকবলিয়ামায়পুছেবারেবার॥ উত্তরনাদিলাকন্যা লজ্জাকুল ভার ❁ চারিমহাদেবী লয় শিশু চারিজন॥ সাহা পরিকহিলেকযতবিবরণ ❁ রোশনজামাললয়জেওালমুলুকে দেখিয়াবালকরূপমনেবড়সুখে ❁ শশিকলালইলেকমেহের জামাল॥ মানিক পুথলি যেন পিপ্তিমরলাল ❁ কামিলমুলুকে

লয় চন্দ্রভানু দেবী॥দুহিতা ঘরের দত্ত মনে দয়া ভাবি॥ কয়রা পরি লইলেক দেবী রোশনক ॥ পরিগর্ব্বে নর বীর্য্যে উত্তম বালক॥ এহিমতে জদলেবদলে শিশুগণ॥ মহাদেবীগণ আদি আনন্দিত মন॥ মেহেরজামাল আর জেওলমুলুক॥ সাহাপরি কহিলেক সকল কৌতুক॥ পাটেশ্বরী চারি বালা চারিশিশু কলা দ্বাদশ শশিয় হৈল মন্দির উজ্জালা॥ সহচরীপরিগণ নর্ত্তকি সদায়॥ পাখওয়াজ বাজাইয়া নাচে আর গায়॥ রাজসভা মধ্যে কহেন পুংসমলিক॥ অন্তস্পুরে দেবীগণ আনন্দিত অধিক॥ জেওলমুলুক আর মেহেরজামাল॥ যোগ্য জোড়া সুভলগ্নে মিলায়েছে ভাল॥ এত শুনি পুছিলেক জোলকর্ণ এস্রাণ॥ মেহেরজামাল কেবা নামের বাখান॥ সাহাল বলেহয় আমার দৌহিত্রী॥ বদিওজ্জা-মাল সুতা সুফিয়ান পুত্রি॥ সয়ফলমুলুক পিতা সাক্ষাতে আছয় কি আজ্ঞা করিব বল রাজা মহাশয়॥ দুই পীরে বলে সহা বাঞ্ছিত কামনা ॥ রাঙ্গ উদ্দেশিয়া রুধে তাতে মিলে সোনা যোগ্য২ মিলয় অযোগ্যে মিলে কি॥ পুষ্পে মকরন্দ মিলে দুগ্ধে মিলে ঘি ॥ সাহাবাল মহারাজ পরির প্রধান॥ সুজুগে কুটুম্ব জান সাহা এস্রাণ॥ এত শুনি সভাখণ্ড উল্লাসিত মন॥ সেকান্দর সাহাবাল মিলে দুইজন॥ সাহাবাল আমীর এস্রাণ নরপতি সেকান্দর সয়ফলমালিকজাদা প্রতি॥ অন্যে২ সম্ভাস্রিয়া সাদর মিলনে॥ ভক্তিভাবে প্রণামিল পীর দুইজনে॥ তবে সেকান্দর সাহ পুলকিত হৈল॥ বরন বিস্তার প্রতি আদেশ করিল॥ দৈবজ্ঞ আনিয়া রাশি বিচারিল॥ জেওলমুলুক আর মেহেরজামাল জেয়াল নামেতে হৈল দশবর্গ ভিন্নী ॥ পুনঃ দশবর্গ হয় মেহের যুবতী ॥ বিংশবর্গ দোহানের সবর্গ সমান ॥ তিন গুণে হার

চাহে পণ্ডিত সুজ্ঞান॥ তিন ছয় আঠার গেল দুই রহে সিমা
একে শূন্যে পতিনাশা দুইয়ে মরে রমা॥ জেওাল জাতিয় সিংহ
চুয়াসে মেহের॥ সিংহ পদতলে চুয়া পত্নী হয় জের॥ মিনরূপি
কুমার সে কুমারী জলস॥ পুষ্পোতে ভ্রমরা যেন ফিরয় সরস॥ অষ্ট
জাতি অষ্টকুল সকলি উত্তম॥ জাতীয় পদ্মিনী কন্যা পুর্ণ কুম্ভ
সম॥ ভাগ্যবতী হবে রমা পতিব্রতা সতী॥ শুভ শুভ গণি কহে
দৈবজ্ঞ সুমতি॥ বিবাহের বর কন্যা হইল বরন॥ কত দিন বাদে হবে
মঙ্গল পুরণ ॥ আনন্দে উৎসব বাদ্য বাজে অতুলিত ॥ পদ্ম
পত্রে জল যান ধরনি কম্পিত॥ পুরিমধ্যে যানা ইল যাইয়া কথন
পুনিঃ হরষিত হৈল মহাদেবীগণ ॥ রোশনক মহাদেবী দারা
রাজ সুতা ॥ শশিকলা মোক্করাণী লালমতি মাতা॥ চন্দ্রভান
রোশনজামাল দুই জান॥ মোক্ক২ আর যত পাটেশ্বরীগণ॥ লাল
মতি রোকবানু মানবদুহিতা॥ সাহাপরি বদিওজ্জামাল পরিসুতা
এহি অষ্টপ্রধান অপর যত জন॥ আনন্দিত মোক্ষ রোলে করে
নারীগণ॥ এজারজরদ বস্ত্রে ঢাকি দুই জন॥ মণি মুক্তা গলে দেন্ত
করিয়া যতন ॥ সফেদ বরণ মুক্তা মনি হয় লাল॥ গৌরবর্ণ
গলা হয় সুশোভিত ভাল॥ কুমার কুমারী এক পালঙ্কে সোতাই
গীত গাহে আউসুয়া সকল মিলাই॥ নর পরি এক মেলা করিয়া
মণ্ডলী ॥ নানা ছন্দে গাহে গীত করিয়া চিকলী॥ নানা যন্ত্রক বি-
লাস মৃদঙ্গ মন্দীরা॥ রোবাব দোতারা বাজে সারিন্দী কিন্দারা
চঙ্গ করতাল ঝাঞ্জা নেপুর ঘাঘরী ॥ সহচরী দিব্ব নারী নাচয়
কুহরি॥ নটী ওতয়ফা রূপে রোশনজামাল॥ করতালি দিয়া নাচে
তুলি দিব্ব তাল॥ অষ্ট ভিতে আবরিল নারী অষ্ট জন॥ গীত গাহে
নাচে ধরি যন্ত্রের লাবন॥ নর্ত্তিতি নাহিক যথা কেবা করে গান

চাহে পণ্ডিত সুজ্ঞান ❋ তিন ছয় আঠার গেল দুই রহে সিমা
একে শূন্যে পতিনাশা দুইয়ে মরে রমা ❋ জেওাল জাতিয় সিংহ
চুয়াসে মেহের॥ সিংহ পদতলে চুয়া পত্নী হয় জের ❋ মিনরূপি
কুমারসে কুমারী জলস॥ পুষ্পোতে ভ্রমরা যেন ফিরয় সরস ❋ অষ্ট
জাতি অষ্টকুল সকলি উত্তম॥ জাতীয় পদ্মিনী কন্যা পুর্ণ কুম্ভ
সম ❋ ভাগ্যবতী হবে রমা পতিব্রতা সতী॥ শুভ শুভ গণি কহে
দৈবজ্ঞ সুমতি ❋ বিবাহের বর কন্যা হইল বরন॥ কত দিন বাদে হবে
মঙ্গল পুরণ ❋ আনন্দে উৎসব বাদ্য বাজে অতুলিত ॥ পদ্ম
পত্রে জল যান ধর নিকম্পিত ❋ পুরি মধ্যে যানা ইল যাইয়া কথন
পুনিঃ হরষিত হৈল মহাদেবীগণ ❋ রোশনক মহাদেবী দারা
রাজ সুতা ॥ শশিকলা মোক্ষরাণী লালমতি মাতা ❋ চন্দ্রভান
রোশনজামাল দুই জান॥ মোক্ষ২ আর যত পাটেশ্বরীগণ ❋ লাল
মতি রোকবানু মান বহু হিতা॥ সাহাপরি বদিওজ্জামাল পরিসুতা
এহি অষ্ট প্রধান অপর যত জন॥ আনন্দিত মোক্ষ রোলে কয়ে
নারীগণ ❋ এজার জর দ বস্ত্রে ঢাকি দুই জন॥ মণি মুক্তা গলে দেন্ত
করিয়া যতন ❋ সফেদ বরণ মুক্তা মনি হয় লাল॥ গৌরবর্ণ
গলা হয় সুশোভিত ভাল ❋ কুমার কুমারী এক পালঙ্কে সোতাই
গীত গাহে আউস্কুয়া সকল মিলাই ❋ নরপরি এক মেলা করিয়া
মণ্ডলী ॥ নানা ছন্দে গাহে গীত করিয়া চিকলী ❋ নানা যন্ত্র কবি-
লাস মৃদঙ্গ মন্দীরা॥ রোবাব দোতারা বাজে সারিন্দী কিন্দারা
চঙ্গ করতাল ঝাঞ্জা নেপুর ঘাঘরী ॥ সহচরী দিব্ব নারী নাচয়
কুহরি ❋ নটী ও তয়ফা রূপে রোশনজামাল॥ করতালি দিয়া নাচে
তুলি দিব্ব তাল ❋ অষ্ট ভিতে আবরিল নারী অষ্ট জন॥ গীত গাহে
নাচে ধরি যন্ত্রের লাবন ❋ নর্ত্তিত নাহিক যথা কেবা করে গান

স্বর্গ মর্ত্ত পাতালাদিশব্দত্রিভুবন❋আনন্দিতহুলস্থ লিবিস্তর আছিল॥বালক দেখিতে নৃপ সমাজে চলিল ❋দুইদিগেদুই পীর মদ্ধেমাহারাজ॥ আমীর এত্রাণদুইমদ্ধেপরিরাজ❋সাহা বাল পরিপতি সাদরল করিয়া॥দুইবাহুদুইনৃপচলিলমিলিয়া সরফলমুলুক দুই দুই পাসে চলে ॥ মধ্যেতেমালিক জাদা মনকৌতুহলে❋দুই পীরচারিরাজতিনযুবরাজ॥ এহি নয়জন চলেঅন্তস্পুরমাঝ❋পুনঃবাদ্যভাণ্ডপুরেগগনেপাতালে॥লহ-রে সাগরেজলে তরঙ্গউথলে❋আনন্দেগগনেধায়চন্দ্রচাহে হাতে॥পাতালেনামিতেলাগেবাসুকিরমাথে❋মধ্যভুমিস্থির নহেভ্রমেচক্রাকার॥কুম্ভসনে ঘনতালেআনন্দঅপার❋এহি লগ্নেগেলরমাঅন্তস্পুরমাঝ॥মণ্ডলিকরিয়ানাচেরমণী সমাজ শুনিতেসুস্বরধ্বনি গীত হুলস্থুলি ॥ কুলিষ কমল হয় জ্ঞানে জ্ঞানভুলি❋মণিনঞ্চমতিভ্রমললিতসুস্বর॥ ঘোরজিন লাবন্য মধুরি তিন তার❋স্থগিতপবণবহেমন্দ২ বায়॥বসন্তের পাপি পিক বলে মধু রায় ❋

রাগ বসন্ত ॥

বিরহে বসন্তেরিত সমির শীতল ॥ বিকশিতপুষ্পাদলসুগন্ধি সকল❋ঝমকে২বাদ্য উঠয় লহর॥সরাসরি শব্দ জান অখাত সাগর❋সাহাপরিবদিওজ্জামালদুইজন॥রোশনজামাল সঙ্গে তালেরপুরন❋লালমতিরোকবালামাতৃ সঙ্গেচারি॥রোশনক মহাদেবীগীতেরউস্তারি❋আনন্দেতে মহামহা নাচেপরিগণ শুনিতেঅপুর্ব্বলিলামোহজায়মন❋বসন্তপ্রকাশযদিহইলতরল ক্রমে ক্রমে পুর্ণমিত হইলপ্রবল❋গাহনবাজনরোলেধরনি ভরিল॥ অন্তস্পুরে রাজাসবেমোহ আচরিল❋স্তব্দমনেকতক্ষণ শুনিয়া নিয্যাস॥অপুর্ব্বগাহনধ্বনিমন অভিলাষ❋ সাহাবলি

ধলেরাজাকর অবধান॥ বরনবিবাহকার্য্যকরসনমান❀স্থির মতি হইরাজা করিল আদেশ॥মহাদেবীস্থানেবার্ত্তা কহিতে বিশেষ❀সহচরীধাইয় গিয়াবার্ত্তাজানাইল❀কুমারকেদেখিবারে রাজখণ্ড আইল❀ পদ বন্দ ॥

শুনিয়া দূতের কথা রাজা আগমন॥নাট্যগীতেশান্তহয় মহাদেবীগণ❀স্থানে২রত্নময় সিঙ্গাসন দিল॥ মণ্ডলি করিয়া সব আসনেবসিল❀বৃদ্ধরাজাচারিজনঅপার মহিমা॥রূপেগুনে যুবরাজ দিতে নাহি সীমা❀জেহেনযুবতী সবতেন যুবরাজ ধন্য২শব্দহৈলভুবনের মাঝ❀ ধন্য২ জননীউদরেদিলঠাঁই ধন্যকুলেপুন্যবতীএসকলমাই❀তবেদুইপীরেবলে শুন নরপতি॥কেমনদৌহিত্রীদেখিআনশীঘ্রগতি❀এতশুনিআদেশিল সহচরীগণে॥আনিলেকদুইশিশুরাজ্যারসদনে❀নীলওজরদ সিয়াবসনেঢাকিয়া॥দুইরাজাকোলেদুইশিশুদিলনিয়া ❀আমীর এব্রাণদোহ মাতামহজন॥ললাটেতে চুম্বদিলদৌহিত্র সন্তান ব্যবহার নানাবস্ত্রনানাঅলঙ্কার❀অদলেবদলে দিলদোহানকুমার❀হাঁসিতেলাগিলপীরকিদিববেভার॥তুমিসবরাজ্যেশ্বর কি আছে আমার❀ রহস্য দেখয় যতপুরবাসীগণ॥জয় জয় বাদ্যবাজেঘোরদরশন❀ইলিয়াসবলেগঙ্গাকি বলিব আর॥ নিশ্চয়পালিবা তুমি বচনআমার❀ধনরত্নব্যবহার দিব জনে জন॥ভূমিতেরাখিলেহওকাঁপেত্রিভুবন❀তিনবার করাঘাত ভূমেতেকরিল॥অলঙ্কারধনবস্ত্র ভাসিয়াউঠিল ❀ যেইমতে বাজীকরে বাজীকরগণে॥অন্তস্পুরভরিলেকমণিমুক্তা ধনে লালরত্ন জমরুদ হেমহীরামতি॥জগ২ডগমগঅপূর্ব্বভারতী❀ এহিমতেধন হৈলসভান সাক্ষাত॥ খোওাজখেজের বলে

শুন নরনাথ❀আসিছে কুটুম্ব তোমা মান্যমন্তজন ॥ ব্যবহার ধন রত্ন যেইলরমন❀সেইশব্দহইলেক সভাসদ মাঝ॥স্বশুর ব্যভার দিল বীর যুবরাজ❀আশ্চর্য্যহইলদেখি পুরবাসীগণ॥ ধনপরেসোতাইলশিশুদুইজন❀নাটুয়ায়নিত্যকরেগীতগাহে গাইনে॥মেহের জামালেপুনিসভামধ্যে আনে❀দেখিয়াপরিয় সুতাসবহরষিত॥কুমারকুমারীদোহসমানআকৃত❀এহিমতে কতদিনকৌতুকেনিবাশ॥দেশেজাইবারেসবহইলউদাশ❀হেন সভা ভঙ্গহৈতে মনেনাহি ভায়ে॥কিকরিব অ-সকালে দিন গ্রিজায়ে❀বিদায় হইতে বলে নরপরিপতি॥কহিবারে না পারিলবিবাহভারতী❀কতদিনব্যজেহবেদোহপরিণয়॥জায় যেই নিজ দেশে গেলেক নিশ্চয়❀সাহাবদ্দিনমোহাম্মদপীর গুণধাম॥ভুমিগতে দণ্ডবতে করিয়া প্রণাম❀তাহান পঙ্কজ ধুলিশিরেতেতুলিয়া॥ আবদুলহাকিম কহে পাঁচালিরচিয়া❀

দীর্ঘ ছন্দ ॥ শুন কহি গুণিগণ, কেতাবের যে লিখন আছে সত্যজানহ নিশ্চয়॥ আল্লারস্থলহয়,সেকান্দরমহাশয় জোলকর্ণ ভুবনবিজয়❀ তানসুতগুণধাম,সয়ফলমুলুকনাম পৃথিবীবিজয়ীযুবরাজ॥সর্ব্বগুণেবিদাগত,অস্ত্রেশাস্ত্রেবিসারদ হইলেক এইজগমাঝ❀রোকবালালালমতি,প্রভুভক্তদুইসতী সঙ্গেউপযুক্তারমণী॥এইদুইকন্যা যেন, প্রকৃতি উত্তম তেন, স্তুধে আপ্পজন্মিলরমণী❀পুরুষরমণীমাঝ, দুইকন্যা যুবরাজ কোথা হেনমজেপ্রেম মাঝ॥ পুন্নহেতু গটেজয়, শঙ্কট হইল খর, পুত্রদুই দেবেন্দ্র সমাজ❀ খোওাজখেজিরসঙ্গে,ইলি-য়াস মনরঙ্গে,কর্ম্মজোগ করিল সুসার॥ এহিসববিবরণ,পঠে শুনে যেইজন,সর্ব্বত্রে কুস সহয়তার❀যেবাপঠেযেবা শুনে

লাসম্বৃত্তি ॥ [৩৪]

জ্ঞান বাড়ে শত গুণে. প্রকৃতি হয়েন্ত অতি ভাল ॥ দুঃখ দারিদ্রতা ছাড়ে, ভবে আয়ু জশ বাড়ে, হয় অতিসম্পদ বিষাল ❁ সঙ্কট জায়েন্ত দুরে. মন রঙ্গে রস পুরে, হরিষে বঞ্চয় প্রতিনীত ॥ নিজ সতীনের প্রতি, সতীনের প্রেম অতি, ধর্ম্ম ভাবে বাড়য় পিরিত❁ নিজ পুত্র বধূ প্রতি.সাশুড়ির কৃপা অতি, সাশুড়িকে বধুর মান্নতা॥ নিজ সূত সূতা প্রতি, মাতৃ পিতৃর কৃপা অতি, পুত্র কন্যা মাবাপ পুজিতা যদি নিজ ভাই প্রতি, জনকের দয়া অতি, ভিন্ন ভাব নহে মনে ভ্রান্তি ॥ পরসি গনের সঙ্গে, পরুসি বঞ্চয় রঙ্গে, একা যুক্ত সহরিষ মতি❁ ফকির দরবেশ প্রতি, দরবেশের কথা অতি, প্রভু কৃপা প্রভাব কারণ ॥ প্রভু সঙ্গে কৃপা যার, তার সঙ্গে অবেভার, সমসম বুঝিতে আপন ❁ প্রভু কৃপা দৃষ্ট জাকে, মনেত অতুষ্ট তাকে, সত্য জান প্রভু সঙ্গে বাদ ॥ যেবা জ্ঞানহীন নর, ক্ষমিব প্রভুর ডর, আপে চিন্তে আপনা প্রমাদ ❁ প্রভু যাকে কৃপা ময়, অরি সঙ্গে যুক্ত হয়, প্রাণপন করিতে পিরিতি ॥ বন্ধুর বন্ধুয়া প্রতি, গৌরবেতে যুক্ত অতি, তবে বন্ধু ভক্ত বন্ধু প্রতি❁ সাহাবদ্দিন মোহাম্মদ, শিরে ধরি তানপদ, আবদুল হাকিম হীন জ্ঞান প্রণামিয়া গুণিগণ,প্রভু করি আরাধন,পুনবসি কয় অবধান হীন বুদ্ধি অল্প জ্ঞান, ক্ষুদ্র জ্ঞান অনুমান, পাঁচালি রচিনু দেশী ভাসি ॥ ক্ষম ছিদ্র অপরাধ, কর মোকে আশীর্বাদ, হেন দয়া চিত্তেতে প্রকাশি ❁ ধর্ম্ম ভাবে গুণিগণ, মোকে কৃপা কর মন. ছিদ্র যেবা আছয় আমার ॥ রক্ত মাংশ অঙ্গ মোর, স্মরণ হইল তার, পদ বন্দ না হই সুসার ❁ যেজ্ঞা

শুনে যেবা পড়ে জ্ঞান সঞ্চরয় ধরে, ধর্ম্ম ভাব হয় তার মন ধর্ম্ম ভাব হই অতি, কৃপা বাসি মোর প্রতি, শুদ্ধ ভাবে করিবে পঠন ❀ মোর এহি হীন জ্ঞান, জিনি যেবা গুণি গণ, প্রচণ্ড যে জিনি জ্ঞান অতি ॥ যত ভঙ্গ পদ বন্দ, শুদ্ধ কর খণ্ড খণ্ড, পরলোকে হবে ভাল গতি ❀ নতু এহি পদ বন্দ, যে গাহিল ভাল মন্দ, এহিরূপে করিতে উচিৎ৷ মন্দ যদি ভাল করে, লক্ষ্মী বেড়ে পাপ হরে, ভাল ভাঙ্গি মন্দ অনুচিত ❀ যেবা জ্ঞান নাহি ধরে, ভাল ভাঙ্গি মন্দ করে, গাভি পুত্র নিশ্চয় গৰ্দ্দভ ॥ শুদ্ধ অশুসার যত, কেহ না পাইবে তত, সত্য জান গুণি গণ সব ❀ ইতি সমাপ্ত ॥

সন ১২৭০ সাল তারিখ ২৭ ফাল্গুণ।

শ্রী আবদুল হাকিম, সাং সুধারাম।

—❀—

❀ লালমতি পুস্তকের শুচি পত্র ❀

❋ লালমতি ছয়ফ মুলুক পুস্তকের শুচি পত্র সমাপ্ত ❋

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণ কে অবগত করাণ যাইতেছে যে, সুধারাম নিবাসী পণ্ডিত আবদুল হাকিম প্রণীত অত্র " লালমতি সয়ফল মুলুক " পুস্তকের কপী-রাইট, এবং অপর কতক গুলি পুস্তকের কপী-রাইট মৌলবী আলী-নকী মরহুমের ওয়ারেস গণের নিকট হইতে আমরা ক্রয় করিয়া, প্রথম বার ছাপিয়া প্রকাশ করিলাম। এখন হইতে ইহার সমস্ত স্বত্ব ও স্বামিত্ব আমাদিগকে অর্শাইল। যদি কেহ ইহার কোন অংশ কখনও পরিবর্ত্তন বা পারি-বর্দ্ধন করিয়া ছাপেন, কিম্বা এই পুস্তকের নাম কেহ অপর পুস্তকে ব্যবহার করেন, অথবা আমাদের বিনানু-মতিতে কেহ এই পুস্তক ছাপিয়া প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আইন আমলে আসিবে, এবং তাঁহাকে আমাদের সমস্ত খেসারতের দায়িক হইতে হইবে। ইতি

সন ১২৯৫ সাল ১ লা আশ্বিন।

দিনহীন

গোলাম মওলা ও হামিদুল্লাহ।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণ কে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, অত্র "লালমতি সয়ফল" মুলুক পুস্তকের এবং অপর কতক গুলি পুস্তকের কপী রাইট, মৌলবী আলী নকী মরহুমের ওয়ারেস দিগের নিকট হইতে, আমি ও বন্ধুবর

মৌলবী হামিদুল্লাহ সাহেব, আমরা উভয়ে খরিদ করিয়া, প্রথম বার ছাপিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমাদের খরিদা সমস্ত কপী রাইট, আমি ও বন্ধুবর মৌলবী হামিদুল্লাহ সাহেব, আমরা উভয়ে আপোষে বণ্টন করিয়া লইয়াছি। এই লালমতি পুস্তকের সম্পুর্ণ কপী রাইট আমার হইয়াছে। একণে আমি এই লালমতি পুস্তক, নিজ খরচ পত্রের দ্বারা আপন হবিবি প্রেসে ছাপিয়া দ্বিতীয়বার প্রকাশিত করিলাম। অদ্য হইতে এই পুস্তকে মৌলবী সৈয়েদ হামিদুল্লাহ সাহেবের কোন প্রকার হক রহিল না। ইহাও প্রকাশ থাকে যে, ১৮৪৭ সালের কপী-রাইটের ২০ আইনের মর্ম্মানুসারে, এই পুস্তকের কপী রাইট, হোম ডিপার্ট মেণ্টে নিজ নামে রেজেষ্টারী করিয়াছি। কেহ এই পুস্তক সম্পুর্ণ অথবা আংশিক ভাবে সামান্য রদ-বদল করিয়া, ছাপেন অথবা ছাপিবার কসদ্ করেন, মোতাবেক আইন আমলে আসিবে, অথবা যদি কেহ এই পুস্তকে বর্ণিত নায়ক নায়িকার নাম গুলি ঠিক রাখিয়া, ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া, ছাপেন, তিনি আইন অনুসারে আমারখেসারতের দায়িক হইবেন। ইতি হবিবি প্রেস, ২৭ নং নর্থ শিয়ালদাহ রোড,

সন ১২৯৮ সাল ১৭ ই অগ্রাহয়ণ।

দিনহীন্

গোলাম মওলা।